সরল মহাভারত

"পূর্ব্বে দেবগণ একত্র সমবেত হইয়া তুলাযন্ত্রের একদিকে চারি বেদ ও অন্য দিকে
এই ভারত-সংহিতা রাখিলেন, কিন্তু পরিমাণকালে ভারত-সংহিতা
সরহস্য বেদচতুষ্টয় অপেক্ষা মহত্ত্ব ও ভারবত্ত্ব গুণে অধিক
হইল, তদবধি দেবগণ ইহাকে 'মহাভারত'
বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেন।"

শ্রীনিশিকান্ত চক্রবর্ত্তী, বি, এল্,
প্রণীত।

প্রকাশক
শ্রীসুখদারঞ্জন চক্রবর্ত্তী,

সবজিমহাল,	৩নং সুরাফার্ট লেইন,
ঢাকা।	বেলেঘাটা, কলিকাতা।

ফাল্গুন, ১৩৩২।

উৎসর্গ

পরমারাধ্য

স্বর্গীয় অভয়াচরণ চক্রবর্ত্তী

পিতৃদেব মহাশয়ের শ্রীশ্রীচরণকমলেষু

"পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্ম্মঃ পিতা হি পরমং তপঃ।
পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রিয়ন্তে সর্ব্বদেবতাঃ॥"

পিতৃদেব,

আপনি যে সমস্ত গ্রন্থ ভালবাসিতেন, মহাভারত তন্মধ্যে অন্যতম। আজ সেই মহাভারতের মহাকাহিনীর মুল অংশ আপনার প্রিয় দেশের ছেলে মেয়েদের জন্য প্রকাশিত হইল। আপনি নিজে ইহধামে ইহা দেখিলে নিরতিশয় প্রীতিলাভ করিতেন। এখন আপনি অমর ধামে; সেই পুণ্যলোকেও ইহাতে প্রীতিলাভ করিবেন ভরসায় আপনার নামে এই গ্রন্থ উৎসর্গ করিয়া ধন্য হইলাম।

সেবকাধম
আপনার স্নেহের
নিশিকান্ত

প্রকাশকের নিবেদন।

মহাভারতের তুলনা শুধু মহাভারত। কথায় বলে, 'যা নাই ভারতে, তা নাই ভারতে'। মহাভারত একাধারে ধর্ম্মশাস্ত্রের সার, জ্ঞানের অক্ষয় ভাণ্ডার, প্রাচীন জগতের সভ্যতার উজ্জ্বল ইতিহাস, শ্রেষ্ঠতম মহাকাব্য এবং চিরমধুর উপন্যাসের ন্যায় মনোহারী আখ্যানের অফুরন্ত উৎস। কিন্তু নিতান্ত দুঃখের বিষয় মূল মহাভারতের চিরমনোহর মূল ঘটনাবলী জানিবার জন্য সর্ব্বসাধারণের ঔৎসুক্য থাকিলেও তাহা পরিতৃপ্তির তেমন সুবিধা নাই। তাই মূল মহাভারতের মূল আখ্যানটি সর্ব্বসাধারণের, বিশেষতঃ ছেলেমেয়েদের জন্য সরল পদ্যে এই প্রথম প্রকাশিত হইল। উদ্দেশ্যের অনুরোধে কোন কোন অংশ প্রচ্ছন্ন রাখিতে হইয়াছে। বিষয় অতি গুরুতর; আমরা যথাসাধ্য যত্নের ক্রুটী করি নাই। এতদ্বারা আমাদের উদ্দেশ্য কিয়ৎ পরিমাণে সফল হইলে সমস্ত পরিশ্রম সার্থক মনে করিব।

মূল গ্রন্থের বর্ণনানুসারে প্রসিদ্ধ চিত্রকর দ্বারা অঙ্কিত করাইয়া কয়েকখানা হাফটোন চিত্র ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইল। আশাকরি, এতদ্বারা পুস্তকের উপাদেয়তা বৃদ্ধি পাইবে। নিবেদন ইতি—

রাজাবাড়ী, ঢাকা।
১৩৩২।

শ্রীসুখদারঞ্জন চক্রবর্ত্তী।

সূচীপত্র।

—o—

চিত্র সূচী।

দ্রৌপদীর স্বয়ংবর।

ধনুক ধরিয়া তারপরে বী র

গুণ দিয়া অনায়াসে বসাই শর।

যত রাজবংশ আছে ক্ষত্রিয়-সমাজে,
সূর্য্য চন্দ্র দুই বংশ খ্যাত তার মাঝে।
সূর্য্যবংশে দশরথ রাজা অযোধ্যার
সত্য পালিবার তরে প্রাণ দিলা তাঁর।
তাঁর পুত্র রাম হ'তে হয় 'রামায়ণ,'
লিখে মুনি বাল্মীকি সেই বিবরণ।
চন্দ্রবংশে কুরুরাজা সবার প্রধান,
তাই কুরুবংশ বলি সে বংশের নাম।
এইটুকু জানি রাখ তাঁর পরিচয়,
পুণ্যক্ষেত্র 'কুরুক্ষেত্র' তাঁর নামে হয়।
সেই বংশে হস্তী নামে রাজা একজন
নগর হস্তিনাপুর করিলা স্থাপনা।
এখন যেখানে আছে দিল্লীর সহর,
তার কাছে ছিল এই হস্তিনা নগর।
সে বংশে শান্তনু হয় রাজা হস্তিনার,
কৌরব পাণ্ডবে করে সে বংশ বিস্তার।
হস্তিনার রাজাদের কথা অবিকল
ব্যাসমুনি লিখে 'মহাভারতে' সকল।
মহাভারতের কথা অতি চমৎকার,
মন দিয়া শুন পাবে আনন্দ অপার।

সরল মহাভারত।

আদিপর্ব্ব।

নগর হস্তিনাপুর অতি মনোহর,
চন্দ্রবংশে রাজা তথা ছিল পূর্ব্বাপর।
শান্তনু গুণীর সেরা রাজা তথাকার,
গঙ্গাদেবী গুণ জানি রাণী হন তাঁর।
নারীবেশে মর্ত্ত্যে আসে গঙ্গাদেবী চলি,
স্বর্গ হ'তে যে হেতুতে শোন তাহা বলি
দেবতাগণের মাঝে ভাই আট জন,
'অষ্ট বসু' নামে তাঁরা পরিচিত হন।
বশিষ্ঠের তপোবনে সবে মিলি গিয়া
আশ্চর্য্য হইল তাঁর ধেনুটি দেখিয়া।
নন্দিনী সুন্দর ধেনু বশিষ্ঠ মুনির
অমৃতের মত সদা যোগাইত ক্ষীর।
হেন ধেনু দেখি মনে লোভ উপজিল,
বসুগণ না বলিয়া সে ধেনু লইল।
ধ্যানে মুনি জানিলেন বসুদের কাজ,
দেবতা হইয়া হেন কাজে নাহি লাজ।
বসুগণে অভিশাপ দিলা মুনি তাই,
'মানুষ হইয়া লহ পৃথিবীতে ঠাঁই।'
সকলের বেশী দোষী ছিল ছোট জন,
দয়া করি মুনি তাই কহেন বচন,
'তোমাদের সাত জনে দিনু এই বর,
পৃথিবীতে রবে সুধু একটি বৎসর,
আসিবে ফিরিয়া স্বর্গে পরে পুনরায়,
বেশী দোষী বেশী দিন রহিবে ধরায়।'
অন্যথা মুনির কথা না হয় কখন,
বসুগণ হ'ল অতি দুঃখে নিমগণ।
গঙ্গার চরণে তাঁরা সবিনয়ে কয়,
"আমরা হইতে চাই তোমার তনয়।
পৃথিবীতে তুমি গেলে তোমার উদরে,
মানুষ হইব মোরা আট সহোদরে।
জনমের পরে তুমি করুণা করিয়া
জলে আমাদের মাগো দিও ভাসাইয়া,
তাহে শাপে মুক্ত সবে হব অনায়াসে
ফিরিয়া আসিব পুনরায় স্বর্গবাসে।"
বসুদের অনুনয় গঙ্গাদেবী মানি,
গুণ দেখি শান্তনুর হইলেন রাণী।

হেন রাণী পেয়ে রাজা আনন্দিত মনে
কহিলা, 'তোমার কথা পালিব যতনে ;
যে দিন তোমারে আমি করিব বারণ,
সে দিন আমারে ছাড়ি করিও গমন।'
একে একে সাত পুত্র গঙ্গার জন্মিল,
কথা মত তাহাদের জলে ছাড়ি দিল।
হইল অষ্টম পুত্র দেবব্রত নামে,
হেন রূপ, হেন গুণ নাহি ধরাধামে।
রাণী নিতে চান তারে ভাসাইতে জলে,
বারণ করিলা রাজা পুত্র-স্নেহে গলে।
গঙ্গা তাই ছাড়ি গেলা শান্তনু রাজায়,
তনয় বাঁচিল বলি রাজা সুখী তায়।
গঙ্গা তবু করে তারে শৈশবে পালন,
নানা গুণ পায় তায় মায়ের মতন।

চাঁদের মতন সুন্দর কুমার
দিনে দিনে শোভা বাড়ে,
জ্ঞানী মুনিগণ করিয়া যতন
শাস্ত্র শিখাইলা তারে ;
পরশুরামের কাছে শিখিলেন
ধনুর্বিদ্যা যত সব ;
রূপে গুণে তার আনন্দ অপার
রাজ্যে জয় জয় রব।
সকলের মন বুঝিয়া তখন
ধীমান শান্তনু রাজ
রাজ্যভার দিয়া আপন তনয়ে
করিলেন যুবরাজ।

একদিন যেয়ে রাজা করিতে শিকার
দেখিলা সুন্দরী কন্যা বনের মাঝার ;
দেহের সুগন্ধে তার ভরিয়াছে বন,
মোহিত হইল তাহে শান্তনুর মন।
জেলের রাজার মেয়ে নাম সত্যবতী,
পরিচয়ে জানিলেন শান্তনু ভুপতি।
বিবাহ করিতে রাজা করিয়া মনন,
কন্যার পিতার মত চাহিলা তখন।
জেলে কয়, "নাতি মোর যদি রাজা হয়,
এ বিবাহে মত তবে দিব মহাশয়।"
যুবরাজে রাজ্য দিতে রাজার মনন,
সে বিবাহে ক্ষুণ্নমনে ক্ষান্ত তাই হন।
কন্যার চিন্তায় রাজা কাহিল হইলা,
যুবরাজ কিছু তার খোঁজ না পাইলা,
দেখিয়া রাজারে হেন রোগা অতিশয়,
জিজ্ঞাসিলা যুবরাজ করিয়া বিনয়,
"কি কারণে বাবা, তব শরীর এমন ?
রোগ যদি হয়ে থাকে, ডাকি বৈদ্যগণ।"
রাজা কহে, "তুমি বাছা একটি কুমার,
তোমার কারণে তাই ভাবনা আমার।"
পিতার কারণ পুত্র দুঃখে নিমগন
জিজ্ঞাসিলা মন্ত্রীবরে ইহার কারণ।
মন্ত্রী জানে সব কথা, কহিল সকল
শুনে যুবরাজ মনে হইল চঞ্চল।
জেলের রাজার কাছে ত্বরা করি যেয়ে,
পিতার বিবাহে চাহে সে সুন্দরী মেয়ে।

জেলে কহে, "যুবরাজ কি ভাগ্য আমার,
আমার এ কন্যা হবে রাণী হস্তিনার ;
তথাপি আমার মনে সুধু এই ভয়
বৈমাত্র ভায়ের সনে যদি বাদ হয়,
আপনার তুল্য বীর নাহি এ ভুবনে,
আমার নাতির দশা কি হবে তখনে ?"
বুঝিলেন দেবব্রত রাজ্য নিয়া হায়,
বিবাদ হইতে পারে ভ্রাতায় ভ্রাতায়।
তাই কহিলেন তিনি সকলের ঠাঁই,
"রাজ্য আমি লইবনা, রাজ্য পাবে ভাই ;
ইহা নিয়া ভাবনার নাহি দরকার,
কন্যা দান করিবার কি আপত্তি আর ?"
তখন কহিল জেলে, "শুন মহাশয়,
আপনার কথা সত্য বুঝিনু নিশ্চয়,
কিন্তু আপনার ছেলে যদি রাজ্য চায়
আমার নাতির তবে কি হবে উপায় ?"
পিতার অশান্তি দূর করিতে তখন,
দেবব্রত করিলেন প্রতিজ্ঞা ভীষণ,
কহিলেন, "শুন সবে মম অঙ্গীকার
জীবনে বিবাহ আমি না করিব আর।"
শুনি চমকিত হ'ল যত সভাজন,
আকাশে দেবতা করে পুষ্প বরিষণ।
'ধন্য ধন্য হেন পুত্র' সকলে কহিল ;
তদবধি তাঁরে সবে 'ভীষ্ম' নাম দিল।
জেলে রাজা হয়ে খুসী ভীষ্মের বচনে,
কন্যার বিবাহে মত দিলেন তখনে।

কন্যা নিয়া গেলা ভীষ্ম হস্তিনা নগরে,
পিতার বিবাহ দিলা সমারোহ করে
শান্তনু হইয়া সুখী দিলা এই বর,
'ইচ্ছামৃত্যু হবে ভীষ্ম পৃথিবী ভিতর,
ইচ্ছামত পুত্র তুমি কর বিচরণ,
তোমার ইচ্ছায় হবে তোমার মরণ।'

একে একে সত্যবতী প্রসবিলা দুই পুত্র,
চিত্রাঙ্গদ হইল প্রথম,
দ্বিতীয় বিচিত্র বীর্য্য নাম করে অবধার্য্য
যত পুরবাসী জনগণ।
শান্তনু ছাড়িলে প্রাণ, প্রথম হইল রাজা,
ছোট ছেলে বালক তখন,
গন্ধর্ব্বের সনে রণে রাজা চিত্রাঙ্গদ হায়
হারাইলা আপন জীবন।
ভীষ্মদেব মহাশয় রাজকার্য্য দেখে শুনে
রাজা তবু কভু না হইলা ;—
বালক হইলে বড়, বিবাহের তরে তার
ভাল কন্যা খুঁজিতে লাগিলা।

রাজার কন্যার আগে হত স্বয়ম্বর,
সভাকরি রাজগণ বসিত বিস্তর;
রাজ-কন্যা সেই মস্ত সভা মাঝে গিয়া
মনোমত বর নিত আপনি খুঁজিয়া;
কোন স্থানে কোন বীর নিজ বাহুবলে
জোর করি নিত কন্যা হারায়ে সকলে।
অম্বা ও অম্বিকা আর অম্বালিকা নামে,
তিনটি সুন্দরী কন্যা ছিল কাশীধামে।

কাশীর রাজার এই কন্যা তিন জন
স্বয়ম্বরা হবে ভীষ্ম শুনিল তখন।
মনে করিলেন ভীষ্ম এই কন্যাগণে
বিবাহ দিবেন আনি ছোট ভাই সনে।
নানাদেশ হতে রাজা আসিয়া সভায়
আলো করি বসিয়াছে বিবাহ আশায়;
সেই সভামাঝে গিয়া ভীষ্ম মহাশয়
আপন মনের কথা সকলেরে কয়;
তার পর তিন কন্যা রথে তুলি নিলা
হস্তিনার দিকে নিজ রথ চালাইলা।
যুঝিতে ধাইয়া আসে যত রাজগণ,
শাল্বরাজ তার মাঝে যুঝিল ভীষণ।
সকলেরে ভীষ্মদেব করি পরাজয়
হস্তিনা নগরে গেলা খুসী অতিশয়।

বিবাহের আয়োজন করে ভীষ্মদেব তবে
অতিশয় আনন্দে তখন,
অম্বা আসি কহে তাঁয় মনোমত বর আমি
শাল্বরাজে করেছি বরণ।
ছাড়ি তারে, দুই কন্যা বিচিত্র বীর্য্যের সনে
বিবাহ দিলেন তিনি তাই;
কিন্তু বিধি নিদারুণ, অকালে বিচিত্র বীর্য্য
পরলোকে লভিলেন ঠাঁই।

বিচিত্রবীর্য্যের সেই রাণী দুইজন,
দু'জনের হয়েছিল দুইটি নন্দন।
জ্যেষ্ঠ পুত্র ধৃতরাষ্ট্র ছেলে অম্বিকার,
ছোট পুত্র পাণ্ডু অম্বালিকার কুমার।
রাণীদের সহচরী ছিল একজন,
ধার্ম্মিক বিদুর হন তাহার নন্দন।
জন্ম-অন্ধ ধৃতরাষ্ট্র রাজ্য নাহি পায়,
ছোট হয়ে পাণ্ডু রাজা হইলেন তায়।
ধৃতরাষ্ট্র হইলেন বড় দুঃখী মনে,
ভাবিলেন, 'উপায় না হইবে এখনে,
সর্ব্বজ্যেষ্ঠ যদি হয় আমার কুমার,
সে হইলে রাজা, যাবে এ দুঃখ আমার।'
কিন্তু ভাগ্যবশে তাও ঘটিলনা আর,
পাণ্ডুর জন্মিল পুত্র আগেই তাঁহার।

ধৃতরাষ্ট্র হন পতি দেবী গান্ধারীর,
কুন্তী, মাদ্রী দুই রাণী পাণ্ডু ভূপতির।
পাণ্ডুর পাঁচটি পুত্র দেব-বরে হয়
দেবতার পুত্র তাঁরা লোকে তাই কয়।
প্রথম তিনটি পুত্র হইল কুন্তীর
ধর্ম্মরাজ বরে ধর্ম্ম-প্রাণ যুধিষ্ঠির,
বায়ুবরে ভীম বায়ু সম বলবান,
অর্জ্জুন দেবেন্দ্রবরে দেবেন্দ্র সমান,
দেববৈদ্য অশ্বিনীকুমার দুই ভাই,
তাঁহাদের বরে জন্মে যমজ দু' ভাই।
মাদ্রী রাণী মাতা দুই যমজ পুত্রের,
নকুল ও সহদেব নাম তাঁহাদের।
গান্ধারীর পুত্র সবে একশত জন
বড় দুর্য্যোধন তাঁর পরে দুঃশাসন,
বিকর্ণ এ নামে হয় একটি কুমার,
দুঃশলা এ নামে এক কন্যা আছে আর।

কুরুবংশে যদিও জনম সকলের,
'কৌরব' বলিত ধৃতরাষ্ট্র পুত্রদের,
পাণ্ডু পুত্রগণে সবে বলিত 'পাণ্ডব,'
নানাবিধ গুণে তাঁরা লভিল গৌরব।
পিতা পাণ্ডু মারা গেল অতি শিশুকালে,
সহায়-সম্পদ-হীন হ'ল সেই কালে,
স্বামীর চিতায় পড়ি শোকের জ্বালায়,
প্রাণ ছাড়ি মাদ্রী রাণী পরলোকে যায়।
ছেলেদের ভার পরে কুন্তীর উপর,
স্নেহে কুন্তী পালে যেন পাঁচ সহোদর।
রাজ্য পাইবেনা ধৃতরাষ্ট্র পুত্রগণ
বুঝিয়া হইল সবে বিষাদিত মন।
পাণ্ডুপুত্রগণে তাই দেখিতে না পারে,
হিংসা করে তাঁহাদের বিবিধ প্রকারে।
বলবান ভীমে কেহ না উঠে আঁটিয়া,
ঘাটাইলে তাঁরে আসে লাঞ্ছনা পাইয়া।
দুষ্ট দুর্য্যোধন মনে পাইলেন ভয়,
ভীমে যত দেখে তাঁর কাঁপিত হৃদয়।
মনে ভাবে, 'বড় হলে ভীম মহাবল,
আমার রাজ্যের আশা হইবে বিফল।
শিশুকালে যদি ভীমে মারিবারে পারি
তবে ত হইব আমি রাজ্য-অধিকারী;
অন্য চারি পাণ্ডবেরে রাখিব বাঁধিয়া
রাজত্ব করিব তবে নির্ভয় হইয়া।'
এই ভাবি জল খেলা করিবার ছলে
গঙ্গাতীরে আয়োজন করিলা কৌশলে।

গঙ্গাতীরে আছে এক মনোরম স্থান
সকলে 'প্রমাণকোটি' কহে তার নাম।
নানাবিধ মিষ্ট দ্রব্য তথায় রাখিলা,
জলকেলি করিবারে তথায় চলিলা।
খাবার পাইয়া সবে আনন্দিত মন,
পেট ভরি খায় আর নাহি অন্য মন;
খলমতি দুর্য্যোধন এই অবকাশে
মিষ্টি সঙ্গে বিষ ভীমে দিল অনায়াসে।
খাবার পরে জলখেলিতে নামল সবে জলে,
নানান রঙ্গে সকল ছেলে খেলে দলে দলে;
কত রকম সাঁতার কাটে কত রকম খেলা,
খেল্‌তে খেল্‌তে গেল বেলা, সূর্য্য অস্ত গেলা।
তাড়াতাড়ি খেলা ছাড়ি ফিরল বালকগণ,
ভীমের কথা ভুলি গেল এমনি ভোলামন!
খেলতে খেলতে বিষের জ্বালায় হয়ে অচেতন,
নদীর তীরে পড়ে ভীম ছিল অনেকক্ষণ।
ভীমের হবে এহেন দশা জানত দুর্য্যোধন,
চুপে চুপে লতায় তারে করল সে বন্ধন,
আস্তে আস্তে ফেলে তারে গভীর নদীর জলে,
প্রমাণকোটি ফিরে গেল মিশে ছেলের দলে

বিধির এমনি লীলা,
ভীম তাহে না মরিলা;
গভীর নদীর মাঝে,
পাতালের পথ আছে।
সে পথে পাতালে গেলা,
যথায় নাগের মেলা

ভীমে করি দরশন
ধেয়ে আসে নাগগণ;
দংশন করিল তাঁয়,
বিষে বিষ নাশি পায়।
হ'ল ভীম সচেতন,
চমকিত নাগগণ,
দেখি ভীম তাহাদেরে,
কাঁপর করিল মেরে।

বিকল নাগের দল ভীমের প্রহারে,
জানাইল গিয়া তারা বাসুকী রাজারে।
বাসুকী নাগের রাজা আসিল তথায়,
ভীমে দেখি সমাদর করিলেন তাঁয়।
দেবতার বরে হয় যাঁদের জনম,
দেবগণ তাঁহাদের রাখে অনুক্ষণ।
তাই ভীম না মরিলা বিষের জ্বালায়,
তথায় বাড়ীর মত সমাদর পায়।
নাগলোকে আছে যত অমৃত-সাগর
ভীমেরে খাইতে দিল করিয়া আদর।
অমৃত পাইয়া ভীম পুলকিত মনে
কত যে খাইল তাহা কহিব কেমনে;
উদর ভরিয়া গেল অমৃত খাইয়া
নিদ্রা গেল তারপর পালঙ্কে শুইয়া;
সাত দিন পরে তার ভাঙ্গি গেল ঘুম,
নাগগণ তারে লয়ে করে মহাধূম;
সাজাইল ভীমে তারা নানাবিধ রূপে,
রাখিয়া আসিল গঙ্গাতীরে চুপে চুপে।

তথা হ'তে ভীম গেলা জননীর কাছে,
কহিলা সকল কথা যাহা ঘটিয়াছে।

জলখেলা করি বাড়ী ফিরি যুধিষ্ঠির
জিজ্ঞাসে ভীমের কথা কাছে জননীর,
"আমাদের আগে বুঝি ভীম আসিয়াছে,
তাহারে দেখিনা কেন সকলের মাঝে।"
তালাস করিয়া ভীমে কেহ না পাইল,
মাতা কুন্তী, চারি ভাই চিন্তিত হইল।
ভীম আসি দেখা দিল সাত দিন পরে
ভীমেরে পাইয়া শোক সকলে পাশরে।
তখন হইতে তাঁরা বুঝে মনে মনে,
করিবে তাঁদের মন্দ যত কুরুগণে।
তদবধি সাবধানে রহিল তাঁহারা,
কৌরবেরা কোন মতে নাহি পায় সাড়া।

একশত পাঁচ ভাই কৌরব পাণ্ডব,
একযোগে লেখাপড়া খেলা করে সব।
তাঁরা সবে নাতি, ভীষ্ম দাদা মহাশয়,
কি ভাবে তাঁদের বিদ্যা শিখাইতে হয়?
ভীষ্মদেব করিলেন উপায় ইহার,
প্রথমে দিলেন কৃপাচার্য্যে এই ভার।

লৌহগোলা লয়ে তাঁরা খেলে একদিন,
কূপেতে পড়িয়া গেল গোলা দৈবাধীন।
তুলিতে না পারে গোলা করিয়া যতন,
দেখা দিল তথা এক প্রাচীন ব্রাহ্মণ।
দ্রোণাচার্য্য নাম তাঁর যে সে লোক নন;
ধনুকে নিপুণ তাঁর মত কেবা হ'ন।

কৌশলে তীরের গায় তীর বসাইয়া
গোলাটিরে অনায়াসে দিলেন তুলিয়া।
চমকিয়া সবে যবে চাহে পরিচয়,
দ্রোণ কয় "মোরে জানে দাদা মহাশয়।"
সবে গিয়া ভীষ্মদেবে এ সংবাদ দিল,
এসেছেন দ্রোণচার্য্য ভীষ্ম তা বুঝিল।
এহেন দ্রোণের কিছু লহ পরিচয়,
কলসে জন্মিল তাই দ্রোণ নাম হয়,
পিতা তাঁর ভরদ্বাজ নামে মুনিবর,
করিলেন দ্রোণ নিজে তপস্যা বিস্তর।
পরশুরামের ঠাঁই ধনুর্বেদ শিখে,
হেন বীর কেহ আর নাহি চারিদিকে।
পাঞ্চালদেশের রাজা দ্রুপদের সহ,
শৈশবে বন্ধুতা তাঁর ছিল অহরহ।
শিশুকালে বলেছিল দ্রুপদ তাঁহারে,
'রাজা হলে অর্দ্ধ রাজ্য দিবহে তোমারে।'
কৃপের ভগিনী দ্রোণ বিবাহ করিল,
অশ্বত্থমা নামে পুত্র তাঁদের হইল।
কাঁদিয়া চাহিল পুত্র দুধ খাইবারে,
ধনহীন দ্রোণ দুধ কিনিতে না পারে;
পিঠালির জল সাদা দুধের মতন,
অশ্বত্থমা খেয়ে তাহা পুলকিত মন।
পাড়ার বালকগণ উপহাসে তায়,
দ্রোণচার্য্য মনে তায় অতি কষ্ট পায়।
দ্রুপদ যে কথা বলেছিল ছেলেবেলা,
মনে করি দ্রোণ তাহা পাঞ্চালেতে গেলা।

পাঞ্চালের রাজা হন দ্রুপদ তখন,
ভাবিলা করিবে বন্ধু অভাব মোচন।
ভাঙ্গিল স্বপন তাঁর রাজপুরে গিয়া,
না আদরে রাজা তাঁরে ভিখারী দেখিয়া।
দ্রোণাচার্য্য মনে গণি অপমান তায়,
প্রতিশোধ নিতে চলি গেলা হস্তিনায়।
ভীষ্মদেব সমাদরে রাখিলেন তাঁরে,
ধনুর্ব্বেদ শিখাইলা যতনে সবারে।
তীর ধনু ভালরূপ শিখিলা অর্জ্জুন,
গদাযুদ্ধে দুর্য্যোধন; ভীম সুনিপুণ,
রথ চালাইতে শ্রেষ্ঠ হন যুধিষ্ঠির,
নকুল ও সহদেব খড়্গ যুদ্ধে বীর।
পাণ্ডবগণের হেরি তেজ অসম্ভব
হিংসায় জ্বলিলা মনে কৌরবেরা সব।
ধৃতরাষ্ট্র-সখা সূত অধিরথ হয়,
রাধার সহিত তার হয় পরিণয়।
কর্ণ নামে শিশু তারা করিল পালন,
তাই তারে বলে সবে সূতের নন্দন।
কর্ণ আসি অস্ত্র শিখে কৌরবের সনে
দুর্য্যোধন তারে প্রিয় মিত্র সম গণে।
অর্জ্জুনের তেজ দেখি যত তাঁর ভয়
ভাবে মনে কর্ণ তাঁরে করিবেক জয়।
তাই দুষ্ট দুর্য্যোধন প্রথম হইতে
কর্ণের করিল মিত্র এই ভাবি চিতে;
কর্ণেরে সহায় করি দুষ্ট দুর্য্যোধন
পাণ্ডবের প্রতি করে মন্দ আচরণ।

শিক্ষার পরীক্ষা নিতে দ্রোণ মহাশয়,
নীলবর্ণ পাখী এক আনে কাষ্ঠময়।
কহিলেন পরে সবে একে একে ডাকি,
'মাথাটি কাটিয়া ফেল দেখি এই পাখী।'
একে একে সবে যায় ধনুক লইয়া,
জিজ্ঞাসিলা দ্রোণাচার্য্য, "কি দেখ চাহিয়া।"
"পাখী আরো কত দেখি" কহে যুধিষ্ঠির,
বুঝিলা নজর তার হয় নাই স্থির।
জিজ্ঞাসিলে যারা সবে এইরূপ বলে,
তাহাদের শিক্ষা দ্রোণ বুঝিলা কৌশলে।
অর্জ্জুনেরে ডাকিলেন দ্রোণ সর্ব্বশেষ,
পাখীটি বিঁধিতে তারে করেন আদেশ।
তীর ধনু হাতে নিয়া অর্জ্জুন চাহিলা,
"কিবা দেখিতেছ তুমি" দ্রোণ জিজ্ঞাসিলা,
অর্জ্জুন কহিল, "দেখি মাথা পাখীটির,"
কহিলেন দ্রোণ তবে, "ছাড় তুমি তীর।"
তীর ছাড়ি মাথা কাটি অর্জ্জুন ফেলিল,
দ্রোণাচার্য্য খুসী হয়ে তারে প্রশংসিল।

আর একদিন দ্রোণ করিতেছে স্নান,
কুমীর ধরিল তাঁরে পাইয়া সন্ধান।
রাজপুত্রগণে দ্রোণ ডাকি সবে কয়,
উদ্ধার করিতে তাঁরে এই অসময়।
দেখি সকলের বুদ্ধি লোপ পায় তায়,
সাহসী অর্জ্জুন সুধু ভয় নাহি পায়,
কুমীরে বিনাশ করে বীর পঞ্চবাণে,
গুণপণা দেখি তারে আচার্য্য বাখানে,
তুষ্ট হয়ে 'ব্রহ্মশিরা' অস্ত্র দিলা আর,
এমন শাণিত অস্ত্র আর নাহি কার।

সকলের হ'ল যবে শিক্ষা সমাপন,
পরীক্ষা দেখিতে তার হ'ল আয়োজন।
শত শত কুলি মিলি দিন রাত খাটি,
প্রকাণ্ড মাঠেতে স্থান করে পরিপাটি।
কত মত ধূমধাম কত কব হায়!
আশ্চর্য্য হইয়া লোক ধাইল তথায়।
মণি মুকুতায় সভা করে ঝলমল,
নানাস্থানে নানালোক বসিবার স্থল।
কোন স্থানে বসিয়াছে যত রাজগণ,
রাণীগণ রূপে সভা করেছে শোভন।
হাজার হাজার লোক যেই দিকে চাই,
এমন জনতা যেন কোথা দেখি নাই।
সুন্দর বাজনা যেই বাজে সভা মাঝে,
আসিল কুমারগণ অপরূপ সাজে।
আসিলেন দ্রোণাচার্য্য পুত্র সঙ্গে তাঁর,
সভায় হইল মহা আনন্দ সঞ্চার।
বিধিমতে পূজা করি দেবদেবীগণ,
আরম্ভ করিল সবে দেখাইতে রণ;
প্রথমে দেখায় খেলা জ্যেষ্ঠ যুধিষ্ঠির,
গদাযুদ্ধ দুর্য্যোধন আর ভীম বীর।
অর্জ্জুনের নানাবিধ বাণের কৌশলে
মোহিত হইয়া সবে ধন্য ধন্য বলে;
অগ্নিবাণ ছাড়ি ক্ষণে আগুন জ্বালায়,
বরুণ বাণেতে তাহা তখনি নিবায়,

অস্ত্রশিক্ষার পরীক্ষা।
কৃপাচার্য্য কহে, "তুমি সারথির ছেলে,
রাজপুত্র তোমাসনে কভু নাহি খেলে।" পৃষ্ঠা ১১।

পর্জ্জন্যাস্ত্রে মেঘে করি ঘোর অন্ধকার,
বায়ুবাণে উড়াইয়া করে পরিষ্কার।
এইরূপে তাঁর খেলা প্রায় শেষ হ'লে,
থামিল বাজনা, ঘরে ফিরিবে সকলে;
হেন কালে কর্ণ আসি মিলিল তথায়,
কুণ্ডল শোভিছে কাণে, বর্ম্ম শোভে গায়;
জন্মাবধি ধরে দেহে কবচ-কুণ্ডলে,
অভেদ্য শরীর তার তাই ভূমণ্ডলে।
দিবাকর তুল্য তেজে কর্ণ মহাবীর,
দিবাকর বরে হল নন্দন কুন্তীর।
না বুঝিয়া কুন্তী কর্ণে জলে ভাসাইল,
অধিরথ পেয়ে তায় পালন করিল।
কর্ণ ও অর্জ্জুন দুই সহোদর ভাই,
পরস্পর নাহি জানে তাই মিল নাই।
পাণ্ডবের ভাল কর্ণ না পারে সহিতে,
আসিয়াছে তাই নিজে খেলা দেখাইতে।
অর্জ্জুন তীরের খেলা যাহা দেখাইলা,
একে একে কর্ণ তাহা সকল করিলা;
তখন কহিল কর্ণ বীরের মতন,
"আসুক অর্জ্জুন, আমি দেখিব কেমন?"
কৃপাচার্য্য কহে, "তুমি সারথির ছেলে,
রাজপুত্র তোমা সনে কভু নাহি খেলে।"
লজ্জায় কর্ণের মুখ আরক্ত হইল,
দুর্য্যোধন আসি তার পাশে দাঁড়াইল;
কর্ণকে তখনি করি অঙ্গদেশ দান,
রাজা করি রাখিলেন তাঁহার সম্মান।

কহিলেন দুর্য্যোধন, "কি আপত্তি আর,
কর্ণ নিজে রাজা, খেলা হউক এবার।"
কর্ণ আর অর্জ্জুনের হেরিয়া বিবাদ,
জননী কুন্তীর মনে হইল বিষাদ;
ভয়ে দুঃখে কুন্তীরাণী সেই সভাস্থলে,
মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ে রমণীমণ্ডলে।
হইল তখন সন্ধ্যা, থেমে গেল খেলা,
বিপদ কাটিয়া গেল, সবে ঘরে গেলা।
'আচার্য্য দক্ষিণা পায় শিক্ষা শেষ হ'লে'
কহে সবে আচার্য্যের চরণ কমলে,
কহিলেন দ্রোণাচার্য্য, "রাজপুত্রগণ,
দ্রুপদ রাজারে আন করিয়া বন্ধন,
অপর দক্ষিণা কিছু নাহি আমি চাই,
দ্রুপদে হারায়ে দাও করিয়া লড়াই।"
সে কথায় চলি গেলা রাজপুত্রগণ
দ্রুপদ রাজার সঙ্গে করিবারে রণ।
সেনা, সেনাপতি নিয়া দ্রুপদ আসিল,
দুই দলে ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভিল।
প্রথমে কৌরবগণ হ'ল আগুসার,
তাঁহাদের বাহাদুরি টিঁকিল না আর।
দ্রুপদের সনে রণে এঁটে না উঠিল,
দেখিয়া পাণ্ডবগণ আসি যোগ দিল।
অর্জ্জুনের পরাক্রমে কতে হ'ল কাজ,
দ্রুপদ হারিয়া গিয়া পায় বড় লাজ।
বাঁধিয়া দ্রুপদে নিল দ্রোণের নিকটে,
তখন কহিল কথা দ্রোণ অকপটে,

"গর্ব্বের তোমার রাজ্য, সেনা, সেনাপতি,
আমার শিষ্যের হাতে হয়েছে দুর্গতি।
এখন তোমার রাজ্য সকলি আমার,
কি চাহ আমার কাছে বল এইবার।"
লজ্জায় দ্রুপদ রাজা অধোমুখে আছে,
হাসিয়া কহিলা দ্রোণ পুনঃ তাঁর কাছে,
"আমরা ব্রাহ্মণ জাতি, নাহি তব ভয়,
তোমারে করিব ক্ষমা জানিও নিশ্চয়।
শৈশব হইতে তোরে ভালবাসি ভাই,
তোমার অনিষ্ট কিছু করিতে না চাই।
রাজা হও গিয়া তুমি রাজ্যে আপনার,
রহিল অর্দ্ধেক রাজ্যে মোর অধিকার।"
তখন দ্রুপদ দ্রোণে ধন্যবাদ দিয়া,
অবিলম্বে নিজ রাজ্যে উঠিলেন গিয়া।
অপমান গণি মনে দ্রুপদ তখন,
ভাবিলেন কিসে হবে দ্রোণের নিধন।
জ্যেষ্ঠ যুধিষ্ঠির এবে হ'ল যুবরাজ,
তাঁরে পেয়ে হ'ল খুসী প্রজার সমাজ।
সরল, দয়ালু আর ধার্ম্মিক, সুজন,
হেন যুবরাজ বল পায় কয়জন?
ভ্রাতাগণ করে যত দুষ্টের দমন,
সুখ শান্তি পরিপূর্ণ প্রজার ভবন।
প্রজাগণ গুণগায় পাণ্ডবগণের,
রাজা হলে যুধিষ্ঠির সুখ সকলের।
কাঁটা যেন ফুটে সদা দুর্য্যোধন গায়,
হিংসায় কৌরবগণ নিদ্রা নাহি যায়।

ধৃতরাষ্ট্র হইলেন বিষম চিন্তিত,
কিরূপে করিবে নিজ সন্তানের হিত।
মন্ত্রীবর কণিকেরে আনি নিজ বাড়ী
কহিলেন, "পাণ্ডবের বড় বাড়াবাড়ি,
কিরূপে ইহার বল হয় প্রতিকার।"
কণিক কহিল, "কর পাণ্ডবে সংহার,
বড় না হইতে কর এদের নিধন,
নতুবা বিপদ শেষে হবে অকারণ।"
দুর্য্যোধন আর তাঁর মাতুল শকুনি,
তুষ্ট দুই দুষ্ট কথা কণিকের শুনি।
দুষ্টগণ একদিন ধৃতরাষ্ট্রে কহে,
"প্রজাদের আচরণ পরাণে না সহে,
'পাণ্ডবেরা বড় ভাল' লোকে কহে তাই,
কৌরবগণের কথা কারো মুখে নাই।
অন্যস্থানে উহাদের সরাইলে পর,
আমরা লোকের কাছে রবনা অপর;
নগর বারণাবত দূর অতিশয়,
পাণ্ডবেরা তথা গেলে দূর হয় ভয়।"
ধৃতরাষ্ট্র এ কথায় মনে দিলা সায়,
কিন্তু ভাবিলেন 'যদি প্রজা ক্ষেপে তায়।'
কহিলেন দুর্য্যোধন, "ভয় নাই তার,
টাকায় হইবে বশ তাহারা আমার।
আমাদের হাতে টাকা, চিন্তা নাহি করি,
একে একে লব মোরা সব হাত করি।
পাণ্ডবেরা দূরে গেলে, তার পরে আর,
হস্তিনার দিকে আসে সাধ্য আর কার।"

এইরূপে দুর্য্যোধন নিয়া নিজ সঙ্গিগণ
পরামর্শ করে অবিরত;
টাকা কড়ি দিয়া পুনঃ বশ করে লোক জন,
করিল কিংকর শত শত।
তারপর একদিন সভা মাঝে সমাসীন
তাহাদের অনুচরগণ,
নগর বারণাবতে প্রশংসিলা কত মতে,
শুনি সুখী যুধিষ্ঠির হন।
শিবের মন্দির তায় অপরূপ শোভা পায়,
মেলা বসে এখন তথায়,
কত দেশ হ'তে কত লোক আসে অবিরত
মহানন্দে সময় কাটায়।
হেন মনোরম স্থল দেখিবারে কৌতূহল
শুনিলে অমনি হয় মনে,
উৎসুক পাণ্ডবগণ করিতে তা দরশন,
বুঝিল তা যত দুষ্টগণে।
ধৃতরাষ্ট্র তাই কয়, "বাছা সমুদয়,
এমন সুন্দর স্থান দেখিতেই হয়।
তোমরা পাণ্ডবগণ সে নগরে গিয়া
দেখিবে সকল স্থান আমোদ করিয়া।
কিছুকাল পরে মনে হইবে যখন,
আবার হস্তিনাপুরে আসিবে তখন।"
যুধিষ্ঠির মনে মনে বুঝিলা সকল,
কিন্তু বাধা দিয়া আর নাহি কোন ফল।
জেঠার আদেশ এই মনে এই করি,
পাণ্ডবেরা ছাড়িলেন হস্তিনা নগরী।

প্রণমিলা বিদায়ের কালে গুরুজনে,
কোলাকোলি করি তোষে বন্ধু জনগণে,
রাজপুরী ছাড়ি সবে যবে বাহিরিলা,
ব্রাহ্মণেরা আসি দুঃখে কহিতে লাগিলা,
"ধিক্ ধিক্ ধৃতরাষ্ট্র অন্ধ দুরাশায়,
পাণ্ডবেরে হিংসা করে ভাল ইহা নয়।
শিশুকালে ভাগ্যদোষে পিতৃহীন তারা;
তাদের লাঞ্ছনা করা শোভা নাহি পায়।"
সকলে চলিয়া গেলে, আসিল বিদুর
সান্ত্বনা করিল সবে বচনে মধুর;
তার পরে কহে কথা অতি সাবধানে
যুধিষ্ঠির বুঝে আর কেহ নাহি জানে,
সে ভাষা এদেশী নয় বিদেশীয় বুলি
তাহাতে কহিল সব বিবরণ খুলি,
কৌরবের যত ফন্দি সব বুঝাইল,
সাবধানে চলিবারে পাণ্ডবে কহিল।
বিদুর চলিয়া গেলে, কুন্তীর সহিত
বারণাবতীতে তাঁরা আসিল ত্বরিত।

হস্তিনা ছাড়িয়া যাবে পাণ্ডব যখন
পুরোচনে দুর্য্যোধন ডাকায় তখন,
কহিল তাহারে "শুন সখা পুরোচন,
সেখানে করিবে এক গৃহ বিরচন
গালা, ঘৃত, শুষ্ক তৃণ আর কাঠ দিয়া
সহজে আগুনে যাহা যাইবে পুড়িয়া;
তার মাঝে সমাদরে রাখিবে পাণ্ডবে,
আগুন লাগায়ে শেষে পোড়াইবে সবে।

শীঘ্রগতি যাও তথা বিলম্ব না সয়,
এ রাজ্য তোমারই সখা জানিও নিশ্চয়।"
পাপমতি পুরোচন পেয়ে প্রলোভন,
পাণ্ডবের আগে তথা করিল গমন;
উপদেশ মতে ঘর নিরমাণ করি।
পাণ্ডবে রাখিলা তথা সমাদর করি।
গালা নিরমিত ঘরে যেয়ে যুধিষ্ঠির
শত্রুর চাতুরী বুঝি মন করে স্থির।
ভীম কহে, "এই স্থান ছাড়িব এখনি।"
যুধিষ্ঠির শান্ত তারে করিলা অমনি,
"এখনই গেলে ছাড়ি যত শত্রুগণ
নানারূপে করিবেক মোদের পীড়ন;
তার চেয়ে কেহ যেন কিছু নাহি জানে
কিছুদিন থাকি হেথা অতি সাবধানে।"
দিন দিন পাণ্ডবেরা শিকারের ছলে,
পথ, ঘাট চিনি নিল সুন্দর কৌশলে।
এইরূপে সেইস্থানে কিছুকাল যায়,
বিদুর খনক এক তথায় পাঠায়।
খনক করিল গর্ত্ত ঘরের ভিতর,
পুরোচন নাহি জানে তাহার খবর।
রাত্রিকালে পাণ্ডবেরা তথা নিদ্রা যায়,
আগুন হইতে আর নাহি ভয় তায়।
খনক কহিল আরো, "কহিছে বিদুর
কৃষ্ণপক্ষে পুরোচন জ্বালাইবে পুর,
চতুর্দ্দশী তিথি নিশি ঘোর অন্ধকার
সেদিন করিবে সব পাণ্ডবে সংহার।"

সেই দিন কুন্তী দেবী করি আয়োজন,
ব্রাহ্মণ ও গরীবেরে করায় ভোজন।
বেলা শেষে তথা এক অনাথিনী আসে
পাঁচ ছেলে সাথে লয়ে খাইবার আশে।
প্রচুর মিষ্টান্ন খেয়ে উদর ভরিয়া,
সুখে নিদ্রা যায় তারা বেহুস হইয়া।
নিদ্রা যায় পুরোচন জ্ঞান নাহি আর,
অধিক আহারে হয় এ দশা সবার।
গভীর হইলে নিশি, ভীম মহাবল
জাগিয়া জ্বালিয়া দিল সে ঘরে অনল।
তার পর নিয়া মাতা আর ভ্রাতাগণে
পলাইলা সেই ঘর ছাড়িয়া গোপনে।
বিরচিত গালা, ঘৃত, শুষ্ক কাষ্ঠ দিয়া
উঠিল সে ঘর জ্বলি আগুন পাইয়া।
বাতাস প্রবল হয়ে উঠে ততক্ষণ
আগুনে আলোকময় হয় সে ভবন,
চারিদিক হ'তে ধেয়ে আসে যত লোক
পাণ্ডবের তরে সবে করে মহাশোক;
কৌরবগণেরে সবে পাড়ে গালাগালি
পোড়াইল পাণ্ডবেরে এ আগুন জ্বালি;
মুণ্ড পেয়ে ক'জনার পোড়া শেষ হ'লে
পাণ্ডবেরা মরে গেছে বুঝিল সকলে।
ধৃতরাষ্ট্র হইলেন মহাখুসী তায়,
বাহিরে শোকের ভাব লোকেরে দেখায়
আদেশিলা, "কর শ্রাদ্ধ বহু ব্যয় করি
পাণ্ডবের স্বর্গে বাস হয় যেন মরি।"

বিদুর জানেন সব, তথাপি কাঁদিলা.
বাহিরে শোকের ভাব লোকে দেখাইলা।
রাত্রে পথে ধায় ভীম নাহি তাঁর ভয়,
যতনে মাতারে নিজ কাঁধে তুলি লয়।
নকুল ও সহদেবে কোলে নিয়া তাঁর,
অর্জ্জুন ও যুধিষ্ঠিরে হাতে ধরি আর,
চলিতে লাগিল পথে ঝড় যেন ধায়,
নিশি ভোর হয় শেষে দেখিবারে পায়।
তথাপি বিশ্রাম নাহি করে কোন জন
ক্রমে তাঁরা পায় এক সুগভীর বন।
পিপাসায় আর সবে হইলা কাতর,
বিশ্রাম করিলা তবে বনের ভিতর।
জল আনিবারে ভীম করিলা গমন.
ফিরি আসি দেখে সব নিদ্রায় মগন।
অতি দুঃখে হায় চোখে ঝরে তাঁর জল
আক্ষেপ করিলা কত ভীম মহাবল।
ভাই বোন দুইজন রাক্ষস রাক্ষসী
সেই বনে বাস করে গাছে তারা বসি।
হিড়িম্ব ভায়ের নাম হিড়িম্বাটি বোন,
নরমাংস পেলে খুসী কেহ কম নন।
বোনেরে কহিল ভাই সমাদর করি,
"মানুষের মাংস খেতে আমি সাধ করি।
মানুষ চাহিয়া দেখ, অই স্থানে আছে,
উহাদের নিয়া বোন আস মোর কাছে।"
হিড়িম্বা আদেশে তার করিল গমন,
ভীমে দেখি ভুলি গেল তার প্রাণ মন।
কহিল রাক্ষসী ভীমে, "ওহে মহাবল,
আমার প্রাণের কথা কহিব সকল,
ভাই মোর এই ঘোর বনে করে বাস,
মানুষ পাইলে তার করে সর্ব্বনাশ;
অতএব চল সবে আমি নিয়া যাই,
আকাশে উড়িয়া যাব তাহে ভয় নাই।"
ভীম কহে, "পালাবার কিবা প্রয়োজন,
কাহারেও ভয় আমি না করি কখন।"
হিড়িম্বা চাহিল ভীমে বিবাহ করিতে,
বিলম্বে হিড়িম্ব তথা আসে আচম্বিতে;
দেখিয়া বোনের কাণ্ড হইল অবাক,
যুঝিতে ভীমের সনে ছাড়িল সে ডাক।
জাগে পাছে ক্লান্ত মাতা আর ভ্রাতাগণ,
তারে নিয়া দূরে ভীম করিলা গমন।
তখন বিষম যুদ্ধ দু'জনে বাজিল,
শুনিয়া সে রব সবে জাগিয়া উঠিল।
অর্জ্জুন নিকটে গিয়া কহিল তখন,
"বিশ্রাম করহ দাদা, আমি করি রণ।"
ভীম কহে, "প্রয়োজন নাহিক তোমার,
রাক্ষসেরে এই আমি করিনু সাবাড়।"
উপরে তুলিয়া তারে ভীম ক্রোধ ভরে
আছাড়িয়া ফেলে দিলা ভূমির উপরে;
বিষম আঘাতে সেই করিল চীৎকার
মট করি দেহ ভীম ভাঙ্গিল তাহার,
বাহির হইল প্রাণ, মরিল রাক্ষস,
ধন্য ধন্য বলে সবে ভীমের সাহস।

হেন ঘোর বনে ছাড়ি চলিল অকালে,
হিড়িম্বা রাক্ষসী তবু পিছু পিছু চলে।
দেখিয়া তাহারে ভীম কহিল তখন,
"তুমি আমাদের সাথে এস কি কারণ,
দুষ্ট বড় রাক্ষসেরা বিশ্বাস না পাই,
তোমারে মারিয়া ফেলি যাউক বালাই।"
বাধা দিয়া যুধিষ্ঠির তারে কহে তবে,
"নারী বধ না করিবে, মহাপাপ হবে।"
হিড়িম্বা তখন কহে কুন্তীর নিকটে,
"তোমার ছেলেকে ভালবাসি অকপটে,
আমি নারী ভীমে বর করেছি মনন
পূরাও আমার মাগো, এই আকিঞ্চন।"
যুধিষ্ঠির একথায় দিলা অনুমতি,
ভীমসেন হয় তাই হিড়িম্বার পতি।
ঘটোৎকচ নামে পুত্র হ'ল দু'জনার
চুল নাই মাথে তার, ভীষণ আকার,
মহাবলবান আর ধার্ম্মিক, সুজন,
জনমি পিতার কাছে কহিলা বচন,
"অনুমতি দাও বাবা, যাইব এখনি,
যখনি ডাকিবে মোরে আসিব তখনি।"
নমি যত গুরুজনে এই কথা বলি,
উত্তর অঞ্চলে গেলা মার সাথে চলি।
মাথে জটা, পরিধান গাছের বাকল,
তপস্বীর বেশে ঘুরে পাণ্ডব সকল;
জননী আছেন সাথে, ঘুরে কত বনে,
শাস্ত্র পড়ে, জননীরে সেবে একমনে।

পাঞ্চাল, কীচক দেশ, মৎস্য দেশ আর,
ঘুরিল ত্রিগর্ত্ত দেশ কত কব তার।
ব্যাস মুনি সনে হয় পরে দরশন,
নমিল সকলে তাঁর যুগল চরণ।
পরাশর পিতা তাঁর মাতা সত্যবতী,
কঠোর তপস্যা করে ধর্ম্মে মতি গতি;
ভূত আর ভবিষ্যত আর বর্ত্তমান
যোগবলে দেখে মুনি নাহি ইথে আন।
কৌরব পাণ্ডব তাঁর স্নেহের ভাজন,
তিনিও উঁদের দাদা ভীষ্মের মতন।
কৌরবের আচরণে তিনিও দুঃখিত,
পাণ্ডবগণেরে হেরি হৈলা আনন্দিত;
কহিলা কুন্তীরে মুনি সান্ত্বনা করিয়া,
"পুত্রগণ রাজ্য পুনঃ পাইবে ফিরিয়া,
পৃথিবী করিবে জয় তব পুত্রগণ,
পরম আনন্দে দিন করিবে যাপন।
নিকটেই একচক্রা নামে আছে গ্রাম,
তথা গিয়া কিছু কাল কর অবস্থান।"
একচক্রা গ্রামে তবে পাণ্ডব চলিলা,
ব্রাহ্মণের বাড়ী পেয়ে তথায় রহিলা,
ভিক্ষা করি বাড়ী বাড়ী যাহা কিছু পায়,
তাহা খেয়ে কোন মতে সময় কাটায়।
একদিন চারি ভাই গেছে ভিক্ষাতরে,
ভীম সুধু ঘরে আছে মায়ের গোচরে।
এমন সময় সেই ব্রাহ্মণ-বাড়ীতে
কান্নাকাটি রোল তাঁরা পাইল শুনিতে।

কি কারণে কান্নাকাটি জানিবার তরে
ব্যস্ত হয়ে গেলা কুন্তী বাড়ীর ভিতরে,
দেখিলা সকলে তথা বিষাদে মগন,
একত্র মিলিয়া সবে করিছে রোদন।
জিজ্ঞাসিয়া বিবরণ জানিলা ইহার,
নিশাচর আছে এক বক ত্বরাচার;
আহার যোগায় তার গ্রামবাসিগণ,
গ্রামবাসিগণে তাই করে সে রক্ষণ;
রাজা থাকে বহুদূরে, খবর না করে,
এত ভয় তাই তারা করে নিশাচরে।
প্রচুর খাদ্যের সাথে একটি করিয়া
দিতে হয় নর তার আহার লাগিয়া;
পালা করি গ্রামবাসী এ খাদ্য যোগায়,
আজ পালা ব্রাহ্মণের তাই কান্না হায়!
পালা মত খাদ্য তার না দিবে যে জন,
পরিজন সহ তারে করে সে নিধন।
কারে আজ পাঠাইবে সে বকের ঠাঁই,
আপনি ব্রাহ্মণ তথা যেতে চাহে তাই।
ছোট কন্যা কহে, "আমি যাইব তথায়,
দিন কয় পরে মোরে দিবেই বিদায়,
আজ গেলে সকলেই পাইবে উদ্ধার,
ইহাতে আনন্দ বড় হতেছে আমার।"
কহে তাঁর শিশু পুত্র খেলায় মগন,
"কেঁদ না, আমিই বকে করিব নিধন।"
এ'কথায় হাসি পায় সকলের মুখে,
কুন্তী কহিলেন তবে সবার সম্মুখে,
"তোমাদের ভয় নাই, আমার তনয়ে
পাঠাইব আজ আমি বকের আলয়ে।"
ব্রাহ্মণ ইহাতে কভু সম্মত না হয়,
কহিলেন কুন্তী তাঁরে, "নাহি কোন ভয়,
বকেরে আমার ছেলে করিবে নিধন,
এই কথা যেন নাহি জানে কোন জন।"
তবে কুন্তী পাঠাইলা ভীমে সেই স্থল,
আসি যুধিষ্ঠির শুনি হইলা চঞ্চল।
বুঝাইলা কুন্তী তারে মধুর বচনে,
"পর-উপকার শিষ্ট করে প্রাণপণে।"
এইরূপ ধর্ম্মভাব দেখি জননীর,
অপার আনন্দ মনে পায় যুধিষ্ঠির।

প্রচুর খাবার দ্রব্য সঙ্গে তাঁর দিয়া
নিশাচরে ভীমসেন ভেটিলেন গিয়া।
খাবার জিনিষ ভীম খায় কুতুহলে,
ত্বরাচার নিশাচরে ডাকি এই বলে,
"কোথা ওহে বকাস্থর, আইস হেথায়,
এসেছে তোমার খাদ্য, কাল বয়ে যায়।"
চমকিল বকাস্থর এই কথা শুনি,
ভাবিল, "আশ্চর্য্য আজ একি আমি শুনি
সাহস করিয়া কেবা আসিল হেথায়
আমার দাপট বুঝি না জানে সে হায়!"
এত ভাবি আসে তথা বক নিশাচর,
দেখে ভীম খাদ্য খায় নির্ভয় অন্তর।
উভয়ে উভয় প্রতি চাহিল যখন,
উভয় উভয়ে দেখি চমকিত হন।

কতক্ষণ দুহুঁয়ে কথা কাটাকাটি,
হাতে হাতে যুদ্ধে কেহ নাহি উঠে আঁটি,
লইল প্রকাণ্ড গাছ রাক্ষস তুলিয়া,
অনায়াসে ভীম তাহা লইল কাড়িয়া;
তার পরে যুদ্ধ চলে অতি ঘোরতর,
উভয় উভয়ে করে আঘাত বিস্তর;
দিন গেল, রাত্রি প্রায় হয় অবসান,
রাক্ষসের হয় শেষে কণ্ঠাগত প্রাণ,
মেরুদণ্ড ভাঙ্গি তার ভীম তারে মারে
মরিল রাক্ষস সেই দারুণ প্রহারে,
পাহাড়ের মত পড়ি ভূমিতে রহিল;
পরদিন দেখি তারে সবে চমকিল।
ব্রাহ্মণেরে জিজ্ঞাসিলা সবে বারম্বার,
'কে করিল বল এই রাক্ষস সংহার?'
ব্রাহ্মণ কহিল তায়, "কোন মহাশয়,
মোদের বিলাপ শুনি হ'লেন সদয়
সান্ত্বনা মোদের তিনি করিলেন দান,
তাঁর এই কাজ হবে এই অনুমান।"
সবে তবে ঘরে গেলা নির্ভয় হইয়া
পূজিলা দেবতাগণে উপচার দিয়া।

এইরূপে কিছুদিন পাণ্ডবের যায়,
ব্রাহ্মণ অতিথি এক আসিল তথায়।
দেশ দেশান্তর সেই করেছে ভ্রমণ,
কহিল পাণ্ডবগণে যত বিবরণ,
মনোরম নানাবিধ আখ্যান শুনিয়া,
দ্রৌপদীর কথা শুনে আশ্চর্য্য হইয়া;
পাঞ্চাল দেশের রাজা দ্রুপদ নৃপতি,
দ্রৌপদী তাঁহার কন্যা অতি রূপবতী,
অল্পকাল মধ্যে হবে স্বয়ংবর তাঁর,
কি যে সমারোহ হবে সীমা নাই তার।
মনোহর সে কন্যার জনমের কথা,
যজ্ঞ হ'তে জনমিল অদ্ভুত বারতা।
দ্রুপদের কথা সবে শুনিয়াছ আগে,
কিরূপে দ্রোণের সাথে বাদ তাঁর লাগে।
দ্রোণের শিষ্যের হাতে অপমান পায়,
দ্রোণের বধের তরে খুঁজে সে উপায়;
দেশ দেশান্তর খুঁজে ব্রাহ্মণ লাগিয়া,
তুষ্ট হ'ল উপযাজ, যাজেরে পাইয়া;
কল্মাষী নদীর তীরে ছিল বহু ঋষি,
জপ, তপ, পূজা তাঁরা করে দিবানিশি।
তাঁহাদের মাঝে ছিল এই দুই ভাই,
এমত ক্ষমতা আর কারো বড় নাই!
সেই দুই ভায়ে আনি দ্রুপদ তখন
করিল 'পুত্রেষ্টি' যাগ বিধান মতন।
মন্ত্র পড়ি যজ্ঞকুণ্ডে আহুতি করিল,
কুমার তখন এক তা হ'তে উঠিল,
সুন্দর গঠন তাঁর, বর্ম্ম শোভে গায়,
আসিল চড়িয়া রথে, মুকুট মাথায়,
হাতে ঢাল, ধনুর্ব্বাণ; দৈববাণী হয়,
'দ্রোণেরে নাশিবে এই নাহিক সংশয়।'
যজ্ঞবেদী হ'তে এক কন্যা উঠে আর,
অপরূপ রূপবতী কি বলিব তার!

বরণ যদিও কালো, কিন্তু আলোময়,
নরলোকে হেনরূপ কভু নাহি হয়,
পদ্মগন্ধ দেহে তাঁর বহে অনুক্ষণ,
ক্রোশ আমোদিত করে, হরে প্রাণমন;
এই দৈববাণী হয় তখন আকাশে,
'কৌরবেরা পাবে ভয় এ কন্যার পাশে।'
ধৃষ্টদ্যুম্ন এই নাম পাইল কুমার;
কৃষ্ণবর্ণ কন্যা তাই কৃষ্ণা নাম তাঁর,
দ্রুপদের কন্যা বলি দ্রৌপদী এ নামে
পরিচিত হ'ল কন্যা সকলের স্থানে।
স্বয়ংবর বিবরণ শুনিয়া তাঁহার,
পাণ্ডবের ইচ্ছা হ'ল তাহা দেখিবার।
কুন্তী কহে, "হেথা আছি বহুদিন হয়,
একস্থানে বেশীদিন থাকা ভাল নয়।"
তাই এই স্থির হ'ল যাইবে পাঞ্চালে,
উপস্থিত হবে তথা স্বয়ংবর কালে।
হেনকালে ব্যাসদেব আসিলা তথায়,
পাঞ্চালে যাইতে তাঁর উপদেশ পায়।
ছাড়ি সেই ব্রাহ্মণের বাড়ী তারপর,
পাঞ্চালে পাণ্ডবগণ চলিল সত্বর
সোমাশ্রয়ায়ণ নামে আছে তীর্থস্থান,
পবিত্র গঙ্গার তীরে তার অবস্থান।
দিবা অবসান হ'ল আসিয়া তথায়,
অর্জ্জুন মশাল হাতে তাই আগে যায়।
গন্ধর্ব্ব অঙ্গারপর্ণ রথে যাঁর চিত্র,
তাই চিত্ররথও নাম কুবেরের মিত্র,
পরিবার সহ আসি সেই তীর্থস্থলে
স্নানকরে গঙ্গাজলে মহাকুতূহলে।
টের পেয়ে মানুষের তথা আগমন,
ভয় দেখাইয়া কহে কর্কশ বচন।
করিলে অর্জ্জুন তার উচিত উত্তর,
রেগে সেই তীর ছুড়ে অতি ভয়ঙ্কর।
অর্জ্জুন ঢালের ঘায়ে তীর ফিরাইয়া
আগ্নেয়াস্ত্র ছুড়িলেন ধনুকে জুড়িয়া,
মুখপোড়া গেল তার রথ ভস্ম হয়,
ভূমে গড়াগড়ি দিল গন্ধর্ব্ব ম'শয়!
কুম্ভীনসী পত্নী তাঁর বিপদে তখন,
যুধিষ্ঠির পাশে এসে জুড়িল ক্রন্দন,
মহামতি যুধিষ্ঠির হইয়া সদয়,
ছাড়িতে পতিরে তার অর্জ্জুনেরে কয়।
অর্জ্জুন গন্ধর্ব্বে তাই কহিলা তখন,
"কুরুরাজ ক্ষমা তোমা করেছে এখন,
কোন ভয় নাই আর গন্ধর্ব্ব তোমার,
নিশ্চিন্তে চলিয়া যাও ঘরে আপনার।"
গন্ধর্ব্ব কহিল "আমি মানিলাম হার,
তব হাতে পরাভবে গৌরব আমার,
কাবু করি বিপক্ষেরে কে ছাড়িতে পারে,
মহত তাঁহার মত নাহি এ সংসারে।"
গন্ধর্ব্ব চাক্ষুসী বিদ্যা অর্জ্জুনে শিখায়,
আশ্চর্য্য চাক্ষুসী বিদ্যা যার গুণে হায়,
যে সকল বস্তু আছে এই ত্রিসংসারে
যখনি বা ইচ্ছা তাহা দেখিবারে পারে।

ইহার পরেও ঘোড়া আরো ছিল তাঁর,
এমন অপূর্ব্ব ঘোড়া নাহি এ ধরায়
জরা নাই, মৃত্যু নাই, নাহি পীড়া ভয়,
ছুটিবে সমান বেগে নাহি অন্য হয়।
ব্রহ্ম অস্ত্র গন্ধর্ব্বেরে অর্জ্জুন শিখায়,
এরূপে বন্ধুতা এবে হ'ল দু'জনায়।
রহিল এখন ঘোড়া গন্ধর্ব্বের পাশে,
ইচ্ছামত পাণ্ডবেরা পাবে অনায়াসে।
চিত্ররথ কহে, 'মোর রথ খানা পুড়ে,
দগ্ধরথ নাম হ'ল ত্রিভুবন জুড়ে।'
বিদ্বান ছিলেন চিত্ররথ অতিশয়,
পাণ্ডবেরা শিখে তাই বিবিধ বিষয়;
পুরোহিত নাই সাথে তাঁর প্রয়োজন,
পাণ্ডবেরা গন্ধর্ব্বেরে কহে সে কারণ;
কহিলা গন্ধর্ব্ব তাই পাণ্ডবের কাছে,
"উৎকোচ তীর্থেতে এক পুরোহিত আছে,
ধৌম্য নাম তাঁর, তিনি অতি চমৎকার,
সংসারে এমন লোক আর পাওয়া ভার।"
উৎকোচ তীর্থেতে তাই পাণ্ডব চলিলা,
ধৌম্যে পুরোহিত-পদে আনন্দে বরিলা।
ধৌম্যে পুরোহিত করি কত উপকার
পাইল পাণ্ডবগণ, বলা তাহা ভার।
এখন হইল তাঁরা সবে সাতজন,
পাঞ্চালে এ সাতজনে করিলা গমন।
পথে পথে হ'ল কত ব্রাহ্মণেরা সাথী
স্বয়ংবরে চলিয়াছে মহানন্দে মাতি।

কেহ কহে, 'পেট ভরি খাইব ফলার,
এমন ফলার আর ঘটা হবে আর।'
কেহ কহে 'তোমরা কি যাইবে তথায়?
এমন আমোদ আর পাইবে কোথায়?'
তামাসা দেখিবে কত লুচি মণ্ডা খাবে,
এমন অপূর্ব্ব ঘটা কোথাও না পাবে!
বাজনা বাজিবে কত হবে কত গোল,
চৌদিকে শুনিবে শুধু আমোদের রোল।
চল মোরা এক সঙ্গে রঙ্গে চলে যাই,
রাজবাড়ী হেন কাজ শীঘ্র পাই নাই।
রাজার মেয়ের রূপ, গুণ কব কত
কত রাজা, কত লোক হবে সমাগত।
তোমরা দেখিতে আহা, পরম সুন্দর,
চাই কি কাহারে কন্যা করে যদি বর!'
যুধিষ্ঠির দিলা সায় দ্বিজের কথায়
এরূপে তাঁদের সাথে পাঞ্চালেতে যায়।
পাঞ্চালেতে যেয়ে তাঁরা থাকে বাসা করি
কুমার বাড়ীতে আর খায় ভিক্ষা করি।

দ্রুপদ রাজার মনের বাসনা
অর্জ্জুনেরে করে বর,
ভাবি মনে তাই ঘোষণা করিলা
দ্রৌপদীর স্বয়ংবর;
সদুপায় তার করি মনে স্থির
গড়ে ধনু ভয়ঙ্কর,
গুণ পরাইতে সেই ধনুকেতে
লোকে যেন পায় ডর।

অর্জ্জুন ব্যতীত আর কেহ যেন
সে ধনু নাড়িতে নারে,
তার পরে আরো করে আয়োজন
লক্ষ্য এক ভেদিবারে ;
শূন্যেতে রাখিলা সূচি যন্ত্র এক
সূচি ছিদ্র তার মাঝে,
তাহার উপরে রাখি দিলা লক্ষ্য
কৌশলে শূন্যের মাঝে।
সূচি যন্ত্র ভেদ করিয়া সন্ধান
ছুড়িয়া পাঁচটি তীর,
যে করিবে ভেদ সে লক্ষ্য, সে হবে
বর কন্যা দ্রৌপদীর।
অপরূপ হেন আয়োজন করি
রাখিলা সভার মাঝে,
সাজাইলা পরে বিশাল মণ্ডপ
অপরূপ নানা সাজে।

জলের পরিখা শোভে তার চারিধার,
ফুটে ফুল সেই জলে খেলে পাখী আর।
ধবল মন্দির কত শোভে অগণন,
মাঝে মাঝে শোভা পায় সুন্দর তোরণ।
বিচিত্র চাঁদোয়া শোভে অতি নিরমল,
মুকুতা ঝালরে তাহা করে ঝলমল।
বহু মূল্য শত শত আসন তথায়,
সুগন্ধে সকল স্থান মোহিছে সবায়।
কোথা হয় বাদ্যোদ্যম, কোথা গীত, নৃত্য,
অবিরাম মহোৎসবে হরিতেছে চিত্ত।
নানাদেশ হতে রাজা আসিয়া তথায়,
মঞ্চের উপরে বসি অতি শোভা পায়।
কৌরবেরা আসিয়াছে কর্ণ দ্রোণ সঙ্গে,
সাজিল পাঞ্চাল দেশ যেন মনোরঙ্গে।
আসিছে ব্রাহ্মণ কত, মুনি ঋষি কত,
নানাবিধ অগণিত লোক সমাগত।
মণ্ডপে না পেয়ে স্থান কেহ উঠে গাছে,
এরূপ জনতা কোথা কেবা দেখিয়াছে।
বিমানে চড়িয়া আসে যত দেবগণ,
সভার কি শোভা হ'ল না যায় বর্ণন।

পনেরটি দিন খুব ধূমধামে
নৃত্য গীত বাজনায়
হইল অতীত, হেন মহোৎসব
আর কোথা দেখা যায়।
যোড়শ দিবসে দ্রৌপদীরে স্নান
করাইলা নারীগণে,
বিচিত্র বসনে নানা অলঙ্কারে
সাজাইলা সযতনে ;
কাঞ্চনের মালা দিলা সঙ্গে তার,
হইল অপূর্ব্ব শোভা,
বিধি মতে পরে আহুতি করিয়া
চলে স্বয়ংবর সভা।
থামিল বাজনা, থামে গোলমাল,
সকলে নীরব হ'লে,
দ্রৌপদীরে নিয়া প্রবেশ করিলা
ধৃষ্টদ্যুম্ন সভাস্থলে।

মধুর গম্ভীর স্বরে সভামাঝে গিয়া
ধৃষ্টদ্যুম্ন কহিলেন সকলে ডাকিয়া,
"দেখুন সকলে এই ধনুর্ব্বাণ আর
শূন্যে আছে লক্ষ্য, মাঝে সূচি-যন্ত্র তার ;
পাঁচ তীরে সূচিপথে লক্ষ্য যে বিঁধিবে
মম ভগ্নী কৃষ্ণা তাঁরে বরমাল্য দিবে।"
ভগিনীকে সম্বোধন করি তারপর,
রাজাদের পরিচয় কহিলা বিস্তর,
"ইঁহাদের মাঝে লক্ষ্য ভেদিবে যে জন
তাঁর গলে বরমাল্য করিও অর্পণ।"
কার মনোরথ আজ হইবে সফল,
ভাবিয়া সকল রাজা হইলা চঞ্চল।
কৃষ্ণ আর বলরাম ছিলেন তথায়,
বসুদেব পুত্র তাঁরা, বাস দ্বারকায়,
বিখ্যাত যদুর বংশে তাঁদের জনম
যাদব তাঁদের নাম হয় সে কারণ।
পাণ্ডবের মাতা কুন্তী তাঁহাদের পিসী
তাঁদের কুশল তাঁরা ভাবে দিবানিশি।
সভার সকল দিক কৃষ্ণ চাহে দেখি,
সুখী হৈলা পাণ্ডবেরে ছদ্মবেশে দেখি।
ব্রাহ্মণগণের সনে বসিয়া পাণ্ডব,
বলরামে চুপি চুপি কহিলেন সব।
পাণ্ডবগণেরে কেহ চিনিলনা আর,
ব্যস্ত সবে যার যার কাজে আপনার।
বাজনা বাজিল পুনঃ সভার মাঝার,
রাজগণ চলিলেন লক্ষ্য বিঁধিবার ;

কিন্তু হায় ধনুকেতে গুণ পরাইতে
না পারিয়া ফিরাইয়া পড়ে চারিভিতে ;
খুলি গেল তাঁহাদের যত অলঙ্কার,
নাকাল হইল, হেঁট মুখ সবাকার।
দুর্য্যোধন, শল্য, শাল্ব কত রাজগণ
লজ্জা পেয়ে সকলেই বিষাদিত মন।
কর্ণ তবে হইলেন তথা অগ্রসর,
ধনুকে পরায়ে গুণ লইলেন শর ;
পাণ্ডবেরা কর্ণে দেখি ভাবে মনে মনে,
লক্ষ্য ভেদি নিবে কর্ণ এ কন্যা-রতনে
কহিলা দ্রৌপদী তবে সভা বিদ্যমান,
"সারথির সুতে মাল্য করিবনা দান।"
হাসি কর্ণ ঊর্দ্ধমুখে চাহি সূর্য্যপানে,
ধনুর্ব্বাণ ছাড়ি গেলা আপনার স্থানে।
তারপর শিশুপাল গুণ পরাইতে
ধনু ধরি, হাটু ভাঙ্গি পড়িল ভূমিতে।
জরাসন্ধ ধনু ধরি পাইল আঘাত
তাহাতে পড়িল ভূমে হয়ে চিৎপাৎ ;
উঠিয়া লজ্জায় মুখ না দেখাতে পারে,
রাজ্যে ফিরি আপনার গেল একবারে।
রাজগণ ক্রমে হ'লে এরূপে বিমুখ,
অর্জ্জুনের ইচ্ছা হ'ল ধরিতে ধনুক।
অর্জ্জুনেরে যেতে দেখি লক্ষ্য বিঁধিবার,
ব্রাহ্মণগণের হ'ল আনন্দ অপার ;
মৃগচর্ম্ম নাড়ে তাঁরা উৎসাহের ভরে,
মত্ত যেন দিলা শব্দ করি উচ্চৈঃস্বরে।

কেহ কেহ হইলেন ইহাতে বিরূপ,
কহে তাঁরা পরস্পর, "এ দ্বিজ কিরূপ,
বড় বড় রাজগণ হেরে গেল যায়,
লোভে পড়ি সেই কাজে এ কেমনে ধায়!
মাথা ঘুরে গেছে ওর হয়েছে পাগল,
অতি লোভে হয় শেষে হায় এই ফল;
বিফল হইবে শেষে, হইবে কি দায়,
ব্রাহ্মণ দেখিয়া সবে হাসিবেক হায়!"
কেহ কহে "ব্যস্ত কেন তোমরা এমন,
কোন্ কাজ ব্রাহ্মণের অসাধ্য তেমন?
দেখনা চাহিয়া ওঁর কি সুন্দর দেহ,
ইনি বা মহাপুরুষ নাহিক সন্দেহ;
কি দীঘল হাত দেখ সুগঠন কায়,
সফল হইবে ইনি সন্দেহ কি তায়!
চুপ করি থাক সবে দেখনা চাহিয়া,
অই ধনুকেতে গুণ দিল পরাইয়া।"
ধনুকের কাছে যেয়ে দাঁড়ায়ে নীরবে
শুনিলা অর্জ্জুন যাহা কহে দ্বিজ সবে,
তারপর মহাদেবে করিয়া প্রণতি
ধনু প্রদক্ষিণ করে কৃষ্ণে রাখি মতি।
ধনুক ধরিয়া তারপরে বীরবর
গুণ দিয়া অনায়াসে বসাইলা শর,
লক্ষ্য বিঁধি পাঁচ তীরে ভূমিতে পারিল,
মহা কোলাহল শব্দ তখনে উঠিল;
দেবতারা মাথে করে পুষ্প বরিষণ,
জয় জয় রবে পুরে সমস্ত ভবন;
বসন নাড়িয়া ব্রাহ্মণেরা বীর বীর
প্রকাশিলা অন্তরের আনন্দ অপার।
স্তুতি পাঠ করি গান করে বন্দীগণ,
আনন্দে তুমুল বাদ্য বাজিল তখন।
তার মাঝে কৃষ্ণা পার্থে দেখিয়া নয়নে
মালা দিলা গলে তাঁর আনন্দিত মনে।
তখন ভূপালগণ অপমান গণি,
শাস্তি দিতে দ্রুপদেরে ধাইল অমনি,
আমাদের ডাকি আনি করি অপমান,
জিজ্ঞাসা না করি দ্বিজে করে কন্যা দান
রাগে অন্ধ ভূপালেরা হলে অগ্রসর,
দ্রুপদ শরণ নিলা ব্রাহ্মণ গোচর।
অর্জ্জুন তখন করি ধনুক ধারণ
রাজগণ সনে রণে করে আয়োজন,
ভীম এক বড় গাছ নিজে উপাড়িলা
শাখা-পত্র-হীন করি দণ্ড করি নিলা;
এই সব কাণ্ড দেখি কৃষ্ণ মহাশয়,
দাদা বলরামে সম্বোধন করি কয়,
"অই যে ধনুক ধরি আছে দাঁড়াইয়া,
ইনি পার্থ নিঃসন্দেহ দেখুন চাহিয়া,
দণ্ড করি গাছ যিনি করেছে ধারণ
ভীমসেন ছাড়া তিনি আর কেহ নন;
অই তিন জন দেখ দিব্য সুকুমার
যুধিষ্ঠির, নকুল ও সহদেব আর;
শুনি তাঁরা জতুগৃহে পাইয়াছে ত্রাণ
যথার্থই সেই কথা নাহি তাহে আন।"

ক'হলেন বলরাম ' হইলাম প্রীত
পিশীমা আছেন বেঁচে পাণ্ডব সহিত।"
যুদ্ধে ধেয়ে আসে দেখি যত রাজগণ
ক্রোধে যত দ্বিজগণ আরক্ত নয়ন ;
মৃগচর্ম্ম, কমণ্ডলু নাড়ি তাঁরা কয়,
"যুঝিব আমরা নাহি তোমাদের ভয়।"
ঈষৎ হাসিয়া তবে কহিলা অর্জ্জুন,
"আমিই তাদের সনে দাঁড়ায়ে দেখুন।"
আরম্ভ হইল তবে যুদ্ধ তারপর
কর্ণ সনে অর্জ্জুনের বাজিল সমর ;
ভীমসেনে করিলেন শল্য আক্রমণ,
দিলে তাড়া করে অন্য সনে দুর্য্যোধন।
ক্রোধে কর্ণ তীর ছুড়ে অর্জ্জুন উপরে,
অর্জ্জুন বিষম তেজে খুব যুদ্ধ করে ;
তাহা দেখি তুষ্ট হয়ে কর্ণ তাঁরে কয়,
"কে তুমি ঠাকুর, আমি না বুঝি নিশ্চয় ;
হবে তুমি মূর্ত্তিমান ধনুর্ব্বেদ আর
সূর্য্য কি পরশুরাম, বিষ্ণু বুঝা ভার,
আমি যদি রেগে যাই, দাঁড়াই সমরে
ইন্দ্র কি অর্জ্জুন বিনা কে পারে সমরে।"
অর্জ্জুন কহিলা "আমি ধনুর্ব্বেদ নই,
অথবা পরশুরাম, সুধু দ্বিজ হই ;
শিখেছি গুরুর কাছে অস্ত্র সমুদয়,
এসেছি তোমারে করিবারে পরাজয়।"
কর্ণ কহে, "ব্রহ্মতেজ দেখি আপনার,
আপনার সনে রণে কাজ নাই আর।"
মল্লযুদ্ধ শল্য ভীমে চলিতেছে বেগে,
পদাঘাত মুষ্ট্যাঘাত দু'য়ে করে রেগে ;
ঘোরতর চটাপট শব্দ তাহে হয়,
পাহাড় ভাঙ্গিয়া পড়ে হেন মনে লয়।
কিছু কাল পরে ভীম শল্যেরে তুলিয়া
আছাড়িয়া দিলা হায় ভূমিতে ফেলিয়া।
হাসিয়া উঠিল তায় যত দ্বিজগণ,
কি আশ্চর্য্য শল্যে ভীম না কৈল নিধন।
এইরূপে কর্ণ শল্য হ'লে পরাজিত,
সকল ভূপালগণ হইলেন ভীত,
দাঁড়াইয়া চারিদিকে ভীমের তখন
ভীমার্জ্জুনে কহে সবে প্রশংসা বচন,
"এই দ্বিজ কুমারেরা অতি চমৎকার,
কি যুদ্ধ করিল এঁরা কথা নাই তার !
কর্ণে, শল্যে আঁটি উঠে কোথা হেন বীর,
ব্রাহ্মণ হ'লেও দোষী ক্ষমিবে সুধীর।
ইঁহারা ব্রাহ্মণ, তাই ইঁহাদের সনে
আমাদের প্রয়োজন আর নাই রণে ;
তবে যদি পুনরায় রণ এঁরা চায়,
অবশ্য করিব রণ সন্দেহ কি তায়।"
কৃষ্ণ কহিলেন তবে, "হে ভূপালগণ,
কন্যা লভিয়াছে এঁরা উচিত মতন,
ইঁহাদের সনে রণ নহে সমুচিত,
রণে ক্ষান্ত দেন সবে এই ত বিহিত।"
রাজগণ, লোকজন সবে গেলা চলি,
"ব্রাহ্মণ হয়েছে জয়ী" পরস্পর বলি।

কুন্তী দেবী বসি সেই কুমারের ঘরে
করিছে ভাবনা কত ছেলেদের তরে,
এখনো ফিরেনা কেন গিয়াছে ভিক্ষায়,
অস্থির হইলা তাই নানা দুশ্চিন্তায় ;
'ধৃতরাষ্ট্র পুত্রগণ দুষ্ট অতিশয়,
অথবা রাক্ষস আছে, আছে নানা ভয়,
কোনও অনিষ্ট হায় কেহ কি করিল,'
নানা কথা মনে মনে ভাবিতে লাগিল।
ভীমার্জ্জুন বাড়ী ফিরি আনন্দিত চিতে
মাকে ডাকি কহে এই বাহির হইতে,
"পেয়েছি সুন্দর বস্তু আজ মা, ভিক্ষায়।"
ঘরের ভিতরে কুন্তী দেখিতে না পায়
কহিলেন, "বাছা সবে সকলে মিলিয়া
পেয়েছ যে দ্রব্য তাহা ভোগ কর গিয়া।"
রাজার কন্যায় হেরি কুন্তী পরে তার,
ভাবে তাঁর কথা সত্য হবে কি প্রকার,
কথা যদি মিথ্যা হয়, তবে হবে পাপ,
মনে তাই পাইলেন অতিশয় তাপ।
সকলের মনোভাব বুঝি যুধিষ্ঠির
বিবেচনা করি শেষে করিলেন স্থির,
'পাঁচ ভায়ে দ্রৌপদীরে বিবাহ করিব
এ ভাবে মায়ের কথা আমরা পালিব।'
তখন আসিল তথা কৃষ্ণ বলরাম,
দেখিয়া সকলে মনে মহাসুখ পান,
জিজ্ঞাসিলা যুধিষ্ঠির "কি উপায়ে ভাই,
জানিলে এ বেশে মোরা আছি এই ঠাঁই।"

উত্তরে কহিলা কৃষ্ণ, "আগুন বসনে
ঢাকিয়া রাখিতে বল পারে কোন জনে ?
যে কাণ্ড ঘটেছে আজ রাজার সভায়,
আপনারা বিনা কার সাধ্য এ ধরায় ?
কি সৌভাগ্য আপনারা পেয়েছেন প্রাণ
দুষ্টদের ষড়যন্ত্র হ'তে পেয়ে ত্রাণ।"
এইরূপ নানাকথা করি আলাপন,
কৃষ্ণ বলরাম দুই করিলা গমন।

হেথা কত চিন্তা করে দ্রুপদ তখন,
'যে বিঁধিল লক্ষ্য তারে চিনে কোন্ জন,
যেই দুই জন সাথে লইল কৃষ্ণারে
পরিচয় তাহাদের কেবা দিতে পারে ;
এইরূপে তাঁর মনে যত চিন্তা হয়,
ব্যস্ত তাহে রাজা আরো হয় অতিশয়।
অলক্ষিতে তাহাদের নিতে পরিচয়
ধৃষ্টদ্যুম্ন চলে লোক নিয়া কতিপয় ;
ভীমার্জ্জুন সঙ্গে গেল ব্রাহ্মণের দল
কুমার বাড়ীতে যেয়ে উঠিল সকল।
গুপ্ত থাকি ধৃষ্টদ্যুম্ন সহ লোকজন
পাণ্ডবের যত কাজ করে দরশন ;
'জননীর কাছে রাখি সেই রমণীরে,
ভিক্ষা করি পাণ্ডবেরা সন্ধ্যাকালে ফিরে।
দ্রৌপদীরে তবে কুন্তী কহেন বচন,
"ভিক্ষাদ্রব্য আগে দেবে কর নিবেদন,
ব্রাহ্মণ অতিথিগণে দিয়া তারপর,
বাকি যাহা দুইভাগ করিবে তৎপর ;

একভাগ দিবে ভীমে সে যে বেশী খায়,
বাকি ছয়ভাগ করি দাও মা সবায়।"
দ্রৌপদী কুন্তীর কথা করিলে পালন,
সকলে পরম সুখে করিল ভোজন।
নকুল ও সহদেব কুশ বিছাইয়া
আহার হইলে শেষ, শয্যা করে গিয়া।
উপরে পাতিয়া মৃগচর্ম্ম যার যার
শয়ন করিল সবে উপরে তাহার।
দক্ষিণে মাথার ধারে কুন্তী নিলা স্থান,
পদতলে থাকি কৃষ্ণা মহাসুখ পান।
শয়ন করিলা বটে সে পঞ্চ পাণ্ডব,
সেদিন নিদ্রার কথা ভুলি গেলা সব,—
উৎসাহে তুলিল সবে যত যুদ্ধ-কথা।
নানাবিধ অস্ত্রশস্ত্র অদ্ভুত বারতা।
পিতার নিকটে তবে ধৃষ্টদ্যুম্ন যায়
বিবরিয়া সব কথা কহিলেন তাঁয়,
"যে বিচিত্র কথা এরা রাত্রিকালে কয়
তাহাতে বুঝিনু এরা ক্ষত্রিয় নিশ্চয়,
অনুরাগ ভরে তারা কহে যুদ্ধ কথা,
অন্যজাতি কি জানিবে যুদ্ধের বারতা,
কৃষ্ণা পড়ে নাই পিতা যার তার হাতে,
নিশ্চয় পাণ্ডব এঁরা ভুল নাই তাতে ;—
শুনিয়াছি জতুগৃহে পেয়েছে উদ্ধার
ইঁহারা পাণ্ডব নাহি সন্দেহ তাহার।"
পুরোহিতে পাঠাইলা দ্রুপদ তখন,
যেয়ে তথা পুরোহিত জানে বিবরণ।
আসিল সোণার রথ যুক্ত নিয়া সঙ্গে,
দ্রুপদ-ভবনে সবে গেলা মনোরঙ্গে।
পুরনারী হ'তে কুন্তী সমাদর পায়,
আদরে তুষিলা রাজা পাণ্ডব সবায়।
উজ্জ্বল পোষাক পরি সবে স্বর্ণথালে
সুস্বাদু আহার করে ভোজনের কালে।
মহারাজ বহুদ্রব্য দিলা উপহার,
পাণ্ডবেরা রাখে সুধু রণ-উপচার।
বিনয় করিয়া কয় দ্রুপদ তখনে,
"পরিচয় পেলে মোরা সুখী হই মনে,
আপনারা নাহি দিলে নিজ পরিচয়,
আমাদের জানিবার সাধ্য নাহি হয়।"
যুধিষ্ঠির কহে তবে, "ওহে মহারাজ,
দুশ্চিন্তায় আপনার নাহি কোন কাজ;
ক্ষত্রিয় আমরা, পুত্র পাণ্ডু মহাত্মার,
সাধুশীলা কুন্তীদেবী জননী সবার,
সকলের জ্যেষ্ঠ আমি নাম যুধিষ্ঠির,
এই দুই জন হন ভীমার্জ্জুন বীর,
লক্ষ্য ভেদি রাজগণে করি পরাজয়
কুমারীরে আপনার করিয়াছে জয়,
আমাদের মাতা আর দ্রৌপদীর ঠাঁই
নকুল ও সহদেব আর দুই ভাই।"
শুনি দ্রুপদের হ'ল আনন্দ অপার,
মুখে তাই কথা তাঁর সরিল না আর।
তারপর জিজ্ঞাসিয়া জানে বিবরণ
কিরূপে ঘটিল এইরূপ অঘটন

রাজ্যের মালিক হয়ে রাজার কুমার,
কি কারণে তপস্বীর বেশ সবাকার?
নিন্দাকরে ধৃতরাষ্ট্রে জানি সমুদয়,
বলিলেন, 'রাজ্য পুনঃ লইব নিশ্চয়।'
বিবাহের কথা হ'লে কহে যুধিষ্ঠির,
"করিব বিবাহ পাঁচ ভায়ে দ্রৌপদীর,
লক্ষ্য ভেদ করিয়াছে অর্জ্জুন নিশ্চয়,
আমাদের লব্ধ যাহা তুল্যভোগ্য হয়;
জননীও করেছেন এই অনুমতি,
তাই করিয়াছি মোরা এইরূপ মতি।"
একথা শুনিয়া সবে অবাক হইল,
ব্যাসদেব সে সময়ে সেখানে আসিল।
শুনি সব ব্যাসমুনি বলিলেন তাই,
"এ বিবাহে অসঙ্গতি কোনরূপ নাই;
পঞ্চ পতি সহ হবে বিবাহ কৃষ্ণার
ইহা তো আগেই ঠিক জানা আছে তাঁর।
আর জন্মে ছিল কৃষ্ণা তপস্বীর মেয়ে
তপস্যা করিল শিবে পতিবর চেয়ে,
বারবার পাঁচ বার পতিবর চায়,
সন্তুষ্ট হইয়া তায় কহে দেবতায়,
পাঁচবার চাহিয়াছ মনোমত বর
তোমার হইবে তাই পাঁচজন বর।"
ব্যাসের কথায় সব সন্দেহ ঘুচিল,
দ্রুপদ বিবাহে এই ত্যাই মত দিল।
বিবাহের আয়োজন হ'ল তারপর,
শোভিল বিবাহসভা আহা কি সুন্দর!

রাজপুরী গেল ভরি লোক-সমাগমে,
মঙ্গল আচার করে পুরনারীগণে।
শুভক্ষণে ক্রমে ক্রমে ভাই পাঁচ জন
করিলেন দ্রৌপদীরে বিবাহ তখন।
আনন্দ হইল কত, কত ধুমধাম,
বুঝিতেই পার তাহা করি অনুমান।
হাতী, ঘোড়া, দাস, দাসী, রত্ন, অলঙ্কার,
কত যে যৌতুক দিল কি কহিব আর।
বিবাহের পরে কৃষ্ণ নানা রত্ন ধন
উপহার পাঠাইলা পাণ্ডবে তখন।
এইরূপে পাণ্ডবেরা দ্রুপদ ভবনে
কাটাইলা কিছুকাল আনন্দিত মনে।

চরমুখে রাজগণ পায় সমাচার,
'পাণ্ডবেরা করিয়াছে বিবাহ কৃষ্ণার,
লক্ষ্য ভেদ করিয়াছে সভায় যে জন
সে জন অর্জ্জুন নাম করেন ধারণ,
শল্যে আছাড়িয়া যেই ফেলিল ভূমিতে
সে ভীম কে পারে আর সেরূপ যুঝিতে।
শুনি দুর্য্যোধন আর তাঁর লোকজন
না করিতে পারে আর দুঃখ সম্বরণ।
মনে মনে মহাখুসী ছিল এতদিন
পাণ্ডবেরা একবারে হয়েছে অচিন।
হায়, আজ একি শুনি সেই পুরোচন
নিজে ভস্মসাৎ হ'ল নির্ব্বোধ এমন!
পাণ্ডবেরা বেঁচে আছে লভিল কৃষ্ণায়,
হায় কি দুঃখের কথা সহ্য নাহি যায়!

শুনিয়া বিদুর হন মহাসুখী মনে,
ধৃতরাষ্ট্র কাছে গিয়া কহেন তখনে,
"মহারাজ, আজ বড় সৌভাগ্য উদয়,
স্বয়ংবরে কৌরবেরা লভিয়াছে জয়।"
পাণ্ডবেরা কুরুবংশ তাহে নাই ভুল,
ধৃতরাষ্ট্র মনে কিন্তু করিলেন ভুল,
ভাবিলেন, 'তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র দুর্য্যোধন
দ্রৌপদীরে লক্ষ্য ভেদি করেছে গ্রহণ।'
ধৃতরাষ্ট্র কন তাই অতি সুখী হয়ে,
"বিদুর করিলে সুখী এ সংবাদ কয়ে,
কি সৌভাগ্য, সাজাইয়া রত্ন আভরণে
নিয়া আস দ্রৌপদীরে দুর্য্যোধন সনে।"
বিদুর কহিলা তবে, "ওহে নররায়,
পাণ্ডবেরা বরমাল্য পেয়েছে তথায় ;
কুশলেই আছে তারা পেয়েছে বান্ধব,
দ্রুপদের নিকটেও লভেছে গৌরব।"
বিদুরের বাণী শুনি অন্ধ নরমণি
মনোগত ভাব মনে রাখিলা আপনি,
বাহিরে কহিলা, "আমি পাণ্ডুপুত্রগণে,
আপন তনয় হ'তে ভালবাসি মনে ;
আমার তনয়গণ দুষ্ট অতিশয়,
পাণ্ডবের হাতে সাজা পাইবে নিশ্চয়।"
কহিল বিদুর পুনে, "ওহে নরপতি,
সদা যেন আপনার থাকে হেন মতি।"
শুনিয়া এ'কথা কর্ণ আর দুর্য্যোধন,
নিরজনে ধৃতরাষ্ট্রে কহিলা তখন,

"শত্রুর প্রশংসা করি বিদুরের ঠাঁই,
তাহে আমাদের তাত, কোন লাভ নাই ;
এখন ওদেরে অন্ধ না করিলে আর,
আমাদের বিপদের নাহি রবে পার।"
কহিলেন ধৃতরাষ্ট্র, "আমারও এ মত,
না বুঝে বিদুর তাই বলি সেই মত ;
তোমাদের মতে-আমি সদা দিই সায়,
তার তরে তোমাদের ভাবনা কি হায়!
বিদুর হইতে সব রাখিবে গোপন
বল বাপ সুযোধন, কি তব মনন।"
দুর্য্যোধন নাম মিষ্টি নাহি লাগে ডাকে।
স্নেহে পিতা তাই তারে 'সুযোধন' ডাকে।
দুর্য্যোধন কহে, "পিতঃ, কতই উপায়
ভাবিলেই অনায়াসে বের করা যায়।
ভায়ে ভায়ে ভেদ যদি ঘটাইতে পারি,
সহজে মরিবে ওরা করি মারামারি ;
রাশিকৃত ধন দিয়া দ্রুপদের মন
বশ করিতেও পারি করি আয়োজন ;
লোক লাগাইয়া পারি ভীমেরে মারিতে,
সহজেই কার্য্য শেষ হয়ে যায় ইথে ;
অথবা তাদেরে হেথা ভুলাইয়া আনি
বধ কর জানিবে না কোন কাক প্রাণী ;
যে কোন উপায়ে হয় মত আপনার,
তাহাই করুন এই মনন আমার।
কি উপায় কর্ণ, তুমি ভাবিয়াছ মনে,
বলনা এখন কেন রাজার সদনে।"

কর্ণ কহিলেন তবে, "ওহে দুর্য্যোধন,
যতই উপায় তুমি কহিলে এখন,
কোনটিই মোর মনে ভাল নাহি লাগে,
রণে তাহাদের এবে বধ কর আগে ;
যতক্ষণ বন্ধুগণে না হয় মিলিত
তখনই করা রণ হবে সমুচিত।"
ভীষ্ম দ্রোণ বিদুরের মত কিবা হয় ?
অন্ধরাজে ভীষ্ম দ্রোণ উভয়েই কয়,
"ধর্ম্মতঃ পাণ্ডবগণ এই রাজ্য পায়,
তাদের ছলনা করা নহে সদুপায় ;
রাজ্যের অর্দ্ধাংশ ছাড়ি তাহাদের দিয়া
সুখে থাক মহারাজ বন্ধুতা করিয়া ;
অন্যথা বিপদ হ'বে ইথে নাহি আন
এখনও একথা বলি হও সাবধান।"
হাসি কহে কর্ণ তবে, "ওহে মহারাজ,
ইহাদের পরামর্শে আর নাই কাজ,
টাকা খান আপনার, পাণ্ডবের হিত
ভাবিতে ইহারা কভু নহে সঙ্কুচিত ;
কেমন সুহৃদ এরা বুঝা নহে দায়
সহজেই এই কথা হ'তে বুঝা যায় !"
বিদুর কহিল তবে, "ওহে মহারাজ,
পরামর্শ শুনি সুধু নাহি হয় কাজ,
কথা মত কাজ যদি নাহি করা হয়,
ফল লাভ কভু তায় না হ'বে নিশ্চয় ;
কি বয়সে, কিবা জ্ঞানে, কি চরিত্র বলে
ভীষ্ম দ্রোণ কাছে এরা বালক সকলে ;
দুর্য্যোধন কর্ণ আর সহচর তার
বালক চপলমতি অতি সবাকার ;
শুনিলে এদের কথা হ'বে সর্ব্বনাশ,
হিতাহিত বুঝ নিজে এই অভিলাষ।"
ভীষ্ম দ্রোণ বিদুরের মতে দিয়া সায়,
বিদুরেরে অন্ধরাজ পাঞ্চালে পাঠায় ;
হস্তিনায় আনিবারে পাণ্ডুপুত্রগণে,
চলিলা বিদুর তথা হরষিত মনে।
বিদুরেরে দেখি সুখী পাণ্ডব যেমন,
পাণ্ডবে দেখিয়া সুখী বিদুরও তেমন।
পাঞ্চালের রাজা আর কৃষ্ণ বলরাম
সকলেই বিদুরের করিলা সম্মান।
'অন্ধরাজ ইচ্ছা করে পাণ্ডবে দেখিতে,'
শুনি সকলেই সুখী হইলেন চিত্তে।
পাণ্ডবেরা দ্রুপদের অনুমতি নিয়া
হস্তিনায় গেলা কৃষ্ণ বলরামে নিয়া।
পাণ্ডবেরে পুনরায় পেয়ে হস্তিনায়
সুখী যত লোক যেন হাতে স্বর্গ পায়।
তারপর ধৃতরাষ্ট্র যুধিষ্ঠিরে কন,
"শুন বাছা, মম কথা নিয়া ভ্রাতাগণ,
রাজ্যের অর্দ্ধেক অংশ গ্রহণ করিয়া,
নিশ্চিন্তে খাণ্ডবপ্রস্থে বাস কর গিয়া ;
তাহা হ'লে দুর্য্যোধন সহ পুনর্ব্বার
বিবাদের সম্ভাবনা থাকিবেনা আর।"
জেঠার কথায় তাঁর নিয়া অনুমতি
পাণ্ডবেরা তথা যেয়ে করিলা বসতি।

নগর খাণ্ডবপ্রস্থ মনোরম স্থান,
ইন্দ্রপ্রস্থ বলি তার আছে এক নাম;
কত যে মন্দির মঠ বলা নাহি যায়,
বাগানে, প্রশস্ত পথে অতি শোভা পায়।
পাণ্ডবের আগমনে শোভা বাড়ে তার
ভূতলে এমন স্থান নাহি যেন আর।
পাণ্ডবেরে রাখি তথা কৃষ্ণবলরাম
দ্বারকার অভিমুখে করিলা প্রস্থান।
পাঁচ ভাই পাণ্ডবেরা পত্নী একজন,
সকলের ছিল খুব মনের মিলন;
পরস্পর ব্যবহার ছিল মধুময়,
একে অন্যে প্রতি কভু বিরূপ না হয়।
সকলে নিয়ম এই করিলা সুস্থির,
'কোন ভাই কাছে যদি থাকে দ্রৌপদীর,
অন্য কোন ভাই আর না যাবে তথায়,
যদি যায় হ'বে তায় বড়ই অন্যায়;
যে করিবে হেলা এই নিয়ম পালনে,
বারো বছরের তরে যাইবে সে বনে।'
দুষ্টের দমন করি শিষ্টের পালন,
সুখে আছে ধর্ম্মরাজ নিয়া ভ্রাতাগণ।
এই সুখশান্তি মাঝে একদিন হায়,
ব্রাহ্মণ আসিয়া এক কাতরে জানায়,
চোরে করিয়াছে তার গোধন হরণ,
রাজা ছাড়া কে আর তা করিবে রক্ষণ।
ব্রাহ্মণে করিয়া শান্ত, অস্ত্র আনিবারে
অর্জ্জুন যাইবে যবে অস্ত্রের আগারে,
অমনি পড়িল মনে তথা যুধিষ্ঠির
কহিছেন কথাবার্ত্তা সঙ্গে দ্রৌপদীর;
সে ঘরে প্রবেশে হ'বে নিয়ম-লঙ্ঘন,
ব্রাহ্মণের গরু রাখা এও প্রয়োজন;
অসহায় ব্রাহ্মণের উপকার তরে
অর্জ্জুন আনিতে অস্ত্র প্রবেশিলা ঘরে;
অস্ত্র নিয়া চোরে মারি লইয়া গোধন
ব্রাহ্মণেরে অবিলম্বে করে সমর্পণ।
ফিরিল অর্জ্জুন তবে বাসে আপনার,
ব্রাহ্মণ আশীষ করি গুণ গায় তাঁর।
তারপর গুরুজনে করিয়া প্রণতি
অর্জ্জুন কহিলা এই যুধিষ্ঠির প্রতি,
"করিয়াছি দাদা, আমি নিয়ম-লঙ্ঘন,
অনুমতি দাও তাই যাই আমি বন।"
যুধিষ্ঠির এ'কথায় মনে ব্যথা পায়
কাঁদিয়া অর্জ্জুনে কন মধুর ভাষায়,
"ব্রাহ্মণের উপকার করিবার তরে,
প্রবেশ করিয়াছিলে তুমি সেই ঘরে;
আমার সম্মতি আছে এইরূপ কাজে,
কেন তুমি বৃথা তবে যাবে বনমাঝে;
জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা আমি, শুন বচন আমার,
পাপ হয় নাই তব চিন্তা নাহি আর।"
কহে পার্থ, "আপনারই কথা দাদা হায়,
ধর্ম্ম কর্ম্ম কভু নাহি হয় ছলনায়;
মিথ্যা আচরণে যদি অধর্ম্ম নিশ্চয়,
নিয়ম না মানিলেও পাপ তাহে হয়।

এই অস্ত্র ছুঁয়ে আমি করিনু শপথ,
না পারিব যেতে আমি ছাড়ি সত্য পথ।"
বাধ্য হয়ে যুধিষ্ঠির দিলেন বিদায়,
অর্জ্জুন সম্মতি তাঁর নিয়া বনে যায়।
নানা দেশ, নানা তীর্থ, গিরি, নদী, বন
দেখি পরে গঙ্গাদ্বারে উপনীত হন।
একদা করিতে স্নান নামিলে গঙ্গায়,
উলুপী সুন্দরী তারে দেখিবারে পায়;
পাতালে নাগের রাজা কৌরব্যের মেয়ে
উলুপী অর্জ্জুনে দেখি ধরে তাঁরে যেয়ে;
লইয়া তাঁহারে গেলা পাতালেতে চলি
বিবাহ করিতে তাঁরে বলে সব বলি।
অনুনয়ে পড়ি তারে বিবাহ করিলা,
তুষি সেই সুন্দরীরে পাতাল ছাড়িলা।
পরে নানাতীর্থ ভ্রমি—ভ্রমি বহু দূর
মহেন্দ্র পর্ব্বত দিয়া গেলা মণিপুর।
তথাকার রাজকন্যা চিত্রাঙ্গদা নামে
বিবাহ দিলেন তারে অর্জ্জুনের স্থানে।
তিনটি বৎসর তথা অবস্থান করি
অর্জ্জুন ত্যজিলা সেই সুন্দর নগরী।
দক্ষিণ সাগর তীরে যেয়ে তারপর,
দেখিলা পবিত্র পাঁচ তীর্থ মনোহর।
সৌভদ্র, অগস্ত্য তীর্থ, কারান্ধম নামে,
পৌলোম ও ভারদ্বাজ বিরাজে সে স্থানে।
পবিত্র এ তীর্থ কেন জন শূন্য হায়,
জিজ্ঞাসিলে মুনিগণ কহিলেন তায়,
"কুমীর পাঁচটি পাঁচ তীর্থে বাস করে
স্নানে কেহ জলে গেলে খায় তারে ধরে,
এই হেতু কেহ বাস না করে হেথায়,
এই পাঁচ তীর্থ তাই জন-শূন্য হায়।"
মুনিগণ অর্জ্জুনেরে করে নিবারণ,
তবু পার্থ গেলা তীর্থ করিতে দর্শন,
প্রথমে সৌভদ্র তীর্থে যেই নামে জলে,
কুমীর অমনি তাঁরে ধরে পদতলে;
উঠাইলে কুমীরেরে জলের উপরে
অমনি কুমীর দিব্য কন্যারূপ ধরে।
অর্জ্জুন অবাক হয়ে জিজ্ঞাসে কন্যায়,
"কে তুমি যথার্থ কথা বলগো আমায়।"
কন্যা কহে, "বর্গানামে অপ্সরা হই,
পাঁচ সখী মোরা হেথা এ'রূপেই রই,
সমীচি, বুদ্বুদা, লতা, সৌরভেয়ী নামে
আমার চারিটি আরো সখী এইস্থানে;—
এই পাঁচজনে মোরা করিয়া অন্যায়,
কোন তাপসের রোষে পড়েছিনু হায়!
কুমীরের কায় ধরি তাঁর অভিশাপে
এই পঞ্চ তীর্থে বাস করি মনস্তাপে।
তাপসে করিলে তুষ্ট দেন এই বর,
'জলের উপরে কেহ উঠাইলে পর
শাপে মুক্ত হব মোরা সখী পাঁচ জন,'
হইলাম শাপে মুক্ত আমি সে কারণ।
দয়া করি আর মোর সখী চারি জনে
উদ্ধার করুন এই প্রার্থনা এখনে।"

পাঁচ সখী এইরূপে পার্থের কৃপায়
মুক্ত হয়ে অনায়াসে স্বর্গে চলি যায়।
তথা হ'তে মণিপুর গেলা পুনরায়,
চিত্রাঙ্গদা সমাদর করিলেন তাঁয়।
সুখে কিছুকাল তথা করিলা যাপন,
জন্মিল তথায় এক সুন্দর নন্দন।
চিত্রাঙ্গদা মহাসুখী পাইয়া সন্তান,
রাখিলা বভ্রুবাহন তনয়ের নাম।
তারপরে ছাড়ি গেলা রাজ্য মণিপুর,
ভ্রমিলেন নানাতীর্থ বহু, — বহুদূর।
পবিত্র প্রভাসে শেষে আসে ধনঞ্জয়,
দ্বারকা রাজ্যের মাঝে এই তীর্থ হয়।
শ্রীকৃষ্ণ প্রভাসে আসি করিয়া যতন,
পার্থে রৈবতকে স্থান দিলেন তখন।
রমণীয় রৈবতক পরবত হয়,
নৃত্যগীতে মহাসুখে পার্থ তথা রয়।
পরে দ্বারকায় তারে কৃষ্ণ নিয়া যায়,
সমাদরে অর্জ্জুনেরে রাখিলা তথায়।
সুভদ্রা সুন্দরী হন কৃষ্ণের ভগিনী,
রূপে গুণে নাহি কোথা এমন কামিনী।
মনোমত বর তার জুটেনা কোথায়,
অর্জ্জুনে পাইয়া সুখী কৃষ্ণ হন তায়।
অপরূপ সুভদ্রার দেখি রূপ গুণ,
ভালবাসে মনে তারে অমনি অর্জ্জুন।
অর্জ্জুনের মনোভাব বুঝি অনুভবে,
আনন্দিত হ'য়ে কৃষ্ণ তারে কহে তবে,
"তোমার বিবাহ হ'লে সুভদ্রার সনে,
সুখী হ'বে যাদবেরা জানি আমি মনে;
স্বয়ংবর বিবাহের কি হয় ঘটন
নাহি জানি, তাই ভাবি উপায় এখন;
ক্ষত্রিয়ের বিবাহের যতবিধি রয়,—
'বাহুবলে কন্যা নিলে গৌরব নিশ্চয়,'
তুমি নিজে বীর হ'বে সুখ্যাতি তোমার,
জোরে নিবে সুভদ্রারে এ'মত আমার।"
দূত পাঠাইলা পার্থ ধর্ম্মরাজ ঠাঁই,
'এ বিবাহে আপনার অনুমতি চাই।'
ধর্ম্মরাজ অর্জ্জুনেরে দিলা অনুমতি,
অর্জ্জুন করিলা তাই এ বিবাহে মতি।
একদা সুভদ্রা করি পূজা দেবতায়,
রৈবতক হ'তে যবে যা'রে দ্বারকায়;—
এমন সময় সেই রৈবতকে গিয়া,
অর্জ্জুন তাহারে রথে নিলা উঠাইয়া,
ইন্দ্রপ্রস্থ পানে রথ অমনি চালায়;—
যাদবেরা তাঁর পানে ধেয়ে যেতে চায়।
কৃষ্ণ বুঝাইয়া সবে ফিরাইলা তবে,
'এ বিবাহে যাদবের গৌরবই হবে।'
তবে অর্জ্জুনেরে আনি করিয়া সম্মান
সুভদ্রারে তাঁর করে করিলেন দান।
কৃষ্ণে নিজ ভগিনীর এ বিবাহ দিতে
কি করিল সমারোহ কে পারে বলিতে!
অর্জ্জুন পুষ্কর তীর্থে গেলা অতঃপর
এইরূপে কাটাইলা দ্বাদশ বৎসর,

তারপর ফিরিলেন আপন ভবনে,
পার্থে পেয়ে পুনরায় সুখী সবে মনে।
ইন্দ্রপ্রস্থে অর্জ্জুনের হ'লে আগমন,
যাদবেরা আসে তথা আনন্দিত মন।
ধর্ম্মরাজ সমাদরে তোষেণ সবায়,
কিছুকাল সুখে তাঁরা তথায় কাটায়।
দ্বারকায় সবে চলি যায় তারপর
কিছুদিন রহে কৃষ্ণ পার্থের গোচর।
সুভদ্রা লভিল পরে সুন্দর কুমার,
প্রিয় সকলের নাম অভিমন্যু তাঁর।
পাঁচ পতি হ'তে কৃষ্ণা পাঁচ পুত্র পায়,
রূপে গুণে অতুলন সকলে ধরায়।
প্রতিবিন্ধ্য, সুতসোম, শ্রুতকর্ম্মা আর
শতানিক, শ্রুতসেন নাম সবাকার।
শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় অভিমন্যু অতিশয়,
শুভকর্ম্ম কৃষ্ণ তার করে সমুদয়।
দ্রৌপদীর পুত্রগণে ধৌম্য পুরোহিত
করাইলা শুভকর্ম্ম হ'য়ে হরষিত।
সকলেরে ধনুর্বিদ্যা শিখায় অর্জ্জুন
শস্ত্রে শাস্ত্রে সকলেই হইল নিপুণ।
একদা গ্রীষ্মের তাপে সন্তাপিত কায়,
কৃষ্ণার্জ্জুন দুই জনে যমুনায় যায়,
পরিবার সহ সেই নদী তীরে গিয়া,
সময় কাটায় কত আমোদ করিয়া।
কৃষ্ণার্জ্জুন দুই জন বসি নিরজনে
কহিছেন কত কথা একে অন্য সনে।
হেন কালে তথা এক দীঘল ব্রাহ্মণ
আসিল তাঁদের কাছে ভিক্ষার কারণ;
মাথে জটাভার তাঁর পরণে বাকল,
পিঙ্গল বর্ণের দাঁড়ি, গোঁফও পিঙ্গল,
সোনার মতন তাঁর বরণ সুন্দর,
তেজে শোভা পায় যেন নব প্রভাকর।
সমাদর কৃষ্ণার্জ্জুন করিলেন তাঁয়
কহিল ব্রাহ্মণ, "আমি কাতর ক্ষুধায়,
অধিক আহার করা অভ্যাস আমার,
পূরাও প্রার্থনা মোর যোগায়ে আহার।"
কহিলেন কৃষ্ণার্জ্জুন, "ওহে মহাত্মন্,
যে অন্ন চাহেন আনি করিয়া যতন।"
ব্রাহ্মণ কহিল, "আমি অন্ন নাহি চাই,
অগ্নি আমি, আমি চাই খাণ্ডব পোড়াই।
ইন্দ্র-সখা সর্পরাজ তক্ষক সে বনে
বাস করে আপনার পরিবার সনে।
সর্ব্বদাই দেবরাজ রাখেন সে বন,
পোড়াইতে তায় আমি না পারি কখন;
আরম্ভিলে আমি কভু পোড়াইতে তায়
দেবরাজ করে বৃষ্টি মুষল ধারায়;
নির্ব্বাণ করিয়া ফেলে অমনি আমারে,
বিফল হইনু আমি খাণ্ডব আহারে;
বারিধারা আপনারা করিলে বারণ,
বারণ করিলে অন্য বন্য জন্তুগণ,
দহিতে খাণ্ডব বন নাহি থাকে ভয়,
আমার ক্ষুধার তৃপ্তি তবে কিছু হয়।"

কি হেতু খাণ্ডব বন করিতে দহন
আসিলেন অগ্নিদেব, শুন বিবরণ।
শ্বেতকী ভূপতি এক ছিল পুরাকালে,
হেন জ্ঞানী, বলশালী ছিল না সেকালে।
পুনঃ পুনঃ যজ্ঞ সেই করে সম্পাদন,
যজ্ঞে খেটে খেটে রোগা হয় ঋষিগণ,
যজ্ঞ ধূমে তাঁহাদের চোখে পীড়া হয়,
তাঁর যজ্ঞে যেতে তাই সবে পায় ভয়,
রাজা শেষে শতবর্ষ যজ্ঞ করিবারে,
শিবের তপস্যা করে থাকি সদাচারে।
শিব তবে কহে তারে, "দ্বাদশবৎসর
ঘৃত দিয়া অনলেরে তোষ নরবর।"
দ্বাদশ বৎসর রাজা তাই অবিরত,
তুষিলা অনলে ঢালি ঘৃত ক্রমাগত।
শিব তুষ্ট হয়ে দিলা ঋষি দুর্ব্বাসায়,
শত বর্ষ যজ্ঞ তাঁর পূর্ণ হয় তায়।
রাজার হইল বটে যজ্ঞ সম্পাদন,
হইলেন অগ্নিদেব পীড়িত তখন;
পেটের অসুখ তাঁর কিছুতে না যায়,
বিধির নিকটে তাই বিধি নিতে যায়।
কহে বিধি, "অবিরত যজ্ঞে খেয়ে ঘৃত,
পেটের অসুখে তুমি হয়েছ পীড়িত।
পুড়িয়া খাণ্ডব বন মেদ মাংস খেলে,
শীঘ্র তব রোগ সেরে যাবে অবহেলে।"
চলিলা খাণ্ডব বনে তখনি অনল,
অনিলে সহায় পেয়ে জ্বলিলা প্রবল;
বন্য হস্তী সর্পগণ জল তুলি দিয়া,
সাত বার ক্রমে অগ্নি দিলা নিবাইয়া।
এরূপে নাকাল হয়ে তাহাদের ঠাঁই,
বিধাতার কাছে গিয়া জানাইলা তাই।
বিধি কহিলেন, "যাও কৃষ্ণার্জ্জুন পাশে
যত বাধা দূর তায় হবে অনায়াসে।"
ব্রাহ্মণের বেশে অগ্নি নিজে আসি তাই,
কহে সব বিবরণ কৃষ্ণার্জ্জুন ঠাঁই।
শুনি কহে পার্থ, "ইন্দ্রে করিতে বারণ
শকতি আমার আছে, আছে অস্ত্রগণ,
উত্তম ধনুক আর রথ মোর নাই,
তেমনি কৃষ্ণের যোগ্য অস্ত্র কোথা পাই;
উপায় ইহার যদি কর ভগবন্,
আপনার কার্য্য মোরা করিব সাধন।"
জলপতি বরুণেরে অগ্নি কহে তবে,
"অক্ষয় তূণীর, রথ মোরে দিতে হবে
গাণ্ডীব ধনুক আরো যাহা সোমরাজ
রাখিয়াছে তব কাছে সাধি নিজ কাজ।"
বিশ্বকর্ম্মা নির্ম্মিত সে রথ মনোহর,
চিত্রিত উপরে তার বৃহৎ বানর,
কপিধ্বজ রথ এই নাম তার হয়,
সে রথে চড়িয়া সোম দৈত্যে করে জয়;
গাণ্ডীব নামক ধনু বিধাতা-নির্ম্মিত,
যাহার ভীষণ রবে ভুবন কম্পিত;
দুইটি তূণীর যাহা সর্ব্বদা অক্ষয়,
বরুণ অনলে তাহা দিলা সমুদয়।

দিলা পার্থে এ সকল অনল তখন,
কৃষ্ণে আরো করে দান চক্র সুদর্শন ;
হেন ভয়ঙ্কর অস্ত্র নাহি কোথা আর,
দেবতা দানব রক্ষঃ ভয়ে কাঁপে যার
সকলে করিবে এই চক্র পরাজয়,
শত্রু নাশি হাতে ফিরে আসিবে নিশ্চয়।
বরুণ দিলেন কৃষ্ণে কৌমোদকী গদা,
যে গদা দানবে নাশে অনায়াসে সদা।
এইরূপে অস্ত্র শস্ত্র পেয়ে দুইজন
কহে অগ্নিদেবে, "বন পোড়াও এখন,
আমরা সাহায্য এবে করি আপনার,
ভয় করিবার কোন কথা নাহি আর।"
চারিদিকে সপ্তশিখা অগ্নি বিস্তারিয়া
দহিতে খাণ্ডব বন উঠিল জ্বলিয়া ; —
ভয়ঙ্কর শব্দে তার কাঁপিল সকল,
ভয়ে প্রাণী ধায় বেগে ছাড়িতে সে স্থল।
রথে চড়ি কৃষ্ণার্জ্জুন চারিদিকে ধায়,
কেহ নাহি দেখে হেন বেগে রথ যায়।
কোন প্রাণী না করিতে পারে পলায়ন,
পুড়িতে লাগিল সবে অনলে ভীষণ।
কেহ পলাইতে গেলে কৃষ্ণ চক্রে মারে,
খান খান হয়ে তায় নিজ প্রাণ ছাড়ে ;
অর্জ্জুনের গাণ্ডীবের বাণে কেহ মরে
বনের সকল প্রাণী পড়িল ফাঁপরে ;
জলাশয়ে জলরাশি ফুটিয়া উঠিল,
জলচর প্রাণী প্রাণ ছাড়িতে লাগিল।
আগুনের শিখা উঠে গগন-মণ্ডলে
দেখি ব্যতিব্যস্ত হয় দেবতা সকলে ;
ইন্দ্রের নিকট গিয়া দেবগণ কয়,
"করিছে অনল বিশ্ব আজ ভস্মময় ;
আজ কি প্রলয়ে সৃষ্টি পাইবে বিনাশ,
দেবেন্দ্র, চাহিয়া দেখ একি সর্ব্বনাশ !"
অমনি করিলা ইন্দ্র মেঘ বরিষণ,
অনলের তাপে তাহা শুকায় তখন ;
মহামেঘ দলে ইন্দ্র তখন পাঠায়,
অর্জ্জুনের বাণে উড়ি মহামেঘ যায়।
কুরুক্ষেত্রে গিয়াছিল তক্ষক তখনে,
অশ্বসেন পুত্র তার ছিল সেই বনে।
মাথা ও অঙ্গুলি তার অনলে পুড়িল,
মাতা তারে বাঁচাইতে গিয়া প্রাণ দিল।
অস্ত্র মারি ইন্দ্র পার্থে করে অচেতন,
সে সুযোগে অশ্বসেন করে পলায়ন।
দেবরাজ বজ্রপাত, শিলাপাত করে,
চেতন পাইয়া পার্থ দূর করে শরে।
মন্দর পর্ব্বত শেষে দেবরাজ ছাড়ে,
অর্জ্জুন কাটিল করি শত খণ্ড তারে।
দেবগণ সবে আসি করে ঘোররণ,
পরাজিত হইলেন সকলে তখন।
তুষ্ট হ'য়ে দেবগণ বিক্রম দেখিয়া,
চলি গেলা নিজ স্থানে প্রশংসা করিয়া।
তখন কোনই বাধা রহিল না আর,
পুড়িয়া খাণ্ডব বন হ'ল ছারখার।

দানবের শিল্পী ময় সে বন হইতে
ভীত হ'য়ে প্রাণ ল'য়ে চাহে পলাইতে ;
অগ্নির ইচ্ছায় কৃষ্ণ চক্র ছুড়ে মারে,
কাতর উক্তিতে তার পার্থ রাখে তারে।
বকের চারিটি ছানা ভাগ্যবলে আর
সে ভীষণ অগ্নিকাণ্ডে পাইল নিস্তার।
পঞ্চদশ দিন পোড়ে সে খাণ্ডব বন,
অগ্নিদেব তৃপ্তিলাভ করিলা তখন।
দেবগণে নিয়া ইন্দ্র করি আগমন
কহিলেন কৃষ্ণার্জ্জুনে করি সম্বোধন,
"দেবের অসাধ্য কাজ সাধিলে হেথায়,
বর দিব কিবা চাহ বলহ আমায়।"

অর্জ্জুন প্রার্থনা করে, "অস্ত্র সমুদয়"
ইন্দ্র কহিলেন তারে, "আমি সে সময়
তোমারে সকল অস্ত্র করিব অর্পণ,
শিবে তপস্যায় তুষ্ট করিবে যখন।"
কৃষ্ণ কহে, "দেবরাজ আমার প্রণয়
অর্জ্জুনের সনে যেন চিরদিন রয়।"
"তথাস্তু" বলিয়া ইন্দ্র করি বরদান,
দেবগণে নিয়া চলি গেলা স্বর্গধাম।

কৃষ্ণার্জ্জুন আর ময় এই তিনজন
যমুনার তীরে যেয়ে বসিলা তখন।

সভা পর্ব্ব।

করযোড়ে সবিনয়ে ময় পার্থে কয়,
"আমার জীবন আজ যেত নিঃসংশয়,
আগুনের গ্রাস, কৃষ্ণ-চক্র হতে আর
করুণায় আপনার পেয়েছি নিস্তার।
উপকার আপনার কি করিতে পারি,
অনুমতি করিলেই করিতে তা পারি।"
অর্জ্জুন কহিলা, "তুমি হইয়াছ প্রীত,
ইথে মম উপকার হয়েছে সাধিত ;
কিছু করিবার আর নাহি প্রয়োজন।"
তবু তুষ্ট হইলনা দানবের মন,
পুনঃ তাই কহে ময়, "ওহে মহাশয়,
আপনি মহৎ তার নাহিক সংশয়,
মহতের মত কথা কহিলেন তাই,
আমি তুষ্ট হইয়াছি দেখাইতে চাই,
কিছু কাজ আপনার চাহি করিবারে,
আদেশ করিয়া সুখী করুন আমারে।
দেবকুলে বিশ্বকর্ম্মা শিল্পী যথা আছে,
আমিও তেমতি শিল্পী দানব-সমাজে ;
গুণে আপনার আমি হয়েছি মোহিত,
আদেশ করিলে মোরে হই আনন্দিত।"
কহিলা অর্জ্জুন, "তব এই অভিলাষ
বার বার বাধা দিতে নাহি অভিলাষ,
শ্রীকৃষ্ণের কোন কাজ কর সম্পাদন,
তাহে মম উপকার হইবে সাধন।"
দানবের অনুনয়ে কৃষ্ণ তারে কয়,
"যদিই করিবে কিছু শিল্পীশ্রেষ্ঠ ময়,
ধর্ম্মরাজ তরে সভা করহ গঠন,
হেন সভা না গঠিতে পারে অন্য জন।"
এ'কথায় ময় হয় খুসী অতি অতিশয়,
যুধিষ্ঠিরে এই কথা কৃষ্ণার্জ্জুন কয়।
আদর করিলা ময়ে রাজা যুধিষ্ঠির,
সভা গঠনের শুভ দিন করে স্থির।
মঙ্গল আচার করি শুভ দিনে ক্ষণে,
আরম্ভিলা কাজ ময় সভার গঠনে।
মাপিয়া হাজার পাঁচ হাত আয়তন
সভা গঠনের স্থান লইলা তখন।
কত বড় হ'ল সভা বুঝ অনুমানে,
ভূতলে এমন সভা নাহি কোন স্থানে।
সভা গঠনের দ্রব্য আনিবার তরে,
উত্তরে চলিল ময় বিন্দু সরোবরে।
কৈলাস উত্তরে আছে মৈনাক পাহাড়,
বিন্দু সরোবর আছে নিকটেই তার ;
দানবের অধিপতি বৃষপর্ব্বা নামে
অতি পূর্ব্বকালে যজ্ঞ করে সেই স্থানে।

সেই স্থানে মণিময় দ্রব্য সমুদয়
যোগাইলা দানবের শিল্পী এই ময়।
সেই সভা মণ্ডপের দ্রব্য মূল্যবান
আনিলে সহজে হবে এ সভা নির্ম্মাণ।
সুবিশাল গদা ছিল দানব রাজার,
বরুণের মনোহর দিব্য শঙ্খ আর,
বিন্দু সরোবরে সব আছে সুরক্ষিত,
আরো কত ধন রত্ন আছে অগণিত ;
সে সকল নিয়া ময় সত্বর আসিলা,
তাহা দিয়া মণিময় সভা নিরমিলা।
দিলা ভীমসেনে সেই গদা অতঃপর
অর্জ্জুনেরে দিলা দিব্য শঙ্খ মনোহর।
চতুর্দ্দশ মাসে সভা হইল গঠন,
কি শোভা হইল তার না যায় বর্ণন ;
স্ফটিকে মানিকে গাঁথা রবির কিরণে
ঝক্ ঝক্ করে অহা ঝলসি নয়নে।
বাগানে সোনার গাছ সারি-সারি আছে,
মণি মুকুতার ফলে শোভা বাড়িয়াছে,
ভিতরের শোভা তার বুঝহ কেমন,
লতা-পাতা ফুলে দোলে মানিক রতন !
সরোবর মাঝে তার হেন শোভা পায়,
দেখি সরোবর বলি বুঝা নাহি যায়।
সোনার কমল কত ফুটি মাঝে তার,
জলচর পাখী সুখে করিছে বিহার !
সোনার কতই মাছ খেলে সরোবরে,
সুগন্ধে সকল স্থান আমোদিত করে।
বড় বড় রাজগণ ভুল করি তায়
হেটে যেতে জলে পড়ি হায় লাজ পায়।
রাক্ষস হাজার আট, বিকট আকার
ময়ের আদেশে রয় প্রহরী তাহার।
অপরূপ কথা আরো শুন বলি ভাই,
স্থানান্তরে নিতে সভা কোন বাধা নাই ;
প্রয়োজন মতে সভা প্রহরী সকল
নিয়া যেত নানা স্থানে এমনি কৌশল।
দেবে পূজি ধর্ম্মরাজ নিয়া ভ্রাতাগণে
মহানন্দে প্রবেশিলা সে সভা-ভবনে।
স্বর্গে হেন সভা আছে তাতেও সন্দেহ,
ভূতলে এমন সভা দেখে নাই কেহ !
আসে কত মুনি ঋষি, কত রাজগণ,
কত শত লোক আসে না যায় গণন ;
কত সব জ্ঞানী, গুণী আসিল সভায়,
গন্ধর্ব্বেরা গীতবাদ্যে মোহিলা সবায়।
সুমুখ, রৈবত আর ধৌম্য, পারিজাত
আদি ঋষিগণে নিয়া আপনার সাথ,
দেবর্ষি নারদ করি ভূতলে ভ্রমণ,
আসিলেন সে সভায় হরষিত মন।
পূজা পেয়ে দেব-ঋষি আসনে বসিলা,
প্রশ্নচ্ছলে রাজনীতি উপদেশ দিলা ;
সভার দেখিয়া শোভা কহে ঋষিবর,
"হেন সভা দেখে নাই ধরার ভিতর।
দেবলোকে আছে পাঁচ সভা অতুলন
বিবরিয়া কহে শেষে সেই বিবরণ,

"বিধি, ইন্দ্র, যম আর বরুণ, কুবের,
দেব লোকে পাঁচ সভা এ পাঁচ দেবের ;
দেবশিল্পী বিশ্বকর্ম্মা করেছে নির্ম্মাণ,
অপূর্ব্ব সে সব সভা নাহি তাহে আন ;
অলৌকিক প্রভা হয় সে সব সভার
নর-লোকে তুলনার যোগ্য নাহি তার।
দেবেন্দ্রের সভা শোভা করে দেবগণ,
ঋষি ও গন্ধর্ব্ব তথা করে বিচরণ।
রাজসূয় যজ্ঞ করি হরিশ্চন্দ্র রাজ
স্থান পইয়াছে সুখে সেই সভা মাঝ।
পরলোকে পিতা তব পাণ্ডু রাজা হায়,
রাজসূয় বিনা তথা স্থান নাহি পায়।
তাই সেই রাজসূয় যজ্ঞ করিবারে,
পাণ্ডু রাজা উপদেশ দেন আপনারে।
আদেশ তাঁহার এই শুন মহারাজ,
স্থান তবে পান তিনি ইন্দ্র সভা মাঝ।"
এই বলি দেব-ঋষি করিলে গমন,
ভ্রাতা মন্ত্রিগণ সহ করে আলোচন ;
রাজসূয় যজ্ঞ নহে সহজ ব্যাপার,
সার্ব্বভৌম যজ্ঞ এই তুল নাহি তার,
সপ্তদ্বীপা পৃথিবীর যত রাজগণ
বশ হয়ে দিবে কর রতন কাঞ্চন ;
সে প্রচুর ধনে হয় এ যজ্ঞ সাধিতে
নানা বাধা বিঘ্ন পারে তাহাতে ঘটিতে।
হইলেন যুধিষ্ঠির চিন্তাকুল মনে
হেন যজ্ঞ সম্পাদন করিবে কেমনে।

সকলের হিত যাহে তাহে সদা মতি
ধর্ম্মরাজ সকলের প্রিয় পাত্র অতি।
অধর্ম্ম তাঁহার রাজ্যে না রহিল আর,
সকলে করিছে সদা সাধু ব্যবহার।
স্নেহে ভীম সকলেরে করেন পালন,
অর্জ্জুনের পরাক্রমে শত্রুর দমন।
সুখী করে সহদেব সবে সুবিচারে,
মুগ্ধ সবে নকুলের মিষ্ট ব্যবহারে।
পাণ্ডবের বাহু বলে, ধর্ম্ম আচরণে
বশীভূত যত রাজা, সুখী প্রজাগণে।
রাজসূয় করিবার এই তো সময়,
যত মন্ত্রিগণ তাই একবাক্যে কয়।
যুধিষ্ঠির তবু স্থির করিবার আগে,
ভাবিলা কৃষ্ণের মত নিতে হবে আগে ;
সর্ব্ব গুণাধার কৃষ্ণ, পুরুষ-উত্তম,
সর্ব্বজ্ঞ, সকল কাজে দক্ষ, অনুপম।
তাই হেন কাজে তাঁর উপদেশ নিতে,
দ্বারকায় দূত যায় তাঁহারে আনিতে।
আসিলে শ্রীকৃষ্ণ কহে যুধিষ্ঠির তাঁয়,
"করিয়াছি মনে কৃষ্ণ, এই অভিপ্রায়,
রাজসূয় মহাযজ্ঞ করি সম্পাদন,
সকলে উৎসাহ তায় দেয় অনুক্ষণ ;
তাদের কথায় মোর ভরসা না হয়
তোমার কি উপদেশ কহিবে নিশ্চয়।"
কৃষ্ণ কহে, "আপনি তো সর্ব্ব গুণবান,
সহায় সম্পদ বলে সবার প্রধান,

মহারাজ রাজসূয় যজ্ঞ করিবার
আপনিই যোগ্য নাহি সন্দেহ তাহার;
সম্রাটের উপযুক্ত আপনি নিশ্চয়,
তবু বলি তার মাঝে আছে এক ভয়,
মগধের রাজা আছে জরাসন্ধ নামে,
এমন দুরাত্মা আর নাহি ধরাধামে;
যত রাজগণে সেই করিয়াছে জয়,
এমন ক্ষমতাশালী আর কেহ নয়;
সেনাপতি তার চেদিরাজ শিশুপাল,
ভয়ে তার বন্ধু আজ সমস্ত ভূপাল।
ভগদত্ত, শৈল্য, বক্র আদি যোদ্ধা যত
বন্ধুতা করেছে তার হয়ে অনুগত।
অত্যাচার ভয়ে তার কত রাজগণ
ছাড়িয়া স্বদেশ করিয়াছে পলায়ন।
অধিক কি আমরাই মথুরা ছাড়িয়া,
আশ্রয় লয়েছি দূরে দ্বারকায় গিয়া।
বন্দী করি রাখিয়াছে বহু রাজগণে,
সে থাকিতে যজ্ঞ গণি অসম্ভব মনে।
দুষ্টে বধি রাজগণে করিলে উদ্ধার,
অনায়াসে রাজসূয় হবে আপনার।"
কহে যুধিষ্ঠির, "তুমি যারে করি ভয়,
পলাইয়া দ্বারকায় লয়েছ আশ্রয়;
যদি অত্যাচার তার অসহ এমন
কারে পাঠাইব তারে করিতে নিধন?
তুমি কিবা ভীমার্জ্জুন বলদেব আর
বল কেবা পারে তারে করিতে সংহার?"
ভীম কহে, "মহারাজ ভয় অকারণ,
বাহুবল মোর, পার্থে সাহস যেমন,
কৃষ্ণে আছে নীতি-বুদ্ধি, এই তিনজনে
সাধিব দুষ্কর কার্য্য যাহা কর মনে।"
কৃষ্ণ কহে, "জরাসন্ধ বলী অতিশয়,
তার সনে রণে যেতে আশঙ্কাই হয়;
তবু হেন দুষ্টজনে করিতে শাসন,
চেষ্টা করা সমুচিত করি প্রাণপণ।
বলমদে মত্ত হয়ে যত অসহায়
রাজগণে বন্দী দুষ্ট করিয়াছে হায়!
(ছয় আশী জন রাজা করে হাহাকার
আবদ্ধ হইয়া তার কারার মাঝার;
আর চৌদ্দজন পেলে বলি দিবে সবে,
এইরূপে একশত বলি পূর্ণ হবে।)
হায় দুরাচার তার কথা নাই আর,
কর্ত্তব্য এ রাজগণে করিতে উদ্ধার।"
কহে যুধিষ্ঠির, "আমি সাম্রাজ্যের লোভে,
পাঠাইয়া ভীমার্জ্জুনে শেষে মরি ক্ষোভে!
এহেন বিপদভার করিয়া গ্রহণ,
রাজসূয়ে কৃষ্ণ, মোর নাহি প্রয়োজন।"
অর্জ্জুন আসিয়া কহে রাজসভা মাঝে,
"আমরা সমর্থ নহি বল কোন কাজে?
লভিয়াছি দিব্য রথ, তূণীর অক্ষয়,
গাণ্ডীব ধনুক আর, লভিবই জয়;
এমন পাপীর শাস্তি করাই উচিত,
ধর্ম্মরাজ, হেন কাজে কেন সঙ্কুচিত?"

কহে কৃষ্ণ, "হইয়াছে সুযোগ এখন,
এইবার দুরাত্মার সনে করি রণ।"
জরাসন্ধ বৃহদ্রথ রাজার তনয়,
তার যত বিবরণ সাধারণ নয়।
বৃহদ্রথ মগধের ছিল অধিপতি,
রাণী তার রূপে গুণে তুল্য দুই সতী।
পুত্র নাই রাজা তাই অতি দুঃখী মন
ঋষি চণ্ডকৌষিকের করে আরাধন ;
তপস্যায় ক্লান্ত ঋষি বসি বৃক্ষতলে,
রাণীগণ সহ রাজা বসি পদতলে,
সেবা পূজা করি তুষ্ট করিলেন তাঁয়,
বর দিয়া ঋষি খুসী করিলা রাজায়,
ধ্যান করিতেই ঋষি বসি বৃক্ষতলে,
অকস্মাৎ আম এক পড়ে তাঁর কোলে ;
রাজারে আমটি দিয়া কহে মুনিবর,
"পূর্ণ তব মনোরথ, যাও রাজা ঘর।"
শুভদিনে শুভক্ষণে আম ভাগ করি,
দুই রাণী খাইলেন আধ আধ করি।
তার ফলে দুই ছেলে হ'ল দুজনার,
এক এক ভাগে আধ দেহ মাত্র তার ;
এক পা, একটি হাত, আধখানা দেহ,
দুই ছেলে, পায় নাই পূর্ণ দেহ কেহ !
সেই দুই ভাগ তাই পথে ফেলি দিল,
নিশাচরী জরা তায় দেখিতে পাইল ;
দুইভাগ বহি নিতে ক্লেশ করি মনে,
জড়াইল দুইভাগ একত্রে তখনে ;
অমনি লাগিয়া যোড়া এক দেহ হয়,
হইল তাহাতে এক সুন্দর তনয় ;
সবল শরীর তার হ'ল খুব ভারী,
জরা ভাবে এত ভারী বহিতে না পারি ;
মুখে হাত দিয়া শিশু কাঁদিতে লাগিল,
সে শব্দে সকলে তথা ধাইয়া আসিল !
শিশুটিরে দিল জরা রাজরাণীগণে,
'জরাসন্ধ' নাম তার হইল তখনে।
জরা জুড়িয়াছে তাই হয় এই নাম,
তদপূর্ব্ব হইল ছেলে অতি বলবান।
বৃহদ্রথ জরাসন্ধে রাজা করি শেষে,
বনে গেলা তপস্যায় তপস্বীর বেশে।
সেই জরাসন্ধ এবে অতি বলবান,
দুষ্ট বলি রাজগণে করে অপমান।
বন্ধু তার ছিল হংস ও ডিম্বক নামে,
তাদের সমান বীর নাহি ধরাধামে।
তিন জন একযোগে করিলে সমর,
কেহ নাহি আঁটে এই ধরণী ভিতর।
হংস আর ডিম্বকের অদ্ভুত আখ্যান
একে অন্যে ভালবাসে প্রাণের সমান ;
হংস নামে কোন রাজা হইলে নিহত,
ডিম্বক ভাবিল মনে তার বন্ধু হত ;
তাই যমুনার জলে দিল তার প্রাণ,
শোকে হংস সেইরূপে দিল প্রাণ দান।
নাহি আর সাথী তার সেই দুইজন,
দুর্ব্বল হয়েছে তাই দুরাত্মা এখন।

জরাসন্ধ-[illegible] কংস দুরাশয়,
বধ করি কৃষ্ণ তাঁরে নাশে লোকভয়।
ক্রমে ধ্বংশ করি কৃষ্ণ শত্রু হয় তাঁর,
দুরাচার করে চেষ্টা কৃষ্ণে বাঁধিবার;
এক ঊনশতবার গদা ঘুরাইয়া
কৃষ্ণ প্রতি জরাসন্ধ ফেলিল ছুড়িয়া;
মথুরার কাছে গিয়া সেই গদা পড়ে,
বুঝহ বাহুতে সেই কত বল ধরে।
এখন সহায় তাঁর কত নাহি আর,
পাঁচটি পাহাড়ে ঘেরা তবু রাজ্য তাঁর।
বরাহ, বৃষভগিরি আর ব্রজগিরি,
চৈত্তক, বৈহারে তাঁর রাজ্য আছে ঘিরি।
হেন রাজ্য আক্রমিতে কে সাহস করে,
তাই জরাসন্ধে লোকে এত ভয় করে।
কহে কৃষ্ণ, "নিরজনে ভীমার্জ্জুনে নিয়া,
তিন জনে যদি মোরা তারে ভেটি গিয়া;
ভীম সনে নিশ্চয় সে করিবেক রণ,
অনায়াসে হ'বে তার নিধন সাধন।"
এ কথায় ধর্ম্মরাজ সম্মত হইলা,
কৃষ্ণার্জ্জুন, ভীম তিন মগধে চলিলা।
স্নাতক-ব্রাহ্মণ-বেশ করি পরিধানে,
কুরুজাঙ্গালের পথে করিলা প্রস্থান।
গণ্ডকী, সরযূ নদী হয়ে শেষে পার
কোশলা ছাড়িয়া গেলা মিথিলায় আর।
মালয় প্রদেশ ছাড়ি নদী চর্ম্মণ্বতী,
গঙ্গা, শোণ নদী পার হন তিন রথী।
মগধের সিংহদ্বারে আসিলা ত্বরায়,
বিশাল বিজয়স্তম্ভ যথা শোভা পায়।
দুন্দুভি তিনটি তথা ঘোর শব্দ যার
একমাসে শব্দ যার থামিত না আর।
ভাঙ্গি সেই জয়স্তম্ভ, দুন্দুভি সকল,
প্রবেশে মগধপুরে ছাড়ি সেই স্থল।
ব্রাহ্মণের বেশে যায় অস্ত্রশস্ত্র ছাড়ি,
দোকান দেখিল রাজপথে সারি সারি।
জোর করি মালা নিলা মালাকার হ'তে,
গলায় পরিয়া মালা শোভে ভালমতে।
এমন সুরূপ রূপ দেখে নাই আর,
অবাক হইয়া সবে চাহে বার বার।
জরাসন্ধ কাছে শেষে হয় সমাগত,
আদর তাঁদের রাজা করে কতমত।
নীরবে রহিলা ভীমার্জ্জুন সে সময়,
কহে কৃষ্ণ, "মৌনী এরা কথা নাহি কয়,
যখন হইবে রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর,
তখন এদের ঠাঁই পাবেন উত্তর।"
দ্বিতীয় প্রহর রাত্রি হইল যখন
জরাসন্ধ আসি কহে, "ওহে বিপ্রগণ,
আপনারা ধরেছেন স্নাতকের বেশ,
আচরণে নাহি তার বিন্দুমাত্র লেশ;—
চন্দন ও মালা শোভে দেহে সবাকার
হাতে দাগ আছে আরো ধনুর ছিলার,
ক্ষত্রিয় বলিয়া মোর বোধহয় মনে,
জয়স্তম্ভ ভাঙ্গিলেন কেন অকারণে,

আদর করিনু আমি না পেনু উত্তর,
প্রয়োজন না বুঝিনু আমার গোচর।"
কহে কৃষ্ণ, "মহারাজ, ব্রাহ্মণের মত,
ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যে করে স্নাতকের ব্রত;
ক্ষত্রিয় আমরা, মালা করেছি ধারণ,
শোভা বৃদ্ধি পায় তায় ইহার কারণ;
বাহুবল ক্ষত্রিয়ের দেখাইতে হয়,
জয়স্তম্ভ ভাঙ্গিয়াছি তাই মহাশয়,
বাহুবল আরো মোরা দেখাইতে চাই,
তাহে শুধু মত চাই আপনার ঠাঁই।
এসেছি শত্রুর পুরে এই করি মনে,
অভিলাষ করি নাই আদর গ্রহণে।
আশ্চর্য্য হইয়া তবে জরাসন্ধ কয়,
"আমি শত্রু, ভুল হ'বে একথা নিশ্চয়,
মনে নাহি পরে আমি করেছি কখন
কোন অপকার কিম্বা শত্রুতাচরণ।"
কহে কৃষ্ণ, "বন্দী করি যত রাজগণে
রাখিয়াছ কারাগারে বলির কারণে,
তাহাতে করেছ শত্রু ক্ষত্রিয় সমাজ,
আমরা ক্ষত্রিয়, তাই চাহিতেছি আজ
সেই সব রাজগণে করিতে উদ্ধার;
আমি কৃষ্ণ, এরা পাণ্ডু রাজার কুমার,
রাজগণে মুক্ত কর, নতুবা এখন
করি রণ চলি যাও শমন সদন।"
কহে জরাসন্ধ, "আমি জয় লাভ করি,
যে সকল রাজগণে আনিয়াছি ধরি,
করিব তাদের প্রতি যেই ব্যবহার,
সাধ্য নাই কারো তাহে কথা বলিবার;
দুই তিন মহারথ বিপক্ষে এখন
একা দেখ পারি আমি করিবারে রণ।"
কহে কৃষ্ণ, "ইচ্ছা তব রণ কার সনে।"
জরাসন্ধ ভীমসেনে দেখায় তখনে।
স্বস্তি পাঠ পুরোহিত করিলে তৎপর,
বর্ম্ম পরি জরাসন্ধ সাজিল সত্বর;
স্তুতি পাঠ কৃষ্ণ করে ভীমসেন অঙ্গে,
হইল আরম্ভ বাহুযুদ্ধ তারপরে।
কুস্তি খেলা যতরূপ জানে দুই জনে
পরস্পর করে তাঁরা জয়ের কারণে।
অঙ্গে অঙ্গ ঠেকি শব্দ হয় অবিরল,
ললাটে ললাট ঠেকি ছুটিছে অনল;
তৃণপীড়, মুষ্টিযোগ, সমুষ্টিক আর
কতরূপ যুদ্ধ হ'ল কি বলিব তার;
তেরো দিন চলে যুদ্ধ সমানে সমান,
অনাহারে করে যুদ্ধ দুই বলবান;
চৌদ্দ দিবসের রাত্রে জরাসন্ধ রণে
না পারিয়া, ক্ষান্ত দিলা বিরাম কারণে।
ইঙ্গিতে কহেন কৃষ্ণ ভীমেরে তখন,
"মরে যাবে ভীম, আর করিওনা রণ।"
কৃষ্ণের কৌশল ভীম বুঝিতে পারিয়া
কহে, "দেখ পাপাত্মার শরীরে চাহিয়া,
বাঁধিয়াছে ভাল করি কাপড়ে এমন
ছাড়াইতে নাহি পারি, করিতে নিধন।"

কহে কৃষ্ণ, "ভীম, তুমি জান রণ-কৌশল
দেখাইয়া কর কার্য্য সর্ব্ব সফল।"
তবে ভীম জরাসন্ধে শূন্যে তুলি নিলা,
এক শত পাক তারে তথা ঘুরাইলা,
হাটু দিয়া পিঠ তার ভাঙ্গি ফেলে পরে,
দুই ভাগে চিঁড়ি তার প্রাণ নাশ করে।
ভীষণ চীৎকারে তার মৃত্যুর সময়
কাঁপিল সকল লোক পেয়ে মহাভয়।
জরাসন্ধ পুত্র সহদেব তারপর
ধনরত্ন উপহার আনিল বিস্তর।
বসাইলা কৃষ্ণ তাঁরে পিতৃ-সিংহাসনে,
কারাগার হ'তে মুক্ত করে রাজগণে;
কৃষ্ণভীমার্জ্জুনে স্তুতি করি তাঁরা কয়,
"কি কাজ করিলে এই ঋণ শোধ হয়!
আপনারা আমাদের রাখিলেন প্রাণ,
অনুচর মোরা সবে নাহি তাহে আন।"
কহিলেন কৃষ্ণ, "মহারাজ যুধিষ্ঠির
করিবেন রাজসূয় যজ্ঞ এই স্থির;
করিবে সাহায্য সবে সেই যজ্ঞে তাঁর
এই চাই, কিছু আর নাহি চাহিবার।"
আনন্দে সকলে তাহে সম্মত হইলা,
ইন্দ্রপ্রস্থে কৃষ্ণ, ভীম, অর্জ্জুন ফিরিলা।
এখন যজ্ঞের কোন বাধা নাই আর,
আরম্ভ হইল তাই আয়োজন তার।
চারি ভাই সৈন্য নিয়া চারিদিকে যায়
উত্তরে অর্জ্জুন চলে, ভীম পূবে ধায়;
নকুল ও সহদেব এই দুই জন
পশ্চিম দক্ষিণে ক্রমে করিল গমন।
আনর্ত্ত, কুলিন্দ আর কালকূট দেশ,
ক্রমে জয় করে পার্থ নাহি সহি ক্লেশ,
করিয়া শাকল দ্বীপ জয় তারপর,
প্রাগ্‌জ্যোতিষে উপনীত হন বীরবর।
ভগদত্ত তথাকার রাজা বলবান,
দেবেন্দ্রের বন্ধু, বলে দেবেন্দ্র সমান,
লইয়া কিরাত সৈন্য, চীন সৈন্য আর,
সাগর পারের সৈন্য সঙ্গে নিয়া তাঁর,
আট দিন একবারে করে ঘোর রণ,
অর্জ্জুনের পরাক্রমে চমৎকৃত হন।
শেষে তাই কহিলেন অর্জ্জুনের ঠাঁই,
"দেবেন্দ্রের মিত্র আমি, লোকে বলে তাই
ক্ষমতা আমার হয় সমান তাঁহার,
তব সনে রণে তবু মানি পরিহার।"
কহিলা অর্জ্জুন, "ইন্দ্র-বন্ধু নরমণি,
যে জন তাঁহারে আমি গুরু সম গণি;
তাই আপনারে আমি কি বলিব আর,
বাসনা দাদার রাজসূয় করিবার।
স্নেহ করি আমাদের দেন কিছু কর
স্নেহের বাঁধন তাহে হ'বে সুখকর।"
সুখী হ'য়ে ভগদত্ত কর তাঁরে দিলা,
সাহায্য করিতে যজ্ঞে সম্মত হইলা।
উত্তরে তাহার পার্থ চলিলা আবার
পরাজয় করি যত রাজ্য পথে তাঁর,

উলুক, কাশ্মীর, দার্ব্ব আর অন্তর্গিরি,
দরদ, কাম্বোজ, লোহ আর বহির্গিরি,
পরম, ঋষিক দেশ আর কোকনদ,
জয় করিলেন আরো কত জনপদ।
নানারূপ কর তথা করিয়া আদায়,
হিমালয় হ'য়ে পার উত্তরে যায় ;
কিম্পুরুষ বর্ষ আর হাটক প্রদেশ
কত নাম কব আর নাহি হয় শেষ।
উত্তরের সব দেশ করি পরাজয়
উত্তর কুরুতে যেয়ে উপনীত হয়।
সে যে কি অদ্ভুত দেশ বলা নাহি যায়,
মানুষের সাধ্য নাই যাইতে তথায় ;
নরচক্ষে কিছু নাহি দেখে তথাকার,
ভীষণ আকার যত দ্বারপাল তার।
চমকিত হ'ল তারা মানুষ দেখিয়া,
ধেয়ে আসি অর্জ্জুনেরে কহিল হাসিয়া,
"মানুষ হইয়া হেথা আসিলে যখন,
বুঝিনু আপনি লোক নন সাধারণ।
আপনার কাছে তাই মানি পরিহার,
কিবা প্রয়োজন তাহা দিব এই বার।"
কহিল অর্জ্জুন, "মহারাজ যুধিষ্ঠির
রাজসূয় যজ্ঞ করা করেছেন স্থির।
কিছু কর তার তরে এই শুধু চাই,
আর কিছু চাহিবার প্রয়োজন নাই।"
অমনি তাঁহারে আনি দিল দ্বারপাল
সুন্দর কাপড় আর হরিণের ছাল।

তারপর, আরো দেশ করি পরাজয়,
লইল কতই রত্ন, কত পাখী, হয়
লেখা জোখা নাই কত ধন রত্ন পায়,
সকল লইয়া তবে ইন্দ্রপ্রস্থে যায়।

ভীমসেন পূর্ব্বদিকে পাঞ্চাল, কোশল,
বিদেহ, গণ্ডক জয় করিলা সকল।
দশার্ণ, পুলিন্দ দেশ, অশ্বমেধ আর
পরাজয় করিলেন চেদি ও কুমার।
অযোধ্যা, গোপালকক্ষ, মল্লদেশ ক্রমে
জয় করি কর লয় যত রত্ন ধনে।
শক্তিমান, বৎসদেশ, ভর্গদেশ আর
ভল্লাট হইল জয় পরাক্রমে তাঁর।
ক্রমে আরো নানা রাজ্য করি পরাজয়,
করিয়া কর্ণকে জয় কর তার লয়।
মণি, মুক্তা, চন্দনাদি, সোনা, রূপা আর
লইলা কতই রত্ন সংখ্যা নাহি তার।
সকল লইয়া সাথে ইন্দ্রপ্রস্থে আসে,
ভাণ্ডার ভরিয়া তায় গেল অনায়াসে।

দক্ষিণ প্রদেশ-জয়ে সহদেব যায়,
ঘোর রণ বানরেরা করে কিষ্কিন্ধ্যায়,
সাত দিন করে রণ তথাপি বানর
নাহি হটে, নাহি তার পায় জয়াজয়।
তবে বানরেরা হ'য়ে খুসী অতিশয়,
দিল তাঁরে ধন রত্ন করিয়া প্রণয়।
মাহিষ্মতী-অধিপতি নীল রাজা সনে
বাধিলেক সহদেব ঘোরতর রণে,

রাজা শেষে পূজা করিলা তাঁহার,
দিলা তাঁরে ধন রত্ন নানা উপহার।
দক্ষিণ প্রদেশ আরো করি পরাজয়,
সমুদ্রের তীরে যেয়ে উপনীত হয়।
তথা হ'তে যায় দূত বিভীষণ স্থানে,
তোষে তারে বিভীষণ ধন রত্ন দানে।
এরূপে হইলে জয় দক্ষিণ প্রদেশ,
সহদেব তারপরে ফিরে নিজ দেশ।
পশ্চিমে নকুল যায় রোহিতক দেশে
তুমুল সংগ্রামে তায় জয় করে শেষে।
মরুভূমি সৈরীষক হইলেন পার,
করিলা মহেথ দেশ পূর্ণ অধিকার।
অম্বষ্ঠ, মালব রাজ্য আরো রাজ্য কত
জয় করি সমুদ্রের তীরে সমাগত।
পঞ্চনদ বশীভূত করিলেন পরে,
শ্রীকৃষ্ণে পাঠায় দূত দ্বারকা-নগরে।
যাদবেরা এইরূপে পেয়ে সমাচার,
প্রীতিবশে নানাবিধ দিলা উপহার।
মাতুল শল্যের রাজ্য মদ্রদেশে যায়।
স্নেহে সমাদর করে মদ্ররাজ তায়।
যবন ও শক দেশ ক্রমে করি জয়,
দেশে আসে নিয়া ধন রত্ন সমুদয়।
এরূপে নকুল পায় যত রত্ন ধন,
লাগিল হাজার হাতী করিতে বহন।
রাজসূয় মহাযজ্ঞ করিবার করি আয়োজন
সমাদরে সকলের যুধিষ্ঠির করে নিমন্ত্রণ।
আগে আসি দেখে শুনে বাসুদেব নিয়া কার্য্যভার,
কোন রূপ ত্রুটি যেন কোন কাজে নাহি হয় তার।
সুন্দর যজ্ঞের স্থান নিরমাণ করে কারিকরে,
ভোজনের ঘটা তার বলিতে কে পারে শেষ করে।
হস্তিনায় সকলেরে সমাদর করিলা নকুল,
আসে ভীষ্ম, ধৃতরাষ্ট্র নিয়া সবে, পরে হুলস্থুল।
আসে কত ঋষি মুনি, কত শত রাজা অগণন,
কত লোক আসে তথা,কে পারে তা করিতে গণন?
বিশাল বিশাল পুরী তৈরি সোনা মণি মুকুতায়,
বড় বড় মনোহর দরজা জানালা শোভে তায়।
সুন্দর বাগান আর সরোবর মাঝে মাঝে তার,
অগুরু চন্দন ফুলে গন্ধে মন মাতায় সবার।
আসন সুন্দর শোভে মূল্যবান শত শত তায়,
মনোমত স্থান দিয়া ধর্ম্মরাজ তোষেণ সবায়।
যোগ্য দেখি কাজ বাঁটি দিলা জনে জনে,
খাবার দ্রব্যের ভার দিলা দুঃশাসনে।
সঞ্চয়ের কাজ রাজগণে দেখিবার,
অশ্বত্থমা প্রতি ভার ব্রাহ্মণ-সেবার।
উপহার লইবেন রাজা দুর্য্যোধন,
ধুইবেন নিজে কৃষ্ণ দ্বিজের চরণ।
কৃপাচার্য্যে দিলা ভার ধন রাখিবার,
ভীষ্ম দ্রোণ আদেশিবে সব কাজে আর।
যথাবিধি যজ্ঞ শেষ করে মুনিগণে,
প্রার্থিগণ হ'ল তুষ্ট প্রার্থনা পূরণে।
যুধিষ্ঠিরে ভীষ্মদেব কহেন তখন,
"যোগ্য জনে অর্ঘ্য দিতে সময় এখন ;—

রাজগণ সকলেরে কর অর্ঘ্যদান,
সর্ব্বশ্রেষ্ঠে অর্ঘ্য দিয়া দেখাও সম্মান।"
জিজ্ঞাসিলা যুধিষ্ঠির, "পিতামহ, তবে
সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলি অর্ঘ্য কাঁরে দিতে হবে।"
ভীষ্ম কহে, "কৃষ্ণ শ্রেষ্ঠ, সর্ব্বগুণাধার,
তাঁর চেয়ে মান্য লোক কেহ নাহি আর।"
সহদেব অর্ঘ্য আনি কৃষ্ণে তবে দিলা,
চেদিরাজ শিশুপাল জ্বলিয়া উঠিলা,
ভীষ্মে আর যুধিষ্ঠিরে কহে কুবচন,
'শ্রেষ্ঠ বলি কৃষ্ণে অর্ঘ্য দিল কি কারণ।'
অপমান করি কৃষ্ণে গালাগালি পাড়ে,
চমকিত সভাজন তার ব্যবহারে।
যজ্ঞ নাশ করি চাহে ঘটা'তে জঞ্জাল,
তাহাতে চঞ্চল হয় অনেক ভূপাল।
পরামর্শ করে তাঁরা শিশুপাল সনে,
যজ্ঞ নাশি কৃষ্ণে বধ করিবে কেমনে।
ভীষ্ম আর যুধিষ্ঠির বুঝাইলা কত,
বুঝাইল সভাজনে আরো নানামত।
কিছুতেই শিশুপাল ক্ষান্ত নাহি হয়,
অতিশয় রেগে তায় সহদেব কয়,
"সম্মান কৃষ্ণের যেই না পারে সহিতে,
মাথায় তাহার পারি পা তুলিয়া দিতে।"
এইরূপ নানাতর্ক সভামাঝে হয়,
ঘটিল তুমুল কাণ্ড তাহে সে সময়।
সদা অপমান কৃষ্ণে করে শিশুপাল,
করেছে উপেক্ষা কৃষ্ণ তাহা এতকাল।
পুত্রের অনিষ্ট ভয়ে জননী তাহার
ক্ষমিতে তাহারে কৃষ্ণে কহে বারম্বার;
'শত অপরাধ তার ক্ষমিবে নিশ্চয়,'
স্বীকার করিলা কৃষ্ণ হইয়া সদয়।
শত দোষ ক্রমে কৃষ্ণ ক্ষমিয়াছে তার,
তথাপি না পায় শিক্ষা দুষ্টমতি যার।
এখন পাইয়া পুনঃ এই অবসর
শিশুপাল কহে, "কৃষ্ণ, আইস সমর,
যমালয়ে পাঠাইব তোরে নরাধম,
পাঠাইব সাথে তোর এ পাণ্ডবগণ।"
কহিলেন কৃষ্ণ তবে সভায় সকলে,
"সহিয়াছি এত দিন যাহা কিছু বলে,
স্পর্দ্ধা বেড়ে গেছে তাই করে অপমান,
এখন উচিত তবে করি শাস্তিদান।"
এই বলি সুদর্শনে করিলে স্মরণ,
আসিল তাঁহার হাতে সে চক্র তখন।
কহে কৃষ্ণ, "ক্ষমিয়াছি অপরাধ শত,
এখনি করিব এই পামরে নিহত।"
অমনি ছাড়িয়া কৃষ্ণ চক্র সুদর্শন,
মাথা কাটি শিশুপালে করিল নিধন।
নীরব ভূপালগণ সভার মাঝার,
যজ্ঞ পূর্ণ হ'তে বাধা না ঘটিল আর।
যজ্ঞ শেষে হ'লে পর অভিষেক-স্নান,
রাজগণ ধর্ম্মরাজে করিল সম্মান।
তারপর রাজগণ দেশে চলি যায়,
শকুনি ও দুর্য্যোধন রহিল তথায়।

হেন অপরূপ সভা কোথা নাহি আর
যত দেখে দুর্য্যোধন ধাঁ ধা লাগে তাঁর।

হ'ল একি দায়,
নাহি বুঝে দুর্য্যোধন হায়!
ভাবি সরোবর গুটায় কাপড়,
স্থল তাহে শোভা পায়
জলে স্থল ভুল করে পুনরায়!

কারে না সুধায়,
বারে বারে তাই লাজ পায়,
স্থল মনোহর ভাবি নরবর,
ধীরে ধীরে চলি তায়,
পড়ি তথা কাপড় ভিজায়।

হাসে লোক তায়,
কত ক্লেশ মনে তাহে পায়
অনুচরগণ যোগায় বসন
তাড়াতাড়ি আনি তাঁয়,
মনস্তাপ তাহাতে না যায়।

দ্বার মনে করি,
বাহিরে যাইতে যত্ন করি,
যেতে যেই চায় দেওয়ালের গায়
ব্যথা পায় মাথা পড়ি;
অদ্ভুত সভার কারিকরি!

পা ফেলিতে আর,
ভরসা না হয় মনে তাঁর;
করি দৃষ্টিপাত বুলাইয়া হাত
কোন মতে হয় পার;
সভা যেন দুস্তর পাথার!

এরূপে নাকাল হ'য়ে জ্বলে দুর্য্যোধন,
বাহিরে প্রকাশ কিছু না করে তখন।
ফিরে যেতে পথে তাবে জিজ্ঞাসে শকুনি,
"কি হ'যেছে দুর্য্যোধন বল বাপ, শুনি।"
উত্তর না দেয় তাঁরে রাজা দুর্য্যোধন,
বারে বারে জিজ্ঞাসিলে কহিল তখন,
"যে পাণ্ডবে মারিবারে করিনু কৌশল,
তাদের গৌরবে আজ ছায় ভূমণ্ডল।
দেখি এত বাড়াবাড়ি বুক ফাটি যায়,
কিসে তারা নষ্ট হবে তার কি উপায়?"
শকুনি কহিল; "তব দুঃখ অকারণ,
ইচ্ছা হ'লে পার তুমি করিতে তেমন।"
কহে দুর্য্যোধন, "মামা, রণে করি জয়
কেড়ে নিব উহাদের রাজ্য সমুদয়।"
কহিল শকুনি, "পাণ্ডবেরা পাঁচ ভাই,
দ্রুপদ ও ধৃষ্টদ্যুম্ন তাহাদের ঠাঁই।
সহায় তাদের আছে কৃষ্ণ পুনরায়,
দেবতাও যুদ্ধে ভয় তাহাদের পায়।
তোমার হ'বে না সাধ্য করিবারে রণ,
অন্য ভাবে জব্দ করি ইহাই মনন।"

দুর্য্যোধন কহে, "মামা বল কি উপায় ?"
কহিল শকুনি, "আমি ভাবিয়াছি হায়,
ভালবাসে যুধিষ্ঠির বড় পাশাখেলা,
খেলিতে তাহারে মোরা ডাকি এই বেলা ;
খেলিতে জানেনা ভাল, তথাপি তাহার
খেলায় মত্ততা এত কারো নাহি আর।
নিমন্ত্রণ করিলেই আসিবে সে চলে,
জিনিয়া লইব তার সব খেলা ছলে।
সহজে লভিব জয়, পাশাখেলোয়ার
পৃথিবীতে মম সম কেহ নাহি আর।
অনুমতি লও তব পিতারে বলিয়া,
শেষে দিব আমি সব গোল চুকাইয়া।"
কহে দুর্য্যোধন, "আমি সাহস না পাই,
আপনি বলিয়া ঠিক করিবেন তাই।"
বাড়ী আসি ধৃতরাষ্ট্রে কহিল শকুনি,
"দুর্য্যোধন রোগা রোগা যেন দেখি শুনি,
মহারাজ বুঝি খোঁজ না করেন তা'র,
হায় কি দুঃখের কথা কি বলিব আর !"
ব্যস্ত হ'য়ে ধৃতরাষ্ট্র দুর্য্যোধনে কয়,
"কি অসুখ বাপ, তব কহ না নিশ্চয়।"
কহে দুর্য্যোধন, "পিতঃ, কি বলিব আর,
পাণ্ডবের এ গৌরব সহে না আমার।
হাজার হাজার লোক তথা অন্ন পায়,
কি ঐশ্বর্য্য খায় সবে সোণার থালায় !
দেবরাজ, যম কিম্বা বরুণ, কুবের,
এমন ঐশ্বর্য্য নাই সে সব দেবের।
ইহা ভাবি আমি আর সহিব কি করি,
দারুণ অসুখে তাই গুমরিয়া মরি।"
শকুনি কহিল, "আমি পাশা খেলা দিয়া
পারি নিতে উহাদের সকল জিনিয়া।
পাশা খেলা কিম্বা রণে হ'লে নিমন্ত্রণ,
ক্ষত্রিয়ের রীতি তাহা সাদরে গ্রহণ।
খেলার আহ্বান যদি পায় যুধিষ্ঠির,
নিশ্চয় আসিবে আমি জানি তাহা স্থির।
খেলিতে জানেনা ভাল, হারিবে নিশ্চয়,
ছলে নিব মোরা তাঁ'র রাজ্য সমুদয়।"
ধৃতরাষ্ট্র সোজাসুজি মত নাহি করে,
ডাকিলেন বিদুরেরে পরামর্শ তরে।
বিদুর ইহাতে মানা করে বারম্বার,
ধৃতরাষ্ট্র তবু শেষে মত দিলা তাঁ'র।
পাণ্ডবের প্রতি তাঁ'র হিংসা ছিল মনে,
মত দিয়া খুসী তাই হয় মনে মনে।
আদেশ করিলা সভা করিতে তৈয়ার,
লাগায়ে হাজার থাম, একশত দ্বার।
তৈয়ার হইলে সভা, বিদুরে পাঠায়
খেলিবারে যুধিষ্ঠিরে আনিতে তথায়।
বিদুর কহিলা, "পাশা খেলা ভাল নয়,"
কহে তা'রে, "কাছে মোরা রব কিসা ভয় !"
বিদুর হস্তিনা ছাড়ি চলিলা সত্বরে
খেলিবারে নিমন্ত্রণ যুধিষ্ঠিরে করে,
জিজ্ঞাসিলা ধর্ম্মরাজ উপদেশ তাঁ'র,
কহিল বিদুর, "উপদেশ দেওয়া ভার,

বারণ করেছি অন্ধরাজ শুনে নাই,
ভাল মন্দ কর মনে, কর তুমি তাই।"
চিন্তা করি যুধিষ্ঠির কহিলেন পরে,
"ডাকিয়াছে যবে মোরে পাশা খেলা তরে,
যাইব নিশ্চয় আমি, কিন্তু করি ভয়,
কপট লোকের সনে খেলা ভাল নয়।"
পরদিন যুধিষ্ঠির বিদুরের সাথে
সঙ্গে নিয়া পৌরজন গেলা হস্তিনাতে।
প্রাতঃকৃত্য পরদিন করি সমাপন,
ভ্রাতাগণ সহ করে সভায় গমন।
শত শত লোকজন বসিয়া সভায়,
এত বড় সভাতেও স্থান নাহি হায়!
শকুনি কহিল, "দেখ বসিয়া সকল,
খেলা কর যুধিষ্ঠির, বিলম্বে কি ফল।"
কহে যুধিষ্ঠির, "পাশা খেলা রাখি পণ,
কপটতা তাহে যদি করে কোন জন,
সে খেলায় মহা পাপ, তাই পাই ভয়,
যেন ছলনায় নাহি কর পরাজয়।"
শকুনি কহিল, "যাঁরা অতি বিচক্ষণ,
ছলনাই তাঁহাদের বুদ্ধির লক্ষণ,
ইহাতে পাপের কথা আছে কোথা আর,
ভয় পাও, না খেলিও কথা কিবা তার।"
কহিলেন যুধিষ্ঠির, "পেয়ে নিমন্ত্রণ,
অনাদর আমি তায় করিনি কখন;
দৈবই সবার মূল, খেলিব নিশ্চয়,
কা'র সনে খেলা হ'বে দাও পরিচয়।"
কহিলেন দুর্য্যোধন, "দিব আমি পণ,
শকুনি আমার পক্ষে খেলিবে এখন।"
কহিলেন যুধিষ্ঠির, "তুমি দিবে পণ,
খেলিবে তোমার পক্ষে অন্য এক জন,—
এ নহে খেলার রীতি, এ বড় অন্যায়,
যা হউক খেলা কর, বাধা নাহি তায়।"
আরম্ভ হইলে খেলা যত রাজগণ
ধৃতরাষ্ট্র সনে আসে সে সভা-ভবন।
আসিল বিদুর, ভীষ্ম, দ্রোণ অতঃপর,
তাঁ'রা সবে অতিশয় দুঃখিত অন্তর।
কহে যুধিষ্ঠির, "মম গলার এ হার
পণ রাখিলাম, বল কি পণ তোমার।"
কহে দুর্য্যোধন, "মম আছে অগণন
ধন রত্ন, তাহে গর্ব্ব না করি কখন;
খেলায় জিনিয়া তুমি নিলে কিছু তা'র,
তাহাতে আক্ষেপ কিছু না হ'বে আমার।"
অমনি শকুনি "এই জিতিলাম" বলে,
পাশা ফেলি জিতে গেল দেখিল সকলে।
যুধিষ্ঠির কহে, "এস খেলি আরবার,
পণ লক্ষ স্বর্ণ কুম্ভ, ধন, রত্ন আর।"
পুনরায় "জিতি" বলি শকুনি জিতিল,
শকুনির ফাঁকি হায় কেহ না বুঝিল!
বার বার যুধিষ্ঠির যত রাখে পণ,
শকুনির চালে সব হারিল তখন।
এইরূপে দাস, দাসী, হাতী, ঘোড়া আর
সৈন্য, রথ গেল কিছু না রহিল তাঁ'র।

হেন সর্ব্বনাশ হেরি বিদুর অমনি
অন্ধরাজে কহিলেন, "ওহে নরমণি,
ঔষধ খাইতে রোগী নাহি করে মন,
তেমনি হইবে বৃথা আমার বচন;
বুঝিয়া দেখুন এই কপট খেলায়,
অবশেষে দুর্য্যোধন বুঝি মারা যায়;
একবার রেগে গেলে এ পাণ্ডবগণ,
সমূলে সবংশে হ'বে সবার নিধন।
এই বার শাস্তি রাজা কর দুর্য্যোধনে,
তুষ্ট কর পাণ্ডবেরে মিষ্ট আচরণে,
একে পাশা খেলা নানা দোষের আকর,
শকুনি তাহাতে আরো ধূর্ত্ত ভয়ঙ্কর,
বিদায় করিয়া দাও শীঘ্র হেন জনে,
এখনো বুঝিয়া দেখ বিচারিয়া মনে।"
দুর্য্যোধন এ'বচন সহিতে না পারে,
বিদুরেরে নানারূপ গালাগালি পাড়ে।
বিদুর কহিল, "ভাবি তোমাদের হিত,
কহিলাম যত কথা ভাব অনুচিত।
যাহা খুসী কর তুমি, করি নমস্কার,
হেন কাজে নাহি কভু সম্মতি আমার।"
আবার চলিল খেলা, যুধিষ্ঠির হায়
হারে যত আরো তত জেদ বেড়ে যায়।
ভ্রাতাগণে একে একে ক্রমে রাখি পণ,
হেরে গেলা, শকুনির ছলনা এমন।
শকুনি বিদ্রূপ করি যুধিষ্ঠিরে কয়,
"পাশায় এমন মত্ত লোকে নাকি হয়!
পাগলের মত তা'র হয় ব্যবহার,
স্বপনেও নাহি দেখে হেন কাণ্ড আর।"
তবু ক্রমে শকুনির পড়ি ছলনায়,
নিজেরে রাখিয়া পণ খেলি হেরে যায়।
দুর্ম্মতি শকুনি তাহে ক্ষান্ত নাহি হয়,
'দ্রৌপদীরে পণ' রাখি খেলিবারে কয়।
অমনি কৃষ্ণায় রাখে যুধিষ্ঠির পণ,
শুনিয়া ধিক্কার দেয় যত সভাজন।
রাজগণ শোকে দুঃখে হইলা বিহ্বল,
ভীষ্ম-দ্রোণ-কৃপ-দেহে বহে ঘর্ম্ম-জল।
বিদুর ছাড়িলা ক্ষোভে হায় দীর্ঘশ্বাস।
ধৃতরাষ্ট্র মনে পায় মহান্ উল্লাস।
জিজ্ঞাসিলা বারম্বার, 'হল নাকি জয়,'
আহ্লাদিত দুঃশাসন কর্ণ অতিশয়।
শকুনি ছলনা করি জিনিল সে পণ,
অমনি বিদুরে কহিলেন দুর্য্যোধন,
"দ্রৌপদীকে শীঘ্র নিয়া আস এ সভাতে,
ঘর ঝাটু দিক আসি দাসীদের সাথে।"
বিদুর কহিল, "মুর্খ মরিবার তরে,
হেন কথা মুখ হ'তে তব আজ সরে,
অতি নীচাশয় ছাড়া আর কোন জন
বলিতে না পারে কভু হেন কুবচন।"
'ধিক্' বলি দুর্য্যোধন দ্বারপালে কয়,
"দ্রৌপদীরে আন তুমি নাহি কোন ভয়।"
দ্বারবান দ্রৌপদীর কাছে গেলা তাই,
কহিলা যা দুর্য্যোধন, কহে তাঁ'র ঠাঁই।

দ্রৌপদী শুনিয়া এই দ্বারপালে কয়,
"প্রলাপের মত তব কথা মনে লয়।
রাজগণ পাশা খেলে সংসার ভরিয়া,
রাণীকে কে পণ রাখে পাইনি ভাবিয়া,
ধন রত্ন ভাণ্ডারে কি ছিল না তাঁহার
পণ রাখিবার তরে এ পাশা খেলার।"
দ্বারপাল কহে, "ধন রত্ন অগণন
তার পর ভ্রাতাগণে রেখেছিল পণ,
খেলায় হারিয়া সবে শেষে নিজে হারি,
আপনারে রাখি পণ, তাও গেল হারি।"
দ্রৌপদী কহিলা, "দূত যাও সভামাঝে,
জিজ্ঞাসা করিয়া আস এই ধর্ম্মরাজে ;—
তিনি নিজে কারে আগে রেখেছেন পণ,
আমারে কি আপনারে বলুন এখন ?"
ফিরে যেয়ে দ্বারপাল যুধিষ্ঠিরে কয়,
"দ্রৌপদীর এই প্রশ্ন শুন মহাশয়,
আপনি কাহারে আগে রেখেছেন পণ,
নিজেরে কি দ্রৌপদীরে বলুন এখন।"
এ কথায় যুধিষ্ঠির রহে নিরুত্তর,
দুর্য্যোধন দ্বারপালে কহিল সত্বর,
"বল গিয়া দ্বারপাল এ কথা কৃষ্ণায়,
করে যত প্রশ্ন তা'র আসিয়া সভায়।
যুধিষ্ঠির দ্রৌপদীর কথোপকথন
সভামাঝে সভ্যজন করিবে শ্রবণ।"
পুনঃ যেয়ে দ্বারপাল দ্রৌপদীরে বলে,
"কৌরবেরা পা'বে নাশ বুঝি এর ফলে,
দুর্য্যোধন ধনমদে মত্ত দুরাশয়
সভায় যাইতে তবু আপনারে কয়।"
কহিলা দ্রৌপদী, "দূত, সর্ব্বশক্তিমান
বিধাতাই করেছেন এরূপ বিধান।
ধর্ম্ম সুধু এ সংসারে সকলের সার,
ধর্ম্ম বিনা শান্তি দিতে কেহ নাহি আর।
একমাত্র তাই আমি যাচি এ সময়,
ধর্ম্ম যেন কৌরবেরে বিমুখ না হয়।
আমরা চলিব সুধু সেই ধর্ম্ম মানি ;
সভায় আবার গিয়া তাই আস জানি,
সভ্যগণ আমারে কি দেন উপদেশ,
নিশ্চয় পালিব আমি তাঁ'দের আদেশ।"
সভায় আসিয়া দূত এই কথা কয়,
দুর্য্যোধন-ভয়ে সবে হেঁট মুখে রয়,
দ্বারপালে দুর্য্যোধন কহে আরবার,
"দ্রৌপদীরে নিয়া আস সভার মাঝার।"
দূত তবু পুনরায় জিজ্ঞাসে সভায়,
"কি উত্তর দিব আমি বলুন কৃষ্ণায়।"
রেগে দুর্য্যোধন তবে কহে, "দুঃশাসন,
এই দূত ভীরু অতি বুঝিনু লক্ষণ,
দুষ্ট ভীমে করে ভয় এই নীচাশয়,
তুমি দ্রৌপদীরে আন বিলম্ব না সয়।"
চোখ লাল করি তবে ধায় দুঃশাসন
দ্রৌপদীরে কহে গিয়া করি সম্বোধন,
"আমরা জিনিয়া তোমা পাইয়াছি আজ,
চল যাই মোর সনে রাজ-সভা মাঝ।"

দেখি তা'র ভাব কৃষ্ণা পেয়ে মনে ভয়,
গান্ধারীর কাছে গেল লইতে আশ্রয়।
রোষে গর্জ্জি দুঃশাসন ধরি তাঁ'র কেশে,
টানি লয়ে চলে তাঁ'রে সভার উদ্দেশে;
ভয়ে কাঁপি কহে কৃষ্ণা অনুনয় করি,
"এ ভাবে সভায় মোরে নিয়া যাও ধরি,
এ নহে উচিত তব ওহে দুঃশাসন,
ক্ষান্ত দাও হেন কাজে করি নিবারণ।"
পামরের মনে দয়া কিছুতে না হয়,
শক্ত করি চুলে ধরি আরো তা'রে কয়,
"পণে হারি হ'য়েছিস্ দাসী আমাদের,
দাসীদের সাথে রবি, কথা কিবা এর।"
যে চুল পবিত্র হ'ল যজ্ঞে মন্ত্র-জলে,
পামর ছুইল আজ তাহা এই ছলে।
নিরুপায় হ'য়ে কৃষ্ণা পরিত্রাণ তরে,
"হা কৃষ্ণ, হা হরি" বলি কাঁদে উচ্চৈঃস্বরে,
"হা অর্জ্জুন," "হায় কৃষ্ণ" বলে বারম্বার,
তবু দুষ্ট নিল তাঁ'রে সভার মাঝার।
লজ্জায় কহিল কৃষ্ণা, "হায় এ সভায়
দেবতুল্য গুরুজন মম শোভা পায়,
তথায় এ ভাবে মোর থাকা ভাল নয়;
ধর্ম্মরাজ ধর্ম্ম সুধু করেন আশ্রয়;
দোষ নাহি কভু তাঁ'র; কিন্তু এ পামর
করে মোর অপমান চক্ষের উপর,
তাহাতে সভায় সবে নীরব এমন!
বুঝিনু ভুলেছে ধর্ম্ম কুরুবংশগণ;
হায়, ভীষ্ম, দ্রোণ আর বিদুর সুমতি
তেজোহীন একেবারে বুঝিনু সম্প্রতি।"
হেন অপমানে পাণ্ডবেরা পাঁচ ভাই
রোষে ক্ষোভে জ্বলে তবু মুখে কথা নাই।
বারে বারে জোরে চুল টানি দুঃশাসন
অজ্ঞান করিল প্রায় কৃষ্ণায় তখন;
অট্ট হাসি করে আরো বলি 'দাসী' 'দাসী',
কর্ণ ও শকুনি বলে "বেশ," "বেশ," হাসি।
সভাজন সকলেই বিষাদিত মন,
দ্রৌপদীরে ভীষ্মদেব কহেন তখন,
"কি দিব উত্তর সতি, তোমার কথায়,
পড়িয়াছি আজ আমি বড় সমস্যায়!
ধর্ম্মরাজ পাপ কাজ কভু নাহি করে,
আপনি এসেছে হেথা পাশা খেলা তরে;
নীরবে সহিছে তব অপমান হায়,
না বুঝিনু আমি তাই কি বলিব তায়।"
কহিলা দ্রৌপদী, "ইঁনি নিজে আসে নাই,
এ কথার কোন হেতু খুঁজিয়া না পাই,
দুষ্টগণ ধর্ম্মরাজে আনিয়াছে ডাকি,
খেলাতেও পুনরায় করিয়াছে ফাঁকি;
এইরূপে ঘটিয়াছে পরাজয় তাঁ'র,
এ ছলনা বুঝে আগে হেন সাধ্য কার?
কুরুবংশ-বৃদ্ধগণ বসিয়া সভায়,
পুত্র, পুত্রবধূ আছে সকলের হায়,
বিচার চাহিনু আমি তাঁ'দের গোচর,
আমার কথার কিবা হয় সদুত্তর।"

এই বলি কৃষ্ণা করে করুণ ক্রন্দন,
অপমান তাঁ'রে আরো করে দুঃশাসন।
ধৈর্য্যহীন হ'য়ে ভীম কহিলা তখন,
"ধর্ম্মরাজ দ্রৌপদীরে রাখা তব পণ,
অন্যায় হ'য়েছে তাহে কোন ভুল নাই,
আগুনে সে হাত তব পোড়াইব তাই ;—
সহদেব দিয়া আস আগুন ত্বরায়।"
অর্জ্জুন কহিলা ভীমে হ'য়ে নিরুপায়,
"খেলিতে এসেছে ইঁনি ধর্ম্ম অনুসারে,
ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম এই জানে এ সংসারে।
এ ধর্ম্ম পালনে দাদা, দোষ কোথা তাঁ'র,
ধর্ম্মরাজ প্রতি আজ রাগ কেন আর ?"
ভীম কহে, "ধর্ম্ম কাজ করেন বলিয়া
এতক্ষণ দিই নাই হাত পোড়াইয়া।"
তখন বিকর্ণ ধৃতরাষ্ট্রের নন্দন
কহিল ভূপালগণে করি সম্বোধন,
"কৃষ্ণা সকলের ঠাঁই চাহেন বিচার,
নীরবে সকলে কেন প্রার্থনায় তাঁ'র ?
আগে নিজে যুধিষ্ঠির হারি আপনারে,
ন্যায়তঃ কৃষ্ণারে পণ রাখিতে না পারে।
সব দিক দিয়া যায় করিলে বিচার,
কৃষ্ণায় জেতার কোন নাহি অধিকার।"
প্রশংসিলা বিকর্ণেরে যত সভ্যগণ,
শকুনিরে নিন্দা করি কহিলা বচন।
কর্ণ বিকর্ণের বাহু ধরি তারপরে,
নিরস্ত করিয়া তাঁ'রে, কহে ক্রোধভরে,
"বালকের ন্যায় তব হেন আচরণ,
প্রবীণের মত কথা কহ এ কেমন !
দুঃশাসন ইহাদের বস্ত্র সমুদয়
জোর করি লও কাড়ি যাহা দেহে রয়।"
পাণ্ডবেরা তাড়াতাড়ি কর্ণের কথায়,
গাত্রবস্ত্র নিজেরাই ছাড়িল সভায়।
অমনি তখন দুষ্টমতি দুঃশাসন
কৃষ্ণার বসন করে জোরে আকর্ষণ।
নিরুপায় হ'য়ে কৃষ্ণা চিন্তে ভগবানে,
"শ্রীকৃষ্ণ, বিশ্বাত্মা মোরে তার অপমানে।"
আশ্চর্য্য দেবের কৃপা বুঝা নাহি যায়,
দুঃশাসন বস্ত্র টানি কুল নাহি পায় ;—
লাল, নীল নানা রঙ্গে রঞ্জিত বসন
বাড়িতে লাগিল যত টানে দুঃশাসন।
ধর্ম্ম নিজে যোগাইল বসন কৃষ্ণায়,
ক্লান্ত দুঃশাসন ক্ষান্ত হইল লজ্জায়।
দর্শন করিয়া এই আশ্চর্য্য ব্যাপার,
উঠে ঘোর কলরব সভার মাঝার ;
কৃষ্ণারে প্রশংসা করে মিলিয়া সকলে,
দুঃশাসনে গালি মন্দ কত কথা বলে।
রাগে ভীম কহিলেন ডাকি সভাজনে,
"প্রতিজ্ঞা করিনু আমি শুনুন শ্রবণে,
ঘোর যুদ্ধে বুক চিড়ি এ হতভাগার
রক্ত পান করি শান্তি হইবে আমার ;—
প্রতিজ্ঞা পালিতে যদি অবহেলা করি,
স্বর্গে যেন গতি মম নাহি হয় মরি।"

তখন বিদুর কহে, "শুন সভাজন,
কৃষ্ণা সকলের কাছে করিছে রোদন,
নীরবে সকলে বসি সভার মাঝার,
সত্বর বিচার করা উচিত তাহার।"
তথাপি নীরব সবে, কর্ণ দুঃশাসনে
কহে, "দ্রৌপদীরে ঘরে নেও এইক্ষণে।"
আবার কৃষ্ণায় দুষ্ট করে আকর্ষণ,
অপমান করে কত কর্ণ, দুর্য্যোধন।
পাণ্ডবগণের কত অপমান করে,
সহিল সকলে, মুখে কথা নাহি সরে।
যুধিষ্ঠিরে অপমান করি কত কয়,
সকল পাণ্ডব আহা নীরবেই সয়।
তারপর দুর্য্যোধন হাসিয়া কৃষ্ণায়
উরু দেখাইল হায়, সে রাজ-সভায়।
হাসে কর্ণ তাহা দেখি সভা বিদ্যমান,
গর্জ্জিয়া উঠিল ভীম, সভা কম্পমান,
কহিলা, "ভীষণ যুদ্ধে গদাঘাত করি,
করিব বিনাশ দুষ্টে উরুভঙ্গ করি,
না করিলে স্বর্গে গতি না হইবে মম,
সভাজন, শুন মম প্রতিজ্ঞা ভীষণ।"
দেখিয়া তখন দুর্লক্ষণ সমুদয়,
গান্ধারী ও ধৃতরাষ্ট্র পাইলেন ভয়।
সকাতরে ধৃতরাষ্ট্র নিন্দি দুর্য্যোধনে,
শান্ত করি দ্রৌপদীরে সুমিষ্ট বচনে,
কহিলেন, "বড় তুমি বধূগণ মাঝে,
যে বর তোমার ইচ্ছা চাহ মম কাছে।"

কহিলা দ্রৌপদী, "যদি ওহে নরপতি
দয়া করি বর দিতে করেছেন মতি,
করুন দাসত্ব হ'তে মুক্ত ধর্ম্মরাজে,
উঁহার দাসত্ব হেথা কভু নাহি সাজে।"
কহে ধৃতরাষ্ট্র, "তব ইচ্ছা অনুসারে
কল্যাণি, এবর আমি দিলাম তোমারে;
আরো এক বর দিতে বাসনা আমার,
যোগ্যা তুমি একাধিক বর লভিবার।"
কৃষ্ণা কহে, "মহারাজ, বাকি চারিজন
পাণ্ডবে করুন মুক্ত সহ শরাসন।"
কহে ধৃতরাষ্ট্র, "তব এই অভিলাষ
পূর্ণ হল, আরো বর দিব মনে আশ;
বধূমধ্যে ধর্ম্মশীলা তুমি অতিশয়,
দুইবর দিয়া তোমা তৃপ্তি নাহি হয়।"
তখন দ্রৌপদী কহে, "ওহে মহারাজ,
অন্য কোন বরে মোর নাহি আর কাজ;
এখন পাণ্ডবগণ নিজ পুণ্য বলে
করিবেন শ্রেয়োলাভ এই ভূমণ্ডলে।"
তারপরে ধৃতরাষ্ট্রে যুধিষ্ঠির কয়,
"মহারাজ, আমাদেরে কি আদেশ হয়।"
কহিলেন ধৃতরাষ্ট্র, "নিজ পুরে গিয়া,
রাজ্য কর মহাসুখে ভ্রাতাগণ নিয়া;
ক্ষমি শত্রুগণে কর মিত্র আপনার,
হউক কল্যাণ এই আশীষ আমার।"
তবে যুধিষ্ঠির সঙ্গে নিয়া পৌরজন
ইন্দ্রপ্রস্থ অভিমুখে করিলা গমন।

এ দিকে শকুনি, কর্ণ আর দুর্য্যোধন
দুরাশয়গণ হ'ল বিষাদে মগন।
এত কষ্ট করি হায়, লভিনু যে ফল,
করতল গত হ'য়ে হইল বিফল।
অন্ধরাজে পুনরায় দুষ্টেরা বুঝায়,
'পাণ্ডবেরা এই বুঝি অনর্থ ঘটায়!
তাহাদের করিয়াছি হেন অপকার,
ক্ষমা পাইবার তা'র আশা কোথা আর?
পাশাখেলা ছাড়া আর নাহিক উপায়,
বনবাস পণে পাশা খেলি পুনরায়;
যে হারিবে সেই পরি হরিণের ছাল
পরিজন সহ বনে কাটাইবে কাল,
বারোটি বছর আগে করি বনবাস,
অজ্ঞাত করিবে বাস আরো বারো মাস;
সে সময়ে কোন রূপে যদি জানা যায়,
তেরো বর্ষ তরে বনে যা'বে পুনরায়,
তেরোটি বছর পরে যদি ফিরি আসে,
রাজ্য ধন সব পুনঃ পা'বে অনায়াসে।'
মনে মনে দুর্য্যোধন করিল মনন,
রাজ্য আর নাহি দিবে পাণ্ডবে কখন।
ধৃতরাষ্ট্র পুনরায় মত দিলা তায়,
বিদুর ও ভীষ্ম দ্রোণ নিষেধিলা হায়!
কহিলা গন্ধারী নিজে, "ছাড় দুর্য্যোধনে।"
অন্ধরাজ কাণ নাহি দিলা সে বচনে।
দৈবের ঘটনা হায় না যায় খণ্ডন,
যুধিষ্ঠির পুনঃ খেলে পেয়ে নিমন্ত্রণ;
শকুনির ছলনায় হারি পুনঃ পণে,
পরিজন সহ তাই চলিলেন বনে।
মৃগচর্ম্ম পরিধানে পাণ্ডবেরা চলে
দুঃশাসন উপহাসি কত কথা বলে,
ভীমসেনে 'গরু' 'গরু' বলি গালি পাড়ে;
ভীম তাই উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন তারে,
"কাপুরুষ, তোর আমি বধিব পরাণ,
বুক চিড়ি করিবই তোর রক্তপান।"
পাণ্ডবের অঙ্গভঙ্গি করিয়া নকল
দুর্য্যোধন উপহাস করিছে কেবল।
ভীম তা'রে কহিলেন, "ওরে নরাধম,
উরু ভাঙ্গি তোর আমি বধিব জীবন।"
কহিলা অর্জ্জুন, "শুন এ পণ আমার
রণে মারি বাণ কর্ণে করিব সংহার;
সূর্য্য হয় প্রভাহীন, টলে হিমাচল,
তথাপি আমার পণ রহিবে অটল;
তেরো বর্ষ পরে ফিরে রাজ্য নাহি পাই,
নিশ্চয় ঘটিবে রণে যা বলিনু তাই।"
সহদেব শকুনিরে ক্রোধভরে কয়,
"রণে তোর প্রাণ বধ করিব নিশ্চয়।"
নকুল কহিলা, "ধৃতরাষ্ট্র-পুত্রগণে
দাদার আদেশে রণে বধিব জীবনে!"

তারপর যুধিষ্ঠির লইলা বিদায়
সকলের কাছে, অতি সুমিষ্ট কথায়;
সবিনয়ে সকলের কাছে শেষে কয়,
"আবার আসিয়া দেখা করিব নিশ্চয়।"

লজ্জায় কাহারো মুখে কথা নাহি সরে,
বৃদ্ধগণ মনে মনে আশীর্ব্বাদ করে।
কহিল বিদুর, "কুন্তী থাক মোর কাছে,
বনে গেলে অনর্থক কষ্ট পা'বে পাছে।"
সম্মত হইয়া তায় যুধিষ্ঠির কয়,
"আপনি পিতার মত কাকা মহাশয়,
পিতৃহীন মোরা, মাতা থাকুন হেথায়,
আর কিবা উপদেশ দিবেন আমায়।"
কহিল বিদুর, "বৎস, তোমরা ধার্ম্মিক,
উপদেশ তোমাদের কি দিব অধিক ;
আশীর্ব্বাদ করি হৌক কল্যাণ সবার,
নিরাপদে ফিরি হেথা এস পুনর্ব্বার।"
কুন্তীর নিকটে যবে হইলা বিদায়,
কত যে কাঁদিলা কুন্তী কি বলিব হায়!
রাজপুত্রগণ ছলে বনে যায় চলি,
বিলাপ করিলা কুন্তী কত কথা বলি।
খুলিল চুলের বেণী যেই দুঃশাসন,
দ্রৌপদী না করিলেন সে বেণী বন্ধন,
প্রতিজ্ঞা করিলা 'বেণী বাঁধিবে না আর
যাবৎ দুষ্টেরা শাস্তি নাহি পায় তার।'
বনে গেলে পাণ্ডবেরা বৃদ্ধারাণীগণ
জানিলা সকলে দ্রৌপদীর বিবরণ,
দুঃশাসন অপমান করিয়াছে তায়,
শুনিয়া কাঁদিলা সবে করি হায় হায়!
ধৃতরাষ্ট্র মনে মনে পাইলেন ভয়,
বিদুরের সনে বসি নানা কথা কয়।
দেবর্ষি নারদ আসি সহ মুনিগণ,
বলিলেন সভামাঝে কঠোর বচন,
"দুর্য্যোধন-দোষে চৌদ্দ বর্ষ হ'লে পার
ভীমার্জ্জুন হাতে হ'বে কৌরব সংহার!"
এই বলি দেবঋষি হন অন্তর্হিত,
ধৃতরাষ্ট্র হইলেন বিষম চিন্তিত।
কর্ণ ও শকুনি মিলি সহ দুর্য্যোধন
পাণ্ডবের রাজ্য দ্রোণে করিল অর্পণ ;
অনর্থ ঘটিতে পারে জানি সমুদয়
গ্রহণ করিলা রাজ্য দ্রোণ মহাশয়।

বনপর্ব্ব।

সকলের কাছে তবে বিদায় হইলা,
অস্ত্রহাতে পাণ্ডবেরা উত্তরে চলিলা।
ইন্দ্রসেন আদি অনুচর চৌদ্দ জন
চলিল পিছনে তা'রা সেবার কারণ।
ধার্ম্মিক ব্রাহ্মণ বহু কৌরবের প্রতি
বিরক্ত হইয়া চলে তাঁদের সংহতি।
কহিল তাঁহারা, "এই দুষ্ট দুর্য্যোধন-
রাজ্য ছাড়ি, যাব যথা পাণ্ডু-পুত্রগণ।"
ধার্ম্মিক ব্রাহ্মণগণে আসিতে দেখিয়া,
কি কহিবে যুধিষ্ঠির না পায় ভাবিয়া।
সুখী দুঃখী যুধিষ্ঠির হইলা উভয়,
বিনীত বচনে তাই তাঁহাদের কয়,
"আমরা চলেছি বনে নাহিক সংস্থান,
কিসে যোগাইব সকলের অন্নপান।
ভালবাসি আমাদের সঙ্গে গেলে বনে,
বৃথা পাইবেন কষ্ট এই ভয় মনে;
গৃহে ফিরি যান এই করি নিবেদন,
মিছামিছি দুঃখ ভোগে নাহি প্রয়োজন।"
উত্তর করিলা তবে সেই দ্বিজগণ,
"চিন্তা নাহি কিছু মাত্র মোদের কারণ,
পাণ্ডবে ছাড়িয়া মোরা থাকিতে নারিব,
ভিক্ষা করি কোন মতে উদর পুষিব।"

ধৌম্য পুরোহিতে তবে কন যুধিষ্ঠির,
"ইহার উপায় কিবা করুন সুস্থির।"
ধৌম্য কহে, "সূর্য্যপূজা কর মহাশয়,
উপায় হইবে তবে নাহি কোন ভয়।"
করিলে সূর্য্যের পূজা রাজা যুধিষ্ঠির,
সূর্য্যদেব আসি কহে, "ওহে ধর্ম্মবীর,
হইয়াছি তুষ্ট আমি তোমার পূজায়,
এই তাম্র থালি আমি দিতেছি তোমায়,
যতক্ষণ কৃষ্ণা নাহি করিবে ভক্ষণ,
যোগাইবে অফুরন্ত অন্ন ততক্ষণ।
দ্বাদশ বৎসর ধরি র'বে বনবাসে,
অন্নের ভাবনা নাই পা'বে অনায়াসে।"
দিয়া এই উপদেশ থালি করি দান,
আকাশে হইলা সূর্য্যদেব অন্তর্ধান।
কিছু পাক করিলেই থালির ভিতর
নানাঅন্নে পূর্ণ তাহা রহে তারপর,
আহার দ্রৌপদী নাহি করে যতক্ষণ,
নানাঅন্নে থালি ভরা রহে ততক্ষণ;
আহার করিলে কৃষ্ণা তাহে কিছু নাই,
এমন অপূর্ব্ব থালি কোথাও তো নাই,
বনবাসে এ অপূর্ব্ব থালির কৃপায়,
যুধিষ্ঠির কোনরূপ ক্লেশ নাহি পায়।

বনে যদি চলিলেন পাণ্ডুপুত্রগণ,
তিন দিন তিন রাত্রি করিলা ভ্রমণ,
তার পরদিন, রাত্রি হইলে গভীর
পাইলা কাম্যকবন তবে যুধিষ্ঠির।
ঘন সেই ভয়ঙ্কর রাক্ষসের বাস,
মুনিগণ ছাড়িয়াছে পেয়ে মহাত্রাস।
প্রবেশিতে সেই বনে এক নিশাচর
আগুলিয়া রহে পথ অতি ভয়ঙ্কর ;
হাঁ করিয়া করে সেই গভীর গর্জ্জন
শুনি করে পলায়ন বন্ধ জন্তুগণ।
দ্রৌপদী নয়ন মুদি হইলা অজ্ঞান,
যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসিলা তা'র নাম ধাম,
"কির্ম্মীর আমার নাম" কহে নিশাচর,
"হেথা বাস, নরমাংসে পুষি এ উদর ;
এসেছ তোমরা হ'বে খাবার আমার,
বল শুনি কে তোমরা চাহি জানিবার।"
যুধিষ্ঠির কহে, "মম নাম ধর্ম্মরাজ,
আসিয়াছি হারাইয়া রাজ্য বনমাঝ,
সঙ্গে আছে ভীমার্জ্জুন আদি মোর ভাই,
ইচ্ছা করি বাস সবে করি এই ঠাঁই।"
শুনি কহে নিশাচর, "হইয়াছে ভাল,
খুঁজিয়া ভীমেরে নাহি পাই এতকাল ;
হিড়িম্ব আমার সখা, বকাসুর ভাই
ভীম করিয়াছে বধ তাই তা'রে চাই।"
নিশাচরে হেরি ভীম গাছ উপাড়িল,
মাথায় মারিয়া গাছ প্রহার করিল।

নিশাচর উপাড়িয়া আর গাছ নিলা,
গাছ দিয়া বহুক্ষণ উভয়ে যুঝিলা।
ভীমের উপরে শিলা নিশাচর মারে,
কিছুই না হয় তা'র, রাগ তায় বাড়ে।
হাতাহাতি যুদ্ধ অতি হয় তারপর,
নখে আঁচড়িয়া দাঁতে মারিছে কামড়।
অবশেষে নিশাচর দুর্ব্বল হইল,
হাতে ধরি ভীম তা'রে শূন্যে ঘুড়াইল,
গলায় ধরিয়া শেষে প্রাণ বধে তা'র,
ভয়শূন্য সেই বন হয় পুনর্ব্বার।
কয়দিন সেই বনে করিলে যাপন,
বিদুর তথায় আসি দিল দরশন।
যুধিষ্ঠির হইলেন সভয় অন্তর,
'পুনঃ পাশা খেলিতে কি পাঠাইল চর।'
বিদুর তো আসে নাই তাহার লাগিয়া ;
ধৃতরাষ্ট্র রেগে তা'রে দি'ছে তাড়াইয়া।
'পাণ্ডবগণের সহ বন্ধুতা করিতে'
বলেছিল তাই হ'ল লাঞ্ছনা সহিতে ;
তালাস করিয়া শেষে নানাবিধ বন,
বিদুর এ বনে পায় পাণ্ডবে দর্শন।
ধৃতরাষ্ট্র মনে তাই পাইলেন ভয়,
'বিদুর সহায় আছে পাণ্ডবের হয়।'
কহিলেন তাই তিনি সঞ্জয়ে ডাকিয়া,
"বিদুরেরে তুমি গিয়া আন ফিরাইয়া।"
বিদুর ফিরিয়া তাই আসে হস্তিনায়,
চিন্তিত হইল দুর্য্যোধন পুনরায়।

বন্ধুগণে ডাকি তাই কহে দুর্য্যোধন,
"এই বেলা কর সবে যা থাকে মনন,
এসেছে আপদ এই পিতাকে কহিয়া,
পাণ্ডবেরে কোন দিন আনে ফিরাইয়া ;
এখানে পাণ্ডব যদি আসে পুনরায়,
তা' হ'লে জানিবে মোর প্রাণ রাখা দায়।"
শকুনি কহিল, "তা'রা সত্যপরায়ণ,
তাই এই ভয় বাছা কর অকারণ।"
কর্ণ কহে, "বিলম্বের কাজ নাই আর,
এখনি পাণ্ডবে চল করিতে সংহার।"
তবে সবে রথে চড়ি করিতে গমন,
ব্যাসদেব তাহাদেরে করে নিবারণ।
উপদেশ ব্যাসদেব অন্ধরাজে দিলা।
ভগবান মৈত্রেয়ও সেখানে আসিলা ;
প্রধান তাপস তিনি, তাই ধর্ম্মপ্রাণ
পাণ্ডবের প্রতি তাঁ'র সমধিক টান।
পিতা পুত্র উভয়েরে তিনি বুঝাইলা,
দুর্য্যোধন সে কথায় কাণ নাহি দিলা।
পাণ্ডবের মন্দ কভু সে নাহি ছাড়িবে
ইহাতে নিজের মন্দ নিজেই করিবে।

পাণ্ডবের বনবাস-বার্ত্তা রাষ্ট হয়,
দুঃখিত হইলা তায় সবে অতিশয়।
যাদব, পাঞ্চাল আর যত বন্ধুগণ,
পাণ্ডবে দেখিতে সবে আসে সেই বন।
কৌরবের নিন্দা করি কহে তাঁ'রা সবে,
"দুষ্টে বধি ধর্ম্মরাজে রাজ্য দিতে হ'বে।"
পাশাখেলা কালে কৃষ্ণ দূরে ছিলা তাই,
হেন বিপদের কথা আগে জানে নাই।
দ্রৌপদী সে বনে পেয়ে কৃষ্ণ-দরশন,
কহেন তাঁহারে যত মনের বেদন।
শান্ত করে তা'রে কৃষ্ণ মধুর কথায়,
তারপর যা'র যা'র দেশে সবে যায়।

বনে কাটাইতে হ'বে বারোটি বছর,
পাণ্ডবেরা নানাবনে রহে পর পর।
আহারের ফলমূল চাই দিন দিন,
এক বনে বহুদিন যোগান কঠিন।
মৃগয়া করিলে এক বনে বার বার,
দিন দিন কত আর মিলিবে শিকার।
তাই কভু দ্বৈতবনে কভু অন্য বনে
নানাবিধ তীর্থস্থানে ভ্রমে ক্রমে ক্রমে।

বনবাস কষ্টকর সন্দেহ কি তায়,
এত কষ্ট ভোগ যাহাদের ছলনায়,
কা'র ইচ্ছা নাহি তার প্রতিশোধ দিতে,
দ্রৌপদী সদাই তাই বিষাদিত চিতে
কহিতেন ধর্ম্মরাজে মনের বেদন,
অনুযোগ দিতে কভু বিরত না হন।
ভীমসেন দিয়া সায় কৃষ্ণার কথায়,
যুধিষ্ঠিরে মন্দ কথা কহিত সদায়।
যুধিষ্ঠির অবিরত বলি মিষ্ট কথা,
সান্ত্বনা করিতে যত্ন করেন সর্ব্বথা।
মাঝে মাঝে ভীম তবু কহিত কর্কশ,
"করিবই যুদ্ধ মোরা করিয়া সাহস,

নিশ্চয় কৌরবগণ হ'বে পরাজিত,
কহিতেন যুধিষ্ঠির হ'য়ে বিষাদিত।"
"ভীষ্ম দ্রোণ আদি বীর নিজে দুর্য্যোধন,
স্বপক্ষে তাহার আছে আরো বীরগণ,
সকলেই ধনুর্দ্ধর জান না কি ভাই,
কর্ণের কথাটী মনে বুঝি ভাব নাই,
অভেদ্য শরীর তা'র, তাই করি মনে,
রজনীতে নিদ্রা মোর না আসে নয়নে।"
মুখভার করি ভীম হইল নীরব ;
হেন মনোকষ্টে কাল কাটায় পাণ্ডব।
ব্যাসমুনি দরশন দিলেন তখন,
কৃপা করি যুধিষ্ঠিরে কহিলা বচন ;
"'প্রতিস্মৃতি' বিদ্যা আমি শিখাব তোমায়,
অর্জ্জুন এ বিদ্যা শিখি যা'বে তপস্যায়।
এ বিদ্যার গুণে আর তপস্যায় তা'র,
তুষ্ট হ'বে লোকপাল দেবগণ আর।
শিব, ইন্দ্র, যম আর বরুণ, কুবের
কৃপা করি অস্ত্র তা'রে দিবে তাঁহাদের।"
পাণ্ডবের মনে হ'ল আশার সঞ্চার,
দুর্লভ এমন বিদ্যা কথা নাই তার।
যুধিষ্ঠির বিদ্যাপেয়ে অর্জ্জুনে শিখায়,
অর্জ্জুন পাইয়া বিদ্যা গেলা তপস্যায়।
তখন সকলে তা'রে আশীর্ব্বাদ করে,
আশায় বিরহ-শোক সকলে পাশরে।
যাত্রা করি তপস্যায় চলিলা অর্জ্জুন,
সাথে নিলা বর্ম্ম আর গাণ্ডীব ও তূণ ;
পার হ'য়ে নানা গিরি হিমালয় আর,
পরে হয় পার গন্ধমাদন পাহাড় ,
ইন্দ্রকীল গিরি যবে করে আরোহণ,
'থাম, থাম' হাসি কহে ঋষি একজন,
কৃষ্ণবর্ণ দেহ তাঁর, মাথে জটাভার,
অর্জ্জুনেরে কহে, "ছাড় হেন ব্যবহার,
তপস্বীর স্থান ইহা তপোবিঘ্নকর
দূরে ফেলি দাও তব ধনু আর শর।"
তথাপি অর্জ্জুন নাহি ধনুর্ব্বাণ ছাড়ে ;
তপস্বী হইয়া খুসী কহিলেন তাঁ'রে,
"বর চাহ বাছা যাহা তব ইচ্ছা হয়,
আমি ইন্দ্র, তব প্রতি হয়েছি সদয়।"
করযোড়ে নমি পার্থ কহে দেবরাজে,
"শিখিবারে চাহি অস্ত্র আপনার কাছে ;
দয়া করি দিয়া মোরে অস্ত্র সমুদয়,
পূরাও বাসনা যদি হয়েছ সদয়।"
ইন্দ্র কহে, "কর তুষ্ট শিবে তপস্যায়,
তখন সমস্ত অস্ত্র দিবহে তোমায়।"
এই বলি দেবরাজ হন অন্তর্হিত,
তপস্যা করেন পার্থ হ'য়ে সমাহিত।
কঠোর তপস্যা করে ঢালি প্রাণ মন,
তিন মাস স্বধু ফল করিলা ভক্ষণ,
প্রথম মাসেতে খায় তিন দিন পর,
দ্বিতীয় মাসেতে ছয় দিন পর পর,
তৃতীয় মাসেতে খায় পক্ষ পরে আর,
চতুর্থ মাসেতে স্বধু বাতাস আহার,

ভর দিয়া পদাঙ্গুষ্ঠে, ঊর্দ্ধ হাতে হায়,
সেই মাসে দিবা রাত্রি রহে তপস্যায়।
তপস্যার তেজে বুঝি জ্বলিবে অনল,
ধূমময় হয়ে উঠে ক্রমে হিমাচল;
মুনি ঋষি ব্যস্ত তায় হয় অতিশয়,
ভেটিয়া শিবেরে নমি তাঁ'রা সবে কয়,
"অর্জ্জুনের তপঃ তেজ সহিতে না পারি,
নিবারণ কর তাঁ'রে দেব ত্রিপুরারি।"
কহে শিব, "তোমাদের ভয় নাই আর
অর্জ্জুনেরে তুষ্ট আমি করিব এবার।"
তুষ্ট হ'য়ে ফিরিলেন যত মুনিগণ,
কিরাতের বেশ শিব করেন ধারণ,
দুর্গা নিজে সাজিলেন কিরাতিনী বেশে,
ভূতগণ সাথে চলে পার্থের উদ্দেশে।
উপস্থিত হ'ল সবে তপস্যার স্থানে,
দেখিলা বরাহ এক ধায় পার্থ পানে।
মূক নামে একজন দানব ভীষণ,
বরাহের বেশে পার্থে করে আক্রমণ।
গাণ্ডীবে জুড়িল শর পার্থ ভয়ঙ্কর,
বাঁধা দিয়া তা'রে তবে কহিলা শঙ্কর,
"লক্ষ্য আমি করিয়াছি এ বরাহে আগে,
তোমার এ চেষ্টা মোর ভাল নাহি লাগে।"
ব্যাধের কথায় পার্থ করি অনাদর,
নিক্ষেপিলা শর সেই বরাহ উপর;
কিরাতও তৎক্ষণাৎ ছুড়ে তীক্ষ্ণ তীর
একত্রে উভয়ে বিঁধে বরাহ শরীর।

হইল তখন ঘোর তর্ক দু'জনায়,
কহে পার্থ, "শাস্তি আমি করিব তোমায়,
আমার নিশান করা এ বরাহ হয়,
তাহারে ছুড়েছ তীর ন্যায্য কভু নয়।"
ব্যাধ হাসি কহে তা'রে, "হে তাপস বর,
বধেছি বরাহে আমি নিজে মারি শর,
আমারই নিশান করা এ বরাহ হয়,
দোষী তুমি সাজা দিব তোমারে নিশ্চয়।"
রুষিয়া অর্জ্জুন তীর ছুড়ে ভয়ঙ্কর,
অনায়াসে সহ্য তাহা করেন শঙ্কর।
তখন উভয়ে হয় ঘোরতর রণ,
পরস্পরে বাণ মারি বিঁধে দুইজন।
অনায়াসে সহে শিব অর্জ্জুনের তীর,
বিঁধেনা শরীরে তাঁ'র অক্ষত শরীর।
ক্ষণকালে অর্জ্জুনের শূন্য হয় তূণ
ভীত হয়ে ভাবে মনে তখন অর্জ্জুন,
'অক্ষয় আমার তূণ আজ শূন্য হয়
কে ইনি গ্রাসিল মোর অস্ত্র সমুদয়।'
তখন গাণ্ডীব দিয়া করিতে আঘাত
কাড়িয়া লইলা শিব তাহা অকস্মাৎ।
তবে খড়্গ লয়ে মাথে করিতে প্রহার,
অমনি ভাঙ্গিয়া খড়্গ হয় চুরমার।
শিলা বৃক্ষ মারে পরে তবু ধনঞ্জয়,
অনায়াসে শিব তাহা সহে সমুদয়।
মুষ্ট্যাঘাত করে তবে বক্ষস্থলে তাঁ'র,
শিব ও পার্থের বুকে করিলা প্রহার;

কিরাত ও অর্জ্জুন।

রুষিয়া অর্জ্জুন তীর ছুড়ে ভয়ঙ্কর,
অনায়াসে সহ্য তাহা করেন শঙ্কর। পৃষ্ঠা ৬২।

রাগে জড়াইয়া পার্থ শিবেরে ধরিল,
চাপিয়া পার্থেরে শিব অজ্ঞান করিল।
জ্ঞান পেয়ে মাটি দিয়া শিব গড়াইয়া,
ভক্তিভরে পূজা করে পার্থ মালা দিয়া।
দেখে পার্থ পূজা তা'র অবসান হ'লে,
শোভিছে পূজার মালা কিরাতের গলে।
তখন সহজে তা'র হয় জ্ঞানোদয়,
আপনি শঙ্কর ইঁান ব্যাধ কভু নয়।
পদতলে পড়ি পার্থ কহে, "প্রভু হায়,
না জানিয়া যুঝিয়াছি ক্ষমহ আমায়।"
কহেন শঙ্কর তা'রে, "ওহে ধনঞ্জয়,
সমরে তোমার আমি তুষ্ট অতিশয়;
তোমার সমান বীর নাহি কোথা আর,
লহ এ গাণ্ডীব আর এ তূণ তোমার;
অক্ষয় তোমার তূণ হবে পুনরায়,
শরীর নীরোগ হবে আমার কৃপায়।
চাহ আর বর তব ইচ্ছা অনুসারে,
তোমার অভীষ্ট বর দিবহে তোমারে।"
করযোড়ে কহে পার্থ, "ওহে দয়াময়,
পাশুপত অস্ত্র দাও হইয়া সদয়।"
তখন সে অস্ত্র তা'রে দিলা ভগবান,
ত্যাগ ও সংহার মন্ত্র করি শিক্ষাদান।
ভীষণ অস্ত্রের তেজে ভূমিকম্প আর
বজ্রপাত হেন নাদ হয় বারম্বার।
তারপর শিব দুর্গা হন অন্তর্ধান,
কুবের, বরুণ, যম আসে সেই স্থান।

দেবরাজ ইন্দ্র নিজে ইন্দ্রাণীরে নিয়া,
অমরগণের সনে মিলিল আসিয়া।
কুবের, বরুণ, যম, হরষিত মন,
নিজ নিজ অস্ত্র পার্থে দিলেন তখন।
এইরূপে যম-দণ্ড, বরুণের পাশ
পাইয়া পার্থের বাড়ে মনের উল্লাস।
দেবরাজ অর্জ্জুনেরে কহেন তখন,
"দেবলোকে দেবকার্য্যে তব প্রয়োজন,
মাতলি তোমারে নিতে আসিবে হেথায়,
স্বর্গে গেলে দিব্য অস্ত্র দিবহে তোমায়।"
দেবগণ তথা হ'তে করেন প্রস্থান,
মাতলি সারথি আসে নিয়া দেব-যান।
স্বর্গে গেলা ধনঞ্জয় মাতলি সহিত,
দেখিয়া অমরাবতী অতি হরষিত;
নাহি তথা জরা, শোক, নাহি মৃত্যু ভয়,
রাগ, দ্বেষ নাহি তথা, ক্লান্তি নাহি রয়;
দিবাকরে নাহি তাপ, দুঃখ দৈন্য নাই,
আছে কল্পতরু তাহে যাহা চাই পাই।
দেবলোকে পাঁচ বর্ষ পার্থ বাস করে,
শিখিলেন দিব্য অস্ত্র ইন্দ্রের গোচরে।
চিত্রসেন গন্ধর্ব্বের সনে সখ্য হয়,
গীত বাদ্য তাঁ'র কাছে শিখে সমুদয়।
স্বর্গে অপ্সরার সেরা উর্ব্বসী সুন্দরী,
নাহি পারে ভুলাইতে পার্থে যত্ন করি,
মনস্তাপে অভিশাপ এই দিলা তাঁ'য়,
নারীবেশে বাস তুমি করিবে ধরায়।

অভিশাপ শুনি তাঁরে ইন্দ্র পার্থে কয়,
"শাপে তব হবে বর জানিবে নিশ্চয়,
অজ্ঞাত বাসের সেই একবর্ষ কাল,
নারীবেশে কাটাইবে না রবে জঞ্জাল।"
নিবাত কবচ আদি বহু দৈত্যগণ
মায়াবলে দেবগণে করে উৎপীড়ন।
ইন্দ্রের আদেশে পার্থ বধে তাহাদেরে,
দেবেন্দ্র মুকুট দিয়া তোষিলা পার্থেরে।
স্বর্গের অতুল সুখ যদিও তথায়,
স্বজন-বিরহে পার্থ সুখ নাহি পায়।

কাম্যক কাননে পাণ্ডবেরা চারি ভাই,
পার্থেরপ বিরহে কারো মনে সুখ নাই।
বিলাপ মনের তাপে সকলেই করে,
দ্রৌপদীর দুঃখে আরো দুঃখিত অন্তরে।
বৃহদশ্ব মুনি তথা আসে একবার
শোক শান্তি হয় কিছু দরশনে তাঁর।
কহি তিনি দময়ন্তী-নল-উপাখ্যান,
ধর্ম্মরাজে উপদেশ করিলেন দান।
পাশাখেলা জানে ভাল সেই মুনিবর,
যুধিষ্ঠির শিখে খেলা তাঁহার গোচর।
বহু উপকার লাভ ইথে তাঁ'র হয়,
পাশাখেলা হ'তে তাঁ'র দূর হয় ভয়।
তারপর তথা আসে কত মুনিগণ,
জানে তাঁ'রা অর্জ্জুনের তপঃ বিবরণ।
শুনিয়া পার্থের যত কঠোর আচার,
সকলের মনোকষ্ট বাড়িল আবার।

দেবর্ষি নারদ নিজে আসি তারপরে,
তীর্থ যাত্রা করিবারে উপদেশ করে;
ধৌম্য পুরোহিত কহে তীর্থ বিবরণ,
স্বর্গ হ'তে আসে মুনি লোমশ তখন।
কহিলা লোমশ মুনি অর্জ্জুনের কথা,
সমাদরে ইন্দ্র তা'রে রেখেছেন তথা,
শিখিয়াছে দিব্য অস্ত্র দেবেন্দ্রের কাছে,
দেবকার্য্য সাধি হেথা আসিবেক পাছে।
আশঙ্কা হইল দূর শুনি কথা তাঁ'র,
হইল সবার মনে আশার সঞ্চার।
কহিলা লোমশ মুনি আরো ধর্ম্মরাজে,
"তীর্থ যাত্রা করিবারে পার্থ কহিয়াছে,
তীর্থ পর্য্যটন করি আর তপস্যায়
কাটাইলে কাল, হবে শুভ ফল তায়।"
লোমশ মুনির সনে তীর্থ পর্য্যটনে,
চলিল সকলে তাই আনন্দিত মনে।

নানাতীর্থে ভ্রমি গেলা নৈমিষ কানন,
প্রয়াগে আসিলা পরে পাণ্ডুর নন্দন।
স্নান করে শেষে গঙ্গা-সাগর-সঙ্গমে,
প্রতি তীর্থে নানা দানে তোষে দীনজনে।
মহেন্দ্র পর্ব্বতে বাস করে একদিন,
কত তীর্থ ভ্রমিলেন বলা সুকঠিন।
দুইবার পূর্ব্বে করি তীর্থ পর্য্যটন,
লোমশ জানেন যত তীর্থ বিবরণ,
তাঁ'র সাথে যেতে তাই সুবিধাই হয়,
কোন তীর্থ তাই আর বাকি নাহি রয়।

প্রভাসে যখন আসে তীর্থ যাত্রিগণ,
যাদবগণের সনে হইল মিলন।
পাণ্ডবগণের দুঃখে হইয়া দুঃখিত,
তাঁহারা তখনি সবে হয় উত্তেজিত,
কৌরবগণেরে রণে করিয়া সংহার,
যুধিষ্ঠিরে রাজ্য দিতে করে অঙ্গীকার।
কেহ কেহ তখনই যুদ্ধে যেতে চায়
নিবারণ করে কৃষ্ণ অতি কষ্টে হায়!
বলিলেন তিনি আরো বুঝায়ে তখন,
"ধর্ম্মরাজ নিজে আগে পালিবেন পণ,
প্রতিজ্ঞা পূরণ হ'লে রাজ্য আপনার
নিজ বলে করিবেন তিনি অধিকার।"

ক্রমে নানা শৈলরাজি করি অতিক্রম
কৈলাস পর্ব্বত পাশে দিলা দরশন,
দুর্গম পাহাড় তা'র উপরে আবার
যক্ষ, রক্ষঃ সদা ফিরে তা'র চারিধার।
ভীমের নাহিক ভয়, সকলেরে কয়,
"পিঠে তুলি নিয়া যা'ব প্রয়োজন হয়।"
উঠিল সকলে গন্ধমাদনে যখনে,
আরম্ভ হইল ঝড় ভীষণ গর্জ্জনে;
ধূলি উড়ি সব হয় অন্ধকার ময়,
কোন দিকে কিছু আর দৃষ্টি নাহি হয়,
গাছ ভাঙ্গি পড়ে ঝড়ে ঘোর শব্দ করি,
আতঙ্কে সকল প্রাণী উঠিল শিহরি।
দ্রৌপদীকে নিয়া ভীম ধরি এক গাছে,
কেহ বা গুহার মধ্যে পশি রহিয়াছে।
তারপর হয় বৃষ্টি মুষল ধারায়,
মেঘেতে চপলা তায় হাসে পুনরায়।
বৃষ্টি ধারা ক্ষান্ত হ'লে উঠে দিবাকর,
পুনরায় চলে যাত্রী পাহাড় উপর।
হেটে যেতে কৃষ্ণা হায় নাহি পারে আর,
সকলেই হ'ল দুঃখ দুঃখী দেখি তা'র।
তাই ভীম ঘটোৎকচে ডাকেন তখন,
আসে ঘটোৎকচ সঙ্গে নিয়া সঙ্গিগণ।
ভীম কহে, "বাছা এই জননী তোমার
চলিতে না পারে, তা'রে লহ এইবার।"
কান্ধে তুলি ঘটোৎকচ দ্রৌপদীরে নিলা,
সহচরগণ অন্য সকলে বহিলা।
অনায়াসে পার হ'য়ে দুর্গম পাহাড়,
দেখে তাই মনোরম কত স্থান আর,
আসিলেন সবে শেষে বদরিকাশ্রমে,
যে স্থানে বসতি করে ব্রহ্মবাদিগণে।
হেন পুণ্য তীর্থ দেখি হয় হরষিত,
ছয় রাত্রি রহে তথা হ'য়ে সমাহিত।
অর্জ্জুন এস্থান হ'তে স্বর্গে গেছে তাই,
তা'র অপেক্ষায় সবে রহে এই ঠাঁই।

একদা সহস্রদল একটি কমল,
সুগন্ধে যাহার আমোদিত সর্ব্বস্থল,
বাতাসে উড়ায়ে আনে দ্রৌপদীর ঠাঁই,—
এমন অপূর্ব্ব ফুল কেহ দেখে নাই।
ভীমে অনুনয় করি কহিল দ্রৌপদী,
"কি সুন্দর ফুল, মোরে ভালবাস যদি,

আনিয়া প্রচুর ফুল দাও বীর, মোরে,
কাম্যক কাননে নিয়া যাব সঙ্গে করে।"
বাতাসে যে দিক হ'তে আনিয়াছে ফুল,
ঈশাণ সে কোণ তাহে নাহি করি ভুল,
উৎসাহে সে দিকে ভীম চলিলা তখন,
ফুল আনি তুষিবারে দ্রৌপদীর মন।
বহুদূর যেয়ে এক সরোবর পায়,
স্নান সেরে ফুলতরে চলে পুনরায়।
অদূরে শোভিছে এক কদলীর বন,
তথা বাস করে হনু, পবন-নন্দন।
ক্ষুদ্র এক পথ আছে সে কদলী বনে,
স্বর্গ-পথ তাহা নাহি জানে সাধারণে।
পাছে ভীম যেয়ে তথা পায় অপমান,
আগুলিয়া পথ তাই রহে হনুমান।
ভীম আসি দেখে এক প্রকাণ্ড বানর
রহিয়াছে পড়ি তা'র পথের উপর।
সিংহনাদ করে ভীম তাড়াইতে তা'য়,
বানর শুনিয়া শুধু মিটি মিটি চায়,
কহিল, "অসুখ মোর করিয়াছে তাই,
থামাও তোমার রব একটু ঘুমাই।
এ পথে যাইতে আমি করি নিবারণ,
জীবনের মায়া থাকে ফির এইক্ষণ।"
ভীম কহে, "আমি পাণ্ডু রাজার কুমার,
পবন দেবের বরে জনম আমার ;
ভীমসেন নাম মম, তব পরিচয়
জানিতে বাসনা করি, কহিও নিশ্চয়।"
হাসিয়া বানর কয়, "আমি তো বানর।"
কহে ভীম, "পথ ছাড়ি শীঘ্র দূরে সর।"
বানর কহিল, "মোর অসুস্থ শরীর,
উঠিতে শকতি নাই দেখিতেছ বীর,
ডিঙ্গায়ে চলিয়া যাও তাহে ক্ষতি নাই।"
ভীম কহে, "ভগবান আছে সর্ব্ব ঠাঁই,
সকল প্রাণীর দেহে তাঁ'র অবস্থান,
ডিঙ্গাইলে তোমা হ'বে তাঁ'র অপমান ;
হেন কাজ তাই আমি করিতে না পারি।"
কহিল বানর, "আমি উঠিবারে নারি,
হইয়াছি বুড়া বড়, লেজটা সরাও,
এক ধার দিয়া তা'র শেষে চলি যাও।"
ভীম ভাবিলেন, 'এই বানর দুর্ব্বল,
ইহাকে সহজে দিব এর প্রতিফল।'
তুচ্ছ করি তাই লেজ ধরি বাম হাতে
তুলিতে যতন করি, বিফল তাহাতে ;
দুই হাতে পুনরায় করিয়া যতন,
বিফল হইল তাহে একি বিড়ম্বন!
তারপর লেজ ধরি টানে প্রাণপণে,
শরীরে বহিল ঘাম গুরুতর শ্রমে ;
কপালে উঠিল চোখ হ'য়ে গেল লাল,
বিবর্ণ হইল মুখ, কুঞ্চিত কপাল,
তবু তাঁ'র লেজ ধরি নাড়িতে না পারে,
লজ্জিত হইয়া ভীম প্রণমিল তাঁ'রে,
করযোড়ে কহে আরো করিয়া বিনয়,
"অপরাধ ক্ষম মোর ওহে মহাশয়,

কে আপনি পরিচয় দাও আপনার।"
কহিল বানর, "আমি পবন-কুমার,
শ্রীরামের দাস, মম নাম হনুমান,
সাগর ডিঙ্গায়ে করি সীতার সন্ধান ;—
চুরি করি নিলে তাঁ'রে লঙ্কার রাবণ,
সবংশে শ্রীরাম তা'রে করেন নিধন।
তুষ্ট হ'য়ে দেন রাম চিরজীবী বর,
তাই বাস করি এই বনের ভিতর।
এই পথে মানুষের নাহি অধিকার,
তাই পথ রোধ আমি করিনু তোমার।"
বড় ভাই হন হনু, ভীম ছোট ভাই,
দু'জনেই পরস্পরে দেখি তুষ্ট তাই।
পদধুলি মাথে তুলি দিলা ভীম তাঁ'র,
কহিলা, "দেখাও দাদা, আমারে আবার
আপনার নিরুপম রূপ ভয়ঙ্কর,
যেরূপে লঙ্ঘন দাদা করিলে সাগর।"
কহে হনুমান, "পা'বে সেই-রূপে ভয়,
তাই দেখাইতে, তাহা ইচ্ছা নাহি হয়।"
তবু ভীমসেন যদি অনুনয় করে
আপনার নিজরূপ হনুমান ধরে ;
ভয়ঙ্কর সে আকার বলা নাহি যায়,
নহে শুধু সেই বন, পাহাড় ছাড়ায়,
আকাশ ভেদিয়া উঠে মস্তক তাহার,
লেজ বাড়াইয়া ঢাকে চারিধার আর,
সোণার পাহাড় হেন উজ্জ্বল বরণ,
যেন দিবাকর পুনঃ উদিল গগন ;
নয়ন ঝলসি যায় হেন তেজ তায়,
ভয়ে চক্ষু মুদি ভীম কহিলেন তায়,
"বিশাল আকার দাদা, কর সম্বরণ,
চক্ষুতে না ধরে আর করিতে দর্শন।"
ক্ষুদ্র করি তাই হনু বিশাল আকার,
কোলাকুলি দিলা ভীমে আনন্দে অপার,
কহিলেন,"ঘরে যাও, হ'লে প্রয়োজন
আমারে ভাইটি মোর করিও স্মরণ।
করিবে যখন তুমি সিংহনাদ রণে,
ঘোর নাদে বাড়াইব সে নাদ তখনে।
অর্জ্জুনের ধ্বজ মাঝে থাকি পুনরায়,
করিব চীৎকার যাহে শত্রু ভয় পায় ;
অনায়াসে হ'বে তায় শত্রুর নিধন
এই উপকার তব করিব সাধন।"
এই বলি বলি দিলা ফুলের সন্ধান,
কুবেরের সরোবরে তা'র অবস্থান।
পথ দেখাইয়া দিয়া ভীমে অতঃপর,
তথা হ'তে অন্তর্ধান হয় কপিবর।

কৈলাস পাহাড় উপরে তাহার
কুবেরের সরোবর,
সেই সরোবরে শোভে থরে থরে
এই ফুল মনোহর ;
শোভিছে কমল স্বর্ণময় দল,
মৃণালে বৈদুর্য্য মণি,
সুগন্ধে তাহার মাতায় সংসার
অনুপম মনে গণি।

তীরে শোভে তার তরু রাজি আর
মনোহর-লতা কত,
নিরমল জলে ছায়া কুতুহলে
খেলিতেছে অবিরত।
জলচর কত পাখী শত শত
করে রব সুমধুর,
বিচিত্র বরণ দেখিয়া নয়ন
মহানন্দে ভরপূর।
অমৃতের ধার সুস্বাদু তাহার
জল অতি সুশীতল,
সুন্দর সোপান শোভে সেই স্থান,
বায়ু বহে অবিরল।
হেন সরোবরে দেবতা বিহরে
পুণ্যবান রাজা আর,
পাহাড়ায় তার হাজার হাজার
আছে রক্ষঃ অনিবার।

সেই পথে গিয়া ভীম সরোবর পায়,
জলপান করি তা'র ফুল নিতে চায়।
তখন প্রহরীগণ কহিল তাহারে,
"জিজ্ঞাসা করিয়া আস কুবের রাজারে;
নতুবা ঘটিবে ঘোর বিপদ এখন।"
ভীম কহে, "জিজ্ঞাসার কিবা প্রয়োজন!
ক্ষত্রিয় আমরা, পাণ্ডু রাজার কুমার,
কোন কাজে অনুমতি না চাহি কাহার।
শোভে এই সরোবর পাহাড় উপরে,
কমল হেথায় ফুটি আছে থরে থরে,
সকলের এই ফুলে সম অধিকার,
কুবেরের দরবারে কেন যাব আর!"
এই বলি জলে ভীম নামিলে তখন,
আইল ধাইয়া রেগে দ্বারবানগণ,
তোমর, পট্টিশ অস্ত্র হাতে তুলি লয়,
"মার, মার, কাট, কাট," এই সুধু কয়।
ভীমসেন নিয়া তবে গদা আপনার
শত শত রাক্ষসেরে করিলা প্রহার;
বিষম আঘাতে তা'রা গড়াগড়ি যায়,
ঊর্দ্ধশ্বাসে পলাইয়া কুবেরে জানায়,
শুনিয়া কুবের সব কহেন তখন,
"ভীম আসিয়াছে ফুল করিতে চয়ন,
দ্রৌপদীর জন্য এই ফুল নিতে চায়,
ইচ্ছামত ফুল দাও বাধা নাহি তায়।"
প্রহরী ফিরিয়া আসি দেখে সরোবরে
মহানন্দে ভীমসেন সন্তরণ করে।

ভীমের বিলম্ব হেরি আকুল চিন্তায়,
পাণ্ডবেরা সবে মিলি আসিল তথায়।
ঘটোৎকচ আর তা'র সহচরগণ
পাণ্ডবগণেরে তথা করিল বহন।
কুবের পাইয়া সবে করে সমাদর,
কিছু দিন রহে তাঁ'রা তাঁহার গোচর।
বদরিকাশ্রমে ফিরি আসে পুনরায়,
কাটে কিছুকাল তথা পার্থের আশায়।
ঘটোৎকচ আপনার নিয়া সঙ্গিগণ,
বিদায় লইয়া গেল আপন ভবন।

জটাসুর নামে এক ভীষণ রাক্ষস
ব্রাহ্মণের বেশে আসে করিয়া সাহস।
পাণ্ডবেরা সমাদর তাই তাঁরে করে,
কিছুদিন রহে তথা পরম আদরে।
একদিন ভীমসেন গেলে মৃগয়ায়,
কৃষ্ণা ও পাণ্ডবগণে নিয়া দুষ্ট ধায়,
ভীম আসি প্রাণ নাশ করিল তাহার,
সে বিপদে এইরূপে সবে পায় পার।
পর্ব্বত গন্ধমাদনে চলে পুনরায়,
পথে কত তপস্বীর স্থান তাঁরা পায়।
বৃষপর্ব্বা রাজঋষি বসে হিমাচলে,
তাঁহার আশ্রমে তাঁরা রহে কুতুহলে।
সাতদিন পরে তাঁর নিয়া অনুমতি
চলিলা সকলে গন্ধমাদনের প্রতি।
মাল্যবান গিরি পার হ'য়ে তারপর,
পশিলা গন্ধমাদনে প্রফুল্ল অন্তর।
রাজঋষি আর্ষ্টিসেন বসেন তথায়,
যত্নে তাঁর কিছু কাল তথায় কাটায়।
এই ভাবে পঞ্চবর্ষ যখন কাটিল,
ইন্দ্ররথে চড়ি পার্থ তথায় আসিল।
পার্থে পেয়ে সকলের আনন্দ অপার,
বিবরিয়া কহে পার্থ নিজ সমাচার।
'কিরূপে শিবের কৃপা লাভ সেই করে,
কিরূপে প্রবেশ করে অমর নগরে।
নিবাত কবচ দৈত্যে কি ভাবে বধিল
কিরূপে ইন্দ্রের কাছে কবচ লভিল,
অস্ত্রশস্ত্র সকলেরে দেখায় তখন,
দিয়াছে তাহারে যাহা লোকপালগণ।'
অর্জ্জুনে পাইয়া সবে সুখী অতিশয়,
অনায়াসে আরো চারি বর্ষ গত হয়।
এইরূপে বনে কাটে দশটি বৎসর
নানাস্থান দেখি সুখী সবে নিরন্তর।
তারপর ফিরি যেতে কাম্যক কাননে,
কৈলাস ছাড়িয়া আসে বদরিকাশ্রমে,
তথা হ'তে কিরাতের রাজ্য তাঁরা পায়,
সুবাহু কিরাত রাজা রাজ্য করে তায়।
যামুন নামক আছে তথায় পাহাড়,
তাহাতে আনন্দে ভীম করেন শিকার।
একদিন তা'র এক গুহার ভিতরে
ধরিল ভীমেরে এক ভীম অজগরে।
প্রাণপণে যত্ন করি হ'ল নিরুপায়,
কিছুতেই ভীম হায় মুক্তি নাহি পায়!
তখন তাহারে ভীম দিলা পরিচয়,
জিজ্ঞাসিলা কিসে তা'র বল লুপ্ত হয়।
অজগর কহে কথা মনুষ্য-ভাষায়,
"নহুষ রাজর্ষি আমি ছিলাম ধরায়;
চন্দ্রবংশে জন্ম মম শুন বিবরণ,
তাঁরই বৃদ্ধ প্রপৌত্র, আয়ুর নন্দন,
করিলাম সেই জন্মে তপস্যা বিস্তর
যজ্ঞদান ধর্ম্মকর্ম্ম করি নিরন্তর;
শেষে অহঙ্কারে করি দ্বিজে অপমান,
হাজার হাজার মুনি বহে মোর যান;

তার মাঝে অগস্ত্যোরে করি পদাঘাত
তাতে মুনি শাপ মোরে দেন তৎক্ষণাৎ।
সাপ হ'য়ে তাই বাস করি এ গুহায়,
উদর পালিতে খাই যে আসে হেথায়,
তুমি মোর বংশধর তথাপি তোমারে
খাইব, ক্ষুধায় হায় তৃপ্ত করিবারে।
ব্রাহ্মণের বরে তব শক্তি লুপ্ত হয়,
এই আমি কহিলাম তোমারে নিশ্চয়।"
ভাগ্যক্রমে যুধিষ্ঠির খুঁজিতে খুঁজিতে
তথা এসে পায় হায় ভীমেরে দেখিতে।
ভীমের এ দশা দেখি কহে যুধিষ্ঠির,
"কিরূপে এরূপ দশা তব ভীমবীর।"
ভীম কহিলেন তাঁ'রে সব বিবরণ,
যুধিষ্ঠির কহে সর্পে বিনয় বচন।
কিছুতেই ভীমে সাপ মুক্ত নাহি করে,
কহিলেন ধর্ম্মরাজে সাপ তারপরে,
"আমার প্রশ্নের যদি হয় সদুত্তর,
ভীমে তবে ছাড়ি দিব ওহে নরবর,
তাহে শাপ দূর হ'বে মুনির কৃপায়।"
এই বলি নানাবিধ প্রশ্ন করে তাঁ'য়।
সদুত্তরে যুধিষ্ঠির তুষিলেন তাঁ'রে,
শাপে মুক্ত হ'য়ে সর্প ভীমসেনে ছাড়ে।
যে সকল প্রশ্ন করে নহুষ নৃপতি,
উত্তর যাহার দিলা ধর্ম্মনরপতি,
ধর্ম্মের এমন কথা কোথা নাই আর,
সত্য, দম, তপ, দান সকলের সার;—
ধর্ম্ম ও অহিংসা তুল্য কোন বস্তু নাই,
জাতি কুলে কি করিবে, এই গুণ চাই।
এইরূপে ধর্ম্মতত্ত্ব করিয়া প্রকাশ,
গেলেন নহুষ শাপ অন্তে স্বর্গবাস।
ক্রমে সবে আসিলেন কাম্যক কাননে,
কৃষ্ণ আসি দেখা দিলা সত্যভামা সনে,
মহাতপা মার্কণ্ডেয় আসেন তথায়,
হেন বৃদ্ধ আর কেহ নাহি এ ধরায়;
হাজার হাজার বর্ষ বয়ক্রম তাঁ'র
দেখিতে তথাপি তাঁ,র যুবার আকার।
সকলের অনুনয়ে সেই মুনিবর
বহুদিন ধর্ম্মকথা কহিলা বিস্তর।
সেই সব উপাখ্যান অতি সুবিস্তার,
যে জন জানিবে, জ্ঞান বেড়ে যা'বে তা'র।
অবশেষে সত্যভামা জিজ্ঞাসে কৃষ্ণায়,
"কি মন্ত্রে এ পতিগণে তোষ তুমি হায়!"
কৃষ্ণা কহে, "মন্ত্রতন্ত্র কিছু নাহি লাগে,
নিজের কর্ত্তব্য যাহা করি তাহা আগে;—
সকলেরে করি সদা প্রিয় সম্ভাষণ,
ভ্রমেও কখন নাহি বলি কুবচন।
আয় ব্যয় দেখি সদা, দাসদাসীগণে
মিষ্ট ব্যবহারে সদা তোষি সযতনে;
গুরুজনে করি ভক্তি, স্নেহ সবে আর
এইরূপে ভালবাসা পেয়েছি সবার।"
সত্যভামা হ'য়ে সুখী কহিল কৃষ্ণায়,
"রমণী তোমার মত দুর্ল্লভ ধরায়,

সত্বর তোমার এই ধর্ম্মপরায়ণ
স্বামীগণ পা'বে রাজ্য, বধি শত্রুগণ।
প্রিয় পুত্রগণ তব দ্বারকা-ভবনে
অভিমন্যু সনে আছে পরম যতনে।
সত্বর তোমার সখি, দুঃখ হ'বে দূর,
মিলিবে সবার সনে যেয়ে নিজপুর।"
পাণ্ডবের কাছে কৃষ্ণ লইয়া বিদায়,
সত্যভামা সনে ফিরি গেলা দ্বারকায়।
দ্বৈতবনে পাণ্ডবেরা যেয়ে তারপর,
সরোবর পেয়ে তথা অতি মনোহর,
কুটীর রচিয়া তা'র তীরে বাস করে,
সদালাপে মুনি ঋষি সনে কাল হরে।
রাজা ধৃতরাষ্ট্র পায় এই সমাচার,
অশান্তি হইল বড় অন্তরে তাঁহার।
আক্ষেপ করিলা রাজা পাণ্ডবের তরে,
নিজের অন্যায় বুঝি ব্যথিত অন্তরে।
শকুনি হইল তাহে ব্যস্ত অতিশয়,
রাজা দুর্য্যোধন কাছে গিয়া তাই কয়,
"রাজা হ'য়ে আছ তুমি দেবেন্দ্রের প্রায়,
কত দুঃখে পাণ্ডবেরা সময় কাটায়।
না দেখিলে উহাদের দশা এ সময়
আমাদের মনে শান্তি কিছুতে না হয়।"
শকুনির একথায় কর্ণ দিলা সায়,
দুর্য্যোধন উৎসাহিত হইলেন তায়;
মত নাহি দিবে ইথে অন্ধ নরপতি,
উপায় তাহার খুঁজে যত দুষ্টমতি।
দ্বৈতবন মাঝে আছে গোধন রাজার,
প্রজা আছে গোপগণ নিয়া ভার তা'র,
গরু দেখা কাজ আর মৃগয়ার ছলে,
দ্বৈতবনে যেতে হ'বে ধৃতরাষ্ট্রে বলে।
ধৃতরাষ্ট্র নাহি হন সম্মত ইহায়,
'পাণ্ডবের সনে পাছে গোল বেঁধে যায়।'
শেষে দুষ্টগণ তাঁ'রে বুঝাইয়া বলে,
"কার্য্যশেষ করি মোরা আসিবই চলে,
পাণ্ডবের সনে নাহি হ'বে দরশন,
অনুমতি দেন তাই যাই দ্বৈতবন।"
অবশেষে ধৃতরাষ্ট্র দিলা অনুমতি,
সাজিল কৌরবগণ উল্লাসিত মতি;
পুরনারীগণ সঙ্গে নিয়া সৈন্যগণ
কৌরবেরা চলে সবে তবে দ্বৈতবন।
এত সৈন্য নিয়া তাঁ'রা ধূমধামে চলে,
মেদিনী কম্পিত হয় ঘোর কোলাহলে।
দ্বৈতবনে গিয়া সব দেখিলা গোধন,
মৃগয়া করিয়া খুসী হন দুর্য্যোধন।
তারপর ক্রমে পেয়ে সেই সরোবর
তীরে তার নিরমিতে চাহে খেলা-ঘর।
আদেশ করিলা যদি রাজা দুর্য্যোধন,
অমনি ধাইল তাঁ'র যত ভৃত্যগণ।
চিত্রসেন গন্ধর্ব্বের রাজা সেই সরে
পরিজন সহ আসি জলখেলা করে।
ঘেরিয়া রেখেছে তাই চারিধার তা'র
দ্বারবান রক্ষা তাহা করে অনিবার।

দ্বারবান নিষেধিলা সেই ভৃত্যগণে,
যেয়ে তা'রা জানাইল রাজা দুর্য্যোধনে।
তাড়াইতে গন্ধর্ব্বেরে কহে দুর্য্যোধন,
দুই পক্ষে হয় তায় বিবাদ তখন।
তারপর যুদ্ধ হয় অতি ভয়ঙ্কর,
প্রথমে গন্ধর্ব্বগণ হইল কাতর।
চিত্রসেন নিজে শেষে নিয়া সৈন্যগণ,
আরম্ভিল ক্রোধভরে ঘোরতর রণ।
গন্ধর্ব্বগণের মায়া না পারি সহিতে,
পালায় কৌরবগণ হায় চারিভিতে!
পলাইল শেষে কর্ণ নিয়া নিজ প্রাণ,
তবু যুদ্ধে দুর্য্যোধন নাহি ভয় পান।
শেষে চিত্রসেন তা'র রথ কাটি ফেলে,
বাঁধিয়া লইল দুর্য্যোধনে অবহেলে।
বাঁধি তা'র পরিজনে আর ভ্রাতাগণে,
চলিল গন্ধর্ব্বগণ নিজ নিকেতনে।
তখন কৌরব দলে যত লোকজন
পাণ্ডবের কাছে যেয়ে লইল শরণ;
কাঁদিয়া তাহারা সব বিবরণ কয়,
শুনি ভীমসেন হয় খুসী অতিশয়।
কহে ভীম, "গন্ধর্ব্বেরা করিয়াছে বেশ!
আমাদের কার্য্য তাঁ'রা করিয়াছে শেষ।
কত কষ্টে করিতাম বৈর নির্য্যাতন,
ইঁহারা সহজে তাহা করিল সাধন।
পাইয়াছে দুষ্টগণ প্রতিফল তার,
আজ সুপ্রভাত নাহি সন্দেহ তাহার।"
যুধিষ্ঠির কহে শুনি ভীমের এ বাণী,
"তোমার কথায় দুঃখী হইলাম আমি,
কুলের কলঙ্ক ইহাদের অপমানে,
ক্ষত্রিয় বিমুখ কবে আশ্রয় প্রদানে?
বিশেষ শরণাগত হইয়াছে যবে,
উহাদের রক্ষা আজ করিতেই হ'বে।
যজ্ঞে রত আমি, তাই তোমরা এখন
শীঘ্র যেয়ে সকলেরে কর বিমোচন।"
চারি ভাই তাই ধেয়ে চলিল সত্বর,
ভেটিল গন্ধর্ব্বগণে কানন ভিতর।
মিস্টকথা কহি পার্থ করিলা যতন,
কিছুতেই গন্ধর্ব্বেরা তুস্ট নাহি হন।
শেষে তাই যুদ্ধ হয় অতি ঘোরতর,
গন্ধর্ব্ব তাঁহার রণে হইল ফাঁপর;
তখন গন্ধর্ব্বরাজ চিত্রসেন আসি
আরম্ভিল মহারণ মায়া পরকাশি।
মন্ত্রপূত করি পার্থ দিব্য অস্ত্র ছাড়ে,
ব্যথা পেয়ে চিত্রসেন কহিলেন তাঁ'রে,
"আমি চিত্রসেন প্রিয় সুহৃদ তোমার,"
শুনি পার্থ দিব্য অস্ত্র করিলা সংহার।
দুইজন সম্ভাষণ করে অতঃপর,
জিজ্ঞাসা কুশল প্রশ্ন করে পরস্পর।
কহে পার্থ চিত্রসেনে, "মিত্র, কি কারণে
হেন নির্য্যাতন কর কৌরবে এখনে?"
কহিলা গন্ধর্ব্বরাজ, "দেবরাজ হায়,
আদেশিলা এই কাজ করিতে আমায়;

দুরন্ত কৌরবগণ এসেছে এবন,
তোমাদের অপমান করিতে মনন।
তাই বেঁধে নিয়ে যাই ইন্দ্রের আদেশে,
তোমরা ভেটিলে কেন আসি অবশেষে ?”
কহে পার্থ, “দুর্য্যোধন জ্যেষ্ঠতাত ভাই,
তা'রে ছাড়াইতে হেথা আসিয়াছি তাই ;
আদেশিলা ধর্ম্মরাজ করিতে এ কাজ
ছাড়িয়া কৌরবে বন্ধু সুখী কর আজ।”
কহিলেন চিত্রসেন, “এই দুষ্টগণ
নানারূপে তোমাদের করেছে পীড়ন ;
ছাড়িতে এদেরে তাই অমত আমার,
চল ধর্ম্মরাজ ঠাঁই, জানি মত তাঁ'র।”
যুধিষ্ঠির সমুদয় শুনি বিবরণ,
মুক্তি দিলা দুর্য্যোধনে সহ পৌরজন।
কহিলেন তিনি সুধু রাজা দুর্য্যোধনে,
“করিওনা হেন কাজ যাও স্বভবনে।”
অপমানে দুর্য্যোধন মরার মতন
হইলা লজ্জায় অধোবদন তখন,
মৃত্যু তবু শ্রেয়স্কর মনে হয় তাঁ'র,
উপবাস করি তাই চাহে মরিবার ;
দুঃশাসনে কহে, “তুমি রাজা হও ভাই,
যাইতে আমার আর রাজ্যে সাধ নাই।”
দুঃশাসন পায়ে পড়ি লাগিল কাঁদিতে,
কর্ণ ও শকুনি করে যত্ন বুঝাইতে।
দুই দিন উপবাসে রহে দুর্য্যোধন,
দুষ্টবুদ্ধি তাঁ'র মনে জাগিল তখন ,
আবার ভাবিল হ'বে পাণ্ডব দলিত,
তবে আর শোক করা নহে সমুচিত।
বুঝায় শকুনি আর কর্ণ বেশ করে,
'পাণ্ডবেরা এবে তব রাজ্যে বাস করে,
প্রজার মতন তা'রা করেছে এ কাজ,
কিবা অপমান তায়, কিবা তায় লাজ ?'
এইরূপে সহি এই ঘোর বিড়ম্বন
লজ্জা ত্যজে নিজ রাজ্যে গেলা দুর্য্যোধন।
পাণ্ডবগণের সহ সন্ধি করিবারে,
ভীষ্ম কহিলেন তা'রে বিবিধ প্রকারে ;
তাঁ'র বাক্যে দুর্য্যোধন করে অনাদর,
মন্ত্রিগণ সহ করে মন্ত্রণা বিস্তর।
তবে কর্ণ তুষিবারে রাজা দুর্য্যোধনে,
দিগ্বিজয়ে চলিলেন নিয়া সৈন্যগণে।
চারিদিকে রাজগণে করি পরাজয়
অল্প দিনে ফিরে নিয়া ধন রত্ন চয়।
দুর্য্যোধন লভিলেন আনন্দ অপার,
রাজসূয় করিবার ইচ্ছা হ'ল তাঁ'র।
মুনি কহে, “বিনা যুধিষ্ঠির নরপতি,
রাজসূয়ে আর কারো নাহিক শকতি।
বর্ত্তমান তাহে আরো পিতা আপনার,
রাজসূয়ে আপনার নাহি অধিকার।
পবিত্র বৈষ্ণব-যজ্ঞ রাজসূয় প্রায়,
তাহা অনুষ্ঠানে যদি হয় অভিপ্রায়,
জয়লব্ধ সোণা দিয়া গড়ায়ে লাঙ্গল,
উদ্যোগ করুন, চাষ করি যজ্ঞস্থল।”

করিতে বৈষ্ণব-যজ্ঞ করিয়া মনন,
অবিলম্বে করিলেন তার আয়োজন।
নিমন্ত্রণ পেয়ে আসে মুনি ঋষি কত,
নানাদেশ হ'তে রাজা হয় সমাগত।
পাণ্ডবেরে নিমন্ত্রণ করে গর্ব্বভরে,
না আসিতে পারে তাঁ'রা পণ ভঙ্গ করে।
বিধিমতে এই যজ্ঞ করে সম্পাদন,
বিদুর যোগায় সবে অশন বসন।
যজ্ঞ শেষে দুর্য্যোধন গেলে হস্তিনায়,
নানাজনে নানারূপে প্রশংসিছে তাঁয়।
কেহ কহে 'হেন যজ্ঞ হয় নাই আর,'
কেহ কহে 'রাজসূয় কাছে ইহা ছার।'
কহে কর্ণ, "বধ করি পাণ্ডু-পুত্রগণে,
রাজসূয় যজ্ঞ তুমি করিবে যখনে,
তখনি হইবে মনে আনন্দ আমার,
করিব তখন আমি প্রকৃত সৎকার;
অর্জ্জুনে বধিতে এই করিনু নিয়ম,
প্রার্থীর প্রার্থনা আমি করিব পূরণ।"
চরমুখে পাণ্ডবেরা শুনি এ সংবাদ,
মনে মনে গণিলেন বিষম প্রমাদ।
দ্বৈতবনে সুদুর্ল্লভ হইলে শিকার,
কাম্যক কাননে তাঁ'রা গেলা পুনর্ব্বার।
পাণ্ডবের মনোকষ্ট বুঝিয়া তখন,
ব্যাস ঋষি আসি কহে সান্ত্বনা বচন।
নানাবিধ বন্য মৃগ করিয়া শিকার,
সূর্য্যের প্রদত্ত থালি সঙ্গে আছে আর,
অতিথি ব্রাহ্মণগণে করায়ে ভোজন,
পাণ্ডবেরা বনে করে সময় যাপন।
এইরূপে পাণ্ডবেরা সুখে আছে বনে,
দুষ্টমতি দুর্য্যোধন সহিবে-কেমনে?
দিবা নিশি কাটে তাঁ'র অনিষ্ট চিন্তায়,
হেন কালে দুর্ব্বাসার দরশন পায়।
তপস্যার তেজ তাঁ'র অতি ভয়ঙ্কর,
কোপন স্বভাব তাঁ'র তাহার উপর।
হেন তপস্বীরে পেয়ে হরষিত মনে
সেবা তাঁ'র দুর্য্যোধন করে প্রাণপণে।
স্বেচ্ছাচারী ঋষি এই করেন আদেশ,
'আহারের আয়োজন করিবে বিশেষ।'
আয়োজন হ'লে কহে, 'খাইব না আজি;'
নিশীথে জাগিয়া কহে,'কোথা খাদ্যরাজি।'
এইরূপে ঋষি করে যত অত্যাচার,
সকলি সহিল ধৃতরাষ্ট্রের কুমার।
খুসী হ'য়ে ঋষি শেষে দুর্য্যোধনে কয়,
"বর চাহ যেই বর মনে তব লয়।"
কহিলেন দুর্য্যোধন, "ওহে তপোধন,
আপনার কাছে মোর এই নিবেদন,
এখানে করিলে যথা আতিথ্য স্বীকার
হাজার দশেক শিষ্য নিয়া আপনার;
তেমতি যাবেন সবে ধর্ম্মরাজ-ঠাঁই,
কৃষ্ণার আহার শেষে এই আমি চাই।"
"তথাস্তু" বলিয়া ঋষি করিলে গমন,
দুষ্টগণ হ'ল সবে আনন্দে মগন,

ভাবিল, 'দুর্ব্বাসা গেলে এমন সময়,
আহার যোগান হ'বে অসাধ্য নিশ্চয়,
শাপ দিয়া ঋষি ভস্ম করিবে পাণ্ডবে,
শত্রু নাশ অনায়াসে ইহাতেই হ'বে।'
দুর্ব্বাসা লইয়া সাথে যত শিষ্যগণ
আশ্রমে সত্যই আসি দিলা দরশন ;
আহার হ'য়েছে শেষ তখন কৃষ্ণার,
সূর্য্যের থালিতে কিছু অন্ন নাহি আর ॥
যুধিষ্ঠির সমাদর করে মুনিবরে,
স্নানাহ্নিক সারি বলে আহারের তরে ।
স্নান করিবারে মুনি সহ শিষ্যগণ,
চলিলেন ভাবি মনে, 'কি হ'বে ঘটন !'
শিষ্যগণ সহ ঋষি গঙ্গায় নামিল,
চিন্তায় কৃষ্ণার মন আকুল হইল,
'কিরূপে করিব এই অতিথি সৎকার,
ভাবিয়া না দেখি আর উপায় ইহার।'
অমনি শ্রীকৃষ্ণে স্মরি এক প্রাণমনে
স্তব করে ভক্তিভরে নিজে মনে মনে,
'অগতির গতি প্রভু, ওহে জগন্নাথ,
এ বিপদে তার, পদে করি প্রণিপাত।'
অন্তর্য্যামী কৃষ্ণ জানি বিপদ কৃষ্ণার
রুক্মিণীরে ছাড়ি আসে নিকটে তাহার।
ভকত বৎসল কৃষ্ণ কহিলা তখন,
"ক্ষুধায় কাতর মোরে করাও ভোজন।"
লজ্জায় কৃষ্ণার মুখে কথা নাহি সরে,
কি খাইতে দিবে কিছু নাই তা'র ঘরে।
বারে বারে জেদ যদি কৃষ্ণ করে তায়,
আনিয়া অন্নের থালি তাঁহারে দেখায় ॥
এক পাশে আছে তার ভাত কণা শাক,
দেখিয়া দ্রৌপদী নিজে হইলা অবাক !
সেই কণা ভাত শাক কৃষ্ণ তুলি নিলা,
"বিশ্বাত্মা হউন তুষ্ট" বলি মুখে দিলা ;
তারপর কহে ভীমে, "ডাক ঋষিগণে,"
স্নানে ঋষিগণ ভাবে, 'কি হ'ল এখনে !
পেট ভরা বোধ হয়, ক্ষুধা মাত্র নাই,
হেন পরিতৃপ্তি আর কোথাও না পাই !
একি দায় অনুপায়ে ঠেকিলাম আজ,
আয়োজন করি বসি আছে ধর্ম্মরাজ ।
এখন তাঁহারে যেয়ে কি বলিব বল !'
দুর্ব্বাসা কহিল তবে, "ফিরে সবে চল।"
প্রস্থান করিল মুনি নিয়া শিষ্যগণ,
এইরূপে সে বিপদ কাটিল তখন ॥
দুর্য্যোধনের ভগিনী দুঃশলার পতি,
সিন্ধুদেশ পতি, জয়দ্রথ নরপতি
আশ্রমের পাশ দিয়া এক দিন যায়,
পাণ্ডবেরা সে সময় গেছে মৃগয়ায় ।
সৈন্যগণ আর মিত্র রাজগণ সঙ্গে
চলিছেন জয়দ্রথ অতি মনোরঙ্গে ।
দ্রৌপদীর রূপে আলো করিয়াছে বন,
দেখিয়া হইল তা'র মন উচাটন ।
আশ্রমে আছেন শুধু ধৌম্য পুরোহিত,
আর কেহ নাহি দেখি অতি হরষিত ;

ভাবিল পাণ্ডবগণ না আসিতে ফিরে,
নিয়া যাব কোনরূপে দূরে দ্রৌপদীরে।
লোক দিয়া দ্রৌপদীর জানি পরিচয়,
কাছে তা'র গিয়া তা'রে মিষ্ট কথা কয়,
"কুশলে তো আছ সবে নিয়া বন্ধুগণ ;"
এইরূপ নানা কথা করে আলাপন।
দ্রৌপদী আদর করে আত্মীয় ভাবিয়া,
আসন ও পাদ্য দিল যতন করিয়া,
'অচিরে ফিরিবে প্রিয় পাণ্ডু-পুত্রগণ
অপেক্ষা করুন তাঁহাদের আগমন।'
প্রথমে মিনতি করি জয়দ্রথ কয়,
'বনবাসে তোমাদের কষ্ট অতিশয় ;
আমার সহিত চল রবে তথা সুখে ;'
এইরূপ কত কথা আসে তা'র মুখে।
মিনতির পরে শেষে করে প্রলোভন,
ভয় দেখাইয়া করে তর্জ্জন গর্জ্জন।
ঘৃণায় কৃষ্ণার মুখে কথা নাহি সরে,
ধৌম্যকে ডাকিতে যেতে জয়দ্রথ ধরে।
দ্রৌপদী নিষেধ তা'রে করে বার বার,
সে কথা না শুনে দুষ্ট টানে আরবার।
দ্রৌপদী তাহারে ফেলে দিল ভূমিতলে,
তথাপি সংকল্প তা'র কিছুতে না টলে।
দ্রৌপদীরে রথে তুলি নিয়া তারপর,
চালাইয়া দিল রথ অমনি পামর।
ধৌম্য পুরোহিত আর না দেখি উপায়,
ছুটিল রথের পিছু করি হায়, হায় !

পাণ্ডবগণের হেথা করিতে শিকার
নাহি যায় মন, ভাল নাহি লাগে আর ;
ভয়ের আশঙ্কা মনে আপনিই হয়,
আশ্রমে সকলে ফিরে আকুল হৃদয়।
দেখে ধাত্রেয়িকা দাসী করিছে রোদন,
জানিল তাহার কাছে সব বিবরণ।
অবিলম্বে রথে সবে হয় আগুসার,
মুখে আর কথা নাই সুধু "মার, মার।"
কোন্ দিকে পালায়েছে সেই দুষ্টমতি,
ধুলা উড়িতেছে দেখি ধায় তা'র প্রতি।
ধৌম্যের গলার রব অই শুনা যায়,
অই পথে পামরেরা বুঝিবা পালায় !
লাগ পেয়ে তাহাদের সনে হয় রণ,
মরিল যে কত সৈন্য না যায় গণন।
জয়দ্রথ সাথে যত বন্ধু রাজগণ,
সকলেই পাণ্ডবের সনে করে রণ।
ক্রমে ক্রমে সকলেই হয় হীনবল,
পড়ি পাণ্ডবের হাতে লাঞ্ছনা কেবল !
বুঝে জয়দ্রথ আর নাহিক উপায়,
ছাড়ি দ্রৌপদীরে শেষে প্রাণ নিয়া ধায়।
যুধিষ্ঠির রথে তাই নিয়া দ্রৌপদীরে
ধৌম্যসহ আশ্রমের দিকে আসে ফিরে।
ভীমার্জ্জুন জয়দ্রথে তবু নাহি ছাড়ে,
ছুটে তা'র পিছু পিছু ধরিবারে তা'রে।
ভাবে যুধিষ্ঠির তা'র নাহিক উপায়,
ভীমার্জ্জুন হাতে পড়ি মারা যাবে হায় !

ভীমার্জ্জুনে তাই তিনি কন বারম্বার,
"জয়দ্রথে না করিবে জীবনে সংহার ;
জেঠীমার, দুঃশলার হ'বে কষ্ট তায়,
মনে রেখ এই কথা বলি পুনরায়।"
পামর পালায় যেয়ে বনের মাঝারে,
ধরিল চুলের মুঠি ভীম পেয়ে তা'রে ;
তারপর আছাড়িয়া ফেলিল ধরায়,
পদাঘাত করে আরো তাহার মাথায়।
বেদনায় জয়দ্রথ হয় অচেতন,
অর্জ্জুন ভীমেরে করে সতর্ক তখন।
ভীম তাই তা'রে আর না করি প্রহার,
অর্দ্ধচন্দ্রবাণে মাথা মুড়াইল তা'র।
রাখিল পাঁচটি ঝুঁটি তাহার মাথায়,
সাজাইল সঙ্‌ তা'রে কিবা দেখা যায়।
তারপর কহে তা'রে, "কাছে সবাকার,
দাস তুই আমাদের করিবি স্বীকার।"
প্রাণভয়ে একথায় হইয়া সম্মত,
দায়ে ঠেকি নাকে খত দিলা জয়দ্রথ।
তখন আশ্রমে আসি যুধিষ্ঠির ঠাঁই
নিয়া গেল জয়দ্রথে, কি করিবে তাই ;
অপরূপ বেশ তা'র হাসায় সবায়
হইয়াছে দুর্দ্দশার একশেষ হায়!
ভীম কহে, "হতভাগা হইয়াছে দাস,
কি করিব, দ্রৌপদীর কিবা অভিলাষ ?"
যুধিষ্ঠির অনুমতি দিলা ছাড়িবারে,
মিষ্ট ভর্ৎসনায় তাই দিল ছাড়ি তা'রে।

মুক্তি পেয়ে জয়দ্রথ দারুণ লজ্জায়,
শিবের তপস্যা করে, দেশে নাহি যায়।
তুষ্ট হয়ে মহাদেব দিতে এলে বর,
প্রণমিয়া জয়দ্রথ কহে যোড়কর,
"পঞ্চপাণ্ডবেরে যাতে করি পরাজয়,
এই বর দাও মোরে হইয়া সদয়।"
কহিলেন মহাদেব, "বৎস, চারিজনে
করিতে পারিবে তুমি পরাজয় রণে ;
অর্জ্জুনের পরাজয়ে নারি দিতে বর,
রক্ষা তা'রে করে কৃষ্ণ জগত ঈশ্বর।
বারে বারে ধরা ভার হরে যেই জন,
তিনি নিজে কৃষ্ণরূপ করেন ধারণ।"
এই বলি মহাদেব হন অন্তর্ধান,
নিজদেশে অবশেষে জয়দ্রথ যান।

আশ্রমে পাণ্ডবগণ আর মুনিগণ,
নানারূপ কথাবার্ত্তা করে আলাপন
কহিলেন যুধিষ্ঠির মার্কণ্ডেয়-ঠাঁই,
"হতভাগ্য আমাদের তুল্য ভবে নাই,
রাজার কুমারী হ'য়ে দ্রৌপদী সুন্দরী
কাটাইল কত কাল কষ্ট ভোগ করি!"
কহে তাই মার্কণ্ডেয় 'রামায়ণ-কথা',
তাহাতে ঘুচিল সকলের মনোব্যথা ;
তারপর কহিলেন, "সাবিত্রী-আখ্যান,
সতী-শিরোমণি তিনি তাহে নাহি আন ;
পতি তাঁ'র সত্যবান ত্যজিলে জীবন,
যমে তুষি সতী তাঁ'রে বাঁচায় তখন।

পাশাখেলা হারি গেলে দ্রৌপদী তেমনি
পাণ্ডবগণেরে মুক্ত করে নরমণি।"
অতি স্নেহ করে পার্থে ইন্দ্র সুরপতি,
কর্ণ হ'তে তাই তাঁ'র ভয় ছিল অতি,
কবচ কুণ্ডল দেহে জন্মাবধি তাঁ'র
রণে তাই কর্ণে জিনে শক্তি নাহি কা'র।
কর্ণ সনে রণে পার্থ ভেটিবে যখন,
বিষম বিপদ তায় হ'বে সংঘটন।
ব্রাহ্মণের বেশ ধরি দেবরাজ তাই
কর্ণের নিকটে কহে, "ভিক্ষা আমি চাই।"
করিয়া গঙ্গায় স্নান সূর্য্যস্তব শেষে
প্রার্থীর প্রার্থনা কর্ণ পূরায় বিশেষে;
কর্ণ তাই জিজ্ঞাসিলা ব্রাহ্মণের কাছে,
কি ভিক্ষা তাঁহারে দিবে, কি ভিক্ষা সে যাচে
ব্রাহ্মণ কহিলা, "চাই কবচ কুণ্ডল,"
কর্ণের বিস্ময় তায় বাড়িল কেবল।
সূর্য্য জানিতেন পূর্ব্বে ইন্দ্রের মনন,
সাবধান করি কর্ণে কহেন তখন,
"তব ঠাঁই ইন্দ্র আসি ব্রাহ্মণের বেশে,
কবচ কুণ্ডল চা'বে সূর্য্যস্তব শেষে;
কিছুতে দিবেনা তুমি কবচ সে দ্বিজে,
ব্রাহ্মণ নহেন তিনি দেবরাজ নিজে।"
কর্ণ কহিলেন সূর্য্যে, "প্রতিজ্ঞা আমার
ভঙ্গ করিব না দেব,—কি বলিব আর।"
সূর্য্য কন, "যদি তুমি নিয়ম লঙ্ঘন
নাহি কর, শুন বৎস, আমার বচন,
চাহিবে ইন্দ্রের কাছে বিনিময়ে তার
এক-পুরুষ-ঘাতিনী শক্তি অস্ত্র তাঁ'র।"
এখন বুঝিল কর্ণ আর কেহ নয়,
আসিয়াছে দেবরাজ আজ বোধহয়।
ধন, রত্ন, রাজ্য দিতে কর্ণ চাহে তাঁ'রে,
ব্রাহ্মণ প্রার্থনা তাঁ'র কিছুতে না ছাড়ে।
নিশ্চয় দেবেন্দ্র ইঁনি কর্ণ বুঝি তায়
কহে, "ভিক্ষা দিব দেবে শোভা নাহি পায়
আপনি দেবেন্দ্র আগে দিলে মোরে বর,
কবচ কুণ্ডল আমি দিব তারপর।
এক-পুরুষ-ঘাতিনী শক্তি আমি চাই,
কবচ কুণ্ডল দিতে তবে বাধা নাই।"
ইন্দ্র বলিলেন, "তব ইচ্ছা অনুসারে
সেই শক্তি এই আমি দিলাম তোমারে;
নিয়ম ইহার এই শুন সাবধানে,
অন্য অস্ত্রে কাজ নাহি হ'বে যেই স্থানে,
তথায় করিবে এই অস্ত্র ব্যবহার,
প্রচণ্ড একটি শত্রু নাশিবে তোমার;
তারপর শক্তি এই যাবে মোর পাশ,
যথা তথা নিক্ষেপিলে নিজে পাবে নাশ।"
এই বলি শক্তি ইন্দ্র কর্ণে সমর্পিলা,
কবচ কুণ্ডল কর্ণ দেবরাজে দিলা।
হেন দান দেখি দেব দানবে বিস্ময়,
আকাশে দুন্দুভি বাজে, পুষ্পবৃষ্টি হয়।
কৌরবেরা শুনি হয় বিষাদিত মন,
পাণ্ডব তেমনি পায় আনন্দ তখন।

পাণ্ডবেরা পুনরায় দ্বৈতবনে যায়,
কিছুকাল অনায়াসে তথায় কাটায়।
মুনিগণ প্রতিদিন যাগযজ্ঞ করে,
আগুন জ্বালিতে হয় সেই যজ্ঞ তরে।
দুইখানা কাঠে করি একত্র ঘর্ষণ
আগুন জ্বালিত সেই কালে মুনিগণ।
সেই কাঠ দু'খানিরে বলিত 'অরণী',
আজ তা'র প্রয়োজন নাহি মোরা গণি।
প্রয়োজন অরণীর সেকালে যেমন,
তাহা বলিবার আর নাহি প্রয়োজন।
তপস্বী ব্রাহ্মণ এক অরণী তাঁহার
ঝুলাইয়া রাখে গাছে আশ্রমের ধার।
হরিণ আসিয়া এক দেহ ঘষে তায়,
অরণী বাজিলে শিঙে, ভয়ে সে পালায়।
ব্যস্ত হ'য়ে দ্বিজ আসি কহে যুধিষ্ঠিরে,
"অরণী আমার আনি দিতে হবে ফিরে।"
পাণ্ডবেরা পাঁচভাই হরিণের পিছে
ধেয়ে গেল অস্ত্র নিয়া, পরিশ্রম মিছে;
ধরিতে হরিণে কেহ না পারিল হায়,
পিপাসায় সকলের প্রাণ যায় যায়;
বিশ্রাম করিল সবে বসি বৃক্ষমূলে,
জল আনিবার তরে পাঠায় নকুলে।
নিকটে নকুল এক পেয়ে সরোবর
জলপান করিবারে চলিল সত্বর।
অমনি আকাশ হ'তে যক্ষ এক কয়,
"মম অধিকারে রয় এই জলাশয়,
আগে বৎস দাও মোর কথার উত্তর,
শেষে জলপান কর নির্ভয় অন্তর।"
অবহেলি তা'রে যেই পান করে জল,
অমনি নকুল ঢলি পড়ে ধরাতল।
বিলম্ব দেখিয়া তবে যুধিষ্ঠির তাঁ'র
পাঠাইলা সহদেবে খোঁজ করিবার।
সহদেব ক্রমে পায় সেই জলাশয়,
নকুলেরে মৃত দেখি কাঁদে অতিশয়।
হইয়া আকুল পিপাসায় তারপরে,
জল পান করিবারে নামে সরোবরে।
অবিকল সেই কথা বলি পুনরায়,
বাঁধা দিলা জল পানে সেই যক্ষ তায়।
অবহেলি তা'রে যেই জল পান করে,
সহদেব ঢলি পড়ে ভূমির উপরে।
তখন অর্জ্জুন আসি সেই জলাশয়ে,
ভ্রাতাদের দশা দেখি দুঃখিত হৃদয়ে
চারিদিক চাহি কিছু না দেখিতে পায়,
শ্রম দূর করিবারে জলাশয়ে যায়।
অমনি করিল যক্ষ অর্জ্জুনে বারণ,
অবিকল কহি কথা পূর্ব্বের মতন।
কহিলা অর্জ্জুন, "মম দৃষ্টিপথে আসি,
করিলে বারণ প্রাণ এখনই নাশি।"
এই বলি ছুড়ে তীর অতি ভয়ঙ্কর,
তাহাতে কহিল যক্ষ নাহি করি ডর,
"বৃথাশ্রম তুমি এবে কর পরিহার,
প্রশ্নের উত্তর আগে করহ আমার,

"[illegible] জল পান, নতুবা এখন
করিলে এ জল পান হইবে মরণ।"
না মানিয়া তাঁরে পার্থ জল পান করে,
অমনি ঢলিয়া পড়ে ধরার উপরে।
ভীম আসি নিরীক্ষণ করিয়া সকল,
শোকে হইলেন হায় নিতান্ত বিহ্বল।
ভাবিলেন যক্ষ কিম্বা রাক্ষস হেথায়
হেন কাজ করিয়াছে নিঃসন্দেহ তায়।
জল পান করি তাই করিবারে রণ,
নামিলেন জলাশয়ে অমনি তখন।
সেই কথা বক ভীমে কহে অবিকল,
অবহেলি ভীম পান করে সেই জল।
ঢলিয়া ধরায় পড়ি রহিল তখন,
শেষে ধর্ম্মরাজ তথা উপনীত হন।
ভ্রাতাদের হেন দশা দেখি যুধিষ্ঠির
বিলাপ করিয়া কাঁদে হইয়া অস্থির।
বহুক্ষণ পরে স্থির করি নিজ মন,
ভাবিল কিরূপে হয় এরূপ ঘটন!
'কাহারো শরীরে কোন অস্ত্র-চিহ্ন নাই,
বিকৃতি দেহের কিছু দেখিতে না পাই,
এই জলাশয়ে জল বিষাক্ত নিশ্চয়,
কিম্বা কোন পাপাত্মার এই কার্য্য হয়।'
এই ভাবি সরোবরে-চাহে নামিবারে,
তখন আকাশবাণী কহে এই তাঁরে,
"আমি বক জলচর তব ভ্রাতাগণে
পাঠায়েছি এই দেখ শমন-সদনে।
এই সরোবরে মম আছে অধিকার,
প্রথমে প্রশ্নের কর উত্তর আমার,
তারপর ইচ্ছামত কর জল পান,
নতুবা হইবে মৃত্যু নাহি ইথে আন।"
উত্তরিলা যুধিষ্ঠির, "সামান্য পাখীর
অসাধ্য এ হেন কর্ম্ম, ওহে মহাবীর,
নাহি জানি আপনার কিবা অভিপ্রায়,
কোন্ দেব পরিচয় দিবে কি আমায়?
বিশাল আকার তবে ধরি যক্ষ তাঁর
দাঁড়াইল গাছ ধরি নিকটে তাঁহার,
পাহাড়ের মত সমুন্নত কলেবর,
জ্বলিল সূর্য্যের ন্যায় তেজে ভয়ঙ্কর,
গভীর গর্জ্জন করি কহিল, "রাজন,
ভ্রাতাগণে তব আমি করিনু বারণ,
অবহেলা করি তা'রা করে জল পান,
সেই হেতু বধিয়াছি তাহাদের প্রাণ।
তোমারেও বলি, করি প্রশ্নের উত্তর,
শেষে কর জল পান নির্ভয় অন্তর।"
কহে যুধিষ্ঠির, "যাহে তব অধিকার,
নিতে তাহা অভিলাষ নাহিক আমার;
অহঙ্কারে নিন্দা করে যত সাধুজন,
তাই অহঙ্কারে মোর নাহি যায় মন,
বলুন আপনি কিবা প্রশ্ন আপনার,
সাধ্য অনুসারে দিব উত্তর তাহার।"
বহুপ্রশ্ন যক্ষ ক্রমে জিজ্ঞাসিলা তায়,
সদুত্তর সকলের দিলা ধর্ম্মরায়।

তাহার কয়টি প্রশ্ন, উত্তর তাহার
শুনিলেই হ'বে মনে আনন্দ সঞ্চার।
যক্ষ কহে, "প্রতিদিন কাহার কথায়
উদিত হইয়া রবি পরে অস্ত যায়।"
যুধিষ্ঠির কহিলেন, "ব্রহ্ম তিনি হন,
যাঁহার আদেশে রবি করেন ভ্রমণ।"
"পৃথিবীর চেয়ে ভারী কোন বস্তু হয়,
স্বর্গ হ'তে উচ্চ কেবা দেহ পরিচয়।
বাতাস হইতে কেবা দ্রুতগামী ভবে,
বল কার সংখ্যা তৃণ হ'তে বেশী হ'বে ?"
"মাতা পৃথিবীর চেয়ে গুরু অতিশয়,
আকাশ হইতে উচ্চ জনক নিশ্চয় ;
বাতাসের চেয়ে হয় দ্রুতগামী মন,
তৃণ তুচ্ছ, মানবের চিন্তা অগণন।"
"ঘুমাইলে চোখ নাহি বোজে কোন্ জন,
জন্মিয়া না নড়ে কেবা প্রাণীর মতন,
হৃদয় কাহার নাই, বেগে আপনার
কোন জন্ বৃদ্ধি পায় বল দেখি আর ?"
"ঘুমাইলে মাছ কভু চোখ নাহি বোজে,
নাহি নড়ে চরে ডিম জন্ম নাহি বোঝে,
হৃদয় পাথরে নাই,—যত নদ নদী
আপনার বেগে বৃদ্ধি পায় নিরবধি।"
"মিত্রগণে লোক কেন পরিত্যাগ করে,
কোন শত্রু জয় করা অসাধ্য সমরে,
অনন্ত বা কোন্ ব্যাধি, সাধু কোন্ জন,
অসাধুর কিবা হয় বলহ লক্ষণ ?"

"লোভ হেতু মিত্র ত্যাগ মানুষেরা করে,
ক্রোধই দুর্জ্জয় শত্রু অজেয় সমরে,
লোভই অনন্ত ব্যাধি, সাধু সেই জন
সকল প্রাণীর হিত যে করে সাধন ;
নির্দ্দয় যে জন সেই অসাধু নিশ্চয়,
সাধু অসাধুর ভেদ এইরূপে হয়।"
শেষে চারি প্রশ্ন যক্ষ জিজ্ঞাসিলা তায়,
"বল দেখি যুধিষ্ঠির, সুখী কে ধরায় ?
আশ্চর্য্য কি বল এই পৃথিবী ভিতর ?
কোন্ পথ ধরি চলা হয় শ্রেয়স্কর ?
সংসারের বার্ত্তা কিবা কহ তুমি আর,
উত্তর করিলে পা'বে জীবন সবার।"
যুধিষ্ঠির কহে, "সুখী ভবে সেই জন
যে জন প্রবাসে কভু না করে গমন,
শাক ভাত যদি খায় দিবসের শেষ,
অপরের কাছে যার নাহি ঋণ লেশ।
এই আরো অত্যাশ্চর্য্য পৃথিবী ভিতর,
প্রতিদিন মরিতেছে প্রাণী নিরন্তর,
তবু লোক চিরকাল চাহে বাঁচিবারে,
কিছুতেই জীবনের আশা নাহি ছাড়ে।
মহাপুরুষেরা সদা যেই পথে যায়,
সেই পথে গেলে হ'বে শ্রেয়োলাভ তায় ;
সংসারের বার্ত্তা এই ভাবি দেখি মনে,
মহাকাল করে পাক সদা ভূতগণে,
দিন দিন মাস ঋতু সংবৎসর লয়,
ভূতগণ সঙ্গে সঙ্গে পরিপক্ব হয়।"

তুষ্ট হ'য়ে যক্ষ কহে যুধিষ্ঠির ঠাঁই,
"ইচ্ছামত বাঁচাইতে পার এক ভাই।"
যুধিষ্ঠির কহে, "যদি হয়েছ সদয়,
নকুলে বাঁচাও তবে ওহে মহাশয়।"
যক্ষ কহে, "ছাড়ি ভীমে অর্জ্জুনেরে আর,
নকুলে বাঁচা'তে কেন বাসনা তোমার ?"
কহে যুধিষ্ঠির, "মম মাতা দুইজন,
আমি তো জীবিত আছি কুন্তীর নন্দন,
নকুলের প্রাণ পেলে মাদ্রী বিমাতার
সন্তান জীবিত থাকে সংসার মাঝার।"
তুষ্ট হ'য়ে যক্ষ সবে বাঁচায় তখন ;
কহে যুধিষ্ঠির, "বল তুমি কোনজন।"
দিলা যক্ষ আপনার নিজ পরিচয়,
"আমি ধর্ম্ম, তব প্রতি তুষ্ট অতিশয়,
পরীক্ষা করিতে আমি আসিনু এবার,
তোমার মহত্বে মম আনন্দ অপার ;
আশীর্ব্বাদ করি তব হউক কল্যাণ,
বর লও কিবা চাহ মম বিদ্যমান।"
যুধিষ্ঠির কহে "আমি এই বর চাই,
মৃগ যে অরণী নিছে তাহা যেন পাই।"
ধর্ম্ম কহে, "সে অরণী দিই এইক্ষণ,
মৃগবেশে আমিই তা' করেছি হরণ ;
প্রার্থনা করহ তুমি আরো এক বর,
সন্তুষ্ট হয়েছি আমি তোমার উপর।"
যুধিষ্ঠির কহে, "বনে বারো বর্ষ গত,
অজ্ঞাত বাসের কাল এই সমাগত,
না পায় খুঁজিয়া যেন কেহ এ সময়,
করুন এ বর দান হইয়া সদয়।"
ধর্ম্ম কহে, "এই বর দিলাম তোমায়,
আরো বলি যদি সবে ভ্রম এ ধরায়
কোনরূপ ছদ্মবেশ না করি ধারণ,
চিনিবার সাধ্য কারো না হ'বে কখন ;
বিরাটের রাজ্যে পার করিবারে বাস,
আরো এক বর তুমি চাহ মোর পাশ।"
যুধিষ্ঠির কহে, "লোভ, মোহ, ক্রোধ জয়
করিবারে যেন আমি পারি সমুদয় ;
মন যেন সদা মম থাকে সত্যপথে,
তপ আর দান যেন করি বিধিমতে।"
ধর্ম্ম কহিলেন, "এই গুণ সমুদয়
তোমার চরিত্রে সবে করেছে আশ্রয় ;
এই সব গুণ আরো বাড়িবে এখন।"
এই বলি ধর্ম্ম নিজে অন্তর্ধান হন।
পাণ্ডবেরা তপস্বীরে সে অরণী দিল,
বনে এইরূপে বারো বছর কাটিল।

বিরাটপর্ব্ব।

অজ্ঞাত বাসের কাল আসিল যখন,
পাঁচ ভাই মিলি যুক্তি করিল তখন।
যুধিষ্ঠির কহে পার্থে, "কহ কোন ঠাঁই,
একটি বৎসর মোরা গোপনে কাটাই?"
বহু দেশ প্রদেশের নাম পার্থ করে,
পছন্দ করিলা রাজা বিরাট নগরে।
বিরাটের রাজা হন ধার্ম্মিক সুজন,
তাই সেই রাজ্যে বাস করিলা মনন।
কহিলেন যুধিষ্ঠির, "কহ দেখি সবে,
কে তোমরা কি কাজের ভার নিয়া রবে?"
অর্জ্জুন কহিলা, "দাদা, জিজ্ঞাসি তোমায়,
কোন কাজ করা ঠিক করেছ তথায়?"
যুধিষ্ঠির কহে, "ধরি ব্রাহ্মণের বেশ,
পাশা খেলা জানি বলি করিব নির্দ্দেশ,
কঙ্ক নামে আপনার দিব পরিচয়,
বলিব ছিলাম যুধিষ্ঠিরের আলয়।
বল দেখি ভীম, তুমি করিবে কি কাজ?"
কহিলেন ভীমসেন, "ওহে ধর্ম্মরাজ,
বল্লব নামক আমি পাচক সাজিব,
ধর্ম্মরাজ কাছে ছিনু এ কথা বলিব;
পাকশালা ভার আমি করিয়া গ্রহণ,
প্রস্তুত করিব সদা উত্তম ব্যঞ্জন,
আরো নিজ বাহুবলে মল্লযোদ্ধাদলে
হারাইয়া সুকৌশলে তোষিব সকলে।"
অর্জ্জুনে জিজ্ঞাসে তবে রাজা যুধিষ্ঠির,
"কোন কার্য্য তুমি বল, করিয়াছ স্থির?"
কহিলা অর্জ্জুন, "আমি বৃহন্নলা নামে
নিজ পরিচয় দিব সকলের স্থানে;
রাজার কুমারীগণে শিখাইব গান,
ধরিব নারীর বেশ হ'য়ে সাবধান;
কানে দুলাইব দুল, পরি বালা হাতে
ঢাকিব ছিলার দাগ যা আছে তাহাতে;
কহিব দ্রৌপদী মোরে রাখিত যতনে,
চিনিবে না আর মোরে অন্য কোন জনে।"
নকুলেরে যুধিষ্ঠির কহিলেন পরে,
"কি কাজ করিবে তুমি বিরাট নগরে?"
নকুল কহিল, "আমি ঘোড়া চিনি ভাল,
ধরিব গ্রন্থিক নাম হ'ব অশ্বপাল।
বলিব ছিলাম আমি ধর্ম্মরাজ ঠাঁই,
বনে তিনি, তাই কাজ খুঁজিয়া বেড়াই।"

সহদেবে জিজ্ঞাসিলে সহদেব কয়,
"গরুর লক্ষণ আমি জানি সমুদয়,
তন্ত্রিপাল নাম আমি করিব ধারণ;
গো-রক্ষার ভার তথা করিব গ্রহণ।"
কহিলেন যুধিষ্ঠির সকলের শেষ,
"দ্রৌপদী জানে না দুঃখ,নাহি জানে ক্লেশ,
নাহি জানে কোন কাজ, তাই পাই ভয়,
কোন্ কার্য্য করিবেন তিনি এ সময়?"
কহিলা দ্রৌপদী, "নাম সৈরিন্ধ্রী ধরিব,
চুল বাঁধা, মালা গাঁথা কাজ হাতে নিব,
বলিব ছিলাম আগে দ্রৌপদীর ঠাঁই,
রাণী সুদেষ্ণার কাছে কাজ নিতে চাই।"
এই পরামর্শ স্থির করিয়া তখন,
দ্বারকায় পাঠাইলা অনুচরগণ;
ধৌম্য পুরোহিত সঙ্গে নিয়া পৌরজন,
দ্রুপদ রাজার বাসে করিলা গমন।
আশীর্ব্বাদ করিলেন ব্রাহ্মণেরা সবে,
দ্বৈতবন ছাড়ি চলে পাণ্ডবেরা তবে।
চলিল পাণ্ডব সঙ্গে নিয়া অস্ত্র যত,
অতিক্রম করিলেন গিরি, নদী কত,
দশার্ণ, পাঞ্চাল দেশ, শূরসেন আর
নানা দেশ সাবধানে হইলেন পার;
প্রবেশিলা বিরাটের রাজ্যে অতঃপর,
কোথা অস্ত্র রাখিবেন চিন্তিত অন্তর।
অর্জ্জুন কহিলা, "এই শ্মশানের কাছে
দুর্গম পাহাড়ে এক শমী গাছ আছে,
তথায় রাখিলে অস্ত্র শস্ত্র সমুদয়
না দেখিবে না জানিবে কেহই পরিচয়।"
নকুল উঠিয়া তাই অস্ত্র বাঁধে গাছে,
মরা এক রাখি দিলা বাঁধি তার পাছে;
দুর্গন্ধে তথায় যেন কেহ নাহি যায়,
এই মনে করি মরা রাখিলা তথায়।
তারপর গুপ্তনাম রাখে পাঁচজনে,
জয় আর জয়ন্ত, বিজয় নাম ক্রমে
জয়ৎসেন, জয়দ্বল দুই নাম আর,
নিজেরাই করিবে এ নাম ব্যবহার।

পাত্রমিত্র সহ রাজা বসিয়া সভায়,
যুধিষ্ঠির পাশা হাতে আগে তথা যায়;
ব্রাহ্মণের বেশ তাঁ'র দেখি চমৎকার,
জিজ্ঞাসিলা নরপতি পরিচয় তা'র।
যুধিষ্ঠির কহে, "আমি কঙ্ক নাম ধরি,
পাশা খেলা জানি ভাল, পাশা খেলা করি।
মহারাজ, ছিনু আগে ধর্ম্মরাজ ঠাঁই,
বনবাসী তিনি আজ, খুঁজি কাজ তাই।"
রাজা কহে, "বন্ধুসম তুমি মহাশয়,
এখানে থাকিলে হই সুখী অতিশয়।"
এই বলি. বলি দিলা অনুচরগণে,
রাখিতে তাঁহারে সদা পরম যতনে।
হাতাবেড়ী হাতে ভীম আসিতে সভায়,
রাজাদেশে পরিচয় নিতে লোক ধায়,
না চাহিয়া লোকজনে আসি সভাতলে,
রাজার নিকটে যেয়ে ভীমসেন বলে,

"বল্লব আমার নাম শুন মহারাজ,
ব্যবসা আমার বটে পাঁচকের কাজ;
উত্তম ব্যঞ্জন পারি করিতে রন্ধন,
আপনার কাজে থাকি ইহাই মনন।"
রাজা কহে, "দেখি তব দেহে যে লক্ষণ,
পাচক বলিয়া বোধ না হয় কখন।"
ভীম কহে, "মহারাজ পাচকই আমি,
অল্প অল্প আরো কিছু মল্লযুদ্ধ জানি,
পূর্ব্বে ছিনু মহারাজ যুধিষ্ঠির ঠাঁই,
আপনার কাছে থাকি এই আমি চাই।"
মহারাজ ভীমে তবে করিয়া আদর,
পাকশালা ভার দিলা তাহার উপর।
এদিকে দ্রৌপদী যদি ঘুড়ে পথে পথে
পড়িলা মহিষী সুদেষ্ণার দৃষ্টিপথে।
আনায়ে তাহারে রাণী জিজ্ঞাসিলা তায়,
"কি নাম তোমার বাছা, বলগো আমায়,
'যে তোমার রূপ দেখি ত্রিভুবন ভুলে,
'কেন বা ঘুড়িছ পথে বল মন খুলে।"
'দ্রৌপদী কহিল, "নাম সৈরিন্ধ্রী আমার,
'যে আমারে রাখে, আমি কাজ করি তাঁ'র;
ফুল বাঁধা, মালাগাঁথা জানি আমি তাই
আগে ছিনু সত্যভামা দ্রৌপদীর ঠাঁই;
সুখে তথা ছিনু আজি এসেছি হেথায়,
'দয়া করি স্থান রাণি, দাও মা, আমায়।"
রাণী কহে, "থাক তুমি আলয়ে আমার
নিয়ম তোমার বাছা, বল এই বার।"

কহিলা দ্রৌপদী, "এই আমার নিয়ম,
অন্যের উচ্ছিষ্ট অন্ন না করি গ্রহণ;
পতি আছে পাঁচজন গন্ধর্ব্ব আমার,
এখন পড়েছে তাঁ'রা বিপদ মাঝার;
তাই আমি কাজ এই করি সৈরিন্ধ্রার,
তবু রক্ষা ক'রে মোরে সেই পাঁচ বীর;
কেহ যদি করে মোরে কোন অপমান
তবে তাঁ'রা অনায়াসে নাশে তা'র প্রাণ।"
তারপর সহদেব, অর্জ্জুন, নকুল,
যাঁর যাঁর বেশে আসে নাহি কার ভুল।
রাজা হইলেন খুসী তাদের কথায়,
যার যেই কাজ, তা'রে ভার দিলা তায়।
ঘোড়াশালে নকুলের হ'ল অধিকার,
সহদেব গোশালার পাইলেন ভার,
রাজার কুমারী নামে উত্তরা সুন্দরী,
অর্জ্জুন শিখান গান তাঁ'রে যত্ন করি।
কাজে তাহাদের রাজা ক্রমে খুসী হয়,
রাজার আদরে তাই তাঁ'রা তথা রয়।
চতুর্থ মাসেতে তথা হয় মহোৎসব,
মল্লযুদ্ধ হয় তাহে আসে মল্ল সব।
জিমূত নামক মল্ল প্রধান সবার,
মল্লযুদ্ধে দর্প ভীম চূর্ণ করে তা'র।
পুরস্কার ভীমসেনে দিলা রাজা তায়,
পাণ্ডবেরা এই ভাবে রহিল তথায়।

কিন্তু দ্রৌপদীর কথা কি বলিব হায়,
মনে নানা অশান্তিতে তা'র দিন যায়।

হেন হীন কাজে দেখি পাণ্ডুপুত্রগণে,
দ্রৌপদী কখনো শান্তি নাহি পান মনে।
রাণী করে তা'র প্রতি মিষ্ট আচরণ,
কিন্তু তাঁর ভাই আছে কীচক দুর্জ্জন;
সৈরিন্ধ্রীরে দেখি দুষ্ট ভাবে মনে মনে,
'এ দাসীরে তুষ্ট আমি করিব কেমনে।'
দ্রৌপদী যখন তা'র বুঝিলেন মন,
মনের অশান্তি তাঁ'র বাড়িল তখন।
দ্রৌপদী কথায় তা'র নাহি দিলা কান,
তাই সে করিত সদা তা'র অপমান।
দ্রৌপদী করিত তায় কত অনুনয়,
তথাপি কীচক হায় ক্ষান্ত নাহি হয়।
ভয় দেখাইত কত মন্দ কথা বলে,
কীচকের মন তবু কিছুতে না টলে।
একদিন রাণী তা'রে কীচকের ঘরে
পাঠাইল কিছু খাদ্য আনিবার তরে।
দ্রৌপদীরে পেয়ে কাছে কীচক পামর
মিষ্টকথা কহি তা'র ধরিলেন কর।
দ্রৌপদী করিতে নারে রাগ সম্বরণ,
ধাক্কা দিয়া পামরেরে ফেলিল তখন;
ভয়ে তারপর যায় রাজসভা মাঝে,
পাপিষ্ঠ কীচক তবু ধায় পাছে পাছে;
ধরিয়া চুলের মুঠি নির্ভয়ে পামর
লাথি মারি দ্রৌপদীরে ফেলে ভূমিপর।
ভীম আর যুধিষ্ঠির ছিলেন সভায়,
বুঝ তাঁ'রা মনে এতে কি যাতনা পায়।
রাগে ভীম গাছ পানে চাহে বার বার,
যুধিষ্ঠির দেখে হ'বে বিপদ এবার;
গাছ উপাড়িয়া ভীম যদি কা'রে মারে,
অজ্ঞাত বাসের কথা রাষ্ট হ'তে পারে!
তাই ভীমে শান্ত হ'তে ইঙ্গিত করিয়া,
কহিলেন যুধিষ্ঠির "কাঠের লাগিয়া
পাচক ঠাকুর, যদি হয় প্রয়োজন,
সভার বাহিরে যেয়ে কর অন্বেষণ।"
সভাজন কীচকেরে মন্দ সবে কয়,
বিরাট ভূপতি তবু চুপ করি রয়;
বলিষ্ঠ কীচক ছিল সেনাপতি তাঁ'র,
শাসিত বিরাট রাজা রাজ্য জোরে তা'র;
তাই রাজা নিজে তা'রে করিতেন ভয়,
কিছু বলিবার তা'রে শক্তি নাহি হয়।
দ্রৌপদী রাজারে যদি করে তিরস্কার,
রাজা কহে "না জানিয়া কি করি বিচার।"
দ্রৌপদীর কষ্ট দেখি কন ধর্ম্মরাজ,
"মন শান্ত করি তুমি ঘরে যাও আজ;
তোমার গন্ধর্ব্ব স্বামী আছে কয়জন,
সময়ে বিচার তাঁ'রা করিবে এখন।"
চোখ মুছি গেলা কৃষ্ণা পুরীর ভিতর,
সুদেষ্ণা তাহার দুঃখে দুঃখিত অন্তর,
কহিলা, "তোমার যদি বাছা ইচ্ছা হয়,
পামরে কাটিয়া ফেলি নাহি কোন ভয়।"
দ্রৌপদী কহিল, "মোর পতিগণ রাণি,
পামরে করিবে বধ নিঃসংশয় জানি।"

নির্জ্জনে ভীমেরে রাত্রে কৃষ্ণা সব কয়,
ভীম কয়, "এ পামরে বধিব নিশ্চয়,
নৃপতির নাচঘর নিরিবিলি স্থান,
রাত্রে তথা কেহ নাহি করে অবস্থান;
কীচক তথায় যদি রাত্রিকালে যায়,
অনায়াসে দিতে পারি প্রতিফল তায়।"
ভীমের আদেশে কৃষ্ণা দিল ঠিক করে,
রাত্রিতে কীচক গেল সেই নাচঘরে।
ভীম নিজে লুকাইয়া আছিল তথায়,
অন্ধকারে দুষ্ট কা'রে নাহি চিনে হায়,
সৈরিন্ধ্রী ভাবিয়া ভীমে কহিছে পামর,
"সকলেই বলে আমি পরম সুন্দর।"
ভীম কহে, "দেখ মোর কি কোমল হাত,
কি সৌভাগ্য আমাদের হ'য়েছে সাক্ষাৎ।"
এই বলি চুল গোছা টানি ধরে তা'র,
যুদ্ধ তাই করে দুয়ে করি 'মার মার'।
কীচক নিজে ও ছিল বীর অতিশয়,
সহজে ভীমের রণে ক্লান্ত নাহি হয়।
ভীমেরে আঘাত সেও করে কতমত,
অবশেষে ভীম হাতে হইল নিহত।
তারপর ভীম তা'র অঙ্গ সমুদয়
পেটে ঢুকাইল, এক মাংসপিণ্ড রয়।
দ্রৌপদীরে ডাকি আনি, জ্বালিয়া মশাল
দেখাইলা কীচকের হ'য়েছে যে হাল।
ভীম তার পরে গেলা ঘরে আপনার,
দ্রৌপদীর কাছে লোকে পায় সমাচার।

কীচকের হেন সাজা গন্ধর্ব্বের হাতে
দেখিয়া বিস্মিত লোক হইল তাহাতে।
আসিল তখন যত বন্ধুগণ তা'র,
কাঁদি সবে শব লয় শ্মশান মাঝার।
দ্রৌপদীরে দেখি তথা কহে বন্ধুগণ,
'উহার কারণে হয় কীচক নিধন।'
কীচকের সনে ওরে পোড়াবে ভাবিয়া,
বিরাটের কাছে চাহে অনুমতি গিয়া।
দুষ্টদের ভয়ে রাজা কিছু না ভাবিলা,
অনায়াসে হেন কাজে অনুমতি দিলা।
নিলা তাই দ্রৌপদীরে সাথে বাঁধি তা'র,
দ্রৌপদী বিলাপ করি কহে বার বার,
"কোথা জয়, বিজয়, জয়ন্ত পাঁচ জন
গন্ধর্ব্ব, আমারে রক্ষা করহ এখন।"
শুনিয়া অমনি ভীম বেগে তথা ধায়,
গাছ এক উপাড়িয়া দণ্ড করে তায়;
গন্ধর্ব্ব ভাবিয়া সবে হ'য়ে মহা ভীত,
দ্রৌপদীরে ছাড়ি দিয়া পালায় ত্বরিত।
ভীম তাহাদের একশত পাঁচ জনে
দণ্ডের আঘাতে নিলা শমন-সদনে,
বন্ধন মোচন করি তখন কৃষ্ণার,
শান্ত করি তা'রে, ঘরে গেলা পুনর্ব্বার।
ভয়ঙ্কর হেন কাণ্ড করি দরশন,
রাজারে কহিল যেয়ে যত লোকজন,
"এ মেয়ে থাকিলে রাজা, মনে পাই ভয়,
সাবধান, দেশ যেন নাশ নাহি হয়।"

রাজা তাই মহিষীরে কহিলা তখন,
"মেয়েরে বলিয়া দাও করিতে গমন।"
দ্রৌপদী আসিলেন ঘরে, রাজার আদেশ
বিবরিয়া রাণী তাঁরে কহিলা বিশেষ।
কৃষ্ণা কহে, "আর সুধু তেরো দিন তরে
যাচি দেবি, অনুমতি থাকিতে এ ঘরে;
পতি সহ তারপর করিব প্রস্থান,
এই পুণ্যে আপনার হইবে কল্যাণ।"
অজ্ঞাত বাসের কালে দুষ্ট দুর্য্যোধন
নানাস্থানে পাঠাইলা যত দূতগণ;
দেশ ও বিদেশে তা'রা দলে দলে ধায়,
প্রাণপণে পাণ্ডবেরে খুঁজিয়া বেড়ায়।
ফিরি আসি সকলেই এক কথা কয়,
'পাণ্ডবগণের খোঁজ কোথাও না হয়।'
শুনি কৌরবেরা মনে শান্তি নাহি পায়,
এত চেষ্টা সব বৃথা, তবে কি উপায়!
দূতমুখে পায় আরো এই সমাচার,
মরিয়াছে সেনাপতি বিরাট রাজার।
কীচক আছিল তাঁ'র বড় সেনাপতি,
তাঁর বলে বলী ছিল বিরাট ভূপতি।
ত্রিগর্ত্ত দেশের রাজা সুশর্ম্মারে হায়,
বারে বারে যুদ্ধ করি কীচক হারায়!
হস্তিনা নগরে ছিলা সুশর্ম্মা তখন,
কীচকের মৃত্যু শুনি আনন্দে মগন,
ভাবিল, 'এখন নিব প্রতিশোধ তা'র,
বিরাটে হারায়ে নিব গোধন তাঁহার।'
কহিলা সুশর্ম্মা তাই রাজা দুর্য্যোধনে,
"আপনার সহায়তা চাই এই রণে।"
দুষ্ট দুর্য্যোধন, কর্ণ আর দুঃশাসন
সহজে একাজে রাজি হইলা তখন।
চলিল সুশর্ম্মা তবে এ ভরসা পেয়ে,
অমনি বিরাট রাজ্য আক্রমিল যেয়ে;
গোপদের তাড়াইয়া লইয়া গোধন
চলিলেন নিজ রাজ্যে আনন্দিত মন।
বিরাট গোপের কাছে পেয়ে সমাচার,
মহা আয়োজন করে যুদ্ধ করিবার।
হুলস্থূল পড়ি গেল সারা রাজ্যময়,
'সাজ, সাজ' 'মার, মার' এই শব্দ হয়,
হাতী, ঘোড়া, রথ সাজে পদাতিকগণ,
রণবাদ্য বাজি উঠে কাঁপায়ে গগন,
নিশান বাতাসে উড়ে পত্ পত্ করি,
অস্ত্রের ঝন্ ঝন্ শব্দে দেশ গেল ভরি।
অস্ত্র, শস্ত্র লয়ে সাথে বর্ম্ম আঁটি গায়
দলে দলে যোদ্ধাগণ সাজিল ত্বরায়।
সাজিলা বিরাট, তাঁ'র শতানীক ভাই,
জ্যেষ্ঠ পুত্র শঙ্খ সাজে, আর কথা নাই।
পাণ্ডবেরা চারি ভাই কঙ্ক আদি করি,
রাজার আদেশে সাজে যুদ্ধ সাজ পরি।
সকলেরে দিব্য রথ রাজা যোগাইলা,
বেলা শেষে শত্রুসনে রণ আরম্ভিলা।
যুদ্ধ মাঝে সূর্য্য অস্ত, হ'ল অন্ধকার,
ভয়ঙ্কর বাজে রণ কথা নাই তার

শতানীক শত্রু-সেনা বধি অগণন,
প্রবেশিলা শত্রু মাঝে করি মহারণ।
বিরাট আপনি বধি রথী পঞ্চশত,
অগণিত সেনা আরো শত্রু মধ্যগত,
আক্রমিলা সুশর্ম্মারে তেজে ভয়ঙ্কর ;
তখন উভয়ে রণ হয় ঘোরতর ;
অন্ধকারে কিছু আর দেখা নাহি যায়,
দুই পক্ষে সেনাগণ স্তব্ধ হয় তায়।
উঠিলে আকাশে শেষে চন্দ্র মনোহর,
জ্যোৎস্নার আলোকে পুনঃ বাজিল সমর।
সুশর্ম্মা নৃপতি গদা তুলি নিলা হাতে,
অগণিত রথ চূর্ণ করিলা তাহাতে ;
সারথিরে মারি শেষে বিরাট রাজায়
নিজ রথে তুলি নিয়া মহাবেগে ধায়।
পালায় বিরাট সেনা হইয়া অস্থির,
তখন ডাকিয়া ভীমে কন যুধিষ্ঠির,
"দেখ ভীম, রক্ষা কর বিরাট রাজায়,
আমরা থাকিতে তাঁ'রে শত্রু নিয়া যায় !
নিরাপদে তাঁ'র রাজ্যে করিনু যাপন,
আপদে তাঁহারে রক্ষা কর্ত্তব্য এখন।"
ভীম কহে, "আপনার পালিব আদেশ,
দণ্ড করি গাছে করি শত্রুগণে শেষ।"
যুধিষ্ঠির কহে, "ভীম, এটি ভাল নয়,
ধরা পড়ে যা'বে তা'তে মনে হয় ভয় ;
অস্ত্রশস্ত্র সাধারণ নিয়া কর রণ
রক্ষা কর ভূপে করি শত্রুর দমন।"

"থাম থাম" বলি ভীম আগুয়ান হয়,
কহিল বিরাট রাজে, "নাহি কোন ভয়।"
সুশর্ম্মা হইয়া ব্যস্ত ফিরিলা তখন,
আরম্ভ হইল পুনঃ ঘোরতর রণ।
হাতী ঘোড়া মারা গেল সুশর্ম্মার কত,
সুশর্ম্মা ভাবিল, 'একি, সব হ'ল হত !'
নকুল ও সহদেব আর যুধিষ্ঠির
সুশর্ম্মার সেনা নাশি করিল অস্থির।
বিরাট শত্রুর রথ ছাড়িয়া তখন,
তরুণ যুবার মত আরম্ভিল রণ।
সুশর্ম্মার সারথি ও ঘোড়া সমুদয়
ভীমের গদার ঘায়ে সবে চূর্ণ হয় !
উপায় না দেখি আর সুশর্ম্মা নৃপতি
যুদ্ধ হ'তে পলাইতে করিলেন মতি।
ভীম তাঁ'রে নাহি ছাড়ে, নাহিক উপায়,
ভীম সনে রণে তাই ঠেকিলেন দায় !
ধরিয়া চুলের মুঠি ভীমসেন তাঁ'র
ভূমে আছাড়িয়া তাঁ'রে করিলা প্রহার ;
সুশর্ম্মারে পরাজয় করি বাহুবলে,
গোধন ফিরায়ে আনি, মিলিল সকলে।
সুশর্ম্মারে যুধিষ্ঠির দেন উপদেশ,
'আর আসিওনা হেথা, যাও নিজদেশ।'
লজ্জায় সুশর্ম্মা যায় রাজ্যে আপনার,
বিরাটের মনে হ'ল আনন্দ অপার ;
পাণ্ডবের প্রতি তুষ্ট হইলেন অতি,
কহিলেন, "আপনারা বীর মহারথী,

আমার আপন প্রাণ, ততোধিক মান
কৃপা করি করিলেন আপনারা দান।
কি দিয়া তোষিব হেন উপকারী জনে,
এ রাজ্য আপনা বলি ভাবিবেন মনে।"
কহিলা পাণ্ডবগণ, "ওহে মহারাজ,
আপনার মুক্তিতেই সুখী মোরা আজ।"
তাহাতে বিরাট আরো হয় হরষিত,
যুধিষ্ঠিরে সমাদর করে যথোচিত।
কহিলেন যুধিষ্ঠির, "ওহে নররায়,
চিরকাল সুখভোগ করুন ধরায়।"
সে রজনী রণস্থলে সকলে রহিল,
বিজয়ের বার্ত্তা দিতে দূত পাঠাইল।
সুশর্ম্মার সনে যবে করিবারে রণ
বিরাট ত্রিগর্ত্তদিকে করিলা গমন,
দুর্য্যোধন সৈন্যগণ নিয়া সে সময়
বিরাটের রাজ্যে আসি উপনীত হয়।
প্রহারিয়া গোপগণে তাঁ'রা তাড়াইল,
গোধন হাজার ষাট জোর করি নিল।
রাজপুরী আসি গোপ কহে সমাচার,
উত্তরের হাতে ছিল রাজপুরী ভার;
যোদ্ধা রাজপুরে আর কেহ নাহি হায়!
উত্তরের অহঙ্কার তায় বেড়ে যায়;
স্ত্রীলোকের কাছে আরো বাহাদুরি নিতে
কহিলা উত্তর, "চাই কৌরবে যুঝিতে,
শূন্য দেশ পেয়ে নেয় হরিয়া গোধন,
নিকটে থাকিলে আমি বুঝিত কেমন!
কৌরবগণেরে মোর নাহি কোন ভয়,
ভীষ্ম দ্রোণে অনায়াসে জিনিব নিশ্চয়,
সারথি আমার রণে হয়েছে নিহত,
নতুবা কি চিন্তা আমি করিতাম তত?
যোগ্য কারো যদি পাই সারথি আমার,
কৌরবে হারায়ে আনি গোধন আবার।"
উত্তরের হেন বাণী শুনি ধনঞ্জয়
নির্জ্জনে কৃষ্ণারে ডাকি এই কথা কয়,
"কহ গিয়া রাজপুত্রে বৃহন্নলা আজ
সারথি হইয়া তব করিবেন কাজ;
ইনি পাণ্ডবের সাথে সারথির কাজে
জয়লাভ করেছেন মহাযুদ্ধ মাঝে।"
দ্রৌপদী সত্বর যেয়ে উত্তরেরে কয়,
"রাজপুত্র, কুমারীর শিক্ষক ম'শয়,
হাতীর মতন যাঁ'র নধর গঠন,
অর্জ্জুনের ইনি অতি প্রিয় শিষ্য হন।
রণেও নিপুণ ইনি অর্জ্জুনের প্রায়,
সারথি উঁহার মত আর ঘটা দায়!
দহিতে খাণ্ডব বন নিজে ধনঞ্জয়
উঁহার সারথ্যে সবে করে পরাজয়।
ছিলাম যখন আমি পাণ্ডবের ঠাঁই,
আমি ইহা বেশ জানি, বলিতেছি তাই।"
উত্তর উত্তর করে, "বুঝিনু সকলি,
উহাকে সারথি হ'তে কেমনে বা বলি?"
কৃষ্ণা কহে, "রাজপুত্র, চিন্তা নাই তার
উত্তরা সুন্দরী, ছোট বোন আপনার

যদি করে অনুনয় কাজ হ'বে তায়,
তাঁ'রে অবহেলা করা হ'বে ও'র দায়।
উঁহারে লইলে সঙ্গে কহিনু নিশ্চয়
সমরে আপনি লাভ করিবেন জয়।"
উত্তরের কথামত উত্তরা সুন্দরী
অর্জ্জুনেরে কহে গিয়া অনুনয় করি।
অর্জ্জুন সম্মত হ'য়ে তথায় আসিলা,
উত্তর অমনি তা'রে জিজ্ঞাসা করিলা,
"বৃহন্নলা, শুনিলাম সৈরিন্ধ্রীর কাছে
সারথির কাজে তব নিপুণতা আছে;
কৌরবেরে রণে জিনি গোধন আনিতে
যাব আমি, পারিবে কি সারথি হইতে?"
কহে পার্থ, "ব্যস্ত আমি গান বাজনায়,
সারথি করিলে মোরে হ'বে ঘোর দায়!
নাচগানে আপনার অনুমতি হ'লে
অনায়াসে খুসী আমি করিব সকলে।"
উত্তর কহিল, "আজ মম প্রয়োজন
সারথির কার্য্যভার করহ গ্রহণ;
গান বাজনার কাজে তুমি পুনরায়
যুদ্ধ শেষ হ'লে যা'বে সন্দেহ কি তায়।"
কৌতুক করিছে পার্থ সকলের ঠাঁই,
এ জীবনে বর্ম্ম যেন কভু দেখে নাই,
লইয়া যুদ্ধের সাজ বিপরীত পরে,
হাসি এ উহার গায় রমণীরা পড়ে।
তারপর যুদ্ধ-সাজে সাজিয়া দু'জন
চলিল কৌরব সনে করিবারে রণ।

উত্তরা তখন কহে অর্জ্জুনের ঠাঁই,
"ভীষ্ম দ্রোণ বীরদের সাজ আনা চাই,
বহুমূল্য মনোহর তাঁ'দের বসন,
তাহাতে পুতুল মোরা সাজাব এখন।"
কহে পার্থ, "আনি দিব সাজ সমুদয়,
রাজপুত্র তাঁহাদেরে যদি করে জয়।"
সারথিরে বারম্বার কহিছে উত্তর,
"কৌরবের প্রতি রথ চালাও সত্বর,
করি আমি পরাজয় সে পামরগণে,
ফিরিব নগরে পুনঃ লইয়া গোধনে।"
অর্জ্জুন চালায় রথ বায়ুবেগে ধায়,
সেই শমীগাছ কাছে শীঘ্র তাঁ'রা যায়।
তথা হ'তে কৌরবের সেনা অগণন
দেখা যায় ছাইয়াছে সমস্ত ভুবন;
সাগরের জল যেন সীমা নাই তার
উত্তরের মনে হয় ভয়ের সঞ্চার!
মুখ শুকাইল তা'র, কহিল কাতরে,
"বৃহন্নলা, ফিরি এবে চল যাই ঘরে;
ওই বড় বড় বীর, সৈন্য অগণন,
বয়সে বালক আমি, কি করিব রণ!
দেখিয়াই ভয়ে কাঁপে অন্তর আমার
রণে কাজ নাই, রথ ফিরাও এবার।"
কহে পার্থ, "রাজপুত্র, করিয়া বড়াই,
আসি হেথা ফিরি যা'বে না করি লড়াই?
গোধন না নিয়া গৃহে ফিরিবে কেমনে,
ফিরাবনা রথ আমি না নিয়া গোধনে।

সিবার কালে দর্প করিলে কেমন।
নীও উপহাস করিবে এখন।"
ত্তর কহিল, "দর্প যাক্ সব চলি,
াহাস করে মোরে যত মন্দ বলি
হল সহিব আমি, যাউক গোধন,
ধন রাখিতে হ'বে আমার জীবন!
পারিব রণে আমি উঁহাদের সনে
তএব ক্ষান্ত আমি দিব এই রণে।"
ই বলি লম্ফ দিয়া নামিয়া ধরায়
লায়, পিছন পানে ফিরিয়া না চায়।
অর্জ্জুন তখন ধায় পিছু পিছু তা'র
লায়ে পড়িল তাঁ'র দীর্ঘ বেণীভার,
তাসে চাদর তাঁ'র উড়িতে লাগিল,
কৌরব সেনারা দেখি হাসিয়া উঠিল।
ারপর তা'রা সবে কহে পরস্পর,
এই অপরূপ ব্যক্তি নারী কিম্বা নর,
াঘল দুইটি হাত, ঘাড়, মাথা আর
অর্জ্জুনের মত সব দেখি যে আকার;
ীলোকের মত বেশ, বুঝা নাহি যায়,
অথবা অর্জ্জুন এই, সন্দেহ কি তায়!
তুবা মোদের সনে করিবারে রণ
একাকী সাহস করে অন্য কোনজন?"
াতপদ ধেয়ে পার্থ উত্তরেরে পায়
ুলে ধরি তারপরে তাহারে থামায়।
াকাতরে কহে তবে অর্জ্জুনে উত্তর,
ছেড়ে দাও মোরে, আমি যাই চলি ঘর;

সোণার মোহর দিব, হাতী, ঘোড়া আর
রথ দিব তোমা, মোরে ছাড় এইবার।"
অর্জ্জুন উৎসাহ দিয়া কহিলেন তায়,
"ভয় নাই নিজে আমি যুঝিব হেথায়;
সারথি হইয়া রথ চালাও কুমার,
করি রণ দিব আনি গোধন তোমার।"
এইরূপে শান্ত করি অর্জ্জুন উত্তরে,
রথে চড়ি তথা হ'তে চলিল সত্বরে।
দ্রোণাচার্য্য হেথা ভীষ্মে সম্বোধিয়া কয়,
"অর্জ্জুনের হাতে আজ না জানি কি হয়!
দেবাসুর সনে রণে ভয় নাহি যা'র,
ইন্দ্র যা'রে শিখায়েছে দিব্য অস্ত্র আর,
রণে তুষ্ট করিয়াছে, শুনি, পশুপতি,
বনবাসে ক্লেশ পেয়ে রেগে আছে অতি,
করিবে অর্জ্জুন আজ রণ প্রাণপণে,
সহজে ছাড়িবে বলি নাহি লয় মনে।"
কহিলেন কর্ণ তবে, "আচার্য্য, আপনি
গুণ গান অর্জ্জুনের যখন তখনি;
আমাতে ও দুর্য্যোধনে যোলগুণ গুণ,
জানি তা'র একগুণ না ধরে অর্জ্জুন।"
কহে দুর্য্যোধন, "যদি অর্জ্জুন এ হয়,
তবে আমাদের ইথে মন্দ কভু নয়;
এখনো অজ্ঞাত বাস হয় নাই শেষ,
যদি পাই তার মাঝে উহার উদ্দেশ,
তেরো বছরের তরে ফিরে যাবে বনে,
আমাদের ইথে আরো লাভ গণি মনে।"

উত্তর গোগৃহ।

অর্জ্জুন তখন ধায় পিছু পিছু তার,
এলায়ে পড়িল তাঁর দীর্ঘ বেণীভার। পৃষ্ঠা ৯২।

হেথা শমীগাছ কাছে যেই রথ আসে,
অর্জ্জুন উত্তরে কহিলেন মিষ্টভাষে,
"উঠি অই শমীগাছে খুলিয়া বন্ধন,
অস্ত্র সমুদয় তুমি করহ গ্রহণ।"
উত্তর কহিল, "শুনি মরা বাঁধা গাছে,
হইব অশুচি আমি উঠি তথা পাছে।"
পার্থ কহে, "মরা নহে, অস্ত্র বাঁধা তায়,
মরা ছুঁতে যেতে কেন বলিব তোমায় ?"
গাছে উঠি অস্ত্র নিয়া নামিল উত্তর,
বাঁধন খুলিয়া হয় বিস্মিত অন্তর ;
এমন অপূর্ব্ব অস্ত্র দেখে নাই আর
জিজ্ঞাসিলা, "বৃহন্নল', এই অস্ত্র কাঁ'র ?"
"পাণ্ডবগণের এই অস্ত্র" পার্থ কয়,
শুনি চমকিত হয় বিরাট-তনয় ;
অমনি জিজ্ঞাসা করে, "কোথা তাঁ'রা তবে ?"
পার্থ কহে, "তোমাদের বাড়ীতেই সবে ;—
আমিই অর্জ্জুন, কঙ্ক রাজা যুধিষ্ঠির,
পাচক বল্লব যিনি তিনি ভীম বীর,
নকুল গ্রন্থিক নামে দেখে অশ্বশাল,
সহদেব গোশালায় নামে তন্ত্রিপাল,
সৈরিন্ধ্রীর নাম ধরি সৈরিন্ধ্রীর কাজে
দ্রৌপদী বিরাজে রাজ-অন্তঃপুর মাঝে।"
স্বপনের মত মনে ভাবিল উত্তর,
পরীক্ষা করিতে পার্থে জিজ্ঞাসে সত্বর,
"শুনিয়াছি পার্থ দশ ভিন্ন নাম ধরে,
শুনিতে সে দশ নাম বাসনা অন্তরে।"
অর্জ্জুন উত্তরে কহে, "বিরাট-নন্দন,
আমার একটি নাম শ্বেতাশ্ববাহন,
অর্জ্জুন, ফাল্গুন, জিষ্ণু, কিরীটী, বিজয়,
বিভৎসু ও কৃষ্ণ, সব্যসাচী, ধনঞ্জয়,
আমার এ দশ নাম কহিনু তোমায়।"
কহিল উত্তর, "আরো সাধ বেড়ে যায়,
আপনার নাম কভু বৃথা নয় জানি,
নামের জানিতে অর্থ কৌতূহলী আমি।"
কহে পার্থ, "নির্দ্দয়ের কাজ নাহি করি,
তাহাতে বিভৎসু এই নাম আমি ধরি।
অর্জ্জুন নামের অর্থ নিরমল হয়,
নিরমল কাজ করি এই নাম হয়।
সাদা ঘোড়া রথে মম করি ব্যবহার,
তাহে শ্বেতবাহন এ নামটি আমার।
দেশ জয় করি আনি ধন রত্ন চয়,
তাহাতে আমার নাম হয় ধনঞ্জয়।
ফল্গুনী নক্ষত্র জন্ম-নক্ষত্র আমার,
ফাল্গুন তাহাতে নাম হইল প্রচার।
যুদ্ধে জয়লাভ করি বলিয়া বিজয়,
কালো বর্ণ বলি মোর কৃষ্ণ নাম হয়।
দৈত্যগণে পরাজয় করিলাম রণে,
দেবেন্দ্র কিরীট দিয়া তোষেণ যতনে,
কিরীটী আমার নাম তাই লোকে কয় ;
ভয়ঙ্কর শত্রু জয়ে জিষ্ণু নাম হয়।
দক্ষিণ হাতের মত বাম হাত মম
করিতে নিক্ষেপ অস্ত্র উভয়েই সম,

তাই সব্যসাচী আমি এই নাম ধরি,
দশটি নামের অর্থ কহিনু বিবরি।”
উত্তর এসব শুনি চমৎকৃত হয়,
নমস্কার করি তবে ধনঞ্জয়ে কয়,
“করিয়াছি অপরাধ আপনার ঠাঁই,
ক্ষমা করিবেন মোরে, এই আমি চাই,
অদ্ভুত সকল কর্ম্ম স্মরি আপনার,
আনন্দ হ'তেছে মনে নাহি ভয় আর।”
কহিলা অর্জ্জুন, “আর কি ভয় উত্তর,
সন্তুষ্ট হয়েছি আমি তোমার উপর।
গাণ্ডীব ধরিয়া আমি আরম্ভিলে রণ
নিমেষে হারায়ে শত্রু লইব গোধন।”
উত্তর কহিল, “আর কি ভয় আমার,
সৌভাগ্যে পাইনু আজ সঙ্গ আপনার,
এখন দেবের সনে যেতে পারি রণে,
সারথির কাজ আমি করিব এখনে।”
পার্থ তবে বালা খুলি লয় হাত হ'তে,
বর্ম্ম পরি অঙ্গে, যুদ্ধে সাজে বিধিমতে,
বাঁধিল চুলের বেণী ধবল বসনে,
রথে চড়ি দিব্য অস্ত্র ভাবিলেন মনে;
অমনি আসিল দিব্য অস্ত্র সমুদয়,
করযোড়ে অনুমতি দিতে পার্থে কয়।
কহিলেন ধনঞ্জয়, “এই রণে আজ
সহায় হইয়া সবে কর মোর কাজ।”
গাণ্ডীব টঙ্কারি পার্থ শঙ্খধ্বনি করে,
কাঁপিয়া উত্তর ভয়ে রথ মধ্যে পড়ে।

দেখি পার্থ কহে, “হ'য়ে ক্ষত্রিয় তনয়,
এই শঙ্খধ্বনি শুনি পাইয়াছ ভয়?”
কহিল উত্তর “এই শঙ্খ-ধনু-স্বর
কাণ ফাটি যায় মোর হেন ভয়ঙ্কর!
কখনো শুনিনি আমি আর এ জীবনে,
শ্রবণ বধির মম এরব শ্রবণে।”
অর্জ্জুন সাহস দিয়া দূর করে ভয়,
কোনমতে শান্ত হয় বিরাট তনয়।

গাণ্ডীব টঙ্কার শুনি শঙ্খনাদ আর
কৌরব বুঝিল পার্থ এসেছে এবার।
দুষ্ট দুর্য্যোধন ভাবি আনন্দিত মন,
‘পাণ্ডবের পুনরায় যেতে হ'বে বন।’
কর্ণ কহে, “পার্থে আজ নিয়া যমালয়,
দুর্য্যোধন-ঋণ শোধ করিব নিশ্চয়।”
ভীষ্ম দ্রোণ কৃপাচার্য্য অশ্বত্থমা সবে
কহে, “পার্থ সনে আজ প্রমাদই হ'বে,
অতএব সবে মিলি হও সাবধান,
জয়লাভ তরে কর উপায় বিধান।”
তখন কৌরব মধ্যে উঠে তর্ক আর,
‘অজ্ঞাত বাসের কাল হয়েছে কি পার?’
ভীষ্ম কহিলেন, “গণি দেখিনু বিশেষ
অজ্ঞাত বাসের কাল হইয়াছে শেষ,
পাঁচ ছয় দিন বেশী হইয়াছে আর,
পাণ্ডবেরা পণে মুক্ত নিঃসন্দেহ তার।”
দুর্য্যোধন কয়, “পিতামহ মহাশয়,
পাণ্ডবেরে রাজ্য ফিরি দিব না নিশ্চয়,

যাতে জয় লাভ করি মোরা রণে,
হেন সদুপায় স্থির করুন এখনে।"
চারিভাগ করি সৈন্য ভীষ্মের কথায়,
একভাগ দুর্য্যোধনে সঙ্গে নিয়া যায়,
গোধন লইয়া চলে অন্যভাগ তার,
বাকি দুই ভাগ রহে রণস্থলে আর ;—
ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ কর্ণ অশ্বত্থমা বীর
অর্জ্জুনে ভেটিবে রণে এই করে স্থির।
এইরূপে দ্রোণ যদি রহিল তথায়,
পার্থের দুইটি শর পড়ে তাঁ'র পায়,
কানের নিকট দিয়া আরো দুইশর
চলি গেলে, দ্রোণ হয় বিস্মিত অন্তর ;
বুঝিলা গুরুরে আজ বহুদিন পরে,
কুশল জিজ্ঞাসা করে প্রণমিয়া শরে ;
এতদূরে থাকি তাহা কি উপায়ে পারে,
ধনুর্দ্ধর বলি শর পাঠাইতে পারে।
প্রাণ পাইলেন তাই আনন্দ অপার,
হেন যোগ্য শিষ্য যোটে ভাগ্যে ক'জনার।
দুর্য্যোধনে নাহি দেখি সৈন্যগণ মাঝে,
রথ চালাইতে পার্থ কহে তাঁ'র পাছে।
কৃপাচার্য্য বুঝিলেন তা'র অভিপ্রায়,
দ্রোণকে কহিলা, "দেখ, অই পার্থ ধায়
রাজা দুর্য্যোধন সনে করিবারে রণ,
দুর্য্যোধনে দেখ আগে ছাড়িয়া গোধন।"
অর্জ্জুনেরে বাধা দেয় যত সৈন্যগণ,
প্রথমে বিকর্ণ সনে হয় তাঁ'র রণ ;
আহত হইয়া যদি বিকর্ণ পালায়,
আসিয়া কর্ণের ভাই সম্মুখে দাঁড়ায় ;
ঘোড়া সহ সেই গেল মারা পার্থ-শরে
কর্ণ আসি রণ তাহে করে ক্রোধভরে।
দুইজনে বাজে তথা ঘোরতর রণ,
জড় জড় হ'য়ে কর্ণ করে পলায়ন।
কৃপাচার্য্য রণে আসি পরে দেখা দিল,
অর্জ্জুনের বাণ খেয়ে ভয়ে পলাইল।
দ্রোণাচার্য্য আসি যুদ্ধ করে তারপরে,
তীর ছুড়ি আগে দ্রোণ যুদ্ধারম্ভ করে।
ফাঁপর হইল দ্রোণ অর্জ্জুনের রণে,
অশ্বত্থমা আসা মাত্র পালায় তখনে।
কর্ণ আসি রণ যদি করে পুনরায়,
অর্জ্জুনের বাণ খেয়ে হায় মূর্চ্ছা যায়।
তারপর কোন মতে করে পলায়ন,
সকলে মিলিয়া পুনঃ করে আক্রমণ।
তবু কিছু না করিতে পারে পার্থ সনে,
নাকাল কৌরবগণ সে দিনের রণে।
নিজে ভীষ্ম যুদ্ধস্থলে হইলা অজ্ঞান,
সারথি তাঁহারে নিয়া করিলা প্রস্থান।
দুর্য্যোধন দুইবার করিল সমর,
পালায় প্রথম বার খেয়ে তাঁ'র শর।
উপহাস যদি পার্থ করিলেন তায়,
তাই আসি দুর্য্যোধন যুঝে পুনরায়।
এবার সকলে তাঁ'রে সহায়তা করে,
পার্থ তাই সুকৌশলে সবে জব্দ করে।

সাধারণ অস্ত্রে আর না করি যতন,
যুড়িলেন দিব্য অস্ত্র নাম 'সম্মোহন,'
সেই অস্ত্র ছাড়ি যেই শঙ্খধ্বনি করে,
অমনি অজ্ঞান হ'য়ে সবে ঘুমে পড়ে।
উত্তরার কথা মনে করিয়া তখন,
উত্তরে কহিল, "লও গায়ের বসন ;
দুর্য্যোধন, দ্রোণ, কৃপ কর্ণ প্রভৃতির
লইবে বসন, কিন্তু বাদে ভীষ্ম বীর,
এ অস্ত্র জানেন তিনি করিতে বারণ,
হয়তো এখনো হন নাই অচেতন।"
বসন লইয়া রথে উঠিলে উত্তর,
ভীষ্মদেব পুনরায় ছুড়ে তীক্ষ্ণ শর।
দশ শরে জড় জড় করি ভীষ্মবীরে,
গোধন লইয়া পার্থ জয়ী হয়ে ফিরে।
জ্ঞান লাভ করি পরে রাজা দুর্য্যোধন
অনুযোগ দিয়া সবে কহিলা তখন,
"পার্থেরে সহজে সবে রণে দিলে ছাড়ি,
এ কেমন ভাব আমি বুঝিতে না পারি!"
হাসিয়া কহেন ভীষ্ম, "বাছা দুর্য্যোধন,
বীরত্ব তোমার কোথা ছিল এতক্ষণ ?
অচেতন হ'য়ে যবে ছিলে ধরাসনে,
অর্জ্জুন বধিলে প্রাণে কি হ'ত তখনে ?
পাপ কাজে মতি তা'র কভু নাহি যায়
ধার্ম্মিক বলিয়া আজ ছেড়েছে সবায়।
গোধন নিয়েছে পার্থ জয় লাভ করে
এখন পেয়েছ প্রাণ, চল ফিরি ঘরে।"

দীর্ঘশ্বাসে প্রকাশিয়া মনের বেদন
নীরব হইলা তাই রাজা দুর্য্যোধন।
তার পর কুরুসেনা নিজ রাজ্যে চলে,
কৌরবগণেরে পার্থ সম্ভাষে কৌশলে,
ছাড়িয়া বিচিত্র তীর ভীষ্ম দ্রোণ আর
যত গুরুজনগণে করে নমস্কার ;
সুকৌশলে দুর্য্যোধনে মারি একবাণ,
মুকুট কাটিয়া তাঁ'র করে দুইখান।
গোধন লইয়া পরে শঙ্খনাদ করে,
ফিরিল উত্তর সনে বিরাট নগরে।
ফিরিবার কালে পথে উত্তরেরে কয়,
"আমাদের কথা যেন প্রকাশ না হয়।"
শমীগাছ কাছে ফিরি যেয়ে দুইজন
অস্ত্র বাঁধি, পূর্ব্ববেশ করিলা ধারণ।
উত্তর পাঠায় দূত পার্থের আদেশে,
'গোধন জিনেছি' বলি বল গিয়া দেশে।

বিজয়ী বিরাটরাজ ফিরিয়া ভবনে
জানিলা উত্তর গেছে বৃহন্নলা সনে
কৌরবগণের সনে করিবারে রণ,
উত্তর গোগৃহে তাঁ'রা হরেছে গোধন।
আকুল হইলা রাজা শুনি এই বাণী
কহিলা, "পরাণে বাঁচি আছে কি না জানি!
কুমার বালক মোর, বৃহন্নলা তায়,
কৌরবের সনে কি যে দশা হ'বে হায়!
সৈন্যগণে আদেশিলা সাহায্যে যাইতে,
কুমার জীবিত কিনা সংবাদ আনিতে।"

কহিলেন যুধিষ্ঠির, "নাহি রাজা ভয়,
বৃহন্নলা যথা তথা নিঃসন্দেহ জয়।"
তখন আসিয়া দূত করে নিবেদন,
"উত্তর জিনিয়া নিয়া এসেছে গোধন।"
কহিলেন যুধিষ্ঠির, "সারথি যাহার
বৃহন্নলা, রণে জয় নিশ্চয় তাহার।"
বিরাট হইলা অতি আনন্দে মগন,
দূতে পুরস্কার করি আদেশে তখন,
'সাজাইতে রাজপথ নানা আয়োজনে,
উত্তরে বরিয়া নিতে ফিরিবে যখনে।'
সৈরিন্ধ্রীরে পাশা পরে আনিতে বলিলা,
কঙ্ক সনে হৃষ্টমনে খেলা আরম্ভিলা।
খেলিতে খেলিতে রাজা কহেন তখন,
"কৌরবে হারায় কঙ্ক, আমার নন্দন।"
যুধিষ্ঠির কহিলেন, "বৃহন্নলা যার
সারথি, সমরে জয় নিশ্চয় তাহার।"
বারম্বার এই কথা কহে যুধিষ্ঠির,
শুনিয়া বিরাট রেগে হইলা অস্থির,
কহিলেন, "কঙ্ক, তব হেন আচরণ
সহিতে না পারি আর আমি কদাচন;
পুত্র মম পরাজয় করিল কৌরবে,
বারম্বার বৃহন্নলা কেন কহ তবে?
প্রাণের মমতা যদি রাখ আপনার,
হেন কথা মুখে না আনিও আরবার।"
যুধিষ্ঠির কহে, "ভীষ্ম দ্রোণ বীরগণে
বৃহন্নলা বিনা বল কে জিনিবে রণে?"

ভর্ৎসনা করিয়া রাজা পাশা ছুড়ে তাঁ'রে
নাকে লাগি বহে রক্ত দর দর ধারে।
অঞ্জলি ভরিয়া রক্ত লন যুধিষ্ঠির
ধরাতলে নাহি যেন পড়ে সে রুধির;
ইঙ্গিত করিবা মাত্র দ্রৌপদী তখন
স্বর্ণ-পাত্র আনি রক্ত করিলা ধারণ।
তখন আসিয়া দূত করে নিবেদন,
"রণ হ'তে ফিরিয়াছে কুমার এখন
বৃহন্নলা সঙ্গে করি, চাহে অনুমতি
প্রবেশিতে সভামাঝে ওহে নরপতি।"
"আন তাহাদেরে," রাজা কহে দ্বারবানে,
যুধিষ্ঠির দ্বারবানে কহিলেন কানে,
"উত্তরেরে একা নিয়া আইস সভায়,
বৃহন্নলা যেন এবে না আসে হেথায়;—
বিনা রণে রক্তপাত যে করে আমার
বধিবে তাহারে এই প্রতিজ্ঞা তাহার।"
একাকী উত্তর তাই সভায় আসিলা
রাজার চরণ বন্দি কঙ্কে প্রণমিলা;
রক্তাক্ত দেখিয়া পরে কঙ্কের বদন,
শুশ্রূষায় সৈরিন্ধ্রীরে দেখিয়া মগন,
অতিশয় ব্যস্ত হ'য়ে জিজ্ঞাসে পিতায়,
"পিতঃ, এ অন্যায় কাজ কে করিল হায়!"
রাজা কহে, "যুদ্ধ জয়ে প্রশংসা তোমার,
কঙ্ক সুধু 'বৃহন্নলা' কহে বারম্বার;
তাই আমি হইয়াছি রাগান্বিত অতি,
মারিয়াছি ছুড়ি পাশা তাই এর প্রতি।"

উত্তর কহিল, "তুষ্ট করুন ব্রাহ্মণে,
রাগিলে হইবে পিতঃ অনিষ্ট এখনে।"
ক্ষমা চাহিলেন রাজা পুত্রের কথায়;
কঙ্ক কহে, "ক্ষমিয়াছি বহুক্ষণ হায়,
মহারাজ, রক্ত মোর পড়িলে ভূতল,
নিঃসন্দেহ আপনার হ'ত অমঙ্গল।"
কঙ্কের রক্তের ধারা থামিল যখন,
বৃহন্নলা সভা মাঝে আসিল তখন,
বন্দিল বিরাট রাজে, কঙ্কে তারপর;
পুত্রের প্রশংসা রাজা করিছে বিস্তর,
"আমার গৌরব পুত্র, বাড়াইলে আজ,
কিরূপে বুঝিলে সেই বীরগণ মাঝ?
ভীষ্ম দ্রোণ আদি বীরে করি পরাজয়,
গোধন জিনিয়া আনা সোজা কথা নয়।"
উত্তর উত্তর করে, "পিতঃ, আপনার
প্রসাদে হয়েছে জয় তথায় আমার,
কোন কাজ করি নাই আমি সেই রণে,
কোন দেবপুত্র রণে জিনেছে গোধনে।"
শুনিয়া বিরাট কহে, "যাঁহার কৃপায়
গোধন ফিরিয়া পাই, পাইনু তোমায়,
কোথায় সে দেবপুত্র আছেন এখন,
বাসনা করিব তাঁ'র দর্শন, পূজন।
উত্তর কহিল, "তিনি এবে অন্তর্হিত,
কাল কি পরশু হেথা আসিবে নিশ্চিত।"
রণ জয়ে তুষ্ট সবে হয় রাজ্যময়,
উত্তরা বসন পেয়ে তুষ্ট অতিশয়।

অজ্ঞাত বাসের পণ হইল পূরণ,
কি ভাবে প্রকাশ পাবে পাণ্ডুপুত্রগণ;
অর্জ্জুন উত্তর সনে পরামর্শ করে,
শেষে সবে মিলি তাঁ'রা নিল ঠিক করে।
তিন দিন পরে তা'র পাণ্ডুপুত্রগণ
স্নান করি পরিলেন ধবল বসন,
পরি নানা আভরণ, আসিয়া সভায়,
সিংহাসনে বসি সবে অতি শোভা পায়।
সভায় আসিয়া শেষে বিরাট ভূপতি
আশ্চর্য্য হইয়া কহে যুধিষ্ঠির প্রতি,
"সে কি কঙ্ক, সভাসদ তুমি একজন,
সিংহাসনে কি কারণে বসিলে এখন?"
হাসিয়া অর্জ্জুন কহে, হে "বিরাটপতি,
বসিতে ইন্দ্রের সাথে ইঁনি যোগ্য অতি,
আপনার সিংহাসনে বসিয়াছে আজ,
আর কেহ নন ইঁনি, নিজে ধর্ম্মরাজ।"
বিরাট কহিলা, "ইঁনি ধর্ম্মরাজ যদি,
কোথা তাঁ'র ভ্রাতাগণ, কোথায় দ্রৌপদী?"
একে একে পার্থ দিলা সব পরিচয়;
তখন উত্তর নিজে কহে সমুদয়,
"যে দেবপুত্রের কথা বলেছি তখন,
পার্থই সে দেবপুত্র আর কেহ নন,
ইঁনিই কৌরবগণে করি পরাজয়,
গোধন জিনিয়া আনিলেন সমুদয়।"
শুনিয়া বিরাট ভাবে একি চমৎকার!
কত যে আনন্দ হ'ল কি বলিব তার;

কতরূপে পাণ্ডবেরে করে সমাদর,
'কি সৌভাগ্য' 'কি সৌভাগ্য' কহে নিরন্তর;
তারপর যুধিষ্ঠিরে করে নিবেদন,
"অর্জ্জুনে উত্তরা-দানে করেছি মনন।"
ধর্ম্মরাজ পার্থে তবে করিলা ইঙ্গিত,
অর্জ্জুন কহিলা তায় হ'য়ে হরষিত,
"মহারাজ, আপনার কথা অনুসারে,
পুত্রবধূরূপে আমি নিব উত্তরারে;
এতদিন শিক্ষাদান করিয়াছি যা'র,
পুত্রবধূ হ'তে যোগ্যা সে হয় আমার;
শ্রীকৃষ্ণের ভাগিনেয়, আমার তনয়
অভিমন্যু উত্তরার যোগ্য বর হয়।"
পার্থের কথায় সুখী বিরাট হইলা,
উত্তরার এ বিবাহে তাই মত দিলা।

বিরাট নগরে আছে পাণ্ডুপুত্রগণ,
সর্ব্বত্র হইল রাষ্ট এ কথা তখন।
শুনিয়া বান্ধবগণ আসে ক্রমে ক্রমে,
সুখের মিলন হয় বিরাট ভবনে।
দ্রুপদ লইয়া দ্রৌপদীর পুত্রগণ
সঙ্গে নিয়া বহু সেনা করে আগমন।
সুভদ্রা ও অভিমন্যু যাদব সহিত
আসিয়া পাণ্ডব সনে মিলিল ত্বরিত।
ইন্দ্রসেন আদি যত অনুচরগণ
পুনর্ব্বার আসে তা'রা পাণ্ডব-সদন।
আসে ধৌম্য পুরোহিত আনন্দ অন্তর,
শোভিল বিরাট যেন অমর-নগর।
মহাসমারোহে হ'ল শুভদিনে ক্ষণে
উত্তরার পরিণয় অভিমন্যু সনে।

উদ্যোগপর্ব্ব।

পাণ্ডবের বন্ধু রাজগণ
আরো যত যোদ্ধা অগণন
বিবাহ উৎসব শেষে মিলিল সভায় এসে
পরামর্শ করিতে মনন,
কি উপায়ে পাবে রাজ্য পাণ্ডুপুত্রগণ।

কপট খেলার ছলনায়
কত কষ্ট পাণ্ডবেরা পায়,
বনবাস পণ শেষে পালিয়াছে নির্ব্বিশেষে,
পণ অনুসারে রাজ্য পায়,
নাহি দিলে দুর্য্যোধন করা কি উপায়!

হায় পাপমতি দুর্য্যোধন
আর তা'র দুষ্ট সঙ্গিগণ
করিছে রটনা এই, অজ্ঞাত বাসের সেই
না হইতে সময় পূরণ,
জানিয়াছে পাণ্ডবের যত বিবরণ।

দিন দিন এইরূপ ছল
করি আরো অশেষ কৌশল,
পাণ্ডবেরে দিবে ফাঁকি এই আশা মনে রাখি,
নানাভাবে জুটাইছে দল,
ছলনাই একমাত্র ধূর্ত্তের সম্বল।

সহজে না দিলে রাজ্য হায়,
যুদ্ধ ছাড়া আর কি উপায়!
হেন নির্দ্দয়ের কাজে, প্রাণে কা'র নাহি বাজে,
আগুন কে জ্বালাইতে চায়?
আত্মীয় স্বজন বধ কত হ'বে তায়!

দুই পক্ষে হইলে মিলন,
না ঘটিবে হেন অঘটন;
কৃষ্ণ বলরাম আর কহে সন্ধি করিবার
বৃথা হায় তাঁ'দের বচন!
এ কথায় কান নাহি দিবে দুর্য্যোধন।

ভাবে বেশ স্পষ্ট বুঝা যায়,
এ কথায় দূত যদি যায়,
পাণ্ডবে নিতান্ত দীন, মনে করি বলহীন
তাড়াইবে উপহাসি তায়,
যুদ্ধের উদ্যোগ তাই অনিবার্য্য হায়!

মিত্রগণে কর নিমন্ত্রণ,
হউক রণের আয়োজন,
দূত যাবে হস্তিনায় সন্ধি যাতে হয় তায়
পাণ্ডবের একান্ত মনন,
যাতে হয় নিবারণ হেন ঘোর রণ।

দ্রুপদ এরূপ মত প্রকাশে সভায়,
কৃষ্ণও দিলেন সায় তাঁহার কথায়।
কহে কৃষ্ণ, "আসিয়াছি বিবাহ উৎসবে,
এখন আনন্দে মোরা ঘরে যাই সবে।
কৌরব পাণ্ডব তুল্য আমাদের ঠাঁই,
কাহারো অনিষ্ট মোরা দেখিতে না চাই,
সন্ধি না করিলে পর রাজা দুর্য্যোধন,
নিশ্চয় পাণ্ডব-কোপে হইবে নিধন।
একান্তই যদি হায় বাজে এ সমর,
চর যেন যায় শেষে মোদের গোচর।"
এই বলি দ্বারকায় করিলে গমন,
দ্রুপদ বিরাট করে যুদ্ধ আয়োজন;
মিত্ররাজগণে দূত পাঠায় ত্বরিত,
আসিলা ভূপালগণ সৈন্যের সহিত।
শুনিয়া কৌরবগণ করি নিমন্ত্রণ
মিত্ররাজগণে আনে আপন ভবন।
কৃষ্ণের সাহায্য হায় সকলেই চায়,
এই রণে কৃষ্ণ কা'র হইবে সহায়!
দুর্য্যোধন আর পার্থ এই দুইজন
একই সময়ে গেলা দ্বারকাভবন;
নিদ্রায় আছেন কৃষ্ণ শয্যার উপরে,
আগে রাজা দুর্য্যোধন প্রবেশিলা ঘরে;
প্রশস্ত আসন দেখি শিয়রে তাঁহার,
বসে দুর্য্যোধন তাহা করি অধিকার।
পায়ের নিকট পার্থ বসি তারপর,
সবিনয়ে রহিলেন জুড়ি দুইকর।
জাগরিত হ'য়ে কৃষ্ণ চক্ষু মেলি চায়,
পায়ের নিকটে পার্থে দেখিবারে পায়।
ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করি তারপর
হেরিলেন দুর্য্যোধনে আসন উপর;
সমাদরে উভয়েরে কুশল জিজ্ঞাসে,
হাসি দুর্য্যোধন কথা কহে তাঁ'র পাশে,
"আমাদের এ সময়ে ওহে যদুরায়,
আপনার সহায়তা দুর্য্যোধন চায়।
আগে আসিয়াছি আমি আমার বচন
রাখিতে হইবে, মম এই আকিঞ্চন।"
কহিলেন কৃষ্ণ, "সত্য, কথা আপনার,
আগে এসেছেন হেথা, কথা নাই তার।
আমি কিন্তু দেখিয়াছি আগে ধনঞ্জয়ে,
সহায়তা করা মম উচিত উভয়ে।
'নারায়ণী' সেনা মম বিখ্যাত সমরে,
সংখ্যায় অর্ব্বুদ তা'রা কারে নাহি ডরে,
এক পক্ষে দিব আমি এই সেনাদল,
অন্য পক্ষে রব আমি আপনি কেবল,
অস্ত্র শস্ত্র না ধরিব, না করিব রণ,
দুই জনে এই দিব করেছি মনন।
অর্জ্জুন বয়সে ছোট, তাই কথা তা'র,
আগেই জিজ্ঞাসা করা সঙ্গত আমার।"
এই বলি অর্জ্জুনেরে কহেন তখন,
"এ দু'য়ের কারে তুমি করিবে বরণ?"
কহে পার্থ, "আমি সুধু আপনারে চাই,"
ভাবিলা না করে রণ কৃষ্ণ, ক্ষতি নাই।

হইলেন দুর্য্যোধন মহাখুসী তায়,
নারায়ণী সেনা নিয়া হইলা বিদায়।
তারপর বলরামে ভেটে দুর্য্যোধন,
অনুনয় করে তাঁ'রে সাহায্য কারণ।
কহিলেন বলরাম, "কৌরব পাণ্ডব,
সকলেই আমাদের সমান বান্ধব,
এ রণে সাহায্য আমি করিবনা তাই।"
গেলা দুর্য্যোধন পরে কৃতবর্ম্মা ঠাঁই;
ভোজরাজ কৃতবর্ম্মা পেয়ে দুর্য্যোধনে,
অক্ষৌহিণী সেনা দিয়া তোষেণ যতনে।
এক হাতী, এক রথ, তিন ঘোড়া আর
পাঁচটি পদাতি হ'লে 'পত্তি' নাম তার।
তিনটি 'পত্তিতে' এক 'সেনামুখ' হয়,
তিন 'সেনামুখে' এক 'গুল্ম' ই নিশ্চয়।
তিন 'গুল্মে' মিলি হয় 'গণ' নাম তার
'বাহিনী' তিনটী 'গণে' রেখ মনে আর।
তিন বাহিনীতে এক 'পৃতনা' গণন,
তিন 'পৃতনাতে' 'চমু' কহে জ্ঞানিগণ।
তিন 'চমূ' নিয়া এক 'অনিকিনী' হয়,
দশ 'অনিকিনী' হ'লে 'অক্ষৌহিণী' কয়।
এইরূপে দুর্য্যোধন হরষিত মনে,
প্রবেশিলা হস্তিনায় নিয়া সৈন্যগণে।
পার্থে কহে কৃষ্ণ, "আমি করিবনা রণ,
তথাপি আমারে কেন করিলে বরণ?"
কহে পার্থ, "জানি আমি শক্তি আপনার,
আপনি করিলে মম সারথ্য স্বীকার,
কৌরবগণেরে করি রণে পরাজয়,
অসীম গৌরব লাভ করিব নিশ্চয়।
মনে মনে এই আমি করিয়াছি পণ,
তাই শুধু আপনারে করিনু বরণ।"
এইরূপে জানি কৃষ্ণ অভিলাষ তা'র,
সারথি হইতে তা'র করিলা স্বীকার।
তারপর দুইজনে বিরাট-ভবনে
হইলেন উপনীত হরষিত মনে।

শুন বলি আরো এক আশ্চর্য্য ব্যাপার,
মদ্ররাজ শল্য পায় যুদ্ধ সমাচার;
মাদ্রী সহোদর তিনি, পাণ্ডব মাতুল,
করিলেন তিনি হায় মস্ত এক ভুল!
লইয়া বিপুল সেনা হন আগুয়ান,
পাণ্ডবের পক্ষে যোগ করিবেন দান।
পথে তাঁ'র বিশ্রামের করিয়া আলয়
দুর্য্যোধন সমাদর করে অতিশয়;
চাতুরী তাহার হ'ল বুঝা তাঁ'র ভার,
পাণ্ডব করেছে সব বুঝে তিনি আর।
পুরস্কার কারিকরে দিতে যেই চায়,
ছদ্মবেশে দুর্য্যোধন ভেটিলেন তাঁয়।
কহে শল্য, "ধন্য, ধন্য, তুমি কারিকর,
পথে পথে রচিয়াছ আলয় সুন্দর!
খুসী হইয়াছি আমি দিব পুরস্কার,
কিবা চাও, পুরাইব বাসনা তোমার।"
কহে দুর্য্যোধন, "মামা, কথা আপনার
মিথ্যা যেন নাহি হয়, প্রার্থনা আমার।

আপনি আমার পক্ষে হন সেনাপতি,
এই বর যাচি, অন্য বরে নাহি মতি।"
তখন বুঝিল শল্য ছলনা তাহার,
তথাপি রাখিলা তিনি কথা আপনার।
কহিলেন দুর্য্যোধনে, "দেখিয়া পাণ্ডবে,
মিলিব তোমার সনে নিয়া সৈন্য সবে।"
দেখা করি তিনি এই কন যুধিষ্ঠিরে,
"শত্রু বধি রাজ্যলাভ করিবে অচিরে,
দুঃখ তোমাদের এই হ'ল অবসান,
আশীর্ব্বাদ করি হৌক সবার কল্যাণ।"
তারপর কহিলেন সব বিবরণ,
কিরূপে করেছে তা'রে বশ দুর্য্যোধন।
যুধিষ্ঠির কহে, "মামা, নিজ অঙ্গীকার
পালন উত্তম কার্য্য পক্ষে আপনার ;
নাহি দুঃখ করি তায়, আপনার ঠাঁই
মাতুল, কেবল এই উপকার চাই,—
এই রণে কর্ণ যবে হ'বে সেনাপতি,
নাশিবেন তেজ তাঁ'র হইয়া সারথি।"
কহে শল্য, "যুধিষ্ঠির, নাহি তব ভয়,
তব উপকার আমি করিব নিশ্চয়।"
এই বলি সৈন্যগণ নিয়া পুনরায়,
চলি গেলা মদ্ররাজ নিজে হস্তিনায়।

অর্জ্জুনের প্রিয় শিষ্য আর মহারথ
সাত্যকি প্রথমে আসি হয় সমাগত ;
এক অক্ষৌহিণী সেনা সঙ্গে আনে তাঁ'র,
অস্ত্রে শস্ত্রে শোভা পায় অতি চমৎকার।
আসে ধৃষ্টকেতু বীর, চেদি-অধিপতি
নিয়া অক্ষৌহিণী সেনা তাঁহার সংহতি।
জরাসন্ধ পুত্র জয়ৎসেন নরনাথ
আসে অক্ষৌহিণী সেনা নিয়া তাঁ'র সাথ।
সমুদ্রতীরের সেনা নিয়া অগণন
মহাবীর পাণ্ড্য আসে পাণ্ডব-সদন।
ক্রমে ক্রমে যত যোদ্ধা আসিল তথায়,
সাত অক্ষৌহিণী সেনা সবে হয় তায়।
এইরূপে সেনাগণ হইলে মিলিত,
হইলা পাণ্ডবগণ অতি হরষিত।

দুর্য্যোধন পক্ষে কৃতবর্ম্মা ভোজপতি
এক অক্ষৌহিণী সেনা দিলা মহারথী।
ভূরিশ্রবা আর শল্য এই দুইজন
দুই অক্ষৌহিণী সেনা আনিল তখন।
নরনাথ ভগদত্ত আর জয়দ্রথ
দিলা দুই অক্ষৌহিণী দুই মহারথ।
সুদক্ষিণ কাম্বোজের রাজা বলবান
নিজ অক্ষৌহিণী সেনা করিলেন দান।
দক্ষিণাপথের যত নিয়া সেনাগণ
মাহিষ্মতী-পতি নীল আসিল তখন।
অবন্তীদেশের দুইজন নরপতি
দুই অক্ষৌহিণী সেনা আনিল সংহতি।
কেকয়-বংশীয় পাঁচজন সহোদর
এক অক্ষৌহিণী সেনা আনিল সত্বর।
আরো যত রাজগণ সেনা পাঠাইল,
অক্ষৌহিণী একাদশ তাহাতে হইল।

সৈন্য সমাগমে পূর্ণ হস্তিনা নগর,
ধ্বজপতাকায় শোভা পায় মনোহর।
পঞ্চনদ, কালকূট, গঙ্গাকূল আর
নানাদেশে সৈন্যগণ হইল বিস্তার।

পাঞ্চালের পুরোহিত গেলা হস্তিনায়,
কহিলা সন্ধির কথা রাজার সভায়।
ভীষ্মদেব মত দিলা সন্ধির কারণ,
কর্ণ উঠি কহে শুধু পরুষ বচন।
মহামতি ভীষ্ম তায় বুঝায় সকল,
'সন্ধি না করিলে হ'বে ঘোর অমঙ্গল।'
ভীষ্মদেবে ধৃতরাষ্ট্র করি সমর্থন,
পাঠাইলা সঞ্জয়েরে বিরাট-ভবন।
সঞ্জয় কহিলা আসি যুধিষ্ঠির ঠাঁই,
"আপনার তুল্য ধর্ম্মবিদ কেহ নাই,
এতদিন কৌরবের সহি অত্যাচার,
আজ কেন আয়োজন যুদ্ধ করিবার ?
ক্ষমা করি জ্ঞাতিগণে সহি এ অন্যায়,
বনে বাস শ্রেয়স্কর সন্দেহ কি তায়।"
কৃষ্ণ কহে, "উপদেশ সঞ্জয়, তোমার
কৌরবগণের প্রতি কর ব্যবহার।
অন্যায় তাহারা যবে করে অনুষ্ঠান,
কোথায় তোমার ছিল এই ধর্ম্মজ্ঞান ?"
কহে যুধিষ্ঠির, "আমি বেশী নাহি চাই,
পাঁচ খানি গ্রাম দিলে তুষ্ট হ'য়ে যাই,
কুশস্থল, বৃকস্থল আদি পাঁচ গ্রাম
পাইলেই সন্ধি করি তাহে নাহি আন।
মিলিয়া আমরা ভায়ে ভায়ে পুনরায়
সুখে কাল কাটাইতে চাহি এ ধরায়।
শান্তি স্থাপনেই মোর একান্ত মনন,
যদি হয় প্রয়োজন করিবই রণ।"

দুশ্চিন্তায় অন্ধরাজ রাত্রি জেগে রয়,
ফিরি আসি সব তাঁরে কহিল সঞ্জয়।
পাণ্ডবপক্ষের যত বীর অগণন,
শুনিলেন সকলের কিরূপ বিক্রম।
লোকোত্তর শ্রীকৃষ্ণের মহিমা সকল
শুনি অন্ধরাজ হয় একান্ত চঞ্চল।
সনৎসুজাতের কাছে শুনে ধর্ম্মকথা,
তথাপি না জনমিল চিত্তে সরলতা।

যুধিষ্ঠির কহে কৃষ্ণে, "কহ যদুবর,
আজ কি কর্ত্তব্য মোর চাহি সদুত্তর।
সঞ্জয় নিজের কথা কহে নাই আসি,
ধৃতরাষ্ট্র মনোভাব কহিল প্রকাশি।
দিবে না মোদের শুধু পাঁচখানি গ্রাম,
পুনঃ গেলে বনে তাঁ'র পূরে মনস্কাম।
সহিয়াছি বারম্বার ঘোর অত্যাচার,
এ সময় বল কিবা কর্ত্তব্য আমার।"
কহিলেন কৃষ্ণ, "আমি যাব হস্তিনায়,
সন্ধি করিবার চেষ্টা করিব তথায়,
সন্ধি যদি নাহি করে ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ,
নিশ্চয় সবংশে সবে হইবে নিধন।

হস্তিনায় আসিবেন যদুকুল-মণি,
শুনি অন্ধরাজ মনে ভাবিলা অমনি,

"উপহার দিয়া তাঁরে করিব সৎকার,
হইবে তাহাতে বাধ্য শ্রীকৃষ্ণ আমার।"
দুর্য্যোধন কহে, "কৃষ্ণ পাণ্ডবের বল,
বাঁধিলে তাহারে হ'বে তাহারা বিফল।"
উৎসুক নগরবাসী কৃষ্ণ-দরশনে,
সাজাইল রাজপথ রতন কাঞ্চনে।
আসিলেন কৃষ্ণ যবে হস্তিনা নগরে,
কৌরবেরা সমাদরে অভ্যর্থনা করে।
অন্ধরাজে যদুমণি করি সম্ভাষণ,
তারপর চলিলেন বিদুর ভবন।
পরে দুর্য্যোধন সনে করিতে সাক্ষাৎ
বিশাল ভবনে তা'র গেলা যদুনাথ।
সমাদরে দুর্য্যোধন করে নিমন্ত্রণ,
তা'র নিমন্ত্রণ কৃষ্ণ না করে গ্রহণ।
কহে কৃষ্ণ, "যদি কার্য্যে ফল লাভ করি,
আদর প্রকৃত তব তবে মনে করি,
দুষ্ট অভিসন্ধি মনে রাখি অতিশয়,
মুখের আদরে মম প্রীতি নাহি হয়।"
পরদিন প্রাতে গেলা কৌরব সভায়,
সম্ভ্রমে ভূপালগণ উঠিয়া দাঁড়ায়।
সভায় আসেন নারদাদি মুনিবর,
সমাদরে অভ্যর্থনা করে যদুবর।
সুখে সবে বসিলেন যবে সভাতলে,
ধৃতরাষ্ট্রে সম্বোধন করি কৃষ্ণ বলে,
"ওহে মহারাজ, এই বাসনা আমার
কৌরব পাণ্ডবে সন্ধি হয় এইবার;
বংশ আপনার কুলে শীলে সদাচারে
চিরকাল সুবিখ্যাত ধরণী মাঝারে;—
কিন্তু আপনার এই ধূর্ত্ত পুত্রগণ
লোভে পড়ি করে সদা মন্দ আচরণ।
পাণ্ডবেরা আপনার পুত্রের সমান,
তুল্য দুইপক্ষ তব, ইথে নাহি আন।
দুই পক্ষে বীরগণ হয়েছে মিলিত,
অচিরে রুধিরে ধরা হইবে রঞ্জিত;
নিমেষে সকল ভয় আজ দূর হয়,
সন্ধি করি পাণ্ডবেরে তোষ মহোদয়।"
মধুর এ বাণী শুনি রোমাঞ্চ সবার,
নির্ব্বাক ভূপালগণ সভার মাঝার।
যত ঋষিগণ করি কৃষ্ণে সমর্থন
ধৃতরাষ্ট্রে কহিলেন সন্ধির কারণ।
অবশেষে ধৃতরাষ্ট্র নারদেরে কয়,
"মম অভিলাষ মত কার্য্য নাহি হয়,
ভগবন্, আপনার উপদেশ তাই
কিরূপে পালিব তাহা ভাবিয়া না পাই।"
তারপর কহে কৃষ্ণে, "তব এ বচন
আমার শকতি নাই করিতে পালন;
শাসন করহ তুমি দুষ্ট দুর্য্যোধনে,
করহ বন্ধুর কাজ এই মোর মনে।"
দুর্য্যোধনে কৃষ্ণ পরে মধুর কথায়
যত দিলা উপদেশ বৃথা সব হায়!
কহে দুর্য্যোধন, "তব হেন আচরণ,
ভাল বলি বোধ মোর না হয় কখন,

সর্ব্বদা করিছ নিন্দা কৃষ্ণ, তুমি মোরে,
তব কোন কথা মম মনে নাহি ধরে।”
ভীষ্ম দ্রোণ উপদেশ কত দেন তায়,
পাণ্ডবে বিদ্বেষ তাঁ’র কিছুতে না যায়।
পাঁচখানি গ্রাম চাহে পাণ্ডবের তরে,
কহে দুর্য্যোধন, “সূচি মুখে যাহা ধরে
ততটুকু ভূমি আমি না দিব কখন
বিনা রণে, এই মোর আজীবন পণ।”
তারপর রাগ করি দুষ্ট দুর্য্যোধন
সভা ত্যজি চলি গেল আপন ভবন।
গান্ধারী সভায় ডাকি দুর্য্যোধনে আনে,
জননীর হিত বাণী দুষ্ট নাহি মানে।
ক্রোধে পুনঃ পুনঃ করি অশিষ্ট আচার,
শ্রীকৃষ্ণে বাঁধিতে চাহে সভার মাঝার।
কৌরবের অমঙ্গল তাহে মনে গণি,
হাসিয়া ত্যজিলা সভা যদুকুলমণি।
দেখি তাঁ’র অপরূপ বপু মনোহর,
কি করিবে কৌরবেরা সভয় অন্তর।
সভা ত্যজি কৃষ্ণ কর্ণে রথে তুলি নিলা,
নির্জ্জনে যাইয়া কর্ণে অমনি কহিলা,
“জান তুমি কর্ণ, কার সনে এই রণ?
তুমি পাণ্ডবের জ্যেষ্ঠ কুন্তীর নন্দন,
পরিচয় দিয়া দিব এখনি তোমার,
একচ্ছত্র রাজা তুমি হ’বে এ ধরার;—
পাণ্ডবেরা সবে তব হ’বে আজ্ঞাকারী,
যুধিষ্ঠির যুবরাজ, ভীম ছত্রধারী,
চালাইবে রথ তব বীর ধনঞ্জয়,
দিকে দিকে বন্দীগণ গা’বে তব জয়।”
কহে কর্ণ, “সত্য আমি কুন্তীর নন্দন,
রাধা মোরে স্তন দিয়া করেছে পালন,
অধিরথ স্নেহে বেঁচে আছি এ ধরায়,
রাজ্য দিয়া দুর্য্যোধন গৌরব বাড়ায়;
কিরূপে কাটিব স্নেহ, কৃতজ্ঞতা-ঋণ
পরিশোধ করিবার এই শুভ দিন।
আজ যদি বলি আমি পাণ্ডুর তনয়,
ভাবিবে সকলে মনে পাইয়াছে ভয়;—
কে করিবে একথায় বিশ্বাস স্থাপন,
অধর্ম্মে পতিত আমি হ’ব অকারণ।”
বিদায় লইয়া কর্ণ নিজ রথে চড়ে,
ত্বরায় শ্রীকৃষ্ণ যায় বিরাট নগরে।

কুন্তীদেবী বিদুরের গৃহে বাস করে,
জানিল সকল কথা কৃষ্ণের গোচরে।
কাঁদিয়া উঠিল তাঁ’র মায়ের পরাণ,
দুই পক্ষে পুত্র যুঝে কোন্ দিকে চান।
ভাবিলেন মনে, কর্ণ ত্যজিলে এ রণ
অনায়াসে সন্ধি করে দুষ্ট দুর্য্যোধন;
গঙ্গাস্নান করি কর্ণ স্তব পাঠ করে,
কুন্তী তাই চলিলেন তাহার গোচরে।
নীরবে রহিলা তা’র বসিয়া ছায়ায়,
স্তব শেষে কর্ণ তাঁ’রে দেখিবারে পায়।
করযোড়ে কহে কর্ণ করি নমস্কার,
“রাধার তনয় বন্দে পদে আপনার,

আমার উপর দেবি, কি আদেশ হয় ?"
কুন্তী কন, "কর্ণ, তুমি আমার তনয়,
রাধার নন্দন তুমি বলে কোন্‌জন,
দিবাকর বরে হয় তোমার জনম।
পাণ্ডবগণের মাঝে তুমি জ্যেষ্ঠ ভাই,
পরিচয় নাই বলি তাহা জানা নাই।
কৃষ্ণ আর বলরাম অভিন্ন যেমন,
কর্ণার্জ্জুন দুই ভাই হউক তেমন।
ছয় ভাই মিলি কর রাজত্ব ভুবনে,
মিছামিছি কেন তুমি সেব দুর্য্যোধনে।
জ্যেষ্ঠ তুমি, হ'বে সবে তব অনুচর,
'সূত-পুত্র' নাম ঘুচি যাক অতঃপর।"
কহে কর্ণ, "দেবি, আজ কি শুনিনু হায়,
কাহার প্রত্যয় আজ হ'বে এ কথায় ?
মাতৃস্নেহ হ'তে মোরে করেছ বঞ্চিত,
আজো আসিয়াছ ভাবি পাণ্ডবের হিত;
রাধা আর অধিরথে ভুলিব কেমনে,
বল আজ কি কারণে ছাড়ি দুর্য্যোধনে ?
উপকার তাঁহাদের ভুলিবার নয়,
আজ কি ভুলিতে পারি রণে পেয়ে ভয় ?
তবু করিলাম আমি এই অঙ্গীকার,
চারি পাণ্ডবেরে নাহি করিব সংহার ;
অর্জ্জুনের সনে মোর হ'বে ঘোর রণ,
আমি মরি কিম্বা হয় তাহার মরণ।
জানে পাঁচ পুত্র তব মানব-সমাজে,
তাই পাঁচ পুত্র তব র'বে ধরা মাঝে।"

নিরাশ হইলা কুন্তী কর্ণের বচনে,
বিষাদিত মনে গেলা আপন ভবনে।

কৃষ্ণ চলি গেলে ভীষ্ম দ্রোণ মহাশয়
দুর্য্যোধনে বুঝাইতে বিরত না হয় ;
শুনি তাঁহাদের হিতকর তিরস্কার,
অশনি সমান বাজে অন্তরে তাহার।
বিমনা হইয়া রহে রাজা দুর্য্যোধন,
বক্র দৃষ্টি, অধোমুখ না সরে বচন।
তবে ভীষ্মদেব এই করে অঙ্গীকার,
"আমিই করিব রণ কি দুঃখ তোমার।"
দুর্য্যোধনে দ্রোণাচার্য্য কহেন অমনি,
"আমিও করিব রণ ওহে নরমণি,
যুদ্ধ করিবার তব জেদ অতিশয়,
তাতেই করিব রণ কহিনু নিশ্চয় ;
পরিণামে কুরুবংশ হইবে নির্ম্মূল,
এখনো বুঝিতে নাহি পার নিজ ভুল।"

বিরাট নগরে ফিরি কৃষ্ণ ধর্ম্মরাজে
কহে যাহা ঘটিয়াছে কুরুসভা মাঝে ;
কিরূপে গান্ধারী ধৃতরাষ্ট্র দুই জন
বুঝায়েছে দুর্য্যোধনে সন্ধির কারণ।
বলিলেন ধৃতরাষ্ট্র, "জন্মান্ধ বলিয়া
রাজ্য পায় পাণ্ডু হায় কনিষ্ঠ হইয়া ;
যুধিষ্ঠির রাজপুত্র, রাজ্য অধিকারী,
ন্যায়তঃ ধর্ম্মতঃ এই কুরুরাজ্য তারি ;
তুমি নহ রাজপুত্র, তবু তব লোভ
দেখিয়া দু'জনে মোরা পাই মনে ক্ষোভ ;

তাই বাছা সন্ধি কর, হইবে কল্যাণ,
নতুবা কি দশা হ'বে জানে ভগবান।"
তবু পাপমতি তা'র লোভ নাহি ছাড়ে,
দুঃখিত হইল সবে তা'র ব্যবহারে।
পাঁচ গ্রাম দূরে থাক, সূচি-অগ্রস্থান,
বিনা যুদ্ধে নাহি দিবে নাহি ইথে আন।
তারপর কুরুক্ষেত্রে করিয়া গমন
করিছে বিপুলভাবে যুদ্ধ আয়োজন।
তাই যুদ্ধ স্থির করি সকলের সনে,
সেনা ভাগ যুধিষ্ঠির করিলা তখনে ;
সাতজন পাণ্ডবের হয় সেনাপতি
দ্রুপদ, বিরাট, ধৃষ্টকেতু মহারথী,
রাজা সহদেব যিনি মগধ-ঈশ্বর,
সাত্যকি, শিখণ্ডী, ধৃষ্টদ্যুম্ন বীরবর,
ধৃষ্টদ্যুম্ন হইলেন সবার প্রধান,
অর্জ্জুনে অধ্যক্ষপদ করিলেন দান।
এইরূপে আয়োজন হইলে তখন,
কুরুক্ষেত্র অভিমুখে চলে সৈন্যগণ ;—
অযুত অযুত রথ আর হাতী চলে,
চারিলক্ষ চলে ঘোড়া সেই সৈন্যদলে,
কুরুক্ষেত্রে উপনীত হইলা যখন,
শঙ্খ ও দুন্দুভিনাদে পূরিল গগন।
কুরুক্ষেত্র মাঝে বহে হিরণ্বতী নদী,
কল কল জল তার বহে নিরবধি।
শিবির সাজায় তীরে যুধিষ্ঠির তা'র,
কাজ করে কত লোক সংখ্যা বলা ভার।
হাজার হাজার গৃহ করে নিরমাণ
কোথা রাখে অস্ত্র শস্ত্র, কোথা রাখে যান,
পরশু, নারাচ, যষ্টি, শরাসন আর
কতরূপ অস্ত্র তার নাম বলা ভার ;
আহার্য্য বিবিধ আনি করিল সঞ্চয়,
হেন শিবিরের কিবা দিব পরিচয়।
রাজগণ সৈন্য সহ চিকিৎসক আর
দাস দাসী সহ স্থান নিলা যার যার।
আসে তথা দুর্য্যোধন নিয়া সৈন্যগণ,
পশ্চিমে করিল তাঁ'র শিবির স্থাপন।
সংখ্যাতীত আসে হাতী ঘোড়া রথ আর,
অস্ত্র আনে নানাবিধ হাজার হাজার ;—
ভিন্দিপাল, শূল আর মুদ্গর, লাঙ্গল,
অঙ্কুশ, পিটক, শূর্প, ফলক, উপল,
সর্ষপ, ধূনকচূর্ণ, বালি ভারে ভারে,
নানারূপ রজ্জু রাখে শত্রু বধিবারে ;
বিচক্ষণ বীরগণে রাজা দুর্য্যোধন
সেনা নায়কের পদে করিলা বরণ।
দ্রোণাচার্য্য কৃপাচার্য্য অশ্বত্থমা আর
কর্ণ ও শকুনি সবে তোষে বারম্বার।
ভীষ্মদেবে সেনাপতি পদে তারপর
করিলা বরণ দুর্য্যোধন নরবর।
ভীষ্ম কন, "কৌরব পাণ্ডব মম ঠাঁই
তুল্য স্নেহ পাত্র তাতে কোন ভেদ নাই,
অঙ্গীকার করিয়াছি তোমারে যখন
নিশ্চয় তোমার পক্ষে করিব এ রণ।

নাশিব প্রত্যহ সৈন্য হাজার হাজার
স্নেহের পাণ্ডবে নাহি করিব সংহার।"
সকলে শিবিরে স্থান করিলা গ্রহণ
কৌরবগণের হিত করিতে সাধন।

গাণ্ডীব, বিজয় আর শার্ঙ্গ শরাসন,
তিনটি ধনুক এই ভবে সর্ব্বোত্তম;
ভোজপতি রুক্মী লাভ করিল বিজয়,
তাহে তা'র অহঙ্কার হয় অতিশয়।
এক অক্ষৌহিণী সেনা নিয়া সেই আসে,
পাণ্ডব শিবিরে যায় সহায়তা আশে।
অর্জ্জুনেরে কহে গিয়া, "ভয় কি তোমার,
একা আমি কুরুসেনা করিব সংহার।"
অহঙ্কার দেখি তা'র উপহাসি তায়,
অর্জ্জুন তাহারে করে অমনি বিদায়।
তারপর গেল সেই দুর্য্যোধন ঠাঁই,
অভিমানী দুর্য্যোধনে কহিল সে তাই;
দুর্য্যোধন প্রত্যাখ্যান করে হেন জনে,
রুক্মী তাই গেল শেষে তীর্থ পর্য্যটনে।

অভদ্র ইতর অতি দুষ্ট দুর্য্যোধন,
পাণ্ডব শিবিরে দূত পাঠায় তখন;
উলুক তাহার নাম উল্লুকের প্রায়
গালাগালি পাণ্ডবেরে দিতে বলে তায়,
শিখাইয়া দিল তা'রে যত কুবচন
এখানে তা বলিবার নাহি প্রয়োজন।
সে ইতর গালাগালি করিল পাণ্ডবে
দূত বলি সবে তাহা সহিল নীরবে।
ফিরিবার কালে তা'রে সুধু এই কয়,
"কহ যেয়ে দুর্য্যোধনে হয়েছে সময়,
সমুচিত সাজা দুষ্ট পা'বে এইবার,
অধিক বিলম্ব আর নাহিক তাহার।"

শিবিরে সজ্জিত যদি দুই পক্ষ হয়,
দুর্য্যোধন কহে ভীষ্মে, "দাদা মহাশয়,
আপনি যখন মম পক্ষে সেনাপতি,
গুরুদেব দ্রোণাচার্য্য সাথে মহারথী,
ভয় নাহি করি আমি এই রণে আর,
তবু শুনি বলাবল বাসনা আমার;
কোন্ পক্ষে কোন্ বীর মহারথ হয়,
রথী কেবা বিবরণ জানি সমুদয়।"
ভীষ্ম কহে, "তব পক্ষে হাজার হাজার
রথী যত, দিই কিছু পরিচয় তা'র,
রথীশ্রেষ্ঠ হয় তব যত ভ্রাতাগণ,
অতিরথে শল্য কৃতবর্ম্মার গণন,
সোমদত্ত, ভূরিশ্রবা অতিরথ হয়,
সুদক্ষিণ একরথ কহিনু নিশ্চয়।
লক্ষণ কুমার তব, দুঃশাসন-সুত
উভয়েই রথী, যুদ্ধ করিবে অদ্ভুত।
অশ্বত্থমা সম বীর না হেরি নয়নে,
সহজে নাশিতে পারে এই ত্রিভুবনে;
তাহাতেই হ'বে এই রণ অবসান,
বৃদ্ধ হইলেও দ্রোণ যুবার সমান।
হীনজাতি কর্ণ অতি অভিমানী হায়,
ব্রাহ্মণের অভিশাপে লুপ্ত তেজ তায়,

তাই অর্দ্ধরথ মাঝে তাহার গণন।"
দ্রোণাচার্য্য তাহে সায় দিলেন তখন।
ভীষ্মদেবে কর্ণ তবে কহে ক্রোধভরে,
"চিরকাল অবিচার আমার উপরে,
বিনাদোষে পাইলাম অর্দ্ধরথী নাম,
ভীষ্মের বচন আর কে করিবে আন;
যশোলাভ যুদ্ধজয়ে সেনাপতি করে,
তাই আমি ভীষ্মসনে না যাব সমরে,
ভীষ্মের পতন হ'লে যুঝিব তখন,
একাই পাণ্ডব-সেনা করিব নিধন।"
তারপর দুর্য্যোধন ভীষ্মদেবে কয়,
"বিপক্ষের বল শুনি দাদা মহাশয়।"
ভীষ্ম কহে, "রথী নিজে রাজা যুধিষ্ঠির,
আটজন রথী সম একা ভীম বীর,
নকুল ও সহদেব রথীর প্রধান,
দুই পক্ষে নাহি বীর অর্জ্জুন সমান;
রথী তা'র সম আর না হেরি ভুবনে,
অক্ষয় তূণীর পূর্ণ দৈব অস্ত্রগণে,
সারথি শ্রীকৃষ্ণ, ধনু গাণ্ডীব তাহার,
রণে তা'র সনে বল কে আঁটিবে আর?
উভয় পক্ষের মাঝে আমরা দু'জনে
দ্রোণ আর আমি পারি তা'র সনে রণে,
অর্জ্জুন এখনো যুবা তরুণ তপন,
আমরা উভয়ে বৃদ্ধ হয়েছি এখন;
মহাবীর অভিমন্যু অর্জ্জুন-কুমার,
অর্জ্জুনের সম তা'র রণে অধিকার;
মহারথ দ্রৌপদীর যত পুত্রগণ,
আরো আছে কত বীর সংখ্যা অগণন,
যাহারা পাণ্ডবপক্ষে হ'বে অগ্রসর,
তাঁহাদেরি সনে আমি করিব সমর;
কৃষ্ণার্জ্জুন দু'জনেও করিব বারণ,
সুধু শিখণ্ডীর সনে করিবনা রণ।"
জিজ্ঞাসিলা দুর্য্যোধন আশ্চর্য্য হইয়া,
"শিখণ্ডীর সনে রণে বাধা কি লাগিয়া?"
ভীষ্ম কহে, "ব্রহ্মচর্য্য করি অনুষ্ঠান,
নারী-বধে মহাপাপ তাই করি জ্ঞান।
যে জন রমণী ছিল পূর্ব্বজন্মে জানি,
তা'র গায়ে অস্ত্রাঘাত না করিব আমি।
অম্বা আর তা'র ভগ্নী ছিল দুইজন,
কাশী নরেশের কন্যা বিখ্যাত ভুবন;
বিচিত্রবীর্য্যের সনে বিবাহের তরে
জোর করি তিন কন্যা আনি স্বয়ংবরে।
বিবাহের কালে অম্বা কহে মোর ঠাঁই,
'শাল্বরাজে বরিয়াছি, আমি তাঁ'রে চাই।'
অম্বাকে ছাড়িয়া আমি দিলাম তখন,
শাল্বরাজ কাছে অম্বা করিল গমন;
শাল্বরাজ আর তা'রে গ্রহণ না করে,
সেই দুঃখে ক্রোধকরে আমার উপরে।
পরশুরামের তাহে দয়া তা'রে হয়,
যুঝিলা আমার সনে রাম অতিশয়;
গুরু মম রাম নাহি পারি আর রণে,
অম্বাকে বিদায় দিলা অতি ক্ষুণ্ণ মনে।

শিবের তপস্যা অম্বা করি তারপর
আমার মৃত্যুর তরে লাভ করে বর;
শিখণ্ডী হইয়া অম্বা জন্মেছে এখন,
তাই তা'র সনে আমি না করিব রণ।"
দুর্য্যোধন কহে ভীষ্মে, "ওহে মহাবল,
শুনিতে আমার এই আরো কৌতূহল,
কতদিনে পাণ্ডবের এই সেনাগণে
সমর্থ করিতে নাশ আপনি এ রণে ?"
কহে ভীষ্ম, "একমাস পাইলে সময়
বিনাশিব পাণ্ডবের সৈন্য সমুদয়।"
জিজ্ঞাসিলে কহে দ্রোণ, "আমি একমাসে,
পাণ্ডবের সৈন্যগণে নাশি অনায়াসে।"
কৃপ কহে, "দুই মাসে পারি আমি আর।"
অশ্বত্থমা কহে দশদিন লাগে তা'র।
কর্ণ কহে, "পাঁচ দিনে বিনাশিব সবে।"
শুনিয়া হাসিয়া ভীষ্ম কহে হো হো রবে,
"কৃষ্ণার্জ্জুনে আজো তুমি দেখ নাই রণে,
দেখিলে নির্ব্বাক হ'বে কহিনু এখনে।"

চরমুখে যুধিষ্ঠির পেয়ে সমাচার
নিরজনে ভ্রাতাগণে কহে সব তা'র
জিজ্ঞাসিলা অর্জ্জুনেরে, "তুমি কতক্ষণে
বিনাশিতে কৌরবের পার সৈন্যগণে ?"
চাহিয়া কৃষ্ণের পানে কহে ধনঞ্জয়,
"নিমেষে বধিতে আমি পারি সমুদয়,
পাশুপত শিব মোরে করেছেন দান
প্রলয়ে যে অস্ত্রে সৃষ্টি নাশে ভগবান,
ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ আর অশ্বত্থমা কেহ
এই অস্ত্র নাহি জানে নাহিক সন্দেহ;
সাধারণ রণে এই অস্ত্র ব্যবহার
করিতে বাসনা দাদা, নাহিক আমার;
সাধারণ অস্ত্রে মোরা করিব এ রণ,
পরাজিত তাহাতেই হ'বে শত্রুগণ।"

নির্ম্মল প্রভাতে দুর্য্যোধন-সৈন্যগণ
স্নান করি অঙ্গে মালা করিল ধারণ,
ধবল বসন পরি উৎসাহের ভরে,
সাজিল সকলে মিলি মহাযুদ্ধ তরে।
পাণ্ডবগণের সৈন্য সাজিল ত্বরায়,
নানাবিধ শঙ্খধ্বনি হইল তথায়,
হাজার হাজার ভেরী উঠিল বাজিয়া,
উঠিল পাণ্ডবসৈন্য উৎসাহে মাতিয়া।

ভীষ্মপর্ব্ব।

যুদ্ধের প্রথমে এই নিয়ম স্থাপন
কৌরব পাণ্ডব মিলি করিল তখন;—
যুদ্ধের সময় আগে করিল নির্ণয়,
চলিবে বন্ধুর মত ভিন্ন সে সময়।
গালাগালি দিবে শুধু গালির উত্তরে,
অস্ত্রাঘাতে অস্ত্রাঘাত করিবে সমরে।
যুঝিবে রথীতে রথী, পদাতি পদাতি,
ঘোড়া সনে ঘোড়া আর হাতী সনে হাতী।
কহিয়া মারিবে অস্ত্র, অচেতন জনে
কভু মারিবেনা অস্ত্র কেহ কোন ক্রমে।
সারথি ও বাদ্যকর ভৃত্যগণে আর
অস্ত্র-বাহকেরে নাহি করিবে প্রহার।
অস্ত্র ছাড়িয়াছে যেই, যে যাচে আশ্রয়,
অন্যের সহিত যুদ্ধে যেই ব্যস্ত রয়,
এমন লোকেরে বধ না করিবে আর,
দুই পক্ষ এ নিয়মে হইল স্বীকার।
ভাবী অমঙ্গল ভাবি অন্ধ মহারাজ
সন্তানের আচরণে শোকাকুল আজ।
ব্যাসমুনি আসিলেন এমন সময়,
ধৃতরাষ্ট্রে বুঝাইয়া শেষে তিনি কয়,
"এই রণে হ'বে তব পুত্রের নিধন,
ভবিতব্য ভাবি আর দুঃখ অকারণ;
যুদ্ধ দেখিবার যদি সাধ হয় মনে,
দৃষ্টিশক্তি দিতে পারি তোমার নয়নে।"
ধৃতরাষ্ট্র কহে, "আমি না চাহি নয়ন,
জ্ঞাতি-বধ না পারিব করিতে দর্শন;
আপনার কৃপাবলে এই আমি চাই
যুদ্ধের সংবাদ যেন শুনিবারে পাই।"
ব্যাসদেব কহিলেন ধৃতরাষ্ট্রে তায়,
"সঞ্জয় যুদ্ধের বার্ত্তা বলিবে তোমায়,
যুদ্ধের ঘটনা যত যেখানে যা হয়
মম বরে সমুদয় জানিবে সঞ্জয়;
দেখা বা অদেখা ভেদ নাহি র'বে তা'র
লোকের মনের কথা সে জানিবে আর;
অস্ত্রাঘাত না লাগিবে তাহার শরীরে
অক্ষত আসিবে যুদ্ধক্ষেত্র হ'তে ফিরে।"
তারপর ধৃতরাষ্ট্রে কহে পুনরায়,
"ঘোর অমঙ্গল হ'বে এই যুদ্ধে হায়,
এখনও পুত্রগণে কর নিবারণ,
কেন এত পাপ কার্য্যে উৎসাহ এমন!
পাণ্ডবগণেরে রাজ্য দাও ফিরাইয়া
শান্তি লাভ কর চিত্তে নিশ্চিন্ত হইয়া।"
ধৃতরাষ্ট্র কহে, "আমি নিজে ধর্ম্ম চাই,
পুত্রেরা শুনে না কথা, কি করিব তাই।"

এইরূপ নানা কথা কহি তা'র স্থান,
ব্যাসদেব তথা হ'তে করিলা প্রস্থান।
রণক্ষেত্রে দুই পক্ষে যত সৈন্যগণ
নিজ নিজ পক্ষে ব্যূহ করিল রচন।
দুর্য্যোধন পাণ্ডবের ব্যূহ নিরখিয়া
দ্রোণাচার্য্যে সম্বোধন করি কহে গিয়া,
"গুরুদেব, পাণ্ডবের যত সেনাগণে
সাজায়েছে ধৃষ্টদ্যুম্ন ব্যূহে সযতনে;
ওই বড় বড় বীর দেখুন্ চাহিয়া,
পাণ্ডবের ব্যূহে আছে শোভা বাড়াইয়া।
তেমতি মোদের পক্ষে বীর অগণন
এসেছে আমার তরে প্রাণ করি পণ।
ভীষ্মদেব ব্যূহ মাঝে করে অবস্থান,
সকলে করুন তাঁ'র রক্ষার বিধান।"
ভীষ্মদেব এই কথা শুনিবারে পায়
সিংহনাদ করি শঙ্খ অমনি বাজায়;
সঙ্গে সঙ্গে বাজে শঙ্খ হাজার হাজার,
ঢাক ঢোল সিঙ্গা বাজে সংখ্যা নাহি তার;
তুমুল উঠিল রব সেই রণস্থলে,
পূরিল সকল স্থল ঘোর কোলাহলে।
কৃষ্ণ 'পাঞ্চজন্য' শঙ্খ বাজায় অমনি,
অর্জ্জুনের 'দেবদত্ত' করে মহাধ্বনি,
বাজাইলা 'পৌণ্ড্র' নামে শঙ্খ ভীম বীর,
'অনন্ত বিজয়' শঙ্খ রাজা যুধিষ্ঠির,
'সুঘোষ' 'মণিপুষ্পক' মহাশঙ্খদ্বয়ে
নকুল ও সহদেব বাজায় উভয়ে;
দ্রুপদ, বিরাট, ধৃষ্টদ্যুম্ন বীর আর
যত রথী বাজাইলা শঙ্খ যাঁ'র যাঁ'র
মেদিনী কাঁপায়ে রব আকাশ ব্যাপিল,
কৌরবগণের মনে আতঙ্ক জন্মিল।
লইয়া গাণ্ডীব হাতে অর্জ্জুন অমনি
কহিলা শ্রীকৃষ্ণে, "রথ রাখ যদুমণি,
উভয় সেনার মাঝে, দেখিব এখন
কাঁহারা এসেছে হেথা করিবারে রণ।"
উভয় সেনার মাঝে কৃষ্ণ রথ নিলা,
অর্জ্জুন চাহিয়া সব দেখিতে লাগিলা;
দেখে তথা পিতামহ, গুরু, ভ্রাতাগণ,
শ্বশুর, সুহৃদ, সখা, আত্মীয়, স্বজন,
সকলেই দুই পক্ষে রাজ্যের কারণে,
করিবে ভীষণ রণ হায় প্রাণপণে;
দুঃখে বুক ফাটি যায়, কথা নাহি সরে,
হাত হ'তে ধনুশর খসি' যেন পড়ে;
কাঁদিয়া কহিলা কৃষ্ণে, "ওহে যদুরায়,
হেন রণে কাজ নাই কহিনু তোমায়,
রাজ্য ভোগে কার্য্য নাই বধিয়া স্বজন,
হায় মহাপাপ এই বুঝিনু এখন!
কৌরবের হাতে মোর যদি প্রাণ যায়
রণে জয় হ'তে শ্রেয়ঃ গণি আমি তায়।"
এই বলি হাত হ'তে ফেলি ধনুশর,
আকুল কাঁদিল পার্থ হইয়া কাতর।
হাসিয়া শ্রীকৃষ্ণ তা'রে তখন বুঝায়,
'যুদ্ধে আসি হেন কথা শোভা নাহি পায়।'

কিবা ধর্ম্ম কি অধর্ম্ম বুঝাইতে সব,
পার্থে বহু উপদেশ দিলেন কেশব।
সেই সব উপদেশ ধর্ম্ম-শাস্ত্র-সার
অমূল্য হয়েছে গ্রন্থ 'গীতা' নাম তা'র।
সে গ্রন্থের সঙ্গে যবে হ'বে পরিচয়,
বুঝিবে সে উপদেশ কত মধুময়;
তখন বুঝিলা পার্থ ভুল আপনার,
দুষ্টের দমন করা কর্ত্তব্য তাহার।
এক মনে তাই পার্থ স্মরি ভগবান,
করিবারে রণ তুলি নিলা ধনুর্বাণ।

তখন ছাড়িয়া বর্ম্ম অস্ত্র যুধিষ্ঠির
পদব্রজে চলিলেন যথা ভীষ্ম বীর;
অনুজেরা চারিজন কৃষ্ণ সঙ্গে আর
আরো বীর পিছু পিছু চলিল তাঁহার।
কি কারণে যুধিষ্ঠির চলেছে তথায়,
কেহ কোন অর্থ তা'র খুঁজিয়া না পায়।
অনুজেরা তাই এই কহে, "ধর্ম্মরাজ,
মোদেরে ছাড়িয়া কোথা চলেছেন আজ।"
চাহে সুধু যুধিষ্ঠির তাহাদের প্রতি,
উত্তর না কিছু তা'র করে মহামতি।
বুঝিলেন মনে কৃষ্ণ ইহার কারণ
সকলেরে তাই তিনি বলেন তখন,
"চলেছেন যুধিষ্ঠির গুরুজন পাশে
জয়লাভ ইথে তাঁ'র হ'বে অনায়াসে।"
কৌরবের সেনাগণ না বুঝে কারণ,
ভাবে তাই যুধিষ্ঠির আসে কি কারণ?
বলাবলি তাই তা'রা করে পরস্পর,
"কাপুরুষ হইয়াছে ভয়ে সকাতর,
তাই চলিয়াছে ভীষ্মে ধরিবারে পায়,
থাকিতে এমন ভ্রাতা এত ভয় হায়!"
ভীষ্মের নিকটে যেয়ে পায়ে পড়ি তাঁ'র
যুধিষ্ঠির কহে এই করি নমস্কার,
"দাদামহাশয়, মোরা আপনার সনে
চাহি অনুমতি রণ করিব এখনে।
আশীর্ব্বাদ আপনার যাচি তাহে আর।"
ভীষ্ম কহে, "এই জেন আশীষ আমার,
জয়লাভ কর তুমি কুরুক্ষেত্র রণে,
আসিয়াছ, খুসী তাই হইনু এখনে;
না আসিলে রাগ বুঝি হইত আমার,
আমার নিকটে কিবা চাহ বাছা আর;
মানুষ অর্থের দাস, তাই দুর্য্যোধন
অর্থে বশ করিয়াছে আমারে এখন।
তব পক্ষে সাধ্য নাহি যুদ্ধ করিবার
আনন্দে তোমারে দিব যাহা চাহ আর।"
কহে যুধিষ্ঠির, "ক'ন হইয়া সদয়
কি করিয়া আপনারে করি পরাজয়।"
কহে ভীষ্ম, "করিবারে মোরে পরাজয়
এ ভুবনে কারো হেন শক্তি নাহি হয়।
আমার মৃত্যুর কাল হয়নি এখন,
আসিও আবার আমি বুঝিব তখন।"
নমস্কার করি তাঁ'রে লইয়া বিদায়
ক্রমে দ্রোণাচার্য্য, কৃপ, শল্য কাছে যায়;

নমস্কার তাঁহাদের করিল যখন,
আশীর্ব্বাদ করে সবে ভীষ্মের মতন।
সকলেই কহে এই এক কথা হায়,
অর্থে বশ দুর্য্যোধন করেছে সবায়।
তাই তাঁ'রা করে রণ দুর্য্যোধন তরে,
আশীর্ব্বাদ যুধিষ্ঠিরে করিছে অন্তরে।
পরামর্শ দিতে তা'রে বাধা নাহি তায়,
জিজ্ঞাসিলা আর কিবা উপদেশ চায়।
দ্রোণাচার্য্যে জিজ্ঞাসিলে তাঁ'র পরাজয়,
কহে দ্রোণ, "মম জয় অসম্ভব হয়,
এই দেহে প্রাণ মম যতক্ষণ ধরে,
কারো সাধ্য নাই মোরে পরাজয় করে।
বধিতে আমারে তুমি যত্ন কর তাই,
শুনিলে অপ্রিয় কথা সত্যবাদী ঠাঁই,
অস্ত্র ছাড়ি দিব আমি হইয়া কাতর,
বধিতে আমার প্রাণ সেই অবসর।"
কৃপাচার্য্য কহে, "আমি অজর, অমর,
অসম্ভব প্রাণ নাশ মোর নরবর,
সদা আশীর্ব্বাদ আমি করিব তোমারে,
নিশ্চয় লভিবে জয় এ রণ মাঝারে।"
তারপর মদ্ররাজ মাতুলের মনে,
মনে করি দিলা তাঁ'র নিজের বচনে ;—
কর্ণের নাশিতে তেজ করেছে স্বীকার,
ভুল যেন নাহি হয় কথা রাখিবার।
কহে শল্য, "নিশ্চয় তা' করিব পালন,
নির্ভয়ে করহ রণ পাণ্ডুর নন্দন,
হইবে তোমার জয় কহিনু নিশ্চয়।"
বিদায় লইলা পরে পাণ্ডুর তনয়।
শ্রীকৃষ্ণ কহিলা কর্ণে, "ভীষ্মের সহিত
মিলি করিবেনা রণ এইতো নিশ্চিত,
ততদিন মিলি তুমি পাণ্ডবের দলে
যুদ্ধ কর এই আমি বলি এই স্থলে।"
কর্ণ কহে, "যাতে হয় কৌরবের ক্ষতি,
হেন কাজে কভু মোর নাহি যায় মতি।"
ফিরি আসিবার কালে ডাকি উচ্চরবে
কহিলেন যুধিষ্ঠির কুরুসৈন্য সবে,
"হেথায় আমার বন্ধু থাকে যদি কেহ,
সমাদরে নিব তা'রে নাহিক সন্দেহ।"
অন্ধ মহারাজ-পুত্র যুযুৎসু তখনে
কহে, "দাদা তব পক্ষে যাব আমি রণে।"
যুধিষ্ঠির কহে তা'রে, "এস তুমি ভাই,
আপন ভায়ের মত লহ আসি ঠাঁই।"
কুরুক্ষেত্র রণ তাই বাজিল তখন,
হেন ভয়ঙ্কর রণ না যায় বর্ণন।
কুরুপাণ্ডবের রণ তুলনা কোথায়,
দেবাসুরে রণ যেন হ'ল পুনরায়।
আসিল দেবতা, দেব, ঋষিগণ আর,
সিদ্ধ ও চারণগণ রণ দেখিবার।
অদ্ভুত বীরত্ব আর ভয়ঙ্কর রণ
দেখিয়া অবাক্ সবে বিস্ময়ে মগন।
বাণ মারে দুই পক্ষ অজস্র ধারায়,
শ্রাবণের বারিধারা হেরে যায় তায়।

ঝড়ে যেন ফল ঝরি গাছ হ'তে পড়ে,
মানুষের মাথা তথা পড়িল সমরে।
মৃত দেহ স্তূপে কত হইল পাহাড়,
বহিল রক্তের নদী হাজার হাজার।
শৃগাল, শকুনি, কাক, গৃধিনীর দল
মাংস লোভে অবিরল চরে রণস্থল।
ধূলা উড়ি ঢাকে রবি মেঘ অনুমান,
অস্ত্র শস্ত্র ঝলসিছে তড়িত সমান,
রণের নিনাদ নয় মেঘের গর্জ্জন,
রক্ত-ধারা পড়ে বারি-ধারার মতন।
সিংহনাদ আর হাতী ঘোড়ার চীৎকার
অস্ত্রের ঝন্‌ঝনি, সেনা-আর্ত্তনাদ আর
সব মিলি হ'ল এত ভয়ানক রব,
কোথা আর হেন রব শুনা অসম্ভব।
প্রথমেই দুঃশাসন জ্যেষ্ঠের আজ্ঞায়
ভীষ্মদেবে অগ্রে করি সৈন্য নিয়া ধায়।
ভীমসেন পাণ্ডবের নিয়া সৈন্যদল
মহোল্লাসে অগ্রসর হয় রণস্থল।
সৈন্যের তুমুল নাদ করিয়া শ্রবণ,
ভীম নিজ সিংহনাদে কাঁপায় ভুবন।
রাজা দুর্য্যোধন আর ভ্রাতাগণ তাঁ'র
বীরগণ শরাসন নিলা যাঁ'র যাঁ'র।
পাণ্ডবেরা আর দ্রৌপদীর পুত্রগণ,
অভিমন্যু আরো যত বীর অগণন
দুই পক্ষে বরিষণ করি তীক্ষ্ণ শর
প্রভাতে আরম্ভ করে ভীষণ সমর।

ভীষ্মের সহিত করে অভিমন্যু রণ,
পরাক্রমে তাঁ'র সবে বিস্ময়ে মগন ;—
অর্জ্জুন আপনি যেন এসেছে এ রণে,
ভীষ্ম আদি বীরগণ মনে মনে গণে।
ভীষ্ম তা'রে বাধা দিতে হইলা বিফল,
অভিমন্যু ধ্বজা তাঁ'র পারিল ভূতল।
উত্তর হাতীতে চড়ি রণক্ষেত্রে ধায়,
রথে হেরি শল্য বীরে আক্রমিল তাঁয় ;—
শল্যের রথের ঘোড়া নাশে হাতী তাঁ'র,
শল্য তাই শক্তি এক করিল প্রহার।
উত্তরের বক্ষ তায় করি বিদারণ
তখনি করিল নাশ তাঁহার জীবন।
উত্তরের বড় ভাই শ্বেত তারপর
রাগে তীর ছুড়ে আসি কৌরব-উপর।
কৌরবের শরে শ্বেত হয় অচেতন
সারথি তাঁহারে নিয়া করে পলায়ন।
জ্ঞান পেয়ে শ্বেত পুনঃ শল্য প্রতি ধায়,
ভয়ঙ্কর তেজে আসি আক্রমিল তাঁ'য়।
ভীষ্ম আদি বীর তাই আসে পাশে তাঁ'র
প্রাণে তাই রক্ষা পায় শল্য এইবার।
ঘোরতর যুদ্ধ তায় হয় অতিশয়,
কত সৈন্য বধে ভীষ্ম সংখ্যা নাহি হয়।
অসামান্য শক্তি শ্বেত দেখায় তখনে,
মথিলা কৌরব সৈন্যে বাণ বরিষণে।
তাঁ'র বাণে ভীষ্ম বিনে কেহ স্থির নয়,
ভীষ্মের নিকটে সবে লইলা আশ্রয়।

ভীষ্ম নিজে জর্জ্জরিত হয় শ্বেত-শরে,
ভাবে সবে শ্বেত-হাতে বুঝি মারা পড়ে।
রাগে ভীষ্ম শ্বেতে করে বাণ বরিষণ,
ভল্লে তাঁ'র ধনু শ্বেত কাটিল তখন।
অন্য ধনু লয়ে ভীষ্ম কাটে ঘোড়া তাঁ'র,
মারি সারথিরে, ধ্বজ করে চূরমার।
রথ হ'তে নামি ভূমে শ্বেত তারপরে
ছুড়ে ভয়ঙ্কর শক্তি ভীষ্মের উপরে ;
খণ্ড খণ্ড করে ভীষ্ম সেই শক্তি বাণে,
গদা প্রহারিলা শ্বেত ধেয়ে তাঁ'র পানে ;
সারথি, ঘোড়া ও রথ চূর্ণ হয় তায়,
লম্ফে ভূমে নামি ভীষ্ম সে গদা এড়ায়।
দ্রোণ কৃপ শল্য আদি যত বীরগণ
ভীষ্মের সাহায্য তরে আসিল তখন ;
আসিল নূতন রথ ভীষ্মের লাগিয়া,
ভীম ধৃষ্টদ্যুম্ন সবে আইল ধাইয়া ;
পুনরায় দুই পক্ষে হয় ঘোর রণ,
সাংঘাতিক বাণ ভীষ্ম জুড়িল তখন,
সেই বাণ শ্বেত নাহি পারে নিবারিতে,
ভেদিয়া শরীর তাঁ'র পশিল ভূমিতে।
শ্বেতের নিধনে স্তব্ধ পাণ্ডবের দল,
ভীষ্ম তারপরে সেনা নাশে অবিরল ;
পাণ্ডবের সৈন্য বুঝি হ'বে সব ক্ষয়,
অস্ত গেলা দিবাকর, সন্ধ্যা তবে হয়,
যুদ্ধ হ'ল শেষ তাই, রাজা যুধিষ্ঠির
ক্ষুণ্ণমনে প্রবেশিলা আপন শিবির।

ভীষ্মের দেখিয়া রণে প্রচণ্ড প্রতাপ,
পাইলেন যুধিষ্ঠির অতিশয় তাপ ;
সকলের সনে রাত্রে যেয়ে কৃষ্ণ পাশ
কহিলেন, "জয়লাভে বৃথা মম আশ,
এরূপে যদ্যপি মোর সৈন্য হয় ক্ষয়,
কিরূপে কেশব, যুদ্ধে লভিব বিজয় ?"
মিষ্ট বাক্যে কৃষ্ণ তাঁ'রে শান্ত করে তাই,
প্রাতে কহে যুধিষ্ঠির ধৃষ্টদ্যুম্ন ঠাঁই,
"ক্রৌঞ্চারুণ নামে ব্যূহ রচ বীর আজ,
দেবাসুর রণে যাহা গড়ে দেবরাজ।"
ধৃষ্টদ্যুম্ন ক্রৌঞ্চারুণ ব্যূহ নিরমিল,
অন্য ব্যূহে কৌরবেরা সেজে দাঁড়াইল।
হইল ভীষণ যুদ্ধ সে দিন আবার,
পার্থের বিক্রমে কুরুসৈন্যে হাহাকার।
পার্থ-শরে নিপীড়িত দেখি সৈন্যগণ
পিতামহে দুর্য্যোধন কহিলা তখন,
"আজ পার্থ-শরে মোর সৈন্য হ'বে ক্ষয়
কর্ণ আপনার জন্য রণে ক্ষান্ত রয়,
অর্জ্জুনেরে নাশিবারে করুন উপায়,
নতুবা কিদশা হ'বে বলা নাহি যায়।"
"হায় ক্ষত্র ধর্ম্মে ধিক্" এই কথা বলি
পার্থ অভিমুখে ধায় ভীষ্ম মহাবলী।
তখন এ দুই বীরে ঘোর যুদ্ধ হয়,
দেখি দেবগন্ধর্ব্বের জন্মিল বিস্ময়।
কেহ কা'রে নাহি পারে উভয়ে সমান,
মেদিনী হইল সেই রণে কম্পমান।

মহারথী দ্রোণাচার্য্য ধৃষ্টদ্যুম্ন আর
করিল যে ঘোর রণ বলা তাহা ভার।
ধৃষ্টদ্যুম্নের সারথি, ঘোড়া মারা যায়,
গদা নিয়া দ্রোণে তাই আক্রমিতে ধায় ;
সেই গদা কাটি দ্রোণ খণ্ড খণ্ড করে,
ঢাল নিয়া ধৃষ্টদ্যুম্ন ধায় তারপরে।
দ্রোণের বাণের মুখে কে পারে আঁটিতে,
ধৃষ্টদ্যুম্ন ব্যস্ত তাঁ'র বাণ নিবারিতে।
ভীমসেন আসে তাঁ'র সহায়তা তরে ;
দুর্য্যোধন কলিঙ্গেরে পাঠায় সত্বরে।
ধৃষ্টদ্যুম্নে দ্রোণাচার্য্য ছাড়ি তারপর,
বিরাট দ্রুপদ সনে করিল সমর।
কলিঙ্গ সেনার সনে ভীমসেনে রণ
বাজিল তখন তথা অতীব ভীষণ।
কলিঙ্গ তাঁহার পুত্র শক্রদেব আর
কেতুমান ধেয়ে রণে হয় আগুসার।
ভীমসেন সনে তাঁ'রা করে মহারণ
সহায়তা ভীমসেনে করে চেদিগণ।
চেদিরা পালায় শেষে বাঁচাইতে প্রাণ,
একা ভীম যুঝে তথা নাহি ভয় পান।
শক্রদেব ঘোড়া তাঁ'র কাটিল সত্বর,
বিঁধিল ভীমের দেহ ছুড়ি বহু শর।
ভীম তবে হেন গদা করিল প্রহার,
সারথি ও শক্রদেবে করিল সংহার।
পুত্রের নিধনে রোষে কলিঙ্গ আপনি
ধেয়ে যেয়ে ভীমসেনে আক্রমে অমনি।
কলিঙ্গের যত শর ভীম কাটে বাণে,
আক্রমিল পরে তাঁ'র পুত্র ভানুমানে ;
আরোহণ করি গজে যুঝে ভানুমান ;
ভীম বেগে ভীমসেন হয় ধাবমান।
অসি হাতে উঠি সেই গজের উপরে,
গজে আর ভানুমানে কাটিল সত্বরে।
তারপর হাতী ঘোড়া ভীম যাহা পায়,
খান খান করি খড়্গে কাটি তাহা ধায় ;
পদাঘাতে তাঁ'র কত সেনা গেল মারা,
হাটুর গুঁতায় কত যোদ্ধা হল সারা ;—
নানাবিধ গতি করি সেই রণস্থলে,
ভ্রমে ভীম বিনাশিয়া কুরুসৈন্য দলে।
পালায় কলিঙ্গ সেনা আসে পুনরায়,
পুনরায় ভীমসেন যুদ্ধ করে তায়।
কলিঙ্গের অধিপতি, অনুচর তাঁ'র,
সকলেরে ভীমসেন করিলা সংহার।
দ্বিসহস্র সাত শত কলিঙ্গ সেনায়
নাশকরে তারপর ভীম গদা-ঘায়।
কৌরবসৈন্যের শুনি আর্ত্তনাদ রণে
ভীষ্মদেব ভীম প্রতি ধাইলা তখনে ;
ভীমের রথের ঘোড়া ভীষ্ম নাশ করে,
ভীম তাহে শক্তি ছুড়ে ভীষ্মের উপরে ;
বাণে সেই শক্তি ভীষ্ম কাটিল তখনি,
মহাগদা লয়ে ভীম ধাইল অমনি,
ধৃষ্টদ্যুম্ন নিজ রথে ভীমে তুলি নিলা,
রণস্থল হ'তে তবে প্রস্থান করিলা।

সাত্যকি ভীমের প্রীতি করিতে সাধন,
ভীষ্মের সারথি বধ করিলা তখন ;
সারথি বিহীন অশ্ব রথ নিয়া ধায়,
রণস্থলে ভীষ্মে আর দেখা নাহি যায় ।
অশ্বত্থমা, শল্য আর কৃপাচার্য্য সনে
ধৃষ্টদ্যুম্ন যুঝিলেন ভীষণ বিক্রমে ।
অভিমন্যু আসে তথা সাহায্যের তরে,
দেখিয়া লক্ষণ আসি প্রবেশে সমরে ।
অভিমন্যু-ধনু কাটি লক্ষণ পারিল,
অন্য ধনু অভিমন্যু হাতে তুলি নিল ;
দুই মহাবীর তাই করে মহারণ,
সুতে নিপীড়িত হেরি আসে দুর্য্যোধন ;
পাছে তাঁ'র কৌরবের বীরগণ ধায়,
অভিমন্যু বীরে ঘেরি মিলিল তথায় ।
মহাবীর ধনঞ্জয় হেরি সমুদয়,
অচিরে তথায় আসি আগুয়ান হয় ।
কৌরবের ভীষ্ম দ্রোণ যত বীরগণ
নিবারিতে ধনঞ্জয়ে করিলা যতন :
বিফল তাঁ'দের হায় সকল প্রয়াস
দলে দলে কুরুসেনা পার্থ করে নাশ ।
অর্জ্জুনের বিক্রমের নাহি পারাপার,
একা কুরুসৈন্য নাশি করে ছারখার ।
ভীষ্মদেব দ্রোণাচার্য্যে কহেন তখন,
"অর্জ্জুনেরে নিবারণ অসাধ্য এখন,
অস্তাচলে যায় রবি বেলা নাই আর,
শ্রান্ত সবে যুদ্ধ ক্ষান্ত হউক এবার ।"

এইরূপে সে দিনের যুদ্ধ সমাধান,
প্রাণ নিয়া কুরুসেনা ফিরিলা স্বস্থান ।
কৌরব 'গারুড়' ব্যূহ পরদিন করে,
মুখে তার ভীষ্মবীর রহে যুদ্ধ তরে ;
পৃষ্ঠে তার রহিলেন রাজা দুর্য্যোধন,
দ্রোণ কৃতবর্ম্মা দুই চক্ষে দুই জন ;
অশ্বত্থমা আদি বীর মাথা গড়ে তার,
দক্ষিণ ও বাম পাশে রহে বীর আর ।
ধনঞ্জয় ধৃষ্টদ্যুম্ন উভয়ে যতনে
'অর্দ্ধচন্দ্র' ব্যূহ রচে নিয়া সৈন্যগণে
ধৃষ্টদ্যুম্ন মধ্যভাগে রহিলেন তার,
গজারোহী সেনা সহ যুধিষ্ঠির আর,
নানা সেনা নিয়া ভীম দক্ষিণেতে রয়,
বাম ভাগে কৃষ্ণ সাথে রহে ধনঞ্জয় ।
অর্জ্জুন গাণ্ডীবে করি বাণ বরিষণ
বহু রথিগণে নিলা শমন-ভবন ।
তখন কৌরবগণ অতি রোষভরে
রণে বিপক্ষের সৈন্য ছিন্নভিন্ন করে ।
দ্রৌপদীর পাঁচ পুত্র ভীমসেন আর
ঘটোৎকচ করে রণ করি 'মার' 'মার' ।
দুর্য্যোধন ভেটিলেন আসি দুইজনে,
ভীম-শরে অচেতন হইলা তখনে ;
সারথি তাঁহারে নিয়া করে পলায়ন,
ইহা দেখি ছত্রভঙ্গ কুরুসৈন্যগণ ।
পালায় কৌরবসৈন্য ফিরিয়া না চায়,
ভীষ্ম দ্রোণ কারো বাণী নাহি শুনি হায় ।

যুধিষ্ঠির ধৃষ্টদ্যুম্ন করে হেন রণ
ভীষ্ম দ্রোণ নাহি পারে করিতে বারণ।
জ্ঞান লাভ দুর্য্যোধন করে পুনরায়,
সৈন্যগণ ফিরি আসে নিরখিয়া তাঁ'য়।
পিতামহে দুর্য্যোধন কহিলা তখন,
"আপনার কাছে সৈন্য করে পলায়ন!
উপেক্ষা করেন দেখি হেন শত্রুগণে,
পাণ্ডবের ইষ্ট বুঝি আপনার মনে;—
যদি জানি আপনার এই অভিপ্রায়,
যুদ্ধে নাহি আসিতাম আমি তবে হায়!"
বারম্বার হাস্য করি রোষে ভীষ্ম কয়,
"তোমারে বলেছি কত মনে নাহি রয়,
দেবের অসাধ্য জয় করিতে পাণ্ডবে,
আমরা হয়েছি বৃদ্ধ কি করিব তবে।
যথাসাধ্য তবু রণ করিতে মনন,
দেখ পাণ্ডবেরে আমি করি নিবারণ।"
এই বলি ভীষ্ম করে রণ ভয়ঙ্কর,
দলে দলে পড়ে সৈন্য খেয়ে তাঁ'র শর।
নাম করি যে রথীরে ভীষ্ম মারে বাণ,
তখনি সে পড়ে ভূমে হারাইয়া প্রাণ।
চারিদিকে রথ তাঁ'র হেন বেগে ধায়,
মায়াবী পুরুষ বলি বোধ হয় তাঁয়।
চারিদিকে সৈন্য মারি করে ছারখার,
ভীষ্মের প্রতাপে আজ উঠে হাহাকার!
কৃষ্ণার্জ্জুনে নাহি মানে যত সৈন্যগণ
প্রাণ ভয়ে নানাদিকে করে পলায়ন।

হেরিয়া এদশা কৃষ্ণ ধনঞ্জয়ে কয়,
"ভীষ্ম দ্রোণে বধিবারে এই তো সময়,
বলিয়াছ বারম্বার 'তব সনে রণ
করিবে যে জন, তাঁ'রে করিবে নিধন,'
রাখ এবে কথা তব ওহে ধনঞ্জয়,
নতুবা ভীষ্মের হাতে হ'বে সৈন্যক্ষয়।"
অর্জ্জুন অমনি কহে, "ওহে যদুবর,
ভীষ্মের নিকট রথ চালাও সত্বর।"
রথ চালাইলা কৃষ্ণ ভীষ্মের গোচরে,
তখন উভয় বীর মহাযুদ্ধ করে।
ভীষ্মের ধনুক পার্থ কাটিল সত্বর,
তখনি লইল ভীষ্ম অন্য ধনু শর।
নিমেষে ধনুক পুনঃ কাটে ধনঞ্জয়,
শান্তনু তনয় তাহে, "সাধু, সাধু" কয়।
তারপর ধরি ভীষ্ম মহা শরাসন,
অজস্র করিলা হায় বাণ বরিষণ।
চালায়ে মণ্ডলচারে রথ অবিরত
কৃষ্ণ দেখাইলা তাঁ'র নিপুণতা যত।
কিন্তু যত যুদ্ধ করে বীর ধনঞ্জয়
নিবারিতে ভীষ্ম বীরে সাধ্য নাহি হয়।
বিঁধি কৃষ্ণার্জ্জুনে তীক্ষ্ণ বাণ বরিষণে
অট্টহাস্য করে ভীষ্ম সেই রণাঙ্গনে।
ধৈর্য্যহীন হ'য়ে কৃষ্ণ মনে ভাবে তবে,
'বিষম বিপদ আজ ঘটিবে পাণ্ডবে।
অর্জ্জুন সম্মান করি পিতামহে তা'র
মনে নাহি করে তাঁ'রে করিতে প্রহার,

আমি তাই ভীষ্ম বীরে করিয়া নিধন,
ঘুচাইব পাণ্ডবের বিপদ এখন।'
তখন আবার ভীষ্ম বাণ বরিষণে
মথিতে লাগিল পাণ্ডবের সৈন্যগণে।
সৈন্যগণে পলাইতে দেখি চারিভিতে,
সাত্যকি আসিল পার্থে সাহায্য করিতে ;
সৈন্যগণে ফিরাইতে যুদ্ধে পুনরায়
সাত্যকির যত্ন দেখি, কৃষ্ণ কহে তায়,
"আজ আমি ভীষ্ম দ্রোণে করিয়া সংহার
যুধিষ্ঠিরে বসাইব সিংহাসনে তাঁ'র।"
এই বলি সুদর্শন লইয়া অমনি
ধাইল ভীষ্মের পানে যদুকুলমণি।
নির্ভয়ে তখন ভীষ্ম কহে, "যদুবর,
প্রণাম তোমারে, মোরে বিনাশ সত্বর ;
তুমি দেবতার শ্রেষ্ঠ, মরি তব হাতে
স্বর্গে চলি যাব আমি, ক্ষতি নাহি তাতে।"
অমনি অর্জ্জুন তাঁ'র পিছু পিছু ধায়,
দশ পায় গিয়া তাঁ'র ধরিলেন পায়,
কহে, "যদুবর, আমি প্রতিজ্ঞা আমার
নিশ্চয় পালিব, নাহি সন্দেহ তাহার ;
বধিব আমিই যত কুরুবীরগণে,
ক্ষান্ত দাও রণে, না ছুড়িও সুদর্শনে।"
রথে উঠিলেন কৃষ্ণ পার্থের কথায়,
অর্জ্জুন তখন রণ করে পুনরায় ;
অদ্ভুত দিব্যাস্ত্র জুড়ি গাণ্ডীবে তখন
অজস্র কৌরবে নিলা শমন-সদন।

ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ শল্য বীর যত আর
নিবারিতে পার্থে সাধ্য না হয় কাঁহার।
সন্ধ্যার আঁধার পরে নামিল ধরায়,
কৌরব সৈন্যেরা ত্রাসে শিবিরে পালায়।
শত্রুগণে পরাজয় করি ধনঞ্জয়
আনন্দে শিবিরে ফিরে নিয়া সৈন্যচয়।
পরদিন বীর সনে ভীষ্ম পুনরায়
নদীর মতন বেগে পার্থ প্রতি ধায়।
অপরূপ বূহ সেই রচি আরবার
পাণ্ডবেরা মহারণে হয় আগুসার।
গজারোহী অশ্বারোহী আর রথিগণ
যুদ্ধ করি পরস্পরে করিল নিধন।
অর্জ্জুনের পানে ভীষ্ম তারপর ধায়,
বীরগণে নিয়া দ্রোণ পিছু পিছু যায়।
অভিমন্যু আসে তাই করিতে বারণ,
মহা অস্ত্র তাঁহাদের করিল চ্ছেদন।
ভীষ্ম তবু ভেটিলেন বীর ধনঞ্জয়ে,
তখন দ্বৈরথ যুদ্ধ হইল উভয়ে।
অশ্বত্থমা, চিত্রসেন, ভূরিশ্রবা আর
শল্য, সংযমনি মিলি হয় আগুসার।
পাঁচ বীরে যুদ্ধ করে অভিমন্যু সনে,
আঁটিয়া না উঠে তা'রে তবু কোন ক্রমে।
দুর্য্যোধন কহে মদ্রে, ত্রিগর্ত্ত-কেকয়ে
বধিবারে পার্থে আর তাহার তনয়ে।
সেনা নিয়া সঙ্গে তাঁ'রা পঁচিশ হাজার
ঘিরিল পার্থেরে আর তনয়ে তাঁহার।

সেনাপতি ধৃষ্টদ্যুম্ন নিয়া সেনাগণ
নিবারিতে তাঁহাদের ধাইল তখন।
বিঁধি শরে ধৃষ্টদ্যুম্ন মদ্রদেশীগণে,
পৌরবের পুত্রে নিল শমন-সদনে।
সংযমনি-পুত্র আসে অসি নিয়া হাতে,
গুড়া করে মাথা তা'র গদার আঘাতে।
পুত্রশোকে সংযমনি রাগে অতিশয়,
ধৃষ্টদ্যুম্ন সনে রণে ধাইল নির্ভয়।
শল্য আসে সাথে তাঁ'র সহায়তা তরে,
ধৃষ্টদ্যুম্নে বিঁধে তাঁ'রা দুই বীর শরে।
শল্য যদি কাটে ধৃষ্টদ্যুম্ন-শরাসন,
অভিমন্যু সনে তাঁ'র বেজে গেল রণ।
পার্থের তনয়ে করিবারে পরাজয়,
শল্যেরে সাহায্য করে কুরুসৈন্যচয়।
দুর্য্যোধন আর তাঁ'র ভাই নয় জন
পাণ্ডবপক্ষের আর বীর দশ জন,
দ্রৌপদীর পাঁচ পুত্র, পার্থের কুমার,
ধৃষ্টদ্যুম্ন, ভীম, দুই মাদ্রীসুত আর
দুই পক্ষে বিশ জন রথীর মিলনে,
হইল ভীষণ রণ সেই রণাঙ্গনে।
দুর্য্যোধন প্রতি ভীম গদা নিয়া ধায়,
ভ্রাতাগণ তাঁ'র প্রাণ লইয়া পালায়।
গজারোহী সেনা নিয়া দশেক হাজার,
মগধের নৃপতিরে সাথে নিয়া আর,
দুর্য্যোধন ভীমসেনে ভেটিলে তখন,
নাশে ভীম গজারোহী যত সেনাগণ।
অভিমন্যু মাথা কাটে মগধ-রাজার,
ভীমে দুর্য্যোধনে রণ হয় আরবার।
দুর্য্যোধন-বাণে ভীম হয় অচেতন,
চেতন পাইয়া পুনঃ করে ঘোর রণ।
বাণে তাঁ'র জড় জড় শল্য পলাইল
দুর্য্যোধনে আটবাণ অমনি ছুড়িল।
সেনানী প্রভৃতি ধার্ত্তরাষ্ট্র চৌদ্দ জন
ধেয়ে তাই ভীমসেনে করে আক্রমণ;
ক্রমে সাত জনে ভীম নিলা যমালয়,
পলাইল বাকি যাঁরা প্রাণে পেয়ে ভয়।
কৌরব সৈন্যেরে ভীষ্ম কহিল তখন,
"ভীমসেনে অবিলম্বে কর আক্রমণ।"
তবে ভগদত্ত বীর প্রাগ্‌জ্যোতিষ্‌পতি
হাতীতে চড়িয়া ধায় ভীমসেন প্রতি;
বাণে বাণে ভীমসেনে করিল অজ্ঞান,
ঘটোৎকচ উত্তরিল আসি সেই স্থান।
বিশাল বিশাল হাতী আসে সাথে তা'র,
ভগদত্ত সনে রণ হয় চমৎকার।
কুরুপক্ষে বীরগণ ভীষ্মের কথায়
ভগদত্তে সাহায্যের তরে ধেয়ে যায়।
সন্ধ্যা হ'ল, সাঙ্গ হয় সে দিনের রণ,
ক্ষুণ্ণ মনে শিবিরেতে গেলা দুর্য্যোধন।
উল্লাসে শিবির পানে পাণ্ডবেরা ফিরে,
প্রশংসিয়া ভীম আর ঘটোৎকচ বীরে।

পরদিন রবি যদি উদিল গগনে,
রচিল 'মকর' ব্যূহ কুরুসেনাগণে।

পাণ্ডবেরা 'শ্যেন' ব্যূহ করে বিরচন,
আরাম্ভ হইল পুনঃ ঘোরতর রণ।
ভীমার্জ্জুন ভীষ্মে হয় প্রথম সমর,
সাত্যকি ও দ্রোণে রণ বাজে পরস্পর।
সাত্যকি দ্রোণের হাতে পরাভব পায়,
ভীম আসি কোনরূপে মুক্ত করে তায়।
ভীমে ভীষ্ম দ্রোণ শল্য আক্রমিল তাই,
দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্র আসে ভীম-ঠাঁই,
আরো আসে অভিমন্যু সাহায্যের তরে;
শিখণ্ডী তখন ভীষ্মে আক্রমণ করে ।
ভীষ্ম তা'র সনে নাহি করিবে সমর,
শিখণ্ডীর বাণে ভীষ্ম না হয় কাতর।
দ্রোণ যদি আসে শেষে ভীষ্মদেব পাশে,
শিখণ্ডী তখন হায় পলাইল ত্রাসে।
তারপর যুদ্ধে মাতি দুই সৈন্যদলে,
ভয়ঙ্কর কাণ্ড করে সেই রণস্থলে;
রণের বিরাম নাই, বেলা যায় যায়,
রণে মত্ত কেহ কোন দিকে নাহি চায়।
সাত্যকি নাশিল কুরুসৈন্য অগণন,
নিবারিতে তা'রে যত্ন করে দুর্য্যোধন,
সহস্র দশেক সেনা শেষে পাঠাইল,
একাকী সাত্যকি সবে নিধন করিল;
ভূরিশ্রবা যুদ্ধ করে সাত্যকির পাশে,
সাত্যকির সেনা তায় পলাইল ত্রাসে।
দশ পুত্র সাত্যকির আসিল তখন,
ভূরিশ্রবা সকলেরে করিল নিধন।

রবি যবে অস্তযায় বেলা নাই আর,
পার্থ বধে মহারথী পঁচিশ হাজার।
তারপর সেদিনের সাঙ্গ হ'ল রণ,
যে যা'র শিবির পানে করিল গমন।
পাণ্ডব 'মকর' ব্যূহ পরদিন গড়ে,
'ক্রৌঞ্চ' ব্যূহ নিরমিল কৌরব সত্বরে।
আরম্ভ হইল পুনঃ দুই পক্ষে রণ,
মরিল কতই সৈন্য না যায় গণন।
রণস্থলে দুঃশাসন ভীমে দেখা পেয়ে
বারোজন ভায়ে তা'র ডাকি কহে যেয়ে,
"এস সবে মিলি আজ ভীমে বধ করি
ভীমের মতন নাই আমাদের অরি।"
হাজার হাজার রথী নিয়া সাথে তাঁ'র
ভীমে করে আক্রমণ ক্রমে তেরো বার;
কিছুতেই ভীমসেন নাহি পায় ভয়,
একে একে রথিগণে নিলা যমালয়;—
তারপর গদা হাতে নামি রথ হ'তে
বধে সেনাদলে যাঁ'রা পড়ে তাঁ'র পথে,
যুঝিতে যুঝিতে ধৃষ্টদ্যুম্ন তথা আসে,
রথে ভীমে না দেখিয়া সারথিরে ভাষে,
"কোথা ভীম, শূন্য রথ কেন দেখি হায়।"
কহিল সারথি, "কোন চিন্তা নাহি তায়,
গদা হাতে নেমেছেন তিনি রথ হ'তে
বধিবারে কুরুসেনা যত পড়ে পথে।
গদাঘাতে বধি হাতী ধায় ভীম বীর,
সহজে সে পথ তাই করিল বাহির;

সামান্য সেনায় বধি বধিতে রাজায়
ব্যতিব্যস্ত ভীমবীরে দেখিবারে পায়।
তবে ধৃষ্টদ্যুম্ন ভীম মিলি দুই বীর
যুদ্ধকরি কুরুসেনা করিলা অস্থির।
দুর্য্যোধন-ভ্রাতাগণ আসিলে তথায়
সম্মোহনে ধৃষ্টদ্যুম্ন মোহিল সবায়,
অজ্ঞান হইয়া সবে পড়িল তখনি,
যুদ্ধ করিবার সাধ মিটিল অমনি।
তারপর আসে দ্রোণাচার্য্য মহাশয়,
যুদ্ধ করে ধৃষ্টদ্যুম্ন সনে অতিশয়;
পাণ্ডবেরা হইলেন তাহাতে অস্থির,
দ্রোণাচার্য্য সনে নাহি আঁটে কোন বীর
অর্জ্জুন ও ভীষ্ম রণ করে পরস্পর,
ভয়ঙ্কর রণ তাই দেখে লাগে ডর;
সে দিন তুমুল রণ হয় নানা স্থানে,
সাঙ্গ হ'ল রণ শেষে বেলা অবসানে।
আদর করিয়া ভীমে ধৃষ্টদ্যুম্ন বীরে
মহানন্দে যুধিষ্ঠির ফিরিল শিবিরে।

কৌরব 'মণ্ডপ' ব্যূহ গড়ে পরদিন,
গড়িল পাণ্ডব 'বজ্র' ব্যূহ সুকঠিন।
দুই পক্ষে পুনরায় বাজিল সমর,
কাটাকাটি করি সৈন্য মারে পরস্পর।
বিরাটের পুত্র শঙ্খে দ্রোণ বধ করে,
পাণ্ডবেরা তাহে ব্যথা পাইল অন্তরে।
সাত্যকি ও অলম্বুষে হয় মহারণ,
মায়াবী রাক্ষস ঘোর অলম্বুষ হন;
ভুলাইতে সাত্যকিরে মায়া বলে চায়,
সাত্যকির কাছে মায়া নাহি খাটে হায়!
ঐন্দ্রাস্ত্র করেছে শিক্ষা অর্জ্জুনের পাশে,
সাত্যকি সে অস্ত্রে মায়া নাশে অনায়াসে।
তখন রাক্ষস হায় এত ভয় পায়,
পলাইয়া প্রাণ তা'র রক্ষা করা দায়!
মহাবীর ইরাবান উলুপী-তনয়
বিন্দ অনুবিন্দে রণে করে পরাজয়।
ঘটোৎকচ করে রণ ভগদত্ত সনে,
আঁটিয়া না উঠে তাঁ'রে বীর কোন ক্রমে।
অস্থির হইয়া শেষে ভগদত্ত-বাণে,
পলাইয়া কোন মতে রক্ষা পায় প্রাণে
নকুল ও সহদেব ভাগিনেয়গণে
তাঁ'দের মাতুল শল্য আক্রমিল রণে,
মেঘে যথা দিবাকরে করে আচ্ছাদন,
শল্যে সহদেব শরে করিল তেমন।
হইলেন তুষ্ট শল্য পরাক্রমে তা'র,
কতক্ষণ যুদ্ধ করে বিক্রমে অপার।
সহদেব হেন শর ছুড়ে তারপরে
অজ্ঞান হইয়া শল্য রথে তাহে পড়ে;
মদ্ররাজে অচেতন দেখিয়া তখন,
সারথি তাঁহারে নিয়া করে পলায়ন।
যুধিষ্ঠির সনে করে শ্রুতায়ু সমর,
ছুড়ে তা'রে যুধিষ্ঠির হেন তীক্ষ্ণ শর;
শ্রুতায়ু আঘাতে তা'র করে পলায়ন,
সারাদিন না ফিরিল আর রণাঙ্গন।

ভীষ্ম আর দ্রোণাচার্য্য আর ধনঞ্জয়
নাশিল কতই সৈন্য সংখ্যা নাহি হয়।
ক্রমে সন্ধ্যা হয় শেষে দিবা হ'ল গত,
যুদ্ধ সাঙ্গ হ'ল তবে সে দিনের মত।
কৌরব বিস্তর শ্রম করি তারপর
গড়িল 'সাগর' ব্যূহ অতি ভয়ঙ্কর।
তাহা দেখি যুধিষ্ঠির ধৃষ্টদ্যুম্নে কয়,
"রচ 'শৃঙ্গাটক' ব্যূহ নাহি কোন ভয়।"
প্রথমে সে দিন ভীষ্ম অসামান্য বলে
যুদ্ধ করি পাণ্ডবের সৈন্যগণে দলে;
অন্য কেহ ভয়ে আর না যায় তথায়,
ভীমসেন কিছুতেই ভয় নাহি পায়!
ভীম তাই ভীষ্মদেবে আক্রমণ করে,
দুর্য্যোধন ভ্রাতা সনে রহে রক্ষাতরে।
ভীষ্মের সারথি ভীম করিল নিধন,
রথ নিয়া ঘোড়া তাই করে পলায়ন।
বধিলা সুনাভে ভীম মাথা কাটি তা'র,
দুর্য্যোধন দুঃখ তায় পাইল অপার।
আরো সাত ভাই তাঁ'র ধায় ভীম পানে,
সকলেরে ভীমসেন বধিলেন প্রাণে।
কাঁদি তাই দুর্য্যোধন কহে পিতামহে,
"ভ্রাতাগণে নাশে ভীম পরাণে না সহে,
এ রণে উৎসাহ যেন নাহি আপনার,
তা হ'লে কি পড়ি এই বিপদ মাঝার!"
কহে ভীষ্ম, "কথা মোর না শুন কখন
করিতে এ রণ কত করিনু বারণ;
সহোদরগণে তব ভীম যদি পায়
বিনাশিবে সবে হায় সন্দেহ কি তায়!
আমি আর দ্রোণাচার্য্য সাধ্য অনুসারে
করিতেছি এই রণ কহিনু তোমারে।"
শকুনির সাথে তাঁ'র ভাই ছয়জন
ইরাবানে একবারে করে আক্রমণ।
সাত জনে মারে বাণ ইরাবান-গায়,
ক্ষত দেহ হ'তে তা'র রক্ত বহে তায়।
ইরাবান নিয়া তাই অসি বর্ম্ম আর,
রথ হ'তে নামি ধায় করিতে প্রহার;
শকুনির ছয় ভায়ে করি খান খান
অসির আঘাতে প্রাণ নিল ইরাবান।
শকুনি তখন প্রাণ লইয়া পালায়,
আর্য্যশৃঙ্গে দুর্য্যোধন অমনি পাঠায়;
মায়াবী রাক্ষস সেই অতি ভয়ঙ্কর,
সৃজিল সহস্র দুই ঘোটক সত্বর;
আরোহী রাক্ষস তা'র আসিল ত্বরায়,
মায়াবলে আর্য্যশৃঙ্গ শূন্য পথে ধায়।
ইরাবান জানে মায়া তাই তা'র ঠাঁই
মায়া নাহি খাটে তা'র ব্যস্ত হয় তাই;
খড়্গাঘাতে ক্ষত তা'রে করে ইরাবান,
ভাবে আর্য্যশৃঙ্গ কিসে পাবে পরিত্রাণ!
ইরাবান নাগজাতি, যত নাগগণ
যুদ্ধে আসে ধেয়ে তা'র সাহায্য কারণ।
তখন গরুড় রূপ ধরি অনায়াসে
আর্য্যশৃঙ্গ নাগগণে মুখে পোরে গ্রাসে।

এহেন ব্যপার দেখি স্তব্ধ ইরাবান,
রণস্থলে আছে তা'র নাহি হেন জ্ঞান।
আর্য্যশৃঙ্গ পেয়ে এই মস্ত অবসর
মাথা কাটি ইরাবানে নাশিল সত্বর।

দুই পক্ষে যত রথী ঘোর রণ করে,
অগণন সৈন্যগণ মরি ভূমে পড়ে;
সকলে মাতিয়া গেছে হেন মনে লয়,
'মার মার', 'কাট কাট' শব্দ সুধু হয়;
ঘটোৎকচ, ভীম, দ্রোণ, ভগদত্ত আর
নিমেষে মারিছে সৈন্য হাজার হাজার;
অদ্ভুত বীরত্ব সবে দেখায় তখন,
ঘটোৎকচ বেলাশেষে মাতিল ভীষণ।
ক্ষয়-ক্লান্তি-চিহ্ন তা'র মুখে নাহি আর,
বধিছে কৌরব সৈন্য সংখ্যা নাহি তা'র।
দ্রোণাচার্য্য সাথে ধৃতরাষ্ট্র পুত্রগণ
ভীমের সহিত আসে করিবারে রণ;
একে একে ধৃতরাষ্ট্রপুত্র নয় জনে।
পাঠাইলা ক্রমে ভীম শমন-সদনে।
ভাবিয়া তখন ভীমে সাক্ষাৎ শমন,
অমনি পালায় বাকি ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ।
ভীম তাই অন্য সেনা নাশে অনায়াসে,
মহারথিগণ তাঁ'রে বাধা দিতে আসে;
ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপাচার্য্য, ভগদত্ত আর
নিবারিতে ভীমে সাধ্য নাহি হয় কাঁ'র।
সে দিন হইল রাত্রি তবু চলে রণ,
কত মরে কুরুসেনা না যায় গণন।
ঘোর অন্ধকার যবে ছাইল ভূতল,
শিবিরে ফিরিল তাই শেষে দুই দল।

দুর্য্যোধন রাত্রে কর্ণ-শকুনিরে কয়,
"আমার হতেছে মনে ভয় অতিশয়,
পাণ্ডবগণেরে কেহ না করে নিধন
যুদ্ধ করিবার তবে কিবা প্রয়োজন?"
কহে কর্ণ, "ভীষ্ম কহে বড় বড় কথা,
ক্ষমতা তাঁহার নাই বুঝিনু সর্ব্বথা;
রণে ক্ষান্ত দিতে বল পিতামহে তব,
অচিরেই রণে আমি বধিব পাণ্ডব।"
ভীষ্মের নিকটে তাই গেলা দুর্য্যোধন
প্রণমিয়া কহে তাঁ'রে কঠোর বচন,
"নাশিতে পাণ্ডবগণে, দাদামহাশয়,
এতই বিলম্ব রণে কি কারণে হয়?
তা'দের নিধনে যদি নাহিক মনন,
কর্ণকে বলিলে কার্য্য হইত সাধন।"
হেন বাণী দুর্য্যোধন যদি তাঁ'রে কয়,
নয়ন মুদিয়া ভীষ্ম স্তব্ধ হ'য়ে রয়,
তারপর রোষে কহে রাজা দুর্য্যোধনে,
"তব উপকার আমি করি প্রাণপণে,
এমন কঠিন কথা তবু বল হায়,
সহজেই পাণ্ডবের বল বুঝাযায়।
আগুনে খাণ্ডব বন করিল দহন,
নিবাত কবচগণে করিল নিধন,
গন্ধর্ব্বের হাতে রক্ষা করিল তোমায়,
গোগৃহের রণে সবে যাহারা হারায়,

অনায়াসে তোমাদের বসন-ভূষণ
নিয়া দিল উত্তরার খেলার কারণ;
তাহাদের সাথে আর তুলনা কাহার ?
অসামান্য বীর তা'রা ধরণী মাঝার!
তবু কাল রণ আমি করিব এমন,
লোকে যেন চির দিন করে তা'স্মরণ।"
শান্তনু-তনয় হ'য়ে কোপ পরাধীন
রচিল 'সর্ব্বতোভদ্র' ব্যূহ পরদিন।
সাজাইয়া মহাব্যূহে সৈন্য অগণন
রণে হয় আগুসার পাণ্ডুপুত্রগণ।
প্রথমেই অভিমন্যু কুরুসৈন্যগণে
নাশিয়া, প্রবেশে তথা ভয় নাহি মনে
দ্রোণ, কৃপ, অশ্বত্থমা, জয়দ্রথ বীর
তাঁ'র সনে রণে সবে হইলা অস্থির।
অনুমান তাঁ'রা সবে করে মনে মনে,
অর্জ্জুন দু'জন বুঝি আছে এ ভুবনে।
অলম্বুষে দুর্য্যোধন আদেশে তখন,
অভিমন্যু বীর সনে করিবারে রণ।
অলম্বুষ তাহে যদি হয় আগুয়ান,
দ্রৌপদীর পুত্রগণ ধায় সেই স্থান;
দ্রৌপদীর পুত্রগণে রথহীন করে,
বিনাশিতে তাহাদের ধায় তারপরে;
অভিমন্যু তাই আর না দেখি উপায়,
অলম্বুষ সনে রণে ধেয়ে তথা যায়।
দুই বীরে রণ তায় বাজিল তখন,
বহুক্ষণ দুই জন করে ঘোর রণ।
মায়া করি অলম্বুষ সৃজে অন্ধকার,
সৌর অস্ত্রে অভিমন্যু নাশে মায়া তা'র।
অভিমন্যু-শরে পরে জর্জ্জরিত কায়
প্রাণভয়ে অলম্বুষ অমনি পালায়।
ভীষ্ম আসি অভিমন্যু সনে করে রণ,
সাত্যকি ও অশ্বত্থমা যুঝে দুই জন।
অশ্বত্থমা সমাচ্ছন্ন সাত্যকির শরে,
দ্রোণ তাই সাত্যকিরে ভেটিল সমরে।
দ্রোণাচার্য্যে পার্থ আসি আক্রমিল তাই,
রণে গুরু শিষ্যে কোন ভেদাভেদ নাই।
পার্থ তারপরে করে যুদ্ধ ভয়ঙ্কর,
পলাইল কৌরবেরা ছাড়িয়া সমর।
অপরাহ্নে ভীষ্মদেব বাণ বরিষণে
বিনাশিল পাণ্ডবের বহু সৈন্যগণে।
ধনুর টঙ্কার তাঁ'র সুধু শুনাযায়,
ডুবাইল অন্য রব হেন রব তায়।
শর তা'র বিঁধে তা'রে পড়ে যা'র গায়,
চীৎকার করিয়া সেই অমনি পালায়।
ধনঞ্জয়ে কৃষ্ণ সুধু কহে বারম্বার,
"ভীষ্মে নাশ কর, নহে রক্ষা নাই আর।"
পার্থ কহে, "পিতামহে যদি বধ করি
বনে এত কাল কেন কাটাইনু মরি!
আপনার কথা তবু পালিব এবার।"
রথ চালাইল কৃষ্ণ নিকটে তাঁহার
ভীষ্মকে বারণ করা হ'ল তবু দায়
কশা হাতে করি কৃষ্ণ নিজে তাই ধায়।

ভীষ্ম কহে, "নাশ মোরে কমল-লোচন,
তব হাতে মরি স্বর্গে করিব গমন।"
ফিরায় শ্রীকৃষ্ণে পার্থ পুনঃ ধরি পায়,
নবীন উদ্যমে রণ করে পুনরায়;
কিছুতেই নারে ভীষ্মে করিতে বারণ,
প্রতাপে জ্বলিল ভীষ্ম মধ্যাহ্ন-তপন;
অজস্র পাণ্ডবসেনা ত্যজিল পরাণ,
সূর্য্য অস্তগেল তবে দিবা অবসান;
আঁধারে পাণ্ডবসেনা বাঁচিল তখন,
ক্ষান্ত দিয়া রণে করে শিবিরে গমন।

সে নিশাতে কৃষ্ণ সাথে ভীষ্মের গোচরে
চলিল পাণ্ডবগণ পরামর্শ তরে;
যুধিষ্ঠির কহে ভীষ্মে, "দাদামহাশয়,
আপনার তাপে মম সৈন্য ভস্ম হয়;
কি উপায়ে জয়লাভ করিব এ রণে,
কিসে আপনার মৃত্যু বলুন এখনে।"
ভীষ্ম কয়, "হস্তে মম অস্ত্র যদি রয়,
দেবের অসাধ্য মোরে করে পরাজয়।
অস্ত্র যদি নিজে আমি করি সম্বরণ,
আমার নিধনে স্বধু সুযোগ তখন।
রণ নাহি করি আমি শিখণ্ডীর সনে,
পার্থ তা'রে অগ্রে করি আসে যেন রণে
তারপর করে যেন অস্ত্র বরিষণ
আমার এ উপদেশ করহ পালন;
আমার বধের অন্য নাহিক উপায়,
তোমাদের জয় লাভ নিঃসন্দেহ তায়।"

শিবিরে ফিরিয়া পার্থ বাসুদেবে কয়,
"প্রহারিব ভীষ্মে আমি মনে নাহি লয়,
হায়, হায়, ছেলে বেলা ধূলা খেলা ছলে
উঠিয়াছি কোলে যাঁর 'বাবা, বাবা' বলে;
জড়াইয়া ধরিয়াছি যাঁরে প্রতিদিন,
তাঁ'রই গায় অস্ত্রাঘাত হায়, কি কঠিন!
'বাবা' বলি কোলে তাঁ'র উঠিতাম যবে,
তোমার 'বাবার বাবা' কহিতেন সবে,
তাঁহার শরীরে আজ শর বরিষণ
পারিবনা কিছুতেই হলেও মরণ!"
বহু উপদেশ দিয়া পার্থ ধনুর্দ্ধরে
ক্রমে কৃষ্ণ মনোকষ্ট দূর তা'র করে,
'না বধিলে ভীষ্মে নাহি পাণ্ডবের জয়,
যে কোনো উপায়ে তাঁ'রে বধিতেই হয়।'

পরদিন দিনমণি উদিলে গগনে,
বাজিল তুমুল বাদ্য সেই রণাঙ্গনে।
শিখণ্ডী সবার আগে আর সব পাছে,
দাঁড়ায় পাণ্ডবসেনা সমরের সাজে।
রচিয়া অভেদ্য ব্যূহ নিয়া সেনাদল
ভীষ্মে অগ্রে করি ধায় কৌরব সকল।
প্রথমে পাণ্ডব-শরে হইয়া কাতর
পালায় কৌরব সেনা পেয়ে মহা ডর।
ভীষ্ম তবে অগণন বাণ বরিষণে
নিবারিলা পাণ্ডবের মহারথগণে
অনল যেমন করে কানন দহন
তেমনি নাশিল ভীষ্ম শক্রসেনাগণ।

শিখণ্ডী মারিছে বাণ ভীষ্মের উপরে,
সহাস্য বদনে ভীষ্ম কহে তা'র তরে,
"মার বাণ মোরে, তব ভয় অকারণ,
তব সনে কভু আমি না করিব রণ।"
অর্জ্জুন সমরে আসি হয় আগুয়ান,
কুরুসেনা দেখে তা'রে শমন সমান।
পার্থ শরে নিপীড়িত হেরি সৈন্যগণ
ভয়ে কহে ভীষ্মদেবে রাজা দুর্য্যোধন,
"আমাদের সেনা পার্থ ছিন্ন ভিন্ন করে
মহারথ আরো কত এসেছে সমরে,
যুদ্ধ করি নাহি দিলে কৌরবে আশ্রয়,
নিমেষেই সৈন্য মম হ'বে বুঝি ক্ষয়।"
মুহুর্ত্তে কর্ত্তব্য স্থির করিয়া আপন
ভীষ্মবীর দুর্য্যোধনে কহিলা তখন,
"তব পক্ষে রণ আমি করেছি স্বীকার,
নাশিব হাজার দশ সৈন্য দিন আর;
আমার যে কথা আমি করেছি পালন,
মহৎ একটি কাজ করিব এখন ;—
খেয়েছি তোমার অন্ন হায় এতদিন,
রণে আজ দিয়া প্রাণ শোধিব সে ঋণ।"
এই বলি আরম্ভিল প্রাণপণে রণ,
নাশিল কতই সৈন্য না যায় গণন।
শিখণ্ডী বিরত নহে বাণ বরিষণে
ভীষ্মদেব তাহা তৃণ তুল্য নাহি গণে
অর্জ্জুন উৎসাহ তা'রে দেয় বারম্বার,
'মার বাণ ভীষ্মে আমি বধিব এবার।'

দুঃশাসন প্রাণপণে করিতেছে রণ,
অর্জ্জুনে বারণ করে এই তা'র মন ;
অর্জ্জুনের বাণে ক্রমে জর্জ্জরিত হয়,
ধাইয়া ভীষ্মের রথে লইল আশ্রয়।
ভীমে আক্রমণ করে দশজন রথী,—
ভগদত্ত, কৃপ, শল্য, সিন্ধুদেশ-পতি,
বিন্দ, অনুবিন্দ, দুর্য্যোধন-ভ্রাতাগণ ;
ভীমেরে কিছুতে নারে করিতে বারণ।
হাজার হাজার বাণ তাঁ'রা যদি মারে
সে বাণ সহিয়া ভীম তাঁ'দেরে প্রহারে
পার্থ আসি ভীম সনে মিলিল ত্বরায়,
ভীষ্ম দুর্য্যোধন আদি আসিল তথায়।
তখন হইল তথা ভয়ানক রণ,
ভাষায় সম্ভব নয় করিতে বর্ণন।
শিখণ্ডী যখনি হায় পায় অবসর
ভীষ্ম প্রতি তখনি সে ছুড়ে তীক্ষ্ণশর।
যুধিষ্ঠিরে ভীষ্মদেব নিকটে পাইয়া
কহে, "এবে অর্জ্জুনেরে আন ডাক দিয়া,
বহু প্রাণী বধ আমি করেছি এ রণে,
আর বাঁচিবার মোর সাধ নাহি মনে ;
আমায় করিতে সুখী চাহ যদি হায়,
আনিয়া অর্জ্জুনে, বধ করহ আমায়।"
ভীষ্মের মনের ভাব বুঝি যুধিষ্ঠির
ডাকে যত রথিগণে, "এস সব বীর,
ত্বরা করি এস সবে, আজ ভীষ্মবীরে
রণে করি পরাজয়, ফিরিব শিবিরে।"

শিখণ্ডীরে অগ্রে করি পাণ্ডবের দল
ভীষ্মে বিনাশিতে যত্ন করে অবিরল ;
কৌরব সেনায় মিলি যুঝিল ভীষণ,
প্রাণপণে ভীষ্মদেবে রক্ষার কারণ ;
কি যুদ্ধ হইল তায় বলা নাহি যায়,
কত রথী মহারথী প্রাণ দিলা তায়।
'ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম এই করি প্রাণপণ
যুদ্ধে প্রাণ দিলে স্বর্গে করিবে গমন,'
এই ভাবি ভীষ্ম আজ সেই রণস্থলে
ছুড়িছে অজস্র বাণ নাশি শত্রুদলে।
বাণ ছুড়ে ভীষ্মদেব ছুটে যেন তারা,
নিমেষে সোমক-সৈন্য হ'য়ে গেল সারা ;
মেঘের গর্জ্জন যেন হেন অনুমান,
ধনুকের শব্দ তাঁ'র হয় অবিরাম।
সুধু কৃষ্ণার্জ্জুন আর শিখণ্ডী কেবল,
বিপক্ষে দাঁড়ায়ে তাঁ'র যুঝে অবিরল।
দুঃশাসন এ সময় করিল যে রণ,
প্রশংসা সকলে তাঁ'র করিল তখন।
বিমুখ করিল সবে দুঃশাসন রণে,
পার্থ সুধু এড়াইল তাঁ'রে পরাক্রমে।
শিখণ্ডীর বাণ ভীষ্ম নাহি করি জ্ঞান
নাশিছে পাণ্ডব সৈন্য নাহিক বিরাম।
দুর্য্যোধন আদি যত কৌরব সকল
ভীষ্মের রক্ষার তরে যুঝে অবিরল ;
পার্থের প্রতাপে হয় বিফল প্রয়াস,
পালায় কৌরবরথী পেয়ে মহা ত্রাস।

গাণ্ডীব অজস্র করে বাণ বরিষণ,
পলাইল কৃপ, শল্য আর দুঃশাসন ;
মরিল যে কত সৈন্য বলা নাহি যায়,
মৃত-দেহে রণস্থল ছেয়ে গেল হায়!
রক্ষক নাহিক তবু যুঝে ভীষ্মবীর,
বাণে তাঁ'র কাটে শির যত সেনানীর।
অর্জ্জুনের কাছে যত ছিল রাজগণ
একে একে নিলা ভীষ্ম শমন-সদন ;
বিরাট রাজার ভাই শতানীক আর
গজারোহী মারা গেল হাজার হাজার ;
আরও হাজার হাতী, মহারথ সাত
পদাতি হাজার চৌদ্দ হইল নিপাত ;
হাজার হাজার ঘোড়া পড়ে তাঁ'র শরে,
এমনি ভীষণ রণ ভীষ্ম একা করে।
কৃষ্ণ তবে কহে পার্থে, "আর দেরি নয়,
ভীষ্মেরে নিধন করি, লাভ কর জয়।"
বাণে পার্থ সমাচ্ছন্ন করে ভীষ্মবীরে,
খান খান করে ভীষ্ম সে বাণ অচিরে।
পাণ্ডবের পক্ষে তথা ছিল যত বীর
ভীষ্মের সুতীক্ষ্ণ শরে সকলে অস্থির।
ধৃষ্টদ্যুম্ন, অভিমন্যু, ঘটোৎকচ আর,
সাত্যকি প্রভৃতি বিদ্ধ হয় বাণে তাঁ'র।
এ ঘোর বিপদে পার্থ সবে রক্ষা করে,
শিখণ্ডী বিঁধিছে ভীষ্মে ক্রমে তীক্ষ্ণ শরে ;
পিছনে করিছে পার্থ সাহায্য তাঁহার,
পাণ্ডবের দল ছুড়ে তীক্ষ্ণ অস্ত্র আর ;

সেনাপতি ধৃষ্টদ্যুম্ন, বিরাট ভূপতি,
দ্রুপদ, নকুল, সহদেব মহারথী,
দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র অভিমন্যু আর
সাত্যকি প্রভৃতি বাণ ছুড়ে বারম্বার;
ভীষ্ম তবু নাহি হন কাতর সমরে,
অজস্র মারিয়া বাণ শত্রু বধ করে।
ভীষ্মের ধনুক পার্থ কাটিলে তখন,
কৌরবেরা ধেয়ে তাঁ'রে করে আক্রমণ।
আসে দ্রোণ, কৃতবর্ম্মা, আর জয়দ্রথ
ভূরিশ্রবা, ভগদত্ত, শল্য মহারথ।
পাণ্ডবের সেনাগণ আইসে ধাইয়া
অর্জ্জুনের সাহায্যের তরে মিলে গিয়া;—
ধৃষ্টদ্যুম্ন, অভিমন্যু, ঘটোৎকচ আর
সাত্যকি, বিরাট, ভীম হয় আগুসার।
শিখণ্ডীর বাণে ভীষ্ম আচ্ছন্ন শরীর,
ধনুক লইলে ভীষ্ম কাটে পার্থ বীর।
তারপর শক্তি ভীষ্ম ছুড়িলে তখন,
অর্জ্জুন অমনি তাহা করিল ছেদন।
মনে মনে ভীষ্ম তবে কহিলা আপনি,
'কৃষ্ণ না থাকিলে আমি পাণ্ডবে না গণি,
একমাত্র বাণে পারি বধিতে পাণ্ডবে,
আমার অবধ্য তা'রা, বধিবনা তবে,
শিখণ্ডীর সনে আমি না করিব রণ,
আমার মৃত্যুর এই সুযোগ এখন।'
ভীষ্মের মনের ভাব বুঝি সমুদয়
আকাশ হইতে তাঁ'রে 'বসুগণ' কয়,
"যুদ্ধে কাজ নাই আর ওহে মতিমান,
এই সুযোগেই রণে কর প্রাণ দান।"
বাজিল দুন্দুভি তবে অমর নগরে,
ভীষ্মের উপরে দেবে পুষ্পবৃষ্টি করে।
পার্থের সহিত রণ ত্যজে ভীষ্মবীর,
গাণ্ডীবে জুড়িয়া পার্থ ছুড়ে তীক্ষ্ণ তীর,
অন্য যোদ্ধাসনে ভীষ্ম তবু করে রণ,
ধনঞ্জয়ে না করিলা আর নিবারণ।
ক্রমে পার্থ কাটি ধনু এই অবসরে,
ভীষ্মের শরীর বিঁধে অবিরত শরে।
দুঃশাসনে কাছে হেরি ভীষ্ম তা'রে কয়,
"এই বাণ দুঃশাসন, শিখণ্ডীর নয়,
নিশ্চয় অর্জ্জুন নিজে ছুড়ে এই তীর
ভেদিয়া কবচ মোর বিঁধিছে শরীর।"
এই বলি ছুড়ে এক শক্তি পার্থবীরে,
তিন বাণে তাহা পার্থ কাটিল অচিরে।
তারপর নিয়া হাতে অসি চর্ম্ম আর
ভাবিলেন ভীষ্ম, "রণে প্রবেশি এবার,
হয় আজিকার রণে বধিব সকলে
নতুবা ত্যজিব প্রাণ এই রণস্থলে;"
এই ভাবি রথ হ'তে নামিবারে চায়,
শত খণ্ডে পার্থ অস্ত্র কাটিল ত্বরায়।
কৌরবেরা ভীষ্মদেবে করিতে রক্ষণ
করিছে কতই যত্ন প্রাণ করি পণ;
পাণ্ডবেরা বাধা দিতে তাহে নাহি ছাড়ে,
কৌরবেরা কিছু তাই না করিতে পারে।

তাঁদের শরীর বিঁধে পার্থ মারি বাণ,
দুইটি আঙ্গুল মাত্র নাহি তার স্থান।
এইরূপে শরে বিদ্ধ হইলে শরীর,
বেলা শেষে রথ হ'তে পড়ে ভীষ্মবীর;
কাঁপিয়া উঠিল ধরা, রবি অস্ত যায়;—
দেবতারা সবে মিলি করে হায় হায়।
যোদ্ধাগণ কাঁদে সবে হায় হায় করি,
ঘোর কোলাহলে গেল রণস্থল ভরি।
শরে শরে আচ্ছাদিত ছিল তাঁ'র কায়,
দেহ তাঁ'র তাই আর না পড়ে ধরায়;—
রহিল তাঁহার দেহ শরের উপরে,
শয়ন করিল ভীষ্ম শরশয্যা'পরে।
পূর্ব্বদিক অভিমুখে পড়ে মাথা তাঁ'র,
অন্তরে হইল দিব্য ভাবের সঞ্চার।
তখন আকাশে থাকি দেবতারা কয়,
"আকাশে দক্ষিণভাগে সূর্য্য আজও রয়
এ সময় হে মহাত্মা, ওহে বীরবর,
ত্যজিতে কি চাহ তুমি তব কলেবর?"
ভীষ্ম কহে, "এখনও ত্যজি নাই প্রাণ,
আসিলে উত্তরায়ণ করিব প্রস্থান।"
ঋষিগণে গঙ্গাদেবী তখন পাঠায়,
মানস সরসে তাঁ'রা হংসরূপে যায়,
আকাশে উড়িয়া তাঁ'রা করিতে গমন,
কহিল ভীষ্মেরে, "এবে দক্ষিণ অয়ন,
এখনো রয়েছে রবি দক্ষিণ গগনে
ত্যজিবেন ভীষ্ম প্রাণ কি হেতু এখনে?"
চিন্তা করি চিনি ভীষ্ম তাহাদের কয়,
"আমার পিতার বরে মৃত্যু বশে রয়,
উত্তর অয়নে আমি ত্যজিব জীবন,
সফল হউক মম পিতার বচন।"
থেমে গেল রণ হায় ভীষ্মের পতনে
জয় শঙ্খ পাণ্ডবেরা বাজায় তখনে;
ডুবিল কৌরবগণ বিষাদ-সাগরে,
শুনি দ্রোণ অচেতন হ'য়ে রথে পড়ে।

যোদ্ধাগণ যোদ্ধৃবেশ ছাড়ি তারপর
সম্ভ্রমে দাঁড়ায় যেয়ে ভীষ্মের গোচর।
ভীষ্মদেব কহে সবে করি সম্বোধন,
"কুশলে তো আছ ওহে মহারথগণ?
দেখি তোমাদের আমি সুখী অতিশয়,
মস্তক আমার দেখ ঝুলি পড়ি রয়
উপাধান দাও মোর মস্তকের তরে।"
কোমল বালিশ সবে যোগায় সত্বরে।
হাসিয়া কহিলা ভীষ্ম, "এ শরশয্যার
উপযুক্ত উপাধান নহে ইহা আর।"
চাহি ধনঞ্জয় পানে কহিলেন তায়,
"উপযুক্ত উপাধান যোগাও আমায়।"
কাঁদিয়া অর্জ্জুন কয়, "দাদামহাশয়,
সেবকেরে আপনার কি আদেশ হয়?"
ভীষ্ম কহে, "বৎস, তুমি মহা ধনুর্দ্ধর,
বুদ্ধিমান, ক্ষাত্রধর্ম্মে অভিজ্ঞ, তৎপর,
মস্তক ঝুলিছে মোর নাহি উপাধান,
উপযুক্ত উপাধান কর মোরে দান।"
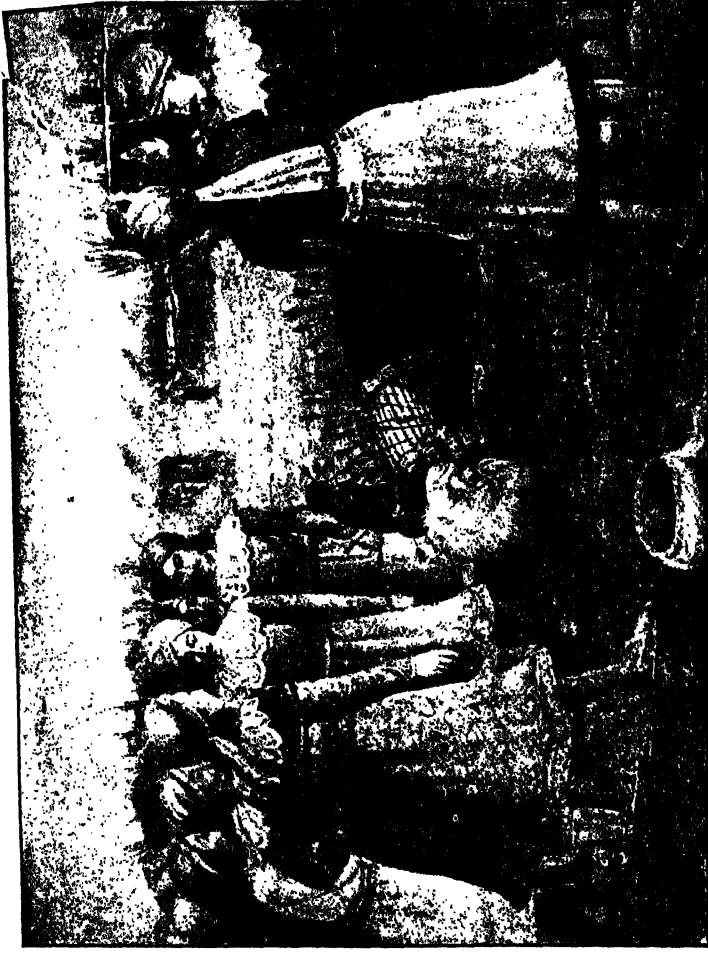
ভীষ্মের শরশয্যা।
"মস্তক ঝুলিছে মোর নাহি উপাধান,
উপযুক্ত উপাধান কর মোরে দান।"

পৃষ্ঠা ১৩২।

প্রণমিয়া ভীষ্মদেবে পার্থ তারপর
মাথা তাঁ'র উচু করে বিঁধি তিন শর।
তুষ্ট হ'য়ে ভীষ্ম তা'রে আশীর্ব্বাদ করে,
কহিলা তখন পুনঃ সবার গোচরে,
"দেখিলে ভূপালগণ, অর্জ্জুন কেমন
উপাধানে মাথা মোর করেছে স্থাপন।
দক্ষিণ অয়ন আর যতদিন আছে;
রহিব তাবৎ আমি শরশয্যা মাঝে;
উত্তর গগনে রবি করিলে গমন,
ত্যজিব তখন আমি আপন জীবন।
চারিদিকে কাটি দাও পরিখা আমার,
শক্রতা ছাড়িয়া যুদ্ধে ক্ষান্ত দাও আর।"
যন্ত্র আদি নিয়া আসে যত বৈদ্যগণ,
সঙ্গে আনে মহৌষধ চিকিৎসা কারণ।
দুর্য্যোধনে কহিলেন ভীষ্মদেব তবে,
"এ সময়ে ইঁহাদের দিয়া কিবা হ'বে,
অস্ত্র সঙ্গে পোড়াইতে হ'বে এই কায়,
পুরস্কার দিয়া সবে করহ বিদায়।"
এ কথায় বৈদ্যগণ সবে গেল ফিরে,
প্রহরী রাখিয়া সবে ফিরিল শিবিরে।

প্রভাত হইলে সবে যেয়ে পুনরায়,
সম্ভ্রম করিয়া ভীষ্মে নিকটে দাঁড়ায়।
রমণী আবাল বৃদ্ধ আসে তাঁ'র পাশে,
পিতামহ কুরুবৃদ্ধে দেখিবার আশে;
হাজার হাজার কন্যা আসিল তথায়,
ছড়ায় চন্দন, খই, মালা তাঁ'র গায়;
গায়ক নর্ত্তক আসে, আসে বাদ্যকর,
সবিনয়ে বসে ঘিরি যত নরবর;
এমন অপূর্ব্ব শোভা হইল তথায়,
দেবরাজ সভা যেন বসিল ধরায়।

শরের বেদনা ভীষ্ম করি সম্বরণ
অসামান্য ধৈর্য্য তাঁ'র করে প্রদর্শন;
কিন্তু হায় পিপাসায় হইয়া কাতর,
চাহিলেন জল যত ভূপতি গোচর।
নানাবিধ মিষ্ট দ্রব্য জল সুশীতল
ব্যস্ত হ'য়ে আনে তথা ভূপাল সকল।
কহে ভীষ্ম, "পড়ি রণে এ শরশয্যায়
নরলোক হ'তে আমি নিয়াছি বিদায়;
মানুষের খাদ্যে মোর রুচি নাহি আর,
অর্জ্জুনে দেখিতে মনে বাসনা আমার।"
নিকটে যাইয়া পার্থ করযোড়ে কয়,
"কি করিতে আজ্ঞা মোরে দাদামহাশয়।"
আনন্দে কহিল ভীষ্ম, "বৎস, এইবার
জল দিয়া তৃপ্ত কর দাদারে তোমার।"
ভীষ্মে প্রদক্ষিণ করি পার্থ ধনুর্দ্ধর
জুড়িল 'পার্জ্জন্য' অস্ত্র গাণ্ডীবে সত্বর;
ভীষ্মের দক্ষিণ ধারে বিঁধে ধরাতল
বাহির হইল তায় জল সুশীতল,
অতি স্বাদু, নিরমল, অমৃতের ধার,
দেখিয়া ভূপালগণে লাগে চমৎকার;
জলপানে তৃপ্ত হ'য়ে ভীষ্ম পার্থে বলে,
"তব তুল্য ধনুর্দ্ধর নাহি ভূমণ্ডলে,

না শুনিল আমাদের কথা দুর্য্যোধন
অচিরে হইবে তা'র নিশ্চয় নিধন।'
ধনঞ্জয়ে ভীষ্ম যদি এই কথা কয়,
দুঃখিত হইল দুর্য্যোধন অতিশয়।
ভীষ্ম তবে কহিলেন, "বৎস দুর্য্যোধন,
পার্থ কি করিল তাহা করিলে দর্শন,
হেন কাজ আর কেহ না পারে ধরায়,
দৈব-অস্ত্র সব জানে কহিনু তোমায়;—
আগ্নেয়, বারুণ, সৌম্য, পাশুপত আর
বায়ব্য, বৈষ্ণব, ঐন্দ্র, পারমেষ্ঠ, সার,
প্রাজাপত্য, বৈবস্বত, ধাত্র আদি যত,
কৃষ্ণ আর অর্জ্জুনের সব অধিগত;
অন্য কেহ নাহি আর ধরণী মাঝার,
যে করিবে এই সব অস্ত্র ব্যবহার।
এই বেলা সন্ধি কর পাণ্ডবের সনে,
আমার মরণে ক্ষান্ত দাও এই রণে।
নিরাময় হোক এবে ভূপাল সকল,
বাজুক শান্তির শঙ্খ, হউক মঙ্গল।
পুনরায় সত্য এই কহি তব স্থানে,
না শুনিলে এই বাণী নষ্ট হ'বে প্রাণে।"
এই কথা বলি ভীষ্ম হইলা নীরব,
শিবিরে ফিরিয়া গেল কৌরব পাণ্ডব।
শেষে কর্ণ আসি পড়ি ভীষ্ম পদতলে
কহিতে লাগিল হায় ভিজি অশ্রুজলে,
"আমি কর্ণ, কুরুশ্রেষ্ঠ, রাধার তনয়,
আপনারে ক্লেশ যেই দিত অতিশয়।"
কষ্টে চক্ষু মেলি ভীষ্ম চারিদিকে চায়,
প্রহরীরা আছে স্বধু দেখিবারে পায়;
সরাইয়া তাহাদেরে, পিতার মতন
আলিঙ্গন করি কর্ণে কহিল তখন,
"আসিয়াছ কর্ণ, তব হউক কল্যাণ,
তুমি বৎস, নহ কভু রাধার সন্তান,
জানি আমি ব্যাস আর নারদের ঠাঁই
কুন্তীর নন্দন তুমি পাণ্ডবের ভাই,
জুটিয়া দুষ্টের দলে নিন্দিতে পাণ্ডবে,
তাই মন্দ কহিতাম তোমাদের সবে।
ব্রহ্মনিষ্ঠ, দাতা, বীর তোমার সমান,
ধরাতলে নাহি কেহ ইথে নাহি আন।
এখন মিলিত হও ভ্রাতাদের সনে
এই রণ শেষ হোক আমার মরণে।"
কহে কর্ণ, "সব সত্য, তবু মহোদয়,
পাণ্ডবে বিদ্বেষ মোর ঘুচিবার নয়;
অনুমতি দিন আমি করিব এ রণ,
ক্ষমুন আমার দোষ, এই নিবেদন।"
ভীষ্ম কহে, "যুদ্ধ যদি করিবেই হায়,
ক্রোধ শূন্য হ'য়ে যুঝ পুণ্য কামনায়,
ক্ষত্রিয়গণের ধর্ম্ম করিয়া পালন,
অনায়াসে স্বর্গধামে করহ গমন।"

-:০:-

দ্রোণপর্ব্ব।

ভীষ্মের পতনে কর্ণ আসি যোগ দিল,
কৌরবগণের তায় উৎসাহ বাড়িল।
অনেকেই কহে এই, 'ভীষ্ম মহোদয়,
পাণ্ডবে করিল রক্ষা হইয়া সদয় ;
এবার কর্ণের হাতে না পাবে নিস্তার ;'
আশায় কৌরবগণ মাতিল আবার।
কহে দুর্য্যোধন, "কর্ণ, কর নির্ব্বাচন
সেনাপতি আমাদের পক্ষে একজন।"
কর্ণ কহে, "দ্রোণাচার্য্য প্রধান সবার,
তাঁর মত উপযুক্ত কেবা বল আর ?"
দুর্য্যোধন দ্রোণাচার্য্যে কহিলা তখন,
"আচার্য্য, সেনানী পদ করুন গ্রহণ।"
সেনাপতি হ'তে দ্রোণ করিলা স্বীকার
দুর্য্যোধনে কহিলেন এই কথা আর,
"সেনাপতি পদ আমি করিয়া গ্রহণ,
করিব তোমার পক্ষে যথাসাধ্য রণ ;
ধৃষ্টদ্যুম্নে বধ করা অসাধ্য আমার
আমাকে বধিতে জন্ম হ'য়েছে তাহার।'
সেনাপতি হ'ল দ্রোণ, কৌরবেরা কয়,
'পাণ্ডবের পরাজয় এবার নিশ্চয়।'
জিজ্ঞাসিলা দ্রোণাচার্য্য দুর্য্যোধন ঠাঁই,
"কি করিলে সুখী হ'বে বল দেখি তাই।"
কহে দুর্য্যোধন. "সুখী হই সশরীরে
ধরিয়া আনিলে মম শত্রু যুধিষ্ঠিরে।"
আশ্চর্য্য হইয়া তায় দ্রোণাচার্য্য কয়,
"ধন্য যুধিষ্ঠির ধন্য, মম মনে লয়.
শত্রু তার কেহ নাই দেখি এ ভুবনে,
তুমিও চাহনা তা'রে বধিতে জীবনে ;
ধরিয়া আনিতে শুধু কহ তুমি তা'রে
শত্রু তার জন্মে নাই বুঝিনু সংসারে।"
ভাবে দ্রোণ 'ভালবাসি রাজা দুর্য্যোধন
বলে নাই যুধিষ্ঠিরে করিতে নিধন।'
খলের মনের ভাব বুঝা ছিল দায়,
প্রকাশ হইল তাহা নিজের কথায়।
কহে দুর্য্যোধন, "যদি বধি যুধিষ্ঠিরে,
অর্জ্জুনের হাতে সবে মরিব অচিরে ;
জীবন্তে আনিলে তা'রে ধরিয়া এখন
পাশা খেলি পুনরায় পাঠাইব বন।"
দ্রোণ কহে, "পার্থ যদি রহে তা'র ঠাঁই,
তাহারে ধরিতে সাধ্য দেবতার নাই ;
অর্জ্জুনে যদ্যপি তুমি পার সরাইতে,
অনায়াসে যুধিষ্ঠিরে পারিব ধরিতে।"
শুনিয়া চরের মুখে এই সমাচার,
যুধিষ্ঠির কহিলেন পার্থে বারম্বার,

"মোর কাছে থাকি সদা করিবে এ রণ,
ছাড়িয়া আমারে দূরে না যাবে কখন।"
কহে ধনঞ্জয়, "দাদা, নাহি কোন ভয়,
আমার এ দেহে প্রাণ যতদিন রয়,
যদি আসি দেবগণ মিলি করে রণ,
না পারিবে আপনাকে ধরিতে কখন।"

আবার উভয় পক্ষে যুদ্ধ আরম্ভিল,
শত্রুগণে দ্রোণ বাণে অস্থির করিল।
অভিমন্যু হার্দ্দিক্যের বাজিল সমর,
হার্দ্দিক্য তাহার শরে হইল কাতর।
হার্দ্দিক্যের সারথিরে করিয়া সংহার,
চুলে ধরি ঘুড়াইয়া ফেলে তা'রে আর
পরাজিত জয়দ্রথ হয় সেই মত,
সারথি শল্যের আসি হইল নিহত।
তারপর আসে ভীম শল্য সনে রণে
দুই গদা হাতে নিয়া যুঝে দুইজনে;
দু'জনেই গদাঘাতে গড়াগড়ি যায়,
বহুক্ষণ পরে শল্য শেষে জ্ঞান পায়।
দ্রোণ অশ্বত্থমা কর্ণ আদি বীরগণ
কৌরবগণের পক্ষে যুঝিল ভীষণ।
পাণ্ডবগণের পক্ষে ধৃষ্টদ্যুম্ন আর
সাত্যকি ও ভীম যুঝে হ'য়ে আগুসার
শর খেয়ে কুরুসেনা অমনি পালায়,
আচার্য্য অভয় দিয়া ডাকে পুনরায়।
যুধিষ্ঠিরে আক্রমণ করিতে মনন,
দ্রোণাচার্য্য করে তাই আপনি গমন;
নকুল ও সহদেব উত্তমৌজা আর
শিখণ্ডী যুঝিল পথ আগুলিয়া তাঁ'র;
তাঁহাদের সকলেরে করি পরাজয়,
আক্রমিবে যুধিষ্ঠিরে এমন সময়।
বিরাট দ্রুপদ আদি যত বীরগণ
আগুলিয়া পথ তাঁ'র করে ঘোর রণ;
তাঁহাদের শরে দ্রোণ ভয় নাহি করে,
ব্যাঘ্রদত্ত সিংহসেনে বধিল সত্বরে;
তারপর যেই গেল যুধিষ্ঠির পাশে,
পাণ্ডবেরা হাহাকার করে মহাত্রাসে;
কৌরবেরা মনে করি ধরিল রাজায়
উল্লাসে চীৎকার করি আকাশ ফাটায়।
পথে পথে অগণন নাশি সৈন্যগণ
ধাইয়া অর্জ্জুন তথা আসিল তখন;
বাণ ছাড়ি পার্থ ধরা করিল আঁধার,
ভয়েই অস্থির বল কে যুঝিবে আর!
হইল তখন সন্ধ্যা, যুদ্ধ সাঙ্গ হয়,
এড়াইলা ধর্ম্মরাজ সে দিনের ভয়।

যুধিষ্ঠিরে ধরিবার যত্ন বৃথা হয়,
হইল দ্রোণের মনে লজ্জা অতিশয়।
থাকিলে অর্জ্জুন কাছে নাহিক উপায়,
পরামর্শ সবে মিলি করে এই তায়,
'কৌশলে সরায়ে দূরে কাল পার্থবীরে
ধরিব সকলে মিলি রাজা যুধিষ্ঠিরে।'
দ্রোণাচার্য্য এ কথায় নিজে দিলা সায়,
সুশর্ম্মা ও সত্যব্রত আদি বীর তায়,

পঞ্চাশ হাজার সেনা সঙ্গে নিয়া আর
অগ্নির সম্মুখে করে এই অঙ্গীকার,
"না বধিয়া ধনঞ্জয়ে যদি ছাড়ি রণ,
মহাপাপে পাপী মোরা হইব তখন,
যত মহাপাপ তা'র সাজা পাব তায়।"
'সংশপ্তক' নাম তাঁ'রা ইহাতেই পায়।
পরদিন পার্থে তাঁ'রা ডাকি কয় রণে,
"এস পার্থ, যুদ্ধ আজ করি তব সনে।"
জিজ্ঞাসিলা ধর্ম্মরাজে অর্জ্জুন তখন,
"ডাকিছে আমায় রণে এই বীরগণ,
ইহাদের সনে রণে না যেয়ে কি করি?"
কহে যুধিষ্ঠির, "মোরে দ্রোণাচার্য্য ধরি
নিয়া গেলে, কি উপায় হইবে তখন?"
পার্থ কহে, "সত্যজিৎ করিবে রক্ষণ,
জীবিত থাকিতে সত্যজিৎ নাহি ভয়,
সে মরিলে, রণ ছাড়ি যাবেন নিশ্চয়।"
জীবনের মায়া হায় করি বিসর্জ্জণ,
পার্থ সনে যুঝে যত সংশপ্তকগণ;
এক দল পার্থ-শরে যদি হয় সারা,
আসিয়া অমনি করে অন্য দল তাড়া।
এইরূপে ব্যতিব্যস্ত পার্থে তাঁ'রা করে,
নারায়নী সেনা তাঁ'রে ভেটে সে সমরে।
ত্বাষ্ট্র অস্ত্র রোষভরে ছুড়ে পার্থ বীর,
গণ্ডগোল করি শত্রু হইল অস্থির;—
এমন অদ্ভুত অস্ত্র নাহি আর হায়,
কেবা শত্রু কেবা মিত্র (হ য় দায়।

রণস্থলে দেখে যা'রে, পার্থ মনে করে,
মারামারি করি তাই নিজেরাই মরে।
তবু তাহে নাহি হয় সেই যুদ্ধ শেষ,
ললিথ, মালব আদি আসে অবশেষ।
বাণে বাণে ছায় তাঁ'রা গগন মণ্ডল,
দৃষ্টি আর নাহি চলে ঢাকে রণস্থল;
কহে কৃষ্ণ, "কোথা পার্থ, না দেখি তোমায়।"
বায়ব্যাস্ত্রে যত অস্ত্র অর্জ্জুন উড়ায়;—
সাথে উড়ে হাতী, ঘোড়া, সংশপ্তকগণ,
শুষ্ক পত্র, তৃণ উড়ে তুফানে যেমন।

দ্রোণাচার্য্য যুধিষ্ঠিরে ধরিবার তরে
পাণ্ডব সেনার সনে ঘোর রণ করে;—
একে একে সত্যজিত, বৃক্ষ, বসুদান
দ্রোণাচার্য্য-বাণে ছাড়ে নিজ নিজ প্রাণ।
তারপর ঝড় বেগে দ্রোণাচার্য্য ধায়,
বুঝিলেন যুধিষ্ঠির নাহিক উপায়,
পলাইলা ভয়ে তাই সে স্থান ছাড়িয়া।
দুর্য্যোধন আক্রমিলা ভীমে হাতী নিয়া;
হাতী তাঁর ভীমসেন হাতে মারা যায়,
ম্লেচ্ছ রাজা হাতী চড়ি আসিল তথায়।
ভীম হাতে ম্লেচ্ছ রাজা ত্যজিল পরাণ,
হাতী নিয়া ভগদত্ত আসে সেই স্থান;
দেবেন্দ্রের বন্ধু তিনি, যোদ্ধা অতিশয়,
তাহে তাঁর হাতী আরো ভয়ানক হয়।
ভীমসেনে হাতী সেই শুঁড়ে জড়াইয়া,
চেষ্টা করে মারিবারে পায়ে ত পিষিয়া।

শুঁড় ছাড়াইয়া ভীম বহু কষ্টে তাঁ'র,
নীচে লুকাইয়া প্রাণ রাখে আপনার।
ভাবে সবে ভীমসেন বেঁচে নাই প্রাণে,
এমন ভীষণ হাতী নাহি কোনো স্থানে।
ধৃষ্টদ্যুম্ন যুধিষ্ঠির আদি বীরগণ
আসিল তথায় ধেয়ে ভীমের কারণ।
বধিল দশার্ণ-রাজে ভগদত্ত বীর,
হাতী তাঁ'র চূর্ণ করে রথ সাত্যকির,
কোনোমতে রথ হ'তে নামিয়া ত্বরায়,
সাত্যকি, সারথি দু'য়ে পরাণ বাঁচায়।
তারপর হাতী তাঁ'র নিয়া রাজগণে
শুঁড়ে জড়াইয়া মারে কা'রে নাহি গণে।
ভীষণ চীৎকার উঠে তখন তথায়,
দূরে থাকি পার্থ তাহা শুনিবারে পায়।
শ্রীকৃষ্ণে কহিলা পার্থ, "চল অই স্থানে,
ভগদত্ত-হাতী বুঝি নাশে সবে প্রাণে।"
হাজার হাজার আসি সংশপ্তকগণ,
তখন পার্থের সনে আরম্ভিল রণ;
নিবারিলা পার্থ সবে ব্রহ্মাস্ত্র জুড়িয়া,
সুশর্ম্মা আসিল ধেয়ে ছয় ভাই নিয়া;
বধি তাঁ'র ছয় ভায়ে, পরে সুশর্ম্মায়
শরে করি অচেতন, পার্থ বীর ধায়;—
ভেটিল আসিয়া পার্থ ভগদত্ত-পাশ,
যথায় পাণ্ডব-সেনা সে করিছে নাশ।
তারপর দুইজনে যুঝে ভয়ঙ্কর,
রথে পার্থ, ভগদত্ত হাতীর উপর;
চূর্ণ করিবারে রথ, সদা হাতী ধায়,
অপূর্ব্ব কৌশলে তাহা শ্রীকৃষ্ণ এড়ায়।
ধনুক ভগদত্তের আর তাঁ'র তূণ
কাটি শরে বিঁধে তাঁ'র শরীর অর্জ্জুন।
শরীর বিঁধিলে রাগে হইয়া অস্থির
'বৈষ্ণব অঙ্কুশ' ছুড়ে ভগদত্ত বীর;
ভয়ানক অস্ত্র সেই বিষ্ণু ছাড়া আর
সকলের প্রাণ নাশে হেন শক্তি তা'র।
নরক অসুরে বিষ্ণু করে ইহা দান,
ভগদত্ত পান ইহা নরকের স্থান।
অর্জ্জুনের প্রতি ধেয়ে অস্ত্র যদি আসে,
নিজে বুক পাতি কৃষ্ণ দেন অনায়াসে।
কৃষ্ণ নিজে বিষ্ণু তাই বক্ষস্থলে তাঁ'র
অস্ত্র পড়ি শোভা পায় যেন স্বর্ণ-হার।
হইল অর্জ্জুন তাহে দুঃখী অতিশয়,
কৃষ্ণে সম্বোধন করি তাই তাঁ'রে কয়,
"না করিব রণ, এই কথা আপনার
এত প্রয়োজন কিবা ছিল ভাঙ্গিবার?"
কৃষ্ণ তাই কহে সেই অস্ত্র-বিবরণ,
"হেন অস্ত্র নিবারিতে নাহি অন্যজন,
অস্ত্রহীন ভগদত্ত, ভয় নাই আর,
এখন উহার প্রাণ করহ সংহার।"
হাতী তাঁ'র পার্থ তাই মারিল তখন,
অর্দ্ধচন্দ্র বাণে তাঁ'রে করিল নিধন।

অচল ও বৃষ নামে শকুনির ভাই
যুদ্ধে আসি দিল প্রাণ অর্জ্জুনের ঠাঁই।

শকুনি অমনি আসি আরম্ভিল রণ,
মায়ায় ভীষণ অস্ত্র আনে অগণন,
সাথে আসে রাক্ষসেরা জন্তু ভয়ঙ্কর,
অর্জ্জুনের বাণে সবে হইল অন্তর।
মায়ায় শকুনি করে ঘোর অন্ধকার,
অর্জ্জুন জ্যোতিস্ক বাণে তাড়ায় আঁধার।
তারপর জলবন্যা শকুনি বহায়,
আদিত্যাস্ত্রে ধনঞ্জয় শুকাইল তায়।
বিফল হইল তাঁ'র যত মায়া-জাল,
পালায় শকুনি রণে হইয়া নাকাল।
এরূপে কৌরবসৈন্য অর্জ্জুনের শরে
টিকিতে না পারি রণে, পলায়ন করে।
মহোৎসাহে পাণ্ডবের যত সৈন্য দল
আক্রমিতে দ্রোণাচার্য্যে ধাইল সকল।
সংঘাতিক রণ হায় হইল তখন,
বিনাশিল দ্রোণাচার্য্য সৈন্য অগণন।
অশ্বত্থমা নীলবীরে করিল সংহার,
অর্জ্জুনে লইল ডাকি সংশপ্তক আর।
পাণ্ডবের সৈন্যগণ তাই ভয় পায়,
ভীম আসি পুনরায় উৎসাহ বাড়ায়।
সংশপ্তকগণে নাশি আসি ধনঞ্জয়
কৌরবগণের সনে যুঝে অতিশয়।
তাহাতে তাঁদের হয় দুর্দ্দশা এমন,
'হা কর্ণ' চীৎকারে তাঁ'রা পূরিল গগন।
কর্ণ নিজে তিন ভায়ে নিয়া তাই আসে,
পার্থ তাঁ'র তিন ভায়ে নাশে অনায়াসে।
সাত্যকির বাণে কর্ণ হইল কাতর,
দ্রোণাচার্য্য দুর্য্যোধন ধাইল সত্বর ;
জয়দ্রথ সাথে আরো আসিল তথায়,
শঙ্কট হইতে তাঁ'রা রক্ষা করে তাঁয়।
তখনো হয়নি সন্ধ্যা, যুদ্ধ নাহি থামে,
সাঙ্গ হ'ল রণ শেষে বেলা অবসানে।

ধরিতে না পারি দ্রোণ রাজা যুধিষ্ঠিরে
লজ্জায় ফিরিল পুনঃ আপন শিবিরে।
প্রতিজ্ঞা করিল তাই দুর্য্যোধন ঠাঁই,
"রথী এক পাণ্ডবের কাল মারা চাই।
চক্রব্যূহ নামে ব্যূহ করিয়া গঠন,
করিব তাহাতে এই কার্য্য সম্পাদন।"

পরদিন দিবাকর উদিলে গগনে,
অর্জ্জুনে ডাকিয়া নিল সংশপ্তকগণে।
দ্রোণাচার্য্য পেয়ে তাই এই অবসর
সাংঘাতিক চক্রব্যূহ রচিল সত্বর।
বিষম শঙ্কট তায় পাণ্ডবেরা গণে,
নিকটে অর্জ্জুন নাই, কে যাইবে রণে।
বাণ মারি দ্রোণ সবে করিল অস্থির,
ব্যূহে প্রবেশিতে পারে নাহি আর বীর।
সুধু প্রবেশিতে ব্যূহে অভিমন্যু জানে,
তা'রে পাঠাইতে তথা মনে নাহি মানে।
যুধিষ্ঠির শেষে আর না দেখি উপায়
কহে, "অভিমন্যু বাপ, নাহি জানি হায়,
পশিতে আমরা কেহ এই ব্যূহ মাঝে,
তুমি প্রবেশিলে, সবে যাব পাছে পাছে।

অর্জ্জুন আসিয়া মন্দ নাহি বলে সবে,
আজ এই যুদ্ধ তাই করিতেই হবে।"
কহে অভিমন্যু তায়, "জেঠা মহাশয়,
হেন ব্যূহে প্রবেশিতে মনে পাই ভয় ;
আপনি যখন তবু দেন এই ভার,
নিশ্চয় পালিব আমি কথা আপনার।"
ভীম আর যুধিষ্ঠির দু'জনেই কন,
"প্রবেশের পথ মাত্র কর, বাছাধন,
আমরা পশিব গিয়া পিছনে তোমার,
করিব সকল কাজ বাকি যাহা আর।"
সারথিরে অভিমন্যু কহিল অমনি,
"চক্রব্যূহ পানে রথ চালাও এখনি।"
সুমিত্র সারথি তাঁ'রে সবিনয়ে কয়,
"কুমার, কঠিন এই কাজ সোজা নয়,
ভাবিয়া দেখুন নিজে মনে একবার,
ক্ষমা করিবেন এই কথায় আমার।"
কহে অভিমন্যু, "চল, কথায় কি কাজ,
যদি আজ আসে হেথা নিজে দেবরাজ,
সঙ্গে নিয়া দেবগণে, না করিব ভয়,
জেঠার আদেশে রণ করিব নিশ্চয়।"
বিলম্ব না করি, রথ সারথি চালায়,
দলে দলে রথী তাঁরে আক্রমিতে ধায়।
কিন্তু সেই কিশোরের তেজ ভয়ঙ্কর,
শর খেয়ে তাঁ'র সবে হয় জর জর।
কত সেনা মারা গেল বলা তাহা ভার;
রণে নিবারিয়া দ্রোণে, ভেদে ব্যূহ তাঁ'র।

অচেতন কর্ণ শল্য হয় দুইজন,
অগণন সৈন্যগণ করে পলায়ন।
মরিল শল্যের ভাই, সকলে অস্থির,
ব্যূহ মাঝে প্রবেশিল অভিমন্যু বীর।
পরাক্রম দেখি তা'র দ্রোণ কৃপে কয়,
"ইহার সমান যোদ্ধা নাহি বোধ হয়,
ইচ্ছা যদি করে সুধু একা করি রণ,
পাঠাইতে পারে সবে শমন-সদন।"
বিষম বাজিল ইহা দুর্য্যোধন-কানে,
এ হেন প্রশংসা তাঁ'র নাহি সহে প্রাণে।
কহে দুর্য্যোধন, "এই অর্জ্জুন-নন্দন
ভাবি মনে, আচার্য্যের রণে নাহি মন,
মূর্খের তাতেই স্পর্দ্ধা, এত বাড়াবাড়ি,
এস মোরা সবে মিলি ওবে প্রাণে মারি।
দুঃশাসন আরো কয়, "মারিলে তনয়,
কাঁদিয়া আপনি মারা যাবে ধনঞ্জয় ;
পাণ্ডবেরা সাথে সাথে মরিবে অমনি,
ওরে মারি দূর করি আপদ এখনি।"
গর্ব্ব করি দুঃশাসন ধায় তা'র পানে,
অচেতন হয়ে রথে পড়ে তাঁ'র বাণে।
অহঙ্কার চূর্ণ তাঁ'র হইল তখন,
সারথি তাঁহারে নিয়া করে পলায়ন।
ক্রমে দুইবার কর্ণ যদি ধেয়ে যায়,
পলায়ন বিনা আর না দেখে উপায়।
কর্ণের একটি ভাই হায় গেল মারা,
এইরূপে যেই যায় সেই হয় সারা।

কিন্তু হায় অভিমন্যু সনে কেহ আর
না পারিল প্রবেশিতে ব্যূহের মাঝার।
যত চেষ্টা করে তাঁ'রা প্রবেশিতে তায়,
একা যুঝি জয়দ্রথ ফিরায় সবায়।
বিমুখিল সাত্যকিরে তিন তীক্ষ্ণ শরে,
পাঁচ শরে দ্রুপদেরে জর্জ্জরিত করে,
আট বাণে ভীমসেনে করে পরাজয়,
ষাট বাণে ধৃষ্টদ্যুম্ন নিবারিত হয়,
দশ শরে নিপীড়িত করে শিখণ্ডীরে,
ফিরায় সপ্ততি শরে রাজা যুধিষ্ঠিরে।
জয়দ্রথ দ্রৌপদীরে করিলে হরণ,
পাণ্ডবের হাতে সহে লাঞ্ছনা ভীষণ,
শিবের তপস্যা তায় করে তারপর,
তুষ্ট হয়ে শিব তা'রে দেন এই বর,
"পার্থ বিনা পাণ্ডবের আর চারিজনে
করিতে পারিবে তুমি পরাজয় রণে।"
সেই বরে আজ সেই ধরে এত বল,
নিবারিল পাণ্ডবের সেনানী সকল।
ক্রমে ক্রমে পরাজয় হয় সবাকার,
ব্যূহে প্রবেশিতে কেহ না পারিল আর।
অভিমন্যু বৃষসেনে হেথা করে জয়,
অনায়াসে বসাতীরে নিলা যমালয়,
কৌরবের বহুসেনা করে আক্রমণ,
খণ্ড করি তাঁহাদেরে কাটিল তখন।
শল্যপুত্র রুক্মরথে বধি তারপরে,
বহু সৈন্যে অচেতন গন্ধর্ব্বাস্ত্রে করে;
যতযত যোদ্ধা ধেয়ে হয় আগুয়ান,
ক্রমে ক্রমে সকলেই হারায় পরাণ।
রণে আসি দিল প্রাণ কুমার লক্ষ্মণ,
"বধ এই দুষ্টে" তাই কহে দুর্য্যোধন।
দ্রোণাচার্য্য সঙ্গে পুত্র অশ্বত্থমা তাঁ'র,
কর্ণ ও হার্দ্দিক্য, কৃপ কৃতবর্ম্মা আর,
ছয় বীরে একবারে আক্রমিতে যায়,
সকলেই তাঁ'র কাছে পরাভব পায়।
মরিল ক্রাথের পুত্র আসি রণাঙ্গন,
পুনঃ সেই ছয় বীরে করে ঘোর রণ।
পরাজিত হয় তাঁ'রা সবে পুনর্ব্বার,
বৃন্দারক বৃহদ্বলে করিল সংহার।
কৌরবগণেরা মনে বেশ বুঝে তাই,
'আজ এর হাতে আর কারো রক্ষা নাই।'
তখন শকুনি কয়, "সবে একবারে
চল চেষ্টা করি বধ করিব উহারে,
নতুবা ইহার দেখি বিক্রম যেমন
আমাদের সকলেরে করিবে নিধন।"
দ্রোণাচার্য্যে কহে কর্ণ, "আচার্য্য, ত্বরায়
বধিবারে অভিমন্যু, করুন উপায়;—
অচিরে এ হেন বীরে বধ করা চাই,
নতুবা কৌরব-পক্ষে আর রক্ষা নাই।"
দ্রোণাচার্য্য কহে তায়, "অসম্ভব হায়,
কবচ উহার ভেদ করা হবে দায়।
কাটি ধনু, করি ওর সারথি নিধন,
পার শুধু রণ ওর করিতে বারণ;

যতক্ষণ ওর হাতে ধনুর্গুণ রয়,
দেবের অসাধ্য ওরে করে পরাজয়।
অতএব কাট আগে ধনুক উহার,
শেষে কর রণ তায় ক্ষতি নাহি আর।”
একথায় অকস্মাৎ কর্ণ মারি বাণ
কাটিয়া তাঁহার ধনু করে খান খান;
ভোজরাজ মারে তাঁ'র ঘোড়াগুলি আর,
সারথিরে কৃপাচার্য্য করিলা সংহার।
এইরূপে ফেলি তাঁ'রে বিপদ-পাথারে,
এককালে ছয় রথী প্রহারিল তাঁ'রে।
ধনু নাই, রথ নাই, অভিমন্যু তায়,
অসি চর্ম্ম নিয়া যুঝে, ভয় নাহি পায়;
তাহাও কাটিল দ্রোণ কর্ণ ছল করি,
চক্র নিলে ফেলে সবে খণ্ড খণ্ড করি;
গদা হাতে অশ্বথমা প্রতি যদি ধায়,
তিন লাফে অশ্বথমা অমনি পালায়;
চারিদিক হ'তে শরে বিঁধিয়া শরীর
সজারুর মত হ'ল অভিমন্যু বীর;
তথাপি করিছে অভিমন্যু ঘোর রণ,
কালিকেয়ে গদাঘাতে করিলা নিধন;
সপ্ততি তাহার সাথী হইল নিহত,
রথী সতেরটি আর হাতী দশ গত;
দুঃশাসন-পুত্র আসে রণ করিবারে,
ঘোড়া সহ রথ তা'র তবু চূর্ণ করে।
দুঃশাসন-পুত্র তায় গদা নিয়া ধায়,
গদাঘাতে ঠিক্‌রাইয়া পড়ে দু'জনায়;
দুঃশাসন-পুত্র হায় আগে উঠি তাঁ'র
আঘাত করিল তাঁ'রে ভীষণ গদার;
এইরূপে করি এই অসঙ্গত রণ,
নিষ্ঠুরেরা মহাবীরে করিল নিধন।
কৌরবের আনন্দের নাহি আর পার,
শোকের সাগরে ভাসে পাণ্ডবেরা আর।
পাণ্ডবের শোক হায় বর্ণন না যায়,
ভয়ে পাণ্ডবের সৈন্য চারিদিকে ধায়;
যুধিষ্ঠির অতি কষ্টে ফিরাইলা সবে,
স্তব্ধ হয়ে সবে তাঁ'রে ঘিরে রহে তবে।

ফিরিবার পথে মারি সংশপ্তকগণ
শ্রীকৃষ্ণে কহিল পার্থ করি সম্বোধন,
“অস্থির আমার মন, অবশ শরীর,
কুশলে তো আছে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির?”
শিবিরে ফিরিয়া দেখে ঘোর অন্ধকার,
নিস্তব্ধ সকল, নাহি সাড়া শব্দ কার!
অন্য দিন থাকে পূর্ণ বাদ্য কোলাহলে,
আজ ঘোর নীরবতা বিরাজে সে স্থলে;
শিবিরে ফিরিবা মাত্র পার্থ, তাঁ'র ঠাঁই
হাসি আসে অভিমন্যু নিয়া যত ভাই,
আজ কিছু নাই, কোথা অভিমন্যু বীর,
চিন্তায় পার্থের মন হইল অস্থির।
তারপর দেখি ভ্রাতা আর পুত্রগণে,
অভিমন্যু বীরে আর না দেখি নয়নে,
বিষন্ন হইয়া কহে, “ওহে বীরগণ,
আজি কেন মোরে নাহি কর সম্ভাষণ?

কোথা বৎস অভিমন্যু, নাহি দেখি তায়,
শুনিয়াছি চক্রব্যূহ রচি আজ হায়,
দ্রোণাচার্য্য করিয়াছে সমর ভীষণ,
সে ব্যূহ ভেদিতে নাহি পারে অন্য জন ;
জানে সুধু অভিমন্যু প্রবেশিতে তায়,
নির্গমন আজো তার শিখে নাই হায় !
আজ কি সে ব্যূহ মাঝে করেছে প্রবেশ,
না জানিয়া নির্গমের পথ সবিশেষ ?
হায়, হায়, প্রাণে বুঝি বেঁচে নাই আর !”
জিজ্ঞাসিলা বারম্বার কুশল তাহার,
পরে শুনি নিদারুণ শোক-বিবরণ,
কি শোক হইল তাঁ'র না যায় বর্ণন,
বিলাপ করিয়া বহু পুত্রের কারণে,
দুঃখে দীর্ঘশ্বাস ফেলি কহিলা তখনে,
“কাল আমি জয়দ্রথে বধিব নিশ্চয়,
জীবমানে তা'র যদি সূর্য্য অস্ত হয়,
জ্বালিয়া অনল তবে হাতে আপনার,
করিব প্রবেশ তায় প্রতিজ্ঞা আমার।
পলাইয়া গেলে আর যাঁচিলে আশ্রয়,
পাবে প্রাণ, নৈলে বধ করিব নিশ্চয়।”

জননী সুভদ্রা আর পত্নী উত্তরার
কি শোক হইল তাহা বুঝে সাধ্য কার ?
শ্রীকৃষ্ণ প্রবোধ দেন নিজে দুই জনে,
কোনোমতে প্রাণে তাঁ'রা বাঁচে সে কারণে।

চরমুখে শুনি সেই প্রতিজ্ঞা ভীষণ
ভয়ে কাঁপি জয়দ্রথ কহে, “রাজগণ,
কুশলে থাকুক সবে এই আমি চাই,
অনুমতি দিন আমি দেশে চলে যাই।”
রাজা দুর্য্যোধন দিলা সাহস তখন,
কহে, “জয়দ্রথ, তব ভয় অকারণ !
এত বীর আছে তোমা রক্ষা করিবারে,
তবু তুমি এত ভয় কর, বল কারে ?”
ভরসা না পায় তবু জয়দ্রথ মনে,
দ্রোণাচার্য্য ঠাঁই তাই চলিলা তখনে,
আচার্য্য সাহস দিয়া কহিলেন তায়,
“অকারণ ভয় তব কহিনু তোমায়,
সাজাইব ব্যূহ কাল বিশাল আকার,
পার্থ তাহা পার হতে না পারিবে আর ;
যদিই তোমারে পার্থ বধে রণ-স্থলে,
কিবা ভয়, অনায়াসে স্বর্গে যা'বে চলে।”
পাণ্ডবের চর দিল এই বিবরণ,
শ্রীকৃষ্ণ পার্থের তরে চিন্তাকুল হন।

পরদিন কথামত দ্রোণ মহাশয়
রচিল অদ্ভুত ব্যূহ দেখে হয় ভয় ;
লম্বায় চব্বিশ ক্রোশ, পাশে দশ আর,
হইল তাহার এই বিশাল আকার,
শকটের মত তার মুখের গঠন,
পিছন হইল গোল চাকার মতন।
লুকাইয়া মাঝে তার ছোট ব্যূহ গড়ে,
সূচি ব্যূহ নাম তার, জয়দ্রথ তরে,
দুর্য্যোধন, জলসন্ধ, কৃতবর্ম্মা আর
কাম্বোজ প্রভৃতি বীর রহে মুখে তার ;

পাছে জয়দ্রথে সবে রাখে লুকাইয়া ;
প্রধান ব্যূহের মুলে দ্রোণ রহে গিয়া ;
রহিলেন ভোজরাজ পশ্চাতে তাহার,
এইরূপে নিলা তার সেনা রাখিবার।
সে দিন পার্থের রণে লাগে চমৎকার,
কৌরব সেনার মাঝে উঠে হাহাকার,
পলাইতে চাহে তাঁরা, পথ নাহি পায়,
যে দিকেই চায় পার্থে দেখিবারে পায়।
বহু হাতী সাথে নিয়া আসে দুঃশাসন,
পার্থ-বাণে হাতী যত ত্যজিল জীবন।
দুই তিন বীর মরে এক এক শরে,
দুর্য্যোধন দ্রোণে তাই পাঠায় সত্বরে।
দ্রোণ আর পার্থে তাহে হয় ঘোর রণ,
কি দিব তুলনা তার না হয় তুলন।
দ্রোণের সহিত রণে কাটিলে সময়,
আজ জয়দ্রথ বধ অসম্ভব হয় ;
তাই পাশ কাটি তাঁ'র পার্থ যদি চলে,
দ্রোণ তাহা নিরখিয়া পার্থপ্রতি বলে,
"ধনঞ্জয়, জানি এই তোমার নিয়ম,
না করিয়া শত্রুজয়, না যাও কখন ;
সে নিয়মে অবহেলা কেন কর আজ,
বীরের সমাজে ইথে পা'বে তুমি লাজ।"
কহিলা অর্জ্জুন, "গুরু আপনি আমার,
শিষ্য আমি পুত্রবৎ কাছে আপনার,
আপনার পরাজয়ে শকতি কে ধরে ?
ইহাতে আমার লাজ নাহিক অন্তরে।"
পার্থে তবু তাড়া করে দ্রোণ নাহি ছাড়ে,
কিছু যুদ্ধ করি তাই নিবারিলা তাঁ'রে।
ভোজরাজে নিবারিতে হবে তারপর,
কৃতবর্ম্মা তথা ধেয়ে আসিল সত্বর।
অল্পক্ষণে অচেতন কৃতবর্ম্মা হয় ;
শ্রুতায়ুধ যুঝে আসি এমন সময়।
বরুণ-প্রদত্ত গদা আছে এক তাঁ'র,
ফিরাইতে সেই গদা শক্তি নাহি কা'র ;
সমরে বিমুখ জনে প্রহারিলে তায়
সে গদা পড়িবে ফিরি প্রভুর মাথায় ;
এই এক মস্ত দোষ ছিল সে গদার,
ভুলে শ্রুতায়ুধ করে কৃষ্ণে তা প্রহার।
শ্রুতায়ুধ নিজে প্রাণে পায় তায় নাশ,
অর্জ্জুনের না হইল করিতে প্রয়াস।
অচ্যুত ও সুদক্ষিণ পুত্রগণ সাথে,
যুদ্ধে আসি মারা গেল অর্জ্জুনের হাতে।
অঙ্গদেশী গজারোহী সৈন্য অগণন,
ক্রমে ক্রমে আসি করে ঘোরতর রণ ;
যবন, পারদ, শক আসে কত দল,
একে একে প্রাণহীন হইল সকল।
দুঃখিত হইয়া তবে রাজা দুর্য্যোধন
আচার্য্যের কাছে যেয়ে কহিলা তখন,
"আপনি থাকিতে মোর সৈন্য হয় ক্ষয়,
তাহাতে আমার মনে ভরসা না হয়।
আপনার সেবা আমি করি প্রাণপণে,
পাণ্ডবে তথাপি টান আপনার মনে।

মধুমাখা ক্ষুর যেন হেন ব্যবহার
দেখি আপনার, শান্তি নাহি পাই আর ;
জয়দ্রথে রাখিবার করুন উপায়,
আমাদের ভরসায় রয়েছে হেথায়।"
কহে দ্রোণাচার্য্য, "তুমি পুত্রের সমান,
তোমার কথায় দোষ নাহি করি জ্ঞান।
এ বৃদ্ধ বয়সে যেতে নারি তাড়াতাড়ি,
কৃষ্ণার্জ্জুনে তাই রণে বাধা দিতে নারি।
শ্রীকৃষ্ণ চালায় রথ হেন বেগে ধায়
ক্রোশ দূরে অর্জ্জুনের বাণ পড়ে তায়।
অর্জ্জুনের সনে তুমি যুঝ একবার,
সাথে নিয়া যাও সেনা হাজার হাজার।
অপূর্ব্ব কবচ আমি দিতেছি তোমায়,
কোন অস্ত্র শস্ত্র ভেদ না করিবে তায়।"
এই বলি জল ছুঁয়ে মন্ত্র পাঠ সঙ্গে,
উজ্জ্বল কবচ তার পড়াইল অঙ্গে।
মহোৎসাহে তারপর রাজা দুর্য্যোধন
অর্জ্জুনের সনে ধায় করিবারে রণ।
ধৃষ্টদ্যুম্ন নিয়া সঙ্গে বহু সৈন্যগণ
দ্রোণাচার্য্যে এ সময় করে আক্রমণ।
তিন ভাগে সেনা তাঁর ভাগ তায় হয়,
যত যত্ন করে দ্রোণ বৃথা সমুদয়।
তিন ভাগ নারে আর একত্র করিতে,
হইল তখন ঘোর রণ চারিভিতে ;
অশ্বত্থমা, সোমদত্তি, কর্ণ আদি বীর
জয়দ্রথে পাছে রাখি হইল বাহির

সকলেই করে রণ ত্যজি প্রাণভয়,
কত লোক মারা গেল সংখ্যা নাহি হয়।
দ্রোণাচার্য্য ধৃষ্টদ্যুম্ন এই দুইজন
করিল যে ঘোর রণ না যায় বর্ণন।
রথ ঘোড়া সারথিরে করিয়া সংহার,
কাটিল ধৃষ্টদ্যুম্নের খড়গ, চর্ম্ম আর,
আরো বাণ দ্রোণ যদি ধনুকে জুড়িল,
চৌদ্দ বাণে সেই বাণ সাত্যকি কাটিল।
নতুবা ধৃষ্টদ্যুম্নের বাঁচা হ'ত দায়,
সাত্যকি ও দ্রোণে রণ বেজে গেল তায়।
এক ভাবে বহুক্ষণ যুঝে দুইজন,
দুই পক্ষে হয় শেষে সেনা সমাগম ;
পাণ্ডবেরা চারি ভাই বিরাটের সনে
সাত্যকির সনে আসি যোগ দিল রণে ;
কৌরবগণের সেনা আসে অগণন,
রণমাঝে দ্রোণাচার্য্যে সাহায্য কারণ।
প্রাণপণে পার্থ আজ করিতেছে রণ,
ব্যূহ মাঝে জয়দ্রথে পাইবে কখন!
সৈন্য মারি পথ করি পার্থ দিলে পর,
শ্রীকৃষ্ণ সে পথে রথ চালায় সত্বর।
এত দ্রুত চলে রথ বুঝা নাহি যায়,
ক্রোশ দূরে অর্জ্জুনের তীর পড়ে তায়।
ক্লান্ত হেরি অশ্বগণে অর্জ্জুন তখন
শর দিয়া গড়ে এক বিশ্রাম-ভবন ;
আর বাণে বিদারণ করিয়া ধরায়,
মনোহর সরোবর রচিল তথায় ;

ফুটি রয় ফুল তায় জল নিরমল,
জলচর পাখী তায় খেলে অবিরল।
ক্লান্ত অশ্বগণে কৃষ্ণ বিশ্রাম করায়,
দেহ মাজি জল পান্ করায় সবায়।
পার্থের অপূর্ব্ব কর্ম্ম করি দরশন,
আশ্চর্য্য হইয়া সবে প্রশংসে তখন।
ভূতলে অর্জ্জুনে দেখি পেয়ে অবসর,
দলে দলে ভূপালেরা ছুড়ে তীক্ষ্ণ শর।
অর্জ্জুনের পরাক্রমে না উঠে আঁটিয়া,
সকলের বাণ পার্থ ফেলিল কাটিয়া।
তারপর ঘোড়া যুড়ি রথে পুনরায়,
শ্রীকৃষ্ণ চালায় রথ বায়ুবেগে ধায়।
দেখাপায় জয়দ্রথে নাহি দেরি আর,
দুর্য্যোধন আগুলিল পথ পুনর্ব্বার।
দ্রোণের অভেদ্য বর্ম্ম আছে তাঁর গায়,
অসীম সাহসে যুঝে, ভয় নাহি তায়।
বাছা বাছা যতবাণ পার্থ মারে তাঁরে,
কবচে ঠেকিয়া সব পড়ে চারিধারে।
অবাক হইলা কৃষ্ণার্জ্জুন দুইজন,
পার্থ শেষে সহজেই বুঝিল কারণ।
তখন অর্জ্জুন কয়, "কবচ সহিত
পরাজয় দুর্য্যোধনে করিব নিশ্চিত।'
কিন্তু হায় মন্ত্রপড়ি যত ছুড়ে বাণ,
অশ্বত্থমা মারি বাণ করে খান খান
অন্য দিকে দুর্য্যোধন এই অবসরে,
কৃষ্ণার্জ্জুন দুইজনে বিঁধে তীক্ষ্ণ শরে।
রেগে পার্থ সারথি ও ঘোড়া তাঁর মারে,
রথখানি পরে চূর্ণ করে একেবারে,
শরাসন কাটি তাঁর হাত বিঁধে বাণে,
দুর্য্যোধন বুঝি হায় মারা যায় প্রাণে।
তখন আসিল রথ হাজার হাজার,
আসি বহু সেনা প্রাণ রক্ষা করে তাঁর।
অজস্র ছুড়িয়া বাণ সেই সেনাগণ,
অন্ধকারময় করে সেই রণাঙ্গন।
অর্জ্জুন্ তখন করে রণ ঘোরতর,
মারিয়া অসংখ্য সেনা ফেলে ধরা'পর।
শুনিয়া পার্থের ঘোর গাণ্ডীব টঙ্কার,
শ্রীকৃষ্ণের পাঞ্চজন্য শঙ্খধ্বনি আর,
ধরাতলে পড়ে কত না যায় গণন ;
তখন পার্থেরে ভেটে বীর আটজন,
ভূরিশ্রবা, শাল্ব, কর্ণ আর জয়দ্রথ,
কৃপ, শল্য, অশ্বত্থমা সবে মহারথ,
কর্ণ পুত্র বৃষসেন আসিল তথায়,
রাজা দুর্য্যোধন যোগ দিল পুনরায়।
এইরূপে রথিগণ মিলিলে তখন,
হইল্ যে শোভা তাহা না যায় বর্ণন।
মনোহর রথে ধ্বজ শোভে মনোহর,
সোনার পাহাড়ে যেন সোনার শিখর।
অর্জ্জুনের রথে ধ্বজ কপির আকার,
শত্রুধ্বজে অশ্বত্থমা-রথ্ শোভে আর।
আচার্য্যের রথধ্বজে বৃষ শোভাপায়,
মহাদেব বলি তাঁয় বোধ হয় তায়।

বৃষসেন-ধ্বজে শোভে ময়ূর সুন্দর,
দেব সেনাপতি যেন করিছে সমর।
মদ্ররাজ রথে শোভে লাঙ্গল সোনার,
জয়দ্রথ রথে ধ্বজ বরাহ আকার।
দুর্য্যোধন-রথ নাগ-ধ্বজে শোভা পায়,
কপিধ্বজ সমতেজ কারো নাহি হায়!
অজস্র করিয়া সবে বাণ বরিষণ,
কৃষ্ণার্জ্জুন দুইজনে করে আচ্ছাদন;
অর্জ্জুন মারিয়া বাণ সে বাণ উড়ায়,
তারপর মহারণ বাজিল তথায়।
অন্য দিকে দ্রোণাচার্য্য যুধিষ্ঠির সনে
যুদ্ধ করে, ভাবে তারে ধরিবে কেমনে!
পরস্পরে মারে গদা. শক্তি আর বাণ,
কতক্ষণ যুদ্ধ চলে সমানে সমান।
তারপর কাটে দ্রোণ ঘোড়া ধনু তার,
আরো তিন বাণ তারে করিলা প্রহার
যুধিষ্ঠির পড়ে তায় বিষম সঙ্কটে,
নিরুপায় কারে হায় না পায় নিকটে।
এ সুযোগে দ্রোণ তারে ধরিবারে যায়,
চীৎকারে পাণ্ডব সেনা করি হায় হায়!
সহদেব রথ নিয়া ত্বরা আসে ধেয়ে,
তাড়াতাড়ি যুধিষ্ঠির তাহে উঠে যেয়ে;
সে রথের ঘোড়াগুলি ছিল অতি বলী;
দ্রোণের রথের আগে গেল তারা চলি।
পাণ্ডব সৈন্যের সনে অলম্বুষ রণে
করিল কতই কাণ্ড বুঝ মনে মনে।
খাইয়া ভীমের তাড়া করে পলায়ন,
অন্য স্থানে যেয়ে করে উৎপাত তেমন
ঘটোৎকচ আছাড়িয়া চূর্ণ করে তায়,
এইরূপে তার হাত পাণ্ডব এড়ায়।
দ্রোণাচার্য্য তারপর যুঝে আরবার,
হইল যে ঘোর রণ কথা নাহি তার।
দ্রোণ-শরে নিপীড়িত পাণ্ডুসৈন্যগণ,
কি করিবে পাণ্ডবেরা চিন্তাকুল মন।
তখন সুদূরে শুনি কৃষ্ণ—শঙ্খরব,
কৌরবের সিংহনাদ শুনি অসম্ভব;
গাণ্ডীব টঙ্কার ধ্বনি না শুনি শ্রবণে,
পার্থের বিপদ মনে যুধিষ্ঠির গণে।
ডাকি তাই সাত্যকিরে কহিলা অমনি
পার্থের সাহায্য তরে যাইতে তখনি।
কহিল সাত্যকি, "পার্থ করেছে বারণ
আপনারে ছাড়ি করি অন্যত্র গমন,
অর্জ্জুনের তরে চিন্তা বৃথা ধর্ম্মরাজ,
রক্ষা আপনার সুধু আমাদের কাজ।"
তবু যুধিষ্ঠিরে ব্যস্ত হেরি অতিশয়,
সাত্যকি চলিলা দ্রুত যথা ধনঞ্জয়।
ভীমে আরো যুধিষ্ঠির পাঠাইতে চায়,
সাত্যকি তখন ভীমে একথা বুঝায়,
"ধর্ম্মরাজে রক্ষা করা আগে দরকার,
তোমার উপর তাই দিই এই ভার।"
ফিরে তাই ভীমসেন, সাত্যকি তখন
দলিয়া কৌরব সৈন্য করিল গমন।

দ্রোণ তাই তার প্রতি হন অগ্রসর,
দ্রোণের সহিত তাই বাজিল সমর।
দুই বীর পরস্পর শর বরিষণে
সমাচ্ছন্ন উভয়েরে করিল তখনে।
দ্রোণাচার্য্য কহে তবে, "অর্জ্জুন যেমন
পলায়েছে মোর সনে না করিয়া রণ,
সেইরূপ যদি যাও কাপুরুষ প্রায়
তবেই জীবিত সুধু রাহবে ধরায়।"
সাত্যকি উত্তর করে, "গুরুর মতন,
কাজ করিবারে শিষ্য করিবে যতন;
তাই আর হেথা আমি বিলম্ব না করে
চলিনু আমার গুরু পার্থের গোচরে।"
অমনি সারথি তার রথ চালাইল,
ভোজরাজ কৃতবর্ম্মা আসি বাধা দিল।
সারথিরে নাশ তার করিয়া তখন,
কাম্বোজ সেনায় বধি করিল গমন।
জলসন্ধ মহামাত্রে বধি তারপর,
দক্ষিণাভিমুখে দ্রুত হয় অগ্রসর।
দুর্য্যোধন দ্রোণ সঙ্গে তখন আবার,
দুঃশাসন আরো বহু ভ্রাতাগণ তাঁর,
সবে মিলি সাত্যকিরে করে আক্রমণ,
সাত্যকি প্রথমে যুঝে সহ দুর্য্যোধন;
বধি সারথিরে তাঁর রথ চূর্ণ করে,
পালাইয়া দুর্য্যোধন প্রাণ রক্ষা করে।
কৃতবর্ম্মা পুনরায় আক্রমিল তায়,
সাত্যকির তীক্ষ্ণশর খেয়ে মূর্চ্ছা পায়।
দ্রোণের সহিত তার পরে হয় রণ,
দ্রোণের সারথি বধি, বিঁধে অশ্বগণ;
পলাইয়া ব্যূহদ্বারে দ্রোণ চলি যায়।
তারপর ত্যজে প্রাণ সুদর্শন হায়!
যবন, কাম্বোজ সৈন্য শকসৈন্যচয়,
সাত্যকি সবারে রণে করে পরাজয়।
আবার আসিয়া রণ করে দুর্য্যোধন,
নিয়া সাথে আরো তাঁর যত ভ্রাতাগণ।
ছিন্ন ভিন্ন তাঁহাদের সাত্যকি করিল,
দুর্য্যোধন-সারথির মস্তক কাটিল;
রথ নিয়া ঘোড়া তাঁর করে পলায়ন,
পলাইল তাঁর পিছু কুরুবীরগণ।
দুঃশাসন তারপর পার্ব্বতীয়গণে,
উৎসাহে সাত্যকি সনে পাঠাইল রণে।
পাথর ছুড়িয়া তারা ঘোর রণ করে,
মরিল সকলে তারা সাত্যকির শরে।
পালায় কৌরব-সেনা দ্রোণাচার্য্য পানে,
দুঃশাসন সাথে যায়, বারণ না মানে।
দুঃশাসনে কাছে পেয়ে দ্রোণাচার্য্য কন,
"বীরত্ব কোথায় আজ তব দুঃশাসন,
সাত্যকির ভয়ে দেখি পলাইছ সবে,
এই মুখে পরাজিতে চাহ ক পাণ্ডবে?
কেন বা বিবাদ বল করিলে এমন,
অর্জ্জুনের সনে রণে করিবে কেমন?"
উত্তর না করি তার দুঃশাসন বীর
আরো সেনা নিয়া ধায় পাছে সাত্যকির।

পুনঃ হয় রণ তাঁর সাত্যকির সনে,
পাঞ্চালগণেরে দ্রোণ আক্রমিল রণে ;
পাঞ্চালের বীরকেতু আদি পুত্রগণ
দ্রোণ রণে যুঝি গেল শমন-ভবন।
ভ্রাতৃ-শোকে ধৃষ্টদ্যুম্ন দ্রোণ পানে ধায়,
অচেতন হয় দ্রোণ তাঁর শর-ঘায়।
জ্ঞান পেয়ে দ্রোণ করি শর বরিষণ
সারথির মাথা তাঁর কাটিল তখন।
রথ নিয়া ঘোড়া তাঁর অমনি পালায়,
বহু সেনা দ্রোণ হাতে প্রাণ দিল তায়।
বৃহৎক্ষেত্র, ধৃষ্টকেতু চেদির নন্দন
জরাসন্ধ-পুত্রে দ্রোণ করিল নিধন।
ধৃষ্টদ্যুম্ন-পুত্র ক্ষত্রবর্ম্মা আদি আর
কত সেনা বধে দ্রোণ সংখ্যা নাহি তার।
রণস্থলে বৃদ্ধ দ্রোণ করে বিচরণ,
দেখি তাঁরে মনে হয় যুবার মতন।
সাথে নিয়া ত্রিগর্ত্তের যত সেনাগণে,
দুঃশাসন সাত্যকিরে পুনঃ ভেটে রণে।
তাহাদের সকলেরে করি পরাজয়
সাত্যকি পার্থের দিকে অগ্রসর হয়।
পুনরায় চিন্তাকুল সাত্যকির তরে,
যুধিষ্ঠির ভীমসেনে পাঠায় সত্বরে।
দ্রোণাচার্য্য ভীমে দেখি কহে পুনরায়,
"ছাড়িয়াছি পার্থে, নাহি ছাড়িব তোমায়।"
ভীম কহে, "ঘাটাইলে ভীমে মহোদয়,
গুরু লঘু জ্ঞান তার কভু নাহি রয়।"

বলিতে বলিতে ভীম নিয়া গদা তার
ঘুড়াইয়া দ্রোণ প্রতি করিল প্রহার ;
রথ ও সারথি ঘোড়া তাহে চূর্ণ হয়,
লাফ দিয়া বাঁচে প্রাণে দ্রোণমহাশয়।
দুর্য্যোধন-ভ্রাতাগণ তাই আসে ধেয়ে,
ভীমসেনে আক্রমণ করে তাঁরা যেয়ে।
সাতজন ভীমসেন-হাতে দিল প্রাণ,
অনায়াসে ভীম বধে যারে কাছে পান।
পাণ্ডব সেনায় দ্রোণ করিছে অস্থির,
দেখিয়া তাঁহার পানে ধায় ভীম বীর ;
বাণবৃষ্টি করে দ্রোণ তাহার উপর,
ধেয়ে ভীম ধরে রথ নাহি পায় ডর ;
জোরে ছুড়ি চূর্ণ করে রথখানি তাঁর,
অন্য রথে উঠি দ্রোণ পাইল নিস্তার।
কিছু দূরে যেয়ে তার সাত্যকিরে হেরে,
আরো দূরে ব্যস্ত রণে দেখে অর্জ্জুনেরে ;
সিংহনাদ করে ভীম উল্লাসে তখন,
কৃষ্ণার্জ্জুন-সিংহনাদে পূরিল গগন।
শুনি সেই সিংহনাদ রাজা যুধিষ্ঠির,
শান্তিলাভ করি মনে হইলা সুস্থির।
শুনিয়া ভীমের সিংহনাদ ভয়ঙ্কর,
রোষে কর্ণ ধেয়ে আসে করিতে সমর।
বারবার আক্রমণ করে ছয়বার,
সারথি ও ঘোড়া হায় কাটা যায় তাঁর ;
জর্জ্জরিত করে ভীম তীক্ষ্ণ শরে তাঁরে
ভীমসেনে কর্ণ কিছু করিতে না পারে।

দুর্য্যোধন দুর্জ্জয়েরে পাঠায় তখন,
কর্ণের সাহায্যে এসে হারায় জীবন।
দুর্ম্মুখ আসিল পরে সাহায্যের তরে,
অমনি ভীমের হাতে যায় যম-ঘরে।
পাঠাইলা দুর্য্যোধন যত ভ্রাতাগণে
একে একে নিলা ভীম শমন-ভবনে।
ভিন্ন ভিন্ন রথে চড়ি কর্ণ তবু আসে
ভীম তাঁ'রে পরাজয় করে অনায়াসে।
দুর্য্যোধন-ভ্রাতাগণে মৃত দেখি হায়,
কর্ণ হইলেন অতি মর্ম্মাহত তায়;
পাগলের মত শেষে করে আচরণ,
ভুলে কুরুসৈন্যে মারি করিছে নিধন।
ভীমসেনে আক্রমণ করে পুনরায়,
সমানে সমানে যুঝে কতক্ষণ হায়।
শেষে কর্ণ গুণ, তূণ ধ্বজ কাটে শরে;
ভীমের সারথি যেয়ে অন্য রথে চড়ে।
ভীম তাই শক্তি এক ছুড়িলেন তাঁ'য়
বাণ মারি কর্ণ তাহা কাটিল ত্বরায়।
খড়্গ আর ঢাল বাকি রহিল তাঁহার,
কাটিয়া ফেলিল ঢাল কর্ণ আর বার।
তবে ভীম খড়্গ ছুড়ে কর্ণের উপর,
কাটিল কর্ণের তাহে ধনু আর শর।
অন্য ধনু নিয়া কর্ণ বাণবৃষ্টি করে
কর্ণেরে বধিতে ভীম লম্ফ দিয়া পড়ে;
রথের তলায় কর্ণ অমনি লুকায়
তাই ভীম তাঁ'রে আর ধরিতে না পায়

নিরস্ত্র দেখিয়া ভীমে কর্ণ করে তাড়া,
বিপদে ভীমের হায় বুদ্ধি হয় সারা।
মরা হাতী সাত শত তথা আছে পড়ে,
লুকাইল গিয়া ভীম তাহার ভিতরে।
হাতীগুলি খণ্ড কর্ণ করে অনায়াসে,
মৃতদেহ, চাকা মারে ভীম মহাত্রাসে।
কর্ণের বাণের কাছে না উঠে আঁটিয়া,
বধিতে চাহিল কর্ণে বজ্রমুষ্টি দিয়া।
পার্থের প্রতিজ্ঞা মনে পড়িল তখন,
কর্ণেরে বধিবে পার্থ করিয়াছে পণ;
তাই ভীম কর্ণে আর না করে সংহার;
কর্ণও সুযোগ পায় ভীমে বধিবার;
মনে তাঁ'র পরে আর কুন্তীর বচন,
প্রাণে না মারিবে পাণ্ডু-পুত্র চারিজন;
ধনুকের খোঁচা তাই ভীমেরে মারিল,
ভীম সেই ধনু কাড়ি কর্ণে প্রহারিল।
চক্ষু লাল করি কর্ণ কহিল তখন,
"পেটুক, এসেছ তুমি করিবারে রণ,
মূর্খ, কাপুরুষ তুই, রণের খবর
না জানিয়া যুদ্ধে আস নাহি করি ডর,
আমার সহিত রণ শোভা নাহি পায়,
বাড়ী যাও, খাও গিয়া বাধা নাহি তায়।'
ভীম কহে, "হীনজাতি তোমার [illegible]
কথাও বলিতে লাজ নাহিক [illegible],
পরাজয় করিলাম তোরে কত বার
বড়াই করিতে তবু লজ্জা নাহি আর,

দেবেন্দ্রও হারে রণে কিবা ক্ষতি তায়,
মল্লযুদ্ধ এস দেখি করি তুলনায়,
কীচকের দশা তব হইবে এখন।”
ভয়ে কর্ণ মল্লযুদ্ধে নাহি দিলা মন।
কৃষ্ণার্জ্জুন কাছে তবু অহঙ্কার করে,
তখন অর্জ্জুন তাঁ'রে বিঁধে তীক্ষ্ণ শরে।
পলায়ন করে কর্ণ না দেখি উপায়,
সাহায্য করিল আসি অশ্বত্থমা তায়।
সাত্যকি অর্জ্জুন সনে মিলিলে তখন
চিন্তাকুল হ'য়ে পার্থ ভাবে মনে মন,
'দাদার রক্ষার ভার উপরে তাহার,
সাত্যকি আসিল হেথা কি হয়েছে তাঁ'র;
এ দিকে সাত্যকি নিজে ক্লান্ত ঘোর রণে,
তা'রে ফেলি অন্য স্থানে যাইব কেমনে;
বেলা প্রায় অবসান, জয়দ্রথ-বধে,
এখন বুঝিনু নানা বাধা পদে পদে।'
ভূরিশ্রবা সাত্যকিরে আসিতে দেখিয়া
ত্বরায় ধাইয়া তাঁ'রে আক্রমিল গিয়া।
পরস্পর ধনু ঘোড়া কাটে পরস্পরে
ভূমিতে নামিয়া শেষে অসি যুদ্ধ করে।
সমরে সাত্যকি ক্লান্ত ছিল অতিশয়
ভূরিশ্রবা তাই তাঁ'রে করে পরাজয়।
সাত্যকিরে ভূমি 'পরে ফেলিয়া অমনি
ভূরিশ্রবা পদাঘাত করিলা তখনি,
অসি নিয়া মাথা তাঁ'র করিতে ছেদন
কৃষ্ণ কহে পার্থে তারে রক্ষার কারণ।

পার্থ তায় এড়ে বাণ অতি ভয়ঙ্কর,
খড়গ সহ হাত তাঁ'র কাটিল সত্বর;
ডান হাত কাটা গেলে ভূরিশ্রবা তায়
অর্জ্জুনেরে তিরস্কার করি কহে, “হায়,
অন্যসনে রণে আমি ব্যস্ত যে সময়
কাটিলে আমার হাত সঙ্গত কি হয়?”
কহিল অর্জ্জুন, “তব এই তিরস্কার
সঙ্গত বলিয়া বোধ না হয় আমার।
সাত্যকি আমার ভক্ত, অনুগত জন,
করিছে মোদের পক্ষে প্রাণপণে রণ।
ক্লান্ত হেরি রণমাঝে রক্ষা করা তাঁ'রে
ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম এই বিদিত সংসারে;
পালন করেছি তাই কর্ত্তব্য আমার,
তাহে অনুযোগে তব কিবা অধিকার?”
ভূরিশ্রবা তারপর পরিহরি রণ,
স্বর্গ গমনের তরে করে আয়োজন,
উপবাস করি, করে যোগের আশ্রয়,
শর-শয্যা বামহাতে রচে মহোদয়।
পার্থে তাই মন্দ বলে কুরুসেনাগণ,
ভূরিশ্রবা বীরে পার্থ কহিলা তখন,
“কহ বীর ভূরিশ্রবা, জিজ্ঞাসি তোমায়,
যে কাজ করেছি আমি তাহা কি অন্যায়?
আমার আশ্রিত জনে করিতে রক্ষণ,
হেন কাজ অসঙ্গত হয় কি কখন?
তাহাতে আবার এই ঘোর রণমাঝে
এক এক জনে যুদ্ধ কভু নাহি সাজে।

অভিমন্যু বধ হায় করিলে সকলে
সে কাজ কেমন তাহা আজ দাও বলে।"
ভূরিশ্রবা মানি নিলা পার্থের বচন,
বাম হাতে কাটা হাত দেখায় তখন ;
এই কথা বলা যেন অভিপ্রায় তাঁ'র,
'অসঙ্গত নহে কাজ অৰ্জ্জুন তোমার।'
অসি হাতে নিয়া ধায় সাত্যকি তখন,
কাটি ভূরিশ্রবা বীরে করিতে নিধন।
চীৎকার করিয়া সবে নিবারিলা তারে,
নিষেধ না মানি তাঁ'র মাথা কাটি পারে।

সময় চলিয়া যায়, হেথা পার্থ বীর
জয়দ্রথ-বধ তরে হইলা অস্থির।
ছয় বীর পার্থ সনে করিছে সমর
জয়দ্রথ লুকাইয়া তাহার ভিতর।
দুর্য্যোধন, কর্ণ, শল্য আর দুঃশাসন
কৃপাচার্য্য, অশ্বত্থমা এই ছয় জন,
এই ছয় বীর যুঝে অর্জ্জুনের সনে,
জয়দ্রথ ক্ষান্ত নয় বাণ বরিষণে।
সকলেরে নিবারণ করি পার্থ বীর
জয়দ্রথে বিঁধে মারি চৌষট্টি তীর।
তবু ছয় বীরে নাহি করি পরাজয়
জয়দ্রথে বধ করা অসম্ভব হয়।
এদিকে ডুবিছে রবি পশ্চিম গগনে,
কৃষ্ণ তাই সদুপায় করিলা তখনে।
মায়ায় ঢাকিলা রবি, দেখা নাহি যায়,
অস্তগত রবি সবে মনে করে তাঁয়।

পার্থ প্রাণত্যাগ তাই করিবে তখন
ভাবিয়া কৌরব সেনা আনন্দিত মন।
গলা উচু করি তাই জয়দ্রথ চায় ;
কহে কৃষ্ণ, "পার্থ তব কাল বয়ে যায়,
এই বেলা মাথা কাটু বিলম্ব না সয়,
মাথা উচু করি ওই চাহে দুরাশয় ;
তবু এক ভয় আছে রাখিও তা মনে,
কাটিয়া মাটীতে মাথা ফেলনা এখনে ;-
জয়দ্রথ জন্মলাভ করিল যখন
এই দৈববাণী হয় আকাশে তখন,
রণক্ষেত্র মাঝে হায় কোন মহাবীর
মাথা কাটি প্রাণ এর করিবে বাহির,
বৃদ্ধক্ষত্র পিতা তার কহিল তখন,
কাটি মাথা ভূমে এর ফেলিবে যে জন,
আপনার মাথা তার শতখণ্ড হ'বে।
এই বলি তপস্যায় বৃদ্ধ যায় তবে।
পুত্রের হিতের তরে বৃদ্ধ আজও হায়,
সমন্তপঞ্চক তীর্থে আছে তপস্যায়।
অতএব মাথা ওর ফেল তাঁ'র কোলে
একবারে দুইজন স্বর্গে যা'ক চলে।
তাই তীক্ষ্ণ এক শরে কাটি মাথা তা'র,
গাণ্ডীবে জুড়িল পার্থ ক্রমে শর আর ;
শরে শরে গাঁথি মাথা দূরে নিয়া যায়
ফেলিল বৃদ্ধের কোলে রত তপস্যায়।
কোল হ'তে মাথা বৃদ্ধ ফেলিল ভূমিতে,
শতখণ্ড মাথা তা'র হয় আচম্বিতে।

এইরূপে পিতা আর পুত্র দুইজন
একত্রে চলিয়া গেল শমন-সদন।
মায়ার আঁধার কৃষ্ণ দূর করি দিল,
সূর্য্য অস্ত যায় নাই সকলে দেখিল।
জয়দ্রথ বধে দুঃখী কৌরবের দল,
উল্লাসে হইল মত্ত পাণ্ডব সকল।

জয়দ্রথ বধে রোষে কৃপাচার্য্য আর
অশ্বত্থমা আক্রমিল পার্থে পুনর্ব্বার।
অর্জ্জুনের রণে তাঁ'রা মানি পরাজয়,
পলাইল দুই জনে খুঁজিতে আশ্রয়।
সাত্যকি সহিত কর্ণ আসি করে রণ,
শেষে পরাজিত হ'য়ে করে পলায়ন।
অশ্বত্থমা কৃতবর্ম্মা আদি বীরগণে
একাকী সাত্যকি জিনে একে একে রণে।
দ্রোণাচার্য্যে দুর্য্যোধন অতি রোষভরে
গালিমন্দ কহে তাঁর মুখে যাহা সরে।
দুঃখে দ্রোণ কহে তা'রে, "বৃথা দুর্য্যোধন,
আমার উপরে এই গালি বরিষণ ;
অসম্ভব অর্জ্জুনেরে পরাজয় রণে
বলিয়াছি সদা, তুমি নাহি কর মনে।
করিয়াছ কত পাপ, ভাব একবার,
সে পাপের ফল ভোগ কর এইবার।"
এই বলি দ্রোণ পুনঃ চলিলা সমরে,
পড়িল পাণ্ডব সেনা বিষম ফাঁপরে।
মরিল কেকয়গণ খেয়ে তাঁ'র বাণ
ধৃষ্টদ্যুম্ন-পুত্রগণ সবে দিল প্রাণ।
প্রাণপণে দুর্য্যোধন আরম্ভিল রণ,
মরিল যে কত সৈন্য না যায় গণন।
যুধিষ্ঠির আসি শেষে ধনু কাটে তাঁর
না করিতে পারে রণ দুর্য্যোধন আর।
ভীমসেন কলিঙ্গের রাজপুত্রে মারে,
লাথি মারি দুর্ম্মদ ও দুষ্কর্ণে সংহারে।
ঘটোৎকচ অশ্বত্থমা সহ করে রণ,
রাত্রে রাক্ষসের মায়া বাড়ে বিলক্ষণ ;
রাক্ষস অঞ্জনপর্ব্বা ঘটোৎকচ-সুত
অশ্বত্থমা সনে রণ করিল অদ্ভুত।
ঘোর রণে দিলে প্রাণ সেই বীরবর,
রোষে যুঝে ঘটোৎকচ আরো ভয়ঙ্কর।
একে একে তিন বার মায়াজাল তা'র
অশ্বত্থমা বাণ মারি করে চূরমার।
তারপর আনে শেষে ভীষণ পাহাড়,
শেল শূল বাহিরায় ঝরণায় তার।
পাহাড় হইল চূর্ণ অশ্বত্থমা-শরে,
ঘটোৎকচ মায়ামেঘে শিলাবৃষ্টি করে।
বায়ব্যাস্ত্রে অশ্বত্থমা সে মেঘ উড়ায়,
তখন রাক্ষস আসে গিলিবারে তাঁয় ;
অশ্বত্থমা তবু নাহি ছাড়িল সাহস,
খণ্ড খণ্ড করি বাণে কাটিল রাক্ষস।
ঘটোৎকচ বজ্র এক ছুড়ে তারপরে
লুফিয়া সে বজ্র তবে অশ্বত্থমা ধরে।
অশ্বত্থমা সেই বজ্র মারি তারপর,
ঘোড়া ও সারথি, ধ্বজ কাটিল সত্বর।

ধৃষ্টদ্যুম্ন ঘটোৎকচে সহায়তা করে,
তবু ঘটোৎকচ হয় নিপীড়িত শরে।
ত্রাসে ঘটোৎকচ হয় কাতর এমন,
ধৃষ্টদ্যুম্ন ভাবে তা'র হয়েছে মরণ।
তাড়াতাড়ি ধৃষ্টদ্যুম্ন পলাইল তায়,
ঘটোৎকচ ভাগ্যবলে প্রাণে রক্ষা পায়।

বাহ্লীক ও সোমদত্ত এই দুইজন
সাত্যকি ও ভীম সনে যুঝিল ভীষণ।
ভীম সোমদত্তে করি পরিঘে আঘাত,
মূর্চ্ছিত করিয়া তাঁরে ফেলে তৎক্ষণাৎ।
বাহ্লীক তাঁহার পিতা তাই করি রণ
শক্তির আঘাতে ভীমে করে অচেতন।
মুহূর্ত্তে উঠিয়া ভীমসেন তারপরে
গদাঘাতে বাহ্লীকের মাথা চূর্ণ করে।
তারপর নাগদত্ত আদি নয় জন
দুর্য্যোধন-ভায়ে ভীম করিল নিধন।
জ্ঞান পেয়ে সোমদত্ত যুঝে পুনরায়,
সাত্যকি তাহার প্রাণ নাশিল ত্বরায়;
কর্ণ ভ্রাতা বৃকরথে, শতচন্দ্রে আর,
শকুনির সাত ভায়ে করিল সংহার।

যুধিষ্ঠির কুরুসেনা করিছে নিধন,
দ্রোণ তাই তথা তারে করে আক্রমণ,
বায়ব্য, বারুণ আদি যত অস্ত্র ছাড়ে
যুধিষ্ঠির কাটে সব পথের মাঝারে,
ঐন্দ্র, প্রাজাপত্য দ্রোণ করে বরিষণ
মহেন্দ্রাস্ত্রে যুধিষ্ঠির কাটিল তখন;
ব্রহ্ম অস্ত্র দ্রোণাচার্য্য নিলা রোষ ভরে,
হেরিয়া পাণ্ডব সেনা আতঙ্কে শিহরে,
যুধিষ্ঠির কিছু তায় ভয় নাহি পায়,
নিবারিলা আপনার ব্রহ্ম অস্ত্রে তায়।
যুধিষ্ঠির সনে দ্রোণ না পারিলা রণে,
শিষ্যের যোগ্যতা দেখি খুসী মনে মনে।
অজ্ঞান হইলা দ্রোণ যুধিষ্ঠির-বাণে,
কৃষ্ণের কথায় শেষে সেই যুদ্ধ থামে।
কৃষ্ণ কহে, "ধর্ম্মরাজ, দ্রোণ চেষ্টা করে
অবিরত আপনারে ধরিবার তরে,
তাঁর সনে রণ ভাল নহে আপনার।"
যুধিষ্ঠির রণে তাই ক্ষান্ত দিলা তাঁর।
আঁধারে তখন কিছু দৃষ্টি নাহি হয়,
জ্বালাইতে আলো তাই দুর্য্যোধন কয়।
পদাতিকগণ তাঁর আলো জ্বালে তায়,
পাণ্ডবের পক্ষে আলো তখন জ্বালায়,
আকাশে জ্বলিল আরো দীপ অগণন,
এরূপে আলোকময় হয় রণাঙ্গন।
আলোক পাইয়া যুদ্ধ বাজে আরবার,
ভীষণ যে যুদ্ধ নাহি সাধ্য বলিবার।
কৃতবর্ম্মা ঘোর যুদ্ধ করি ধর্ম্মরাজে
অচেতন করি ফেলে রণক্ষেত্র মাঝে;
তাড়াতাড়ি তা'রে নিয়া যত সৈন্যগণ
পলাইয়া রক্ষা করে তাঁহার জীবন।

কর্ণ-রণে এসময় পেয়ে অতি ভয়
পলাইতে পাণ্ডবের সৈন্য ব্যস্ত হয়।

অর্জ্জুন আসিয়া তথা যুঝে আরবার,
ঘোড়া ও সারথি কাটে অনায়াসে তাঁর।
তার পর ধনু তাঁ'র কাটি শরে শরে
সজারুর মত বিঁধে তাঁর কলেবরে।
কৃপাচার্য্য ছিল কাছে তাই রক্ষা পায়,
তাঁ'র রথে চড়ি কর্ণ অমনি পালায়।

অশ্বত্থমা ঘটোৎকচ যুঝে আরবার,
ঘটোৎকচ পুনরায় মানে তায় হার।
দুর্য্যোধন ভীমসেনে করে আক্রমণ,
পাঁচ বার ধনু তাঁর কাটে দুর্য্যোধন।
তাই ভীম শক্তি ছুড়ে, তাও কাটা যায়,
তখন ছুড়িল ভীম গদা এক তাঁয়;
গদার আঘাতে রথ হয় চুরমার,
ঘোড়া ও সারথি চূর্ণ হয় সঙ্গে তার।
ভয়ে কাঁপি দুর্য্যোধন নন্দকের রথে
তাড়াতাড়ি উঠি প্রাণে বাঁচে কোনমতে।
ভীম মনে করে আর নাই দুর্য্যোধন
উহাদের সাথে গেছে শমন-সদন।
কর্ণে সন সহদেব মহারণ করে,
পরিশেষে পরাজিত হয় কর্ণ-শরে।
কুন্তীর বচন কর্ণ স্মরিলা তখনে,
ছাড়ে তাই সহদেবে না বধি জীবনে।

শকুনি নকুল সাথে আরম্ভিল রণ,
শাস্তি পেয়ে ফিরে গেল রণে নাহি মন।
কৃপের বাণের কাছে শিখণ্ডী পালায়,
নানা স্থানে এতযুদ্ধ বলা তাহা দায়।
কর্ণ ও সাত্যকি করে পুনরায় রণ,
দ্রোণাচার্য্য ধৃষ্টদ্যুম্ন যুঝে দুইজন।
মাঝে মাঝে শুনা যায় গাণ্ডীব টঙ্কার
মারে পার্থ কত সৈন্য সংখ্যা নাহি তার।
শকুনি ও তার পুত্র উলুক দু'জন
পার্থ সনে রণে যেয়ে করে পলায়ন।

দ্রোণাচার্য্যে দুর্য্যোধন পুনঃ মন্দ বলে,
মহারোষে দ্রোণ তাই যুদ্ধে আসে চলে।
পালায়ে পাণ্ডব সেনা রণক্ষেত্র ছাড়ে,
অর্জ্জুন আসিয়া রণে ফিরায় সবারে।
তারপর কর্ণ করে হেন ঘোর রণ,
যুধিষ্ঠির নিজে তায় চিন্তাকুল হন,
ভাবে মনে যুধিষ্ঠির 'যুদ্ধকরা দায়,
পলায়ন ভিন্ন আর নাহিক উপায়।'
ধনঞ্জয় কৃষ্ণে কয়, "কি দেখিছ আর,
কর্ণে নিবারিতে রণে হ'বে এইবার;
চালাও সত্বর রথ, ওহে যদুবর,
যথা কর্ণ ঘোরতর করিছে সমর,
রণে আজ কর্ণে আমি করিব নিধন,
নতুবা তাহার হাতে ত্যজিব জীবন।"
কহে কৃষ্ণ, "এসময় তার সনে রণে
ভেটিতে আমার পার্থ, ইচ্ছা নাহি মনে;
'একপুরুষঘাতিনী' শক্তি আছে তার,
তোমারে মারিতে তাহা রাখিয়াছে আর,
তার কাছে যেতে তাই নাহি মোর মন,
ঘটোৎকচে তার কাছে পাঠাও এখন।"

পার্থের কথায় ভাই ঘটোৎকচ যায়,
কর্ণের সহিত রণ বাজিল ত্বরায়।
জটাসুর রাক্ষসের পুত্র অলম্বল
আসিল তখন ধেয়ে সেই রণস্থল।
দুর্য্যোধনে কহে সেই, "ওহে মহারাজ,
অনুমতি দিন যাই শত্রু সৈন্য মাঝ,
পাণ্ডবেরা বধিয়াছে পিতারে আমার,
আজ রণে প্রতি শোধ নিতে চাই তার।"
আদেশ পাইয়া ধায় অলম্বল রণে,
তখন বাজিল রণ রাক্ষস দু'জনে।
কিল, লাথি, চড় আগে মারে পরস্পর,
নখে চিড়ি শেষে দাঁতে মারিছে কামড়,
অস্ত্র দিয়া যুদ্ধ করি, পরে মায়া ধরে,
মায়াবী উভয়ে যুদ্ধ অসম্ভব করে।
আগুন হইয়া একে পোড়াইতে যায়,
জলরূপ ধরি অন্যে তখনি নিবায়;
তক্ষকের রূপে দেখা দিলে একজন,
অপরে গরুড় হ'য়ে করিছে দমন;
মেঘরূপে দেখা দিলে অন্যে হয় ঝড়,
পাহাড় হইলে হয় বজ্র ভয়ঙ্কর;
হাতী হ'য়ে দেখা দিলে বাঘ হ'য়ে আসে,
রবি হ'লে রাহু হয়, গ্রাসিবার আশে।
তারপর ঘটোৎকচ মাথা কাটি তা'র,
কর্ণবীরে আক্রমণ করে পুনর্ব্বার।
যুদ্ধকরে দুইজনে দু'য়ে মহাবীর,
পরস্পর প্রতি ছুড়ে সংখ্যাতীত তীর;
এ উহার বর্ম্মভেদ করিল যখন,
উভয়েই রক্তে হয় লোহিত বরণ।
শেষে কর্ণ ঘোড়া মারি, রথ চূর্ণ ক ,
ঘটোৎকচ ভয়ানক রূপ তায় ধরে;
বাণ মারে কর্ণ যত গিলে সমুদয়,
দেখিতে দেখিতে পুনঃ অতি ক্ষুদ্র হয়;
আবার ধরিয়া আসে পর্ব্বত আকার,
দেখিতে দেখিতে শত মাথা হয় তার;
এই পুনরায় তার খোঁজ নাহি হয়,
পাতালে ঢুকিয়া গেছে, হেন মনে লয়;
মুহূর্ত্তে পাহাড় বেশে উঠিল আকাশে,
শেল, শূল, গদা বৃষ্টি করে অনায়াসে;
কত শত অস্ত্র পড়ে কর্ণের মাথায়,
কিছুতেই কর্ণ তবু ভয় নাহি পায়।
অসংখ্য রাক্ষস আসি যুঝে তারপর
যত মায়া করে, কর্ণ না হয় কাতর।
অলায়ুধ নামে এক রাক্ষস ভীষণ,
বকাসুর-জ্ঞাতি সেই আসিল তখন;
দুর্য্যোধন কাছে যেয়ে, পেয়ে অনুমতি,
রাগে ধেয়ে আসে রণে ঘটোৎকচ প্রতি,
ভীম আসে ঘটোৎকচে সাহায্য করিতে,
অলায়ুধ আক্রমিল ভীমে আচম্বিতে;
বকাসুরে ভীমসেন করেছে নিধন,
তাই তাঁরে নাশিবারে এসেছে এখন;
মহাবলী অলায়ুধ ঘোর রণ করে,
ভীমের সারথি ঘোড়া কাটি ফেলে শরে;

ছুড়ে ভীম তারপর গদা ভয়ঙ্কর,
অলায়ুধ চূর্ণ তাহা করিল সত্বর।
অবশেষে মুষ্ট্যাঘাত করে দুইজনে,
ক্রমে ভীম জর জ', তা'র পরাক্রমে।
ঘটোকচ অলায়ুধে ভেটে আসি তায়,
তখন তুমুল রণ বাধে দু'জনায়;
অলায়ুধে ঘটোৎকচ বধি তারপর,
কর্ণবীর সনে রণে ধাইল সত্বর।
কিছুক্ষণ করি রণ মারি ঘোড়া তার,
সারথিরে ঘটোৎকচ করিয়া সংহার,
লুকাইল কোথা কেহ না দেখিতে পা',
আরম্ভিল পুনরায় মায়াযুদ্ধ হায়!
ভয়ঙ্কর সেই রণ না যায় বর্ণন,
অগ্নিবর্ণ মেঘ জ্বলে আকাশে ভীষণ।
অবিরত তাহে বজ্র উল্কাপাত হয়,
কত অস্ত্র পড়ে তার সংখ্যা নাহি রয়।
নিবারিতে কর্ণ তাহা শকতি না ধরে,
শত শত আসে রক্ষঃ তাহার উপরে।
কৌরব সেনার মাঝে করি বিচরণ,
দলে দলে করে তা'রা কৌরবে নিধন।
যথাসাধ্য বাণ বৃষ্টি কর্ণ তবু করে,
কিছুতেই হায় কোন ফল নাহি ধরে।
'শতঘ্নী মারিয়া অস্ত্র ঘটোৎকচ আর
ঘোড়াগুলি কাটি তাঁর করিল সংহার।
আজ বুঝি কুরুসেনা সব হয় নাশ,
কৌরবেরা সবে মনে গণে মহাত্রাস;
সবে মিলি কর্ণে তাই একবাক্যে কয়,
"ঘটোৎকচে বধি, কর সকলে নির্ভয়;
'একপুরুষঘাতিনী' শক্তি বিনা আর
কোন পথ নাই এই দুষ্টে বধিবার।"
রাক্ষসের হাতে আর না দেখি নিস্তার
'একপুরুষঘাতিনী' শক্তি নিলা তাঁর;
ধনুকে জুড়িলে কর্ণ অস্ত্র ভয়ঙ্কর,
ভয়ে ঘটোৎকচ বৃদ্ধি করে কলেবর;
বিশাল আকার ধরি পাহাড়ের প্রায়,
ঊর্দ্ধশ্বাসে পলাইয়া শূন্য পথে ধায়।
অমনি বহিল ঝড় বেগে ভয়ঙ্কর,
বজ্রপাতে কাঁপি উঠে দিক্‌দিগন্তর।
চীৎকার করিল ভয়ে জীব জন্তুগণ,
বক্ষ ভেদি রাক্ষসের সে শক্তি ভীষণ
ঊর্দ্ধমুখে চলিগেল, ফিরিলনা আর,
হইল এরূপে ঘটোৎকচের সংহার।
এক অক্ষৌহিণী কৌরবের সৈন্যগণ
দেহ চাপে তার মারা পড়িল তখন।
শঙ্খনাদ বাদ্য করে কৌরবের দল,
পাণ্ডবগণের চোখে ঝড়ে অশ্রুজল।
আলিঙ্গন করি পার্থে এমন সময়,
নৃত্য করে রথে কৃষ্ণ খুসী অতিশয়।
জিজ্ঞাসে অর্জ্জুন তাঁ'রে, "এই শোকে হায়,
আনন্দ প্রকাশ হেন শোভা কভু পায়?
কি কারণে আপনার আনন্দ এমন,
জানিতে উৎসুক অতি আমার এ মন।"

কহে কৃষ্ণ, "কর্ণ সেই শক্তি আজ তার
মারি ঘটোৎকচে, তারে করেছে সংহার।
আর সেই শক্তি তার হাতে নাহি হায়!
নাশিতে তোমারে তার নাহিক উপায়!
সেই শক্তি-হারা কর্ণ হয়েছে এখন,
অনায়াসে তুমি তারে করিবে নিধন।"
তবু ঘটোৎকচ-গুণ পড়ে আজ মনে,
যত কথা তার তাহা ভুলিব কেমনে;—
জন্মাবধি প্রাণপণে পাণ্ডবের তরে,
কতরূপে সেবা হায় সেই গেল করে।
স্মরণ করিয়া তার যত গুণগ্রাম,
অনুতাপে দগ্ধ হয় সকলের প্রাণ।
শোকে তাপে যুধিষ্ঠির চলিলা তখন,
পাইলে কর্ণেরে আজ করিবে নিধন।
তদবধি ভীমসেন রোষে অতিশয়,
কৌরবের সৈন্যগণে করিতেছে ক্ষয়।
কোন পক্ষ তাই ক্ষান্ত নাহি হয় রণে,
গভীর হইল রাত্রি কেহ নাহি গণে।
ক্লান্ত হেরি সৈন্যগণে অর্জ্জুন তখন
আদেশিলা ঘুমাইতে ক্ষান্ত দিয়া রণ,
"এখন হয়েছে রাত্রি ঘোর অন্ধকার
চন্দ্রোদয়ে যুদ্ধারম্ভ হইবে আবার।"
দুই পক্ষে সকলেই মানি তাঁর কথা,
নিদ্রায় পড়িল ঢলে যে আছিল যথা;
কত জন রণ ভূমে গড়াগড়ি যায়,
কেহ মৃতদেহোপরি, কেহ বা কাদায়,
কেহ রথে, কেহ অশ্বে, কেহ হাতী'পর
ঘুমাইল অস্ত্রসহ নিদ্রায় কাতর।
নীরব, জীবনহীন সেই রণাঙ্গ
পটে আঁকা একখানা ছবির মতন।

শেষরাত্রে চাঁদ উঠি আলোক ছড়ায়,
বিমল জ্যোৎস্নায় সেনা জাগে পুনরায়।
আরম্ভ হইল পুনঃ তাহে ঘোর রণ,
শেষে ক্রমে পূর্ব্বদিকে উদিল তপন।
তখন বাজিল রণ অতি ভয়ঙ্কর,
দ্রুপদ বিরাটে দ্রোণ বধিল সত্বর,
বিরাটের তিন পৌত্রে ক্রমে নাশে আর,
শোকে ধৃষ্টদ্যুম্ন তাই করে অঙ্গীকার,
"আজ যদি দ্রোণে আমি না বধি জীবনে,
স্বর্গলাভ মম যেন না হয় মরণে।"
এই বলি ভীমসেনে নিয়া সাথে তার
আক্রমিলা দ্রোণ-সৈন্যে করি 'মার, মার'।
কর্ণ আর ভীমসেনে হইল সমর;
সহদেব দুঃশাসন যুঝে পরস্পর।
দুর্য্যোধন নকুলের সঙ্গে যুঝে আর,
দ্রোণ আর পার্থে রণ হয় চমৎকার;
গুরু-শিষ্য করে রণ নিপুণ দু'জন,
রথের বিচিত্র গতি আরো অনুপম,
যত অস্ত্র মারে দ্রোণ পার্থের উপরে,
অনায়াসে পার্থ তাহা কাটে তীক্ষ্ণশরে।
ভাবে দ্রোণ পরিশ্রম সার্থক আমার,
অর্জ্জুনের শিক্ষা আহা, কিবা চমৎকার!

দুই পক্ষে বীরগণ যুঝে অগণন,
দ্রোণের রণের সনে না হয় তুলন।
দ্রোণের বিক্রম হেন হেরি অসম্ভব,
আতঙ্কে শিহরি উঠে সকল পাণ্ডব।
বুঝি আজ দ্রোণ হাতে সব হ'বে লয়,
সমূলে পাণ্ডবগণ বুঝি হ'বে ক্ষয়।
ধনঞ্জয়ে তাই কৃষ্ণ কহেন তখন,
"অস্ত্র হাতে রণে দ্রোণ রহে যতক্ষণ
দেবতার সাধ্য নাই বধিতে উঁহার,
অস্ত্র যাতে ছাড়ে দ্রোণ কর সে উপায়;—
অশ্বত্থমা মরিয়াছে শুনিলে সংবাদ,
নিশ্চয় ছাড়িবে অস্ত্র পাইয়া বিষাদ;
তাই এই কথা ওঁরে শুনাইতে হয়,
নতুবা দ্রোণের বধ না হ'বে নিশ্চয়।"
বীরগণ সবে সায় দিলা একথায়
অর্জ্জুন সম্মত কভু নাহি হয় তায়।
যুধিষ্ঠির মত নাহি দেন কোনমতে,
সম্মত করায় কৃষ্ণ তাঁরে নানামতে,
ভীম তায় ঘটাইল অদ্ভুত ঘটন;—
অবন্তীর অধিপতি ইন্দ্রবর্ম্মা হন,
হাতী ছিল তাঁর এক অশ্বত্থমা নামে,
গদাঘাতে ভীম তারে বধ করে প্রাণে।
দ্রোণের নিকটে যেয়ে ভীম তারপর
চীৎকার করিয়া কহে দ্রোণের গোচর,
অশ্বত্থমা মরিয়াছে, ওহে মহোদয়।"
শুনিয়া কাতর হয় দ্রোণ অতিশয়।

তারপর মনে তার হইল তখন
'মরিল কি তবে মোর অমর নন্দন!
তাই তিনি যুদ্ধ করি কতক্ষণ আর
"যুধিষ্ঠিরে সুধাইলা পেয়ে কাছে তাঁর,
যুধিষ্ঠির, অশ্বত্থমা মরিয়াছে শুনি,
এসংবাদ সত্য কিনা বল মোরে তুমি।"
মিথ্যা কথা যুধিষ্ঠির কভু নাহি কয়,
দ্রোণাচার্য্য মনে এই জানেন নিশ্চয়;
যুধিষ্ঠিরে দ্রোণাচার্য্য জিজ্ঞাসিলা তাই,
কি চক্র করেছ কৃষ্ণ তাহা বুঝে নাই।
বুঝাইলা কৃষ্ণ তাঁরে, "ওহে মহারাজ,
দ্রোণের প্রতাপে সবে মারা যাব আজ;
এই টুকু মিথ্যা বলি মোদের জীবন
রক্ষা করা আপনার কর্ত্তব্য এখন।"
'অশ্বত্থমা' হাতী বধি ভীমসেন তায়
প্রকারে কথাটি সত্য করিয়াছে হায়!
যুধিষ্ঠির তাই স্থির করিলেন মনে,
'হত অশ্বত্থমা হাতী' বলিবেন দ্রোণে,
অথচ যাহাতে দ্রোণ নিজ অস্ত্র ছাড়ে,
মরিয়াছে পুত্র তাঁর বুঝিবারে পারে,
এই ভাব যুধিষ্ঠির করি মনে মনে
'অশ্বত্থমা হত' স্পষ্ট কহিলা তখনে;
'হাতী' শব্দ কহে শেষে অতি মৃদু রবে,
না শুনিলা, না বুঝিলা দ্রোণ অনুভবে।
যুধিষ্ঠির সত্যবাদী তাই রথ তাঁর,
চারিটি আঙ্গুল উচ্চে রহিত ধরার।

মিথ্যা কথা যেই তিনি বলিলেন হায়,
নেমে পড়ে সেই রথ অমনি ধরায়!
যুধিষ্ঠির-মুখে শুনি পুত্রের নিধন,
হইল দ্রোণের মন বিষাদে মগন।
ধৃষ্টদ্যুম্ন আক্রমণ করিলেন তাঁরে,
আগের মতন দ্রোণ যুঝিতে না পারে।
তবু যুঝিলেন তিনি আরো বহুক্ষণ,
কেহ নাহি পারে তাঁর সনে করি রণ,
তখন আসিয়া ভীম কহে পুনরায়,
"মরিয়াছে অশ্বত্থমা রণমাঝে হায়,
কিবা প্রয়োজন আর রণে আপনার।"
তখন ফেলিয়া অস্ত্র হাত হ'তে তাঁর,
কহে দ্রোণ, "ওহে মহাবীর দুর্য্যোধন,
কৃপ, কর্ণ, ভাল করি কর সবে রণ।
অস্ত্র ত্যাগ আমি এই করিনু আমার,
আশীর্ব্বাদ করি হৌক কল্যাণ সবার।"
এই বলি মন দিলা ভগবান ধ্যানে,
অসি হাতে ধৃষ্টদ্যুম্ন ধায় তাঁ'র পানে।
শিহরিল রণভূমে যত লোকজন,
চীৎকার করিয়া সবে করিল বারণ,
"বধিওনা দ্রোণাচার্য্যে হায়, হায়, হায়!
অর্জ্জুন দৌড়ায়ে তাঁরে ধরিবারে যায়;
ধরিতে অর্জ্জুন তাঁ'রে পারিলনা আর,
উঠিল দ্রোণের রথে আগে যেয়ে তাঁর,
কাটিয়া দ্রোণের মাথা ফেলে ধরাতল,
অর্জ্জুনের চেষ্টা হায় হইল বিফল।
আচার্য্যে ধরিতে ছিল অর্জ্জুনের মন,
ঘটাইল ধৃষ্টদ্যুম্ন তাহে বিড়ম্বন।
দ্রোণের নিধনে সব কৌরব পালায়,
ভয়ে হতবুদ্ধি কেহ ফিরিয়া না চায়।
পলাইল কর্ণ, শল্য, আর দুর্য্যোধন,
কাঁদি কৃপাচার্য্য হায় করে পলায়ন।
ভাবে মনে সবে আর নাহি চিহ্ন লেশ
কৌরবের সৈন্য বুঝি হয়েছে নিঃশেষ।
এ বিপদ অশ্বত্থমা কিছু নাহি জানে,
যুদ্ধে ব্যতিব্যস্ত নিজে ছিল অন্যস্থানে;
সৈন্যগণে পলাইতে দেখিয়া তখন,
জিজ্ঞাসিয়া জানিলেন এই বিবরণ;
পিতার নিধন বার্ত্তা করিয়া শ্রবণ,
অশ্রুজলে ভাসি শোকে কহিলা তখন,
"পাণ্ডবের সবে আজ বধিব নিশ্চয়,"
এই বলি ক্রোধে তুলি ধনু হাতে লয়।
'নারায়ণ' নামে অস্ত্র আছে তাঁ'র ঠাঁই,
হেন ভয়ঙ্কর অস্ত্র আর কারো নাই,
অমর, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, নর কি কিন্নর,
যার গায় পড়ে তারে নেয় যমঘর।
নারায়ণ দ্রোণে এই অস্ত্র করে দান,
দ্রোণের নিকটে তাহা অশ্বত্থমা পান;
সেই অস্ত্র অশ্বত্থমা জুড়িল তখনি,
ঝড়, বৃষ্টি, বজ্রপাত হইল অমনি;
মলিন হইল রবি ভূমিকম্প হয়,
অন্ধকারে ছেয়ে ফেলে দিক্ সমুদয়;

ফিরিল নদীর স্রোত, সাগর উথলে
আগুনের মত সেই দিব্য অস্ত্র জ্বলে।
আগুনের মত আরো অস্ত্র অগণন
বাহির হইল হায়, দেখিতে ভীষণ,
গভীর গর্জ্জন করি অস্ত্র সমুদয়,
তাড়া করি পাণ্ডবেরে ধাবমান হয়।
তখন কেহই মনে করিল না আর,
পাণ্ডবেরা এইবার পাইবে নিস্তার।
যে জন বিরত হয় রণে সেই জনে
এ অস্ত্র অনিষ্ট কিছু না করে কখনে।
কৃষ্ণ নিজে জানিতেন এই সদুপায়
রণে ক্ষান্ত দিতে তিনি কহিলেন তায়,
"অস্ত্র ছাড়ি, যান ছাড়ি, পরিহর রণ,"
এই উপদেশ সবে দিলেন তখন।
রথ ছাড়ি, ঘোড়া ছাড়ি, ছাড়ি হাতী আর
অস্ত্র ছাড়ি দাঁড়াইল সবে যার যার।
কিন্তু ভীমসেন অস্ত্র কিছুতে না ছাড়ে,
রথে চড়ি আছে সেই যুদ্ধ করিবারে,
"গদা দিয়া পিষিব এ অস্ত্র ভয়ঙ্কর,"
ডাকি ভীম কহে সবে, "নাহি কোন ডর।"
অস্ত্রের আগুনে তাই ঘিরে রথ তার,
কিছুতে না দেখি আর তাহার নিস্তার,
কৃষ্ণার্জ্জুন দুইজনে জোর করি তাঁয়,
রথ হ'তে কোন মতে ভূমিতে নামায়;
অস্ত্র তাঁর জোর করি ছুড়ে ফেলে দিল,
তাই ভীমসেন প্রাণে তখন বাঁচিল।
রাগ তাঁ'র তবু হায় না হয় বারণ
'ফোঁস, ফোঁস' করি গর্জ্জে সাপের মতন।
'নারায়ণ' অস্ত্র তাই হইল বিফল
আবার হইল শান্ত এই ধরাতল।
অশ্বত্থমা তাই পুনঃ যুঝে ক্রোধভরে,
জর জর ধৃষ্টদ্যুম্ন হয় তাঁর শরে,
সাত্যকি ও ভীমসেনে করে পরাজয়;
রোষে তাঁরে মন্দ বলি ভেটে ধনঞ্জয়।
মন্ত্র পড়ি মহাবীর অশ্বত্থমা তায়
নিক্ষেপিল 'আগ্নেয়াস্ত্র' অতি রোষে হায়,
মহা উল্কাপাত হয় গগনে তখন,
শরবৃষ্টি হ'য়ে পার্থে ঘিরিল ভীষণ।
ঘোর অন্ধকারে ধরা ছাইল আবার,
শরানলে ভস্মহয় কত সৈন্য আর।
ব্রহ্ম অস্ত্র ছাড়ি তবে অর্জ্জুন তখন,
আগ্নেয়াস্ত্রে অনায়াসে করে নিবারণ।
শোকে দুঃখে অশ্বত্থমা হইলা বিহ্বল
"সব মিথ্যা, হায়," বলি ত্যজে রণস্থল।

কর্ণপর্ব্ব।

মহারাজ দুর্য্যোধন দ্রোণের নিধনে,
পরামর্শ জিজ্ঞাসিলা যত রাজগণে,
উৎসাহে সকলে চাহে করিবারে রণ,
গুরুপুত্র অশ্বত্থমা কহিল তখন,
"নরশ্রেষ্ঠ কর্ণবীর সর্ব্ব গুণাধার,
সেনাপতি পদে তাঁ'রে বর এইবার ;
অনায়াসে নাশিবেন তিনি শত্রুগণে,
করিব আমরা সবে জয়লাভ রণে।"
এ কথায় তুষ্ট হ'য়ে কহে দুর্য্যোধন,
"সেনাপতি পদ কর্ণ, করহ গ্রহণ,
ভীষ্ম দ্রোণ হ'তে তুমি মহাবলবান,
বৃদ্ধ তাঁরা সহজেই হারাইল প্রাণ ;
স্নেহকরি পাণ্ডবেরে তাঁ'রা তাহে আর
রণে করিয়াছে রক্ষা, ভুল নাই তার।
বাহুবল তব মোর ভরসা এখন,
পাণ্ডবে নিশ্চয় তুমি করিবে নিধন।"
কহিলেন কর্ণ তবে, "ওহে মহারাজ,
সেনাপতি পদে যদি বর মোরে আজ,
পাণ্ডবে নাশিব আমি বলিয়াছি কত,
মনেকর পাণ্ডবেরা হইয়াছে হত।"
বিধিমতে হ'ল তাই অভিষেক তাঁর
উৎসাহে চলিল সৈন্য প্রাতে যুঝিবার।
'সাজ' 'সাজ' শব্দে সবে সাজিতে লাগিল,
সৈন্যদিয়া কর্ণ ব্যূহ রচনা করিল ;
মকর ব্যূহের নাম, মুখে কর্ণ নিজে,
মস্তকে দিলেন স্থান অশ্বত্থমা দ্বিজে ;
মধ্যদেশে রাখিলেন রাজা দুর্য্যোধনে,
পাণ্ডবে করিবে জয় এই আশা মনে।
দাদার আদেশ পেয়ে অর্জ্জুন তখন
অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি ব্যূহ করিল গঠন ;
নিজে আর ধর্ম্মরাজ রহে মধ্যে তার,
ভিন্ন ভিন্ন স্থানে সবে স্থান দিলা আর।
তারপর পরস্পরে করিয়া প্রহার
আরম্ভ করিল যুদ্ধ করি 'মার' 'মার।'
বহুসৈন্য হতাহত দুই পক্ষে হয়,
নির্ভয়ে যুঝিছে দুই লভিবারে জয়।
ভীম মহাবীর করি গজে আরোহণ
কৌরব সৈন্যের প্রতি ধাইল তখন।
গজারোহী ক্ষেমমূর্ত্তি কুলুতের পতি
গজোপরি দেখি ভীমে ধায় তাঁর প্রতি।

যুঝি কিছু ক্ষেমমূর্ত্তি নারাচ ক্ষেপিল,
ভীমের গজের প্রাণ তায় বাহিরিল।
ভূমিতে নামিয়া ভীম মারি এক লাথি
পুতিয়া ফেলিল ভূমে ক্ষেমমূর্ত্তি-হাতী।
রোষে ভূমে নামি ক্ষেম যুঝিতে আসিল,
গদাঘাতে ভীম তাঁর প্রাণ বিনাশিল।
বিন্দ আর অনুবিন্দ কেকয়ের পতি
সাত্যকির সনে আসি যুদ্ধ করে অতি।
উভয়ে নিহত হয় সাত্যকির শরে,
বিষম বিপদে তায় কেকয়েরা পড়ে।
শ্রুতকর্ম্মা চিত্রসেনে হয় ঘোর রণ,
চিত্রসেনে শ্রুতকর্ম্মা করিল নিধন।
প্রতিবিন্ধ্য শরে চিত্র হইল নিহত,
পালায় কৌরব সৈন্য ভয়ে ইতস্ততঃ।
অশ্বত্থমা ভীমসেনে বাজিল সমর,
ভয়ঙ্কর যুদ্ধ করে দু'য়ে পরস্পর।
সংশপ্তক সৈন্যমধ্যে ধায় ধনঞ্জয়,
অর্জ্জুনের বাণে তাঁরা বহু নষ্ট হয়।
অশ্বত্থমা ধায় তাই অর্জ্জুনের পানে,
কহে তাঁ'রে, "বীর, মোরে তোষ যুদ্ধদানে।"
অশ্বত্থমা পার্থে তাই বাজিল সমর,
কাটে পার্থ অশ্বত্থমা যত মারে শর।
তখন কলিঙ্গ, অঙ্গ, বঙ্গদেশী আর
নানাদেশী বীর আসে সাহায্যে তাঁহার।
তাঁহাদের সনে আনে হাতী অগণন,
যত হাতী পার্থ-বাণে হারায় জীবন।

অশ্বত্থমা নিবারিয়া অর্জ্জুনের শর,
বিঁধে শরে কৃষ্ণ-অর্জ্জুনের কলেবর।
কৃষ্ণ-উপদেশে পার্থ ছুড়ে বহু তীর,
অশ্বত্থমা-ঘোড়া তায় হইল অস্থির;
ভয়ে ঘোড়া নিয়া তাঁরে দৌড়িয়া পালায়,
নিজেও কাতর হায় পার্থ-বাণ-ঘায়;
ভাবিলেন অশ্বত্থমা, 'হয়েছে মঙ্গল,
নতুবা এখনি হায় পাইতাম ফল।'
মগধের রাজা দণ্ডধার শেষে আসে,
অর্জ্জুন তাঁহার মাথা কাটে অনায়াসে।
ভ্রাতা তাঁ'র দণ্ড আসে প্রতিশোধ নিতে,
চন্দ্রবাণে পার্থ তাঁ'রে পাড়িল ভূমিতে।
সংশপ্তক সনে রণ হয় পুনরায়,
অর্জ্জুনের বাণে তাঁরা বহু মারা যায়।
প্রবীর পাণ্ড্যের রাজা করে ঘোর রণ,
অশ্বত্থমা শরে তাঁ'রে করিল নিধন।
সহদেবে দুঃশাসনে বাজিল সমর,
মূর্চ্ছিত হইলা সহদেব ক্ষণপর;
সারথি তাঁহারে নিয়া যুদ্ধস্থল ছাড়ি,
পলাইয়া দূরে গেল ভয়ে তাড়াতাড়ি।
কর্ণরণে পাণ্ডবের বহুসৈন্য মরে,
ভীম আদি পাণ্ডবেরা আসি যুদ্ধ করে;
নকুলে ও কর্ণে শেষে বাজে ঘোর রণ,
বাণে বাণে সমাচ্ছন্ন হয় দুইজন;
কাটি নকুলের ধনু, মারি সারথিরে,
চারি শরে বধে কর্ণ ঘোড়া চারিটিরে,

দিব্যরথ চূর্ণ তাঁ'র করিলে তখন,
পরিঘ নকুল নিলা করিবারে রণ,
কর্ণ সেই পরিঘটি কাটিলেন শেষে,
ধনুছিলা পড়াইলা তাঁ'র গলদেশে,
"ঘরে ফিরি যাও" তাঁ'রে বলিয়া তখনে,
নকুলে ছাড়িলা কর্ণ কুন্তীর বচনে।
কর্ণের বিক্রম এবে হইল দুর্ব্বার,
পাণ্ডব-সৈন্যের হ'ল দুর্দ্দশা অপার।
রাগে অন্ধ কৃপাচার্য্য দ্রোণের নিধনে,
ধৃষ্টদ্যুম্নে পরাজিত করে ঘোররণে;
সারথি তাঁহারে নিয়া সত্বর পালায়,
পিছু পিছু কৃপাচার্য্য তবু তাঁ'র ধায়।
ভীষ্মবধে কৃতবর্ম্মা ভোজ-অধিপতি
ক্রোধভরে ধেয়ে যায় শিখণ্ডীর প্রতি;
শরে তাঁ রে জর জর করিল কাতর,
সারথি তাঁহারে নিয়া পালায় সত্বর।
কৌরব সেনায় তীর ছুড়ে যুধিষ্ঠির,
দেখি অগ্রসর হয় দুর্য্যোধন বীর,
তখন উভয়ে হয় দারুণ সমর,
যুধিষ্ঠির ছুড়ে তাঁ'রে ত্রয়োদশ শর;
সারথি ও চারি ঘোড়া কাটে যুধিষ্ঠির,
অসি ও ধনুক তাঁ'র কাটে আরো বীর;
ঘোড়াশূন্য রথ হ'তে নামে দুর্য্যোধন,
ধায় কর্ণ অশ্বত্থমা সাহায্য কারণ।
যুধিষ্ঠির পাশে আসি স্বপক্ষ দাঁড়ায়,
এইরূপে মহাযুদ্ধ ঘটিল তথায়।

অন্যরথে চড়ি তবে রাজা দুর্য্যোধন
যুধিষ্ঠিরে পুনরায় করে আক্রমণ।
ভল্ল ছুড়ি দুর্য্যোধন ধনু কাটে তাঁ'র,
যুধিষ্ঠির তাহে যুঝে ধনু নিয়া আর।
ধর্ম্মরাজ ধনু তাঁ'র কাটিতে না পারে,
ছুড়িলেন বহু তীর তাঁ'র বুক মাঝে।
দুর্য্যোধন যুধিষ্ঠিরে ছুড়ে পাঁচ তীর,
তা'র সঙ্গে নিক্ষেপিলা শক্তি এক বীর,
সেই শক্তি যুধিষ্ঠির কাটে তীক্ষ্ণ শরে,
নয় ভল্ল দুর্য্যোধন মারে তারপরে।
ভল্লাঘাতে যুধিষ্ঠির ছুড়ি তীক্ষ্ণ তীর,
বিঁধি দেহে দুর্য্যোধনে করিলা অস্থির;
তারপর গদা হাতে নিতে দুর্য্যোধন,
শক্তির আঘাতে তাঁ'রে করে অচেতন;
ভীম তবে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরে কয়,
"দুর্য্যোধনে বধ তব উপযুক্ত নয়,
আমিই বধিব তাঁরে ছাড় দাদা, আজ।"
তাহাতেই ক্ষান্ত তবে দিলা ধর্ম্মরাজ।
তারপর কুরুপক্ষে কর্ণ আগে থাকি,
পাণ্ডবের পক্ষে আগে ধনঞ্জয়ে রাখি,
দুই পক্ষে করে অতি ঘোরতর রণ,
কত সৈন্য মারা গেল না যায় বর্ণন;
পার্থ-শরে কুরুসেনা করে হাহাকার,
নিবারিতে কৌরবের শক্তি নাহি আর;
ভাগ্যে সূর্য্য অস্তগেল, অন্ধকার হয়,
কৌরবের সৈন্য তাই এড়াইল ভয়।

এই রূপে শেষ হ'ল সে দিনের রণ,
উল্লাসে শিবিরে গেলা পাণ্ডুপুত্রগণ।
শিবিরে কৌরবগণ ক্ষুণ্ণ অতিশয়,
কি উপায়ে পাণ্ডবের বল হ'বে ক্ষয়;
কহিলেন কর্ণ তবে দুর্য্যোধন ঠাঁই,
"পার্থের চাতুরী আজ আগে বুঝি নাই;—
অকস্মাৎ রাশি রাশি বাণ বরিষণে,
প্রমাদে ফেলিল সবে আজিকার রণে।
কাল ইহা না পারিবে ঘটাইতে আর,
করিব সকল চেষ্টা বিফল তাহার।"
পুনরায় প্রাতে কর্ণ কহে দুর্য্যোধনে,
"অর্জ্জুনের প্রাণ আজ নাশিবই রণে,
নতুবা এ ছাড় প্রাণ ত্যজিব নিশ্চয়;
সারথি আমার নাই মনে তাই ভয়।
পার্থ কভু নহে বলী আমার সমান,
অস্ত্র কৌশলেও হীন, নাহি তাহে আন;
তবু তা'র দিব্য রথ, তূণীর অক্ষয়,
বাসুদেব সারথি ও ধ্বজে কপি রয়,
উহাদের জোরে পার্থ যত যুদ্ধ করে,
সারথি করিয়া দাও শল্যরাজে মোরে;
বাসুদেব হ'তে তাঁর ঢের বেশী গুণ,
ধনঞ্জয় হ'তে আমি নিজেও নিপুণ,
বিশ্বকর্ম্মা-কৃত মম ধনুক বিজয়,
পার্থের গাণ্ডীব চেয়ে শ্রেষ্ঠ অতিশয়;
সারথি হইলে শল্য নাহি ভয় আর,
পার্থে পরাজয় আমি করিব এবার।"

কর্ণের বচনে যেয়ে রাজা দুর্য্যোধন
সবিনয়ে শল্যরাজে করে নিবেদন,
"ওহে মদ্রপতি বীর, মাতুল আমার,
আপনার ঠাঁই শত্রু না পায় নিস্তার;
শত্রুর বিনাশ তরে তাই মদ্ররাজ,
সারথির পদে বরি আপনারে আজ,
আপনি কৃষ্ণের তুল্য নিঃসন্দেহ তার,
কর্ণের সারথি যোগ্য কেহ নাহি আর।"
অভিমানী মদ্ররাজ অপমান গণি,
ক্ষুণ্ণ মনে দুর্য্যোধনে কহিলা অমনি,
"আমি মদ্ররাজ, মোরে নীচকুল যা'র,
কি সাহসে হ'তে বল সারথি তাহার?
আমার সমান কোথা আছে বলবান,
কর্ণেরে না গণি আমি আমার সমান;
তাহার সারথি হ'ব?—কিবা আর বলি,
বুঝে কাজ দাও ভাল, নহে যাই চলি।"
এই বলি ক্রোধে শল্য করিতে গমন,
বিনয়ে ধরিয়া করে কহে দুর্য্যোধন,
"হে মাতুল, আপনারে জানি মহাবলী,
কর্ণের সারথি হ'তে সেই হেতু বলি।
অর্জ্জুন হইতে শ্রেষ্ঠ বাসুদেব রয়,
বাসুদেব হ'তে শ্রেষ্ঠ আপনি নিশ্চয়;—
কর্ণ ও অর্জ্জুন হ'তে নিপুণ তেমন,
তাই আপনারে করি সারথ্যে বরণ।"
শল্য কহে, "কৃষ্ণ হ'তে শ্রেষ্ঠ আমি হায়,
সকলের কাছে বলি তোষিলে আমায়,

হইব সারথি তাঁর, আমার নিয়ম,
ইচ্ছামত কর্ণে আমি বলিব বচন।”
শল্যের নিয়মে কর্ণ করিয়া স্বীকার,
সারথি করিয়া তাঁরে চলে যুঝিবার।
রথে উঠি কর্ণ শল্যে করি সম্বোধন
কহিল, “সত্বর রথ চালাও এখন,
বধি গিয়া পাণ্ডবেরে, বিলম্ব না সয়
সারথি পেয়েছি তোমা নাহি আর ভয়।
আজ যদি পাণ্ডবেরে দেবে রক্ষা করে
নিশ্চয় পরাস্ত আমি করিব সমরে।”
শল্য কহে, “কর্ণ, তুমি সূতের নন্দন,
কি সাহসে বল হেন গর্ব্বের বচন?
যাঁহাদের ইন্দ্র আদি দেবে করে ভয়,
তুচ্ছ করা তাঁহাদের সঙ্গত কি হয়?
আরম্ভ হইলে রণ বুঝা যাবে হায়,
তোমার দর্পের কথা থাকিবে কোথায়!
তার চেয়ে রণ হ'তে কর পলায়ন,
নতুবা পার্থের হাতে হারাবে জীবন।”
কহে কর্ণ, “আমি যদি হেরে যাই রণে,
যশোগান অর্জ্জুনের করিও তখনে।”
‘তাই হ'বে’ বলি শল্য রথ নিয়া ধায়,
অবিলম্বে পাণ্ডবের সেনা দেখা যায়।
দেখিয়া পাণ্ডব-সৈন্য কর্ণ জনে জনে
জিজ্ঞাসিলা, “অর্জ্জুনেরে পাইব কেমনে?
কেহ যদি অর্জ্জুনেরে করাও দর্শন,
তাহার প্রার্থনা আমি করিব পূরণ;
তাহাতেও তুষ্ট যদি সে জন না হয়,
শকট ভরিয়া দিব মণি রত্ন চয়;
আরো দিব শত গাভী, শ্বেতবর্ণ রথ,
নানা দানে পুরাইব তার মনোরথ।”
শল্য কহে, “কথা তব প্রলাপের প্রায়,
কোন দান প্রয়োজন নাহি হ'বে তায়,
অনায়াসে কৃষ্ণার্জ্জুনে দেখিবে এ রণে,
বৃথা তব বাক্য ব্যয় তাঁদের নিধনে,
অর্জ্জুনে নাশিবে তুমি বৃথা এ প্রলাপ,
নিজেই চলিছ দিতে অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপ।”
কহে কর্ণ, “মদ্ররাজ, বৃথা তব বাণী,
কৃষ্ণার্জ্জুন দুই জনে আমি বেশ জানি,
তাহাদের সনে রণে নাহি করি ভয়,
কেবল ব্রাহ্মণ-শাপে তাপিত হৃদয়;—
পরশুরামের ঠাঁই ব্রাহ্মণের বেশে
দিব্যাস্ত্র শিখিতে যাই, ঘটে এই শেষে,—
নিদ্রা যায় রাম মোর বক্ষের উপর,
করিল দংশন কীটে মোর কলেবর;
রক্তপাত হয় তায় যন্ত্রণা ভীষণ,
তবু রামে জাগরিত করিনি তখন,
হঠাৎ ভাঙ্গিলে ঘুম, জানিল সকল,
হইল পরশুরাম বড়ই চঞ্চল,
জিজ্ঞাসিলা মোরে, ‘বাপ যে ধৈর্য্য তোমার,
ব্রাহ্মণ বলিয়া বোধ না হয় আমার।’
কহিলাম শেষে, ‘আমি সূতের নন্দন,’
তাহে শাপ দিলা রাম, ‘ওরে অভাজন,

বিপদে না হ'বে মনে দিব্যাস্ত্র তোমার।'
এই হেতু সদা ভয় অন্তরে আমার।
আছে তবু সর্প শর, শক্রর নিধনে
সে শর অব্যর্থ সদা, ভয় কি কারণে।
হায়, আরো একদিন করি অস্ত্রাভ্যাস
ব্রাহ্মণের হোম ধেনু-বৎস করি নাশ;
পরে কত ব্রাহ্মণেরে করি অনুনয়,
কিছুতেই ক্রোধ তাঁর দূর নাহি হয়;
অভিশাপ সেই দ্বিজ এই দিলা আর,
'রথচক্র গর্ত্তমধ্যে পড়িবে তোমার,
রণ মাঝে যবে মনে পা'বে তুমি ভয়,'
ইহাতেও সন্তাপিত আমার হৃদয়।
তবু বলি, তব এই কর্ক্কশ বচনে
ভীত আমি না হইব আজিকার রণে।
নিয়মে তোমার বাধ্য হইয়াছি তাই,
তোমার দুর্ব্বাক্য যত উপেক্ষিয়া যাই;
তাহে রাজা দুর্য্যোধন গুরুতর ভার
সপিয়াছে আজ হায়, উপরে আমার,
নিজেরা বিবাদ করি পণ্ড হ'বে কাজ,
এ কথার পরে তাই বেঁচে আছ আজ।
শক্র জয়ে সহায়তা কে চায় তোমার,
হাজার শল্যের তুল্য ক্ষমতা আমার।"
নাশিবে কর্ণের তেজ কর্ক্কশ বচনে
কহিয়াছে শল্য নিজে ভাগিনেয়গণে,
রণ মাঝে শল্য তাই পরুষ বচন
বারম্বার বলি, তাঁর ভাঙ্গি দিল মন,—

তথাপি কর্ণের রণ অতি ভয়ঙ্কর
দেখিয়া পাণ্ডবগণ শঙ্কিত অন্তর।
সুসজ্জিত পাণ্ডবের দেখি সৈন্যগণ,
ধৃষ্টদ্যুম্নে দেখি তার সম্মুখে তখন,
কৌরব-সেনায় কর্ণ ব্যূহ-বদ্ধ করে
স্থান দিলা কৃপাচার্য্যে দক্ষিণে আদরে,
বাম ভাগে রাখিলেন সংশপ্তকগণে,
কৃষ্ণার্জ্জুন সনে তাঁ'রা মাতিবেন রণে;
মধ্য ভাগে কর্ণ নিজে রহিলেন তার,
রক্ষক রাখিলা নিজ পুত্রগণে আর;
পিছনে হাতীতে চড়ি রহে দুঃশাসন,
পাছে তার সুরক্ষিত রাজা দুর্য্যোধন।
ব্যূহ দেখি যুধিষ্ঠির ধনঞ্জয়ে কয়,
"কর্ণের সহিত যুদ্ধ তব যোগ্য হয়,
কৃপাচার্য্য সহ আমি নিজে করি রণ,
করিবে সমর ভীম সহ দুঃশাসন,
সহদেব শকুনিতে হইবে সমর,
নকুল ও বৃষসেনে হ'ক পরস্পর,
শিখণ্ডীর সহ দ্রৌপদীর পুত্রগণ
ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ সনে করিবেক রণ।
আদেশ ধরিয়া শিরে বীর ধনঞ্জয়
থাকিয়া ব্যূহের মুখে নাশে শক্রচয়;—
আরোহীর সনে পড়ে হাতী ঘোড়া সব,
উঠিল কৌরব সৈন্যে হাহাকার রব।
শল্য তবে কহে কর্ণে, "দেখ ধনঞ্জয়
নাশিয়া কৌরব সৈন্য করিতেছে ক্ষয়।"

কহে কর্ণ, "দেখ ওই সংশপ্তকগণ
ঘিরিল অর্জ্জুনে বাণে এখন কেমন।"
শল্য কহে, "অর্জ্জুনেরে না আঁটিবে তাঁ'রা,
নিমেষেই তাঁ'রা সবে হ'য়ে যাবে সারা।"
সংশপ্তক সনে হয় অর্জ্জুনের রণ,
কর্ণে রক্ষা করিবারে রহে দুর্য্যোধন,
পাণ্ডবের সৈন্য কর্ণ নাশে অনায়াসে,
পাঞ্চালেরা হাহাকার আরম্ভিল ত্রাসে।
বৃষসেন, সত্যসেন, সুষেণ সকলে
কর্ণের নন্দনগণ খ্যাত বাহুবলে,
কর্ণের রক্ষার তরে ঘোর রণ করে,
ধাইল পাণ্ডব সৈন্য কর্ণে বধ তরে।
ভীমের কাটিল ধনু সুষেন অমনি,
সুষেণের ধনু ভীম কাটিল তখনি,
কর্ণপুত্র ভানুসেনে ভীম বধে রণে,
কাটিলা কৃপ-কৃতের ধনু ততক্ষণে।
সুষেণের প্রতি শর ভীম নিক্ষেপিলা,
বাণে কর্ণ সেই শর অমনি কাটিলা,
ত্রিসপ্ততি বাণে ভীমে করে জর জর;
নকুল সুষেন হ'য়ে বাজিল সমর।
বৃষসেন পিতা কর্ণে করিতে রক্ষণ
করিল পাণ্ডব সনে ঘোরতর রণ।
কর্ণে করে নিপীড়ণ ধৃষ্টদ্যুম্ন শরে,
ভয়ঙ্কর যুদ্ধারম্ভ কর্ণ তাহে করে;—
তখন সমরে কর্ণ বিক্রম দেখায়,
পাণ্ডবের সেনা তাহে মহাভয় পায়।

বহু সৈন্য বধ করি কর্ণ মহাবীর
শরাঘাতে যুধিষ্ঠিরে করিলা অস্থির।
তবে যুধিষ্ঠির রোষে নিক্ষেপিয়া শর
মূর্চ্ছিত করিয়া কর্ণে ফেলে রথোপর।
কৌরব সৈন্যের মাঝে উঠে হাহাকার,
সিংহনাদ পাণ্ডবেরা করে বারম্বার।
অবিলম্বে পেয়ে জ্ঞান কর্ণ মহাবীর
বিনাশিতে যুধিষ্ঠিরে ছুড়ে তীক্ষ্ণ তীর।
দুই পাশে চন্দ্রদেব, দণ্ডধার তাঁ'র
দুই তীরে করে কর্ণ উভয়ে সংহার।
যুধিষ্ঠিরে রক্ষাতরে বীরগণ ধায়,
মারি বাণ কর্ণপ্রতি দশ দিক ছায়।
ব্রহ্ম-অস্ত্রে নিবারিয়া কর্ণ সে সকল,
সেনা নাশ পাণ্ডবের করিছে কেবল;
যুধিষ্ঠির-ধনুকেরে করি দুই খান,
ভেদিল কবচ তাঁ'র মারি বহু বাণ;
লৌহময় শক্তি তাহে ছুড়ে যুধিষ্ঠির,
সাত শরে কাটে তাহা কর্ণ মহাবীর।
কর্ণে বিদ্ধ যুধিষ্ঠির করিলা তোমরে,
কর্ণ তাঁ'র ধ্বজ কাটি রথ চূর্ণ করে,
তিন ভল্লে দেহ তাঁ'র বিদারিলে হায়,
যুধিষ্ঠির অন্য রথে চড়িয়া পালায়!
তখন ধাইয়া কর্ণ কাঁধ ধরে তাঁ'র,
ভাবিল, আটক তাঁ'রে করিবে এবার।
শল্য কহে, "কর্ণ, না ধরিও ধর্ম্মরাজে
নাশিয়া তোমারে, জন্ম মোরে করে পাছে।"

কর্ণের পড়িল মনে কুন্তীর বচন,
মন্দ বলি যুধিষ্ঠিরে ছাড়িলা তখন।
পরাজিত যুধিষ্ঠিরে এরূপে দেখিয়া,
কৌরবের সেনা ধেয়ে শত্রু নাশে গিয়া ;
ভীম ও সাত্যকি তায় ঘোর রণ করে,
তাহাতে কৌরব সেনা পলাইল ডরে।
নিবারণ দুর্য্যোধন কত করে হায়,
সেনাগণ সাড়া আর নাহি দিল তায়।
কর্ণের আদেশে তবে শল্য মদ্রপতি
রথ চালাইল বেগে ভীমসেন প্রতি।
নিজে ভীম আসে তথা করি সিংহনাদ,
শল্য কহে, "ভীম আসি ঘটাবে প্রমাদ।"
ভীমে কর্ণে হ'ল পরে যুদ্ধ ভয়ঙ্কর,
কর্ণ প্রতি মারে ভীম হেন তীক্ষ্ণ শর,
পাহাড় ফাটিয়া যায় অনায়াসে যায়,
মূর্চ্ছিত হইয়া কর্ণ রথে পড়ে তায়।
রণস্থল ছাড়ি শল্য রথ চালাইল,
সে বিপদে কর্ণ তাই পরাণে বাঁচিল।
পাঠাইলা দুর্য্যোধন নিজ ভ্রাতাগণে,
ছয় জনে বধে ভীম প্রবেশিতে রণে ;
বাকি যাঁ'রা উর্দ্ধশ্বাসে করে পলায়ন,
'ভাবিল আপনি রণে এসেছে শমন।'
ভীমসেনে কর্ণ পুনঃ আক্রমিতে যায়,
বিশিখ ছুড়িয়া ভীম বিঁধে তাঁর গায়।
ভীমের ধনুক রথ কর্ণ চূর্ণ করে,
গদা নিয়া ভীম তাহে মহাযুদ্ধ করে ;
শত শত হাতী মারি করে চুরমার,
পালায় কৌরবসেনা কথা নাই আর।
যুধিষ্ঠিরে পেয়ে কর্ণ তাড়া করে তা'য়
পলাইতে যুধিষ্ঠির পথ নাহি পায়।
ছুটি আসি ভীম তাই কর্ণেরে ভেটিল,
অশ্বত্থামা, কৃত, কৃপ সেখানে আসিল ;
তখন ভীষণ রণ হইল তথায়,
মরিল কতই সৈন্য সংখ্যা বলা দায়।
সংশপ্তক, নারায়ণী সেনা এ উভয়
এতক্ষণ করে রণ সহ ধনঞ্জয়।
সুশর্ম্মা ও পার্থ সনে ঘোর রণ করে,
ক্ষণেক মূর্চ্ছিত হয় পার্থ তাঁ'র শরে ;
ঐন্দ্রাস্ত্র অর্জ্জুন পরে করিলা সন্ধান,
নিরস্ত হইল সবে খাইয়া সে বাণ।
অশ্বত্থামা যুধিষ্ঠিরে হয় মহা রণ,
ধর্ম্মরাজ পাশে ছিলা সাত্যকি তখন।
অশ্বত্থামা যুধিষ্ঠিরে করিলে কাতর,
নিরুপায় যুধিষ্ঠির পলায় সত্বর।
অশ্বত্থামা করে পার্থে শরে জর জর,
দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ হয় বিস্মিত অন্তর ;
কহে কৃষ্ণ, "তেজ তব কোথায় অর্জ্জুন,
গাণ্ডীবের আজ কেন নাহি হেরি গুণ।
পেয়েছ আঘাত বুঝি হাতে গুরুতর,
অশ্বত্থামা সনে রণে হইলে কাতর।"
অবশেষে পার্থ-শরে হ'য়ে হতবল,
পলাইল অশ্বত্থামা ছাড়ি রণস্থল।

পরে অশ্বত্থামা ধায় ধৃষ্টদ্যুম্ন পাশে,
রথ ঘোড়া চূর্ণ তাঁর করে অনায়াসে,
সারথিরে মারি, কাটে ধনুক তাঁহার,
বাণে বাণে জর জর করে দেহ তাঁর,
তাড়াতাড়ি তাঁরে শেষে ধরিবারে ধায় ;
তখনি আসিয়া পার্থ রক্ষা করে তাঁয়।

যুধিষ্ঠিরে ধরিবারে করি প্রাণপণ
চেষ্টাকরে কর্ণ আদি যত বীরগণ ;
তবু যুধিষ্ঠির হেন যুঝিল তথায়,
হাহাকার পড়ি গেল কৌরব সেনায় ;
পরিশেষে কর্ণ শরে হ'য়ে জর জর,
কহে সারথিরে, "রথ ফিরাও সত্বর।"
ধৃতরাষ্ট্র-পুত্রগণ 'ধর, ধর,' বলি,
পিছু পিছু তাড়া করি দ্রুত ধায় চলি,
পাণ্ডবের সৈন্যগণ করি ঘোর রণ,
শাস্তি দিয়া তাহাদের করিল দমন।
নকুল ও সহদেব ক্লান্ত যুধিষ্ঠিরে
সাবধানে নিয়া তবে চলিলা শিবিরে ;
কর্ণ পুনঃ করে তথা বাণ বরিষণ,
নিবারিতে তাঁরে নাহি পারে কোন জন।
বাণে কর্ণ যুধিষ্ঠির-উষ্ণীষ উড়ায়,
ঘোড়া তাঁ'র কাটা গেল সেই বাণ-ঘায়,
নকুলের ঘোড়া আর ধনুক কাটিল,
হেন কালে শল্য তবে কর্ণকে কহিল,
"ইহাদের সনে রণে কাটিলে সময়,
কখন করিবে রণ সহ ধনঞ্জয় ?
ভীম সনে রণে হেথা রাজা দুর্য্যোধন
হয়েছে কাতর, তাঁরে করহ রক্ষণ।"
ভীমের নিকট তাই ধায় কর্ণবীর,
এ সুযোগে যুধিষ্ঠির পৌঁছিল শিবির।
শিবিরে প্রবেশ করি লভিলা বিশ্রাম,
সাধ্য আর নাহি তাঁর করিতে সংগ্রাম।

পুনঃ যুঝে অশ্বত্থামা অর্জ্জুনের সনে,
প্রশংসা করিল সবে তাঁর পরাক্রমে।
কিন্তু অর্জ্জুনের বাণে তাঁর অশ্বগণ
ছাড়ি রণ, রথ নিয়া করে পলায়ন।
পাণ্ডবের সৈন্য ধায় কৌরবের প্রতি,
পালায় কৌরব সেনা যুদ্ধে নাহি মতি।
কর্ণে তবে সবিনয়ে দুর্য্যোধন কয়,
"তোমার সমক্ষে হায়, এই দশা হয় ?"
তখন 'ভার্গব' অস্ত্র ছুড়ে কর্ণবীর,
পাণ্ডবের সেনা তায় হইল অস্থির।
শুনিয়া অর্জ্জুন নিজ সেনার চীৎকার,
কহে কৃষ্ণে, "কর্ণপ্রতি চল এইবার।"
আরো যুদ্ধ করি কর্ণ যদি ক্লান্ত হয়,
সহজে অর্জ্জুন তাঁ'রে বধিবে নিশ্চয়,
এই মনে করি কৃষ্ণ কহে পার্থবীরে,
"আগে শান্ত করি ক্লান্ত রাজা যুধিষ্ঠিরে।"
রোষে অশ্বত্থামা করে পার্থে আক্রমণ,
সহজে অর্জ্জুন তাঁ'রে করে নিবারণ ;
রাখিয়া যুদ্ধের ভার ভীমের উপর,
কৃষ্ণার্জ্জুন প্রবেশিলা শিবিরে সত্বর।

কর্ণ-শরে যুধিষ্ঠির জর্জ্জরিত-কায়
নিরখিয়া ধনঞ্জয়ে জিজ্ঞাসিলা তায়,
"রণে কি কর্ণেরে তুমি করেছ নিধন ?
তা' হ'লে ঘুচিত মোর মনের বেদন !
রণে কর্ণ আমাদের করে পরাজয়,
গাণ্ডীব ধারণে তব কিবা ফলোদয় ?"
হেন বাণী যুধিষ্ঠির যদি পার্থে বলে,
শুনিয়া অন্তর তা'র জ্বলে ক্রোধানলে,
ক্রোধভরে যুধিষ্ঠিরে মন্দ বলি হায়,
ক্ষমা চেয়ে, যুদ্ধে ধেয়ে গেলা পুনরায়।
বধিবারে কর্ণে তাই করে পার্থ পণ,
নতুবা কর্ণের বাণে ত্যজিবে জীবন।

ভার পেয়ে যুদ্ধ ভীম করে অনিবার,
উৎসাহ তাঁহার দেহে নাহি ধরে আর ;
সারথি বিশোকে কহে, "দেখ সাবধানে
মিত্রে যেন বধ নাহি করি শত্রু-জ্ঞানে,
অস্ত্রশস্ত্র কত আছে দেখ একবার।"
কহিল বিশোক, "অস্ত্র বহু আছে আর,
হাজার দশেক আছে ক্ষুর, ভল্ল, শর,
হাজার পাঁচেক হ'বে নারাচ, প্রদর,
অসংখ্য তোমর, গদা, অসি সমুদয়,
যুদ্ধে ফুরাইবে অস্ত্র নাহি তার ভয়।"
ফিরি আসি রণে পার্থ বহু সৈন্য মারে,
ভীমের উৎসাহ তায় আরো যেন বাড়ে ;
কৌরবের পক্ষে কর্ণ করে ঘোর রণ,
দুই পক্ষে মরে সৈন্য না যায় গণন।

দুঃশাসন ধেয়ে ভীমে আক্রমণ করে,
ধনু আর ধ্বজ তাঁর ভীম কাটে শরে,
আরো এক শরে করে কপালে আঘাত,
সারথি অপর শরে হইল নিপাত।
নিজে দুঃশাসন তাহে ঘোড়া চালাইলা,
তীক্ষ্ণ বাণে ভীমসেনে অজ্ঞান করিলা,
ধনুক কাটিয়া তাঁর ফেলে এক বাণে,
নয় বাণ সারথির কলেবরে হানে,
বহু তীর ছুড়ে আরো ভীমসেন প্রতি,
ভীম তাহে মারে তায় শক্তি তীক্ষ্ণ অতি ;
আকর্ণ টানিয়া ধনু তবে দুঃশাসন
দশ বাণে সেই শক্তি করিলা খণ্ডন।
বাণে বাণে ভীমসেনে করিলা জর্জ্জর,
ক্রোধভরে গদা ছুড়ে ভীম তদুপর,
কহে ভীম, "কত বাণ ছুড়িলে এখন,
এই গদা দুঃশাসন, কর সম্বরণ।"
শক্তি এক দুঃশাসন নিক্ষেপিলা তায়,
খণ্ড খণ্ড হয় শক্তি ঠেকিয়া গদায়,
সারথিরে সে দারুণ গদা চূর্ণ করে,
রথ ও হইল চূর্ণ তার বেগভরে,
দুঃশাসন মাথে পড়ি করিল আঘাত,
দশ ধনু দূরে তারে করে ভূমে পাত।
দ্রৌপদীর চুল ধরি টানিয়া বসন
সভামাঝে অপমান করে দুঃশাসন।
তখন প্রতিজ্ঞা এই করে ভীমবীর,
'বুক পান চিড়ি তা'র করিবে রুধির।'

ছট্ ফট্ দুঃশাসন করে যাতনায়,
মনে করি সেই পণ ভীম তাই ধায়,
অশ্বত্থমা-কৃপ-কর্ণ-দুর্য্যোধনে কয়,
"বধি আজ দুঃশাসনে, রাখ সাধ্য হয়,"
তারপর ঝড় যেন ধাইল ছুটিয়া,
বুকে তাঁ'র তলোয়ার দিল বসাইয়া,
ছুটিল গরম রক্ত দেহ হ'তে তাঁর,
পান করি তৃপ্তি ভীম পাইল অপার ;
কহে ভীম, "হইলাম সুখী অতিশয়,
দুগ্ধ, ঘৃত, মিষ্টি খেয়ে যাহা নাহি হয়।"
মস্তক চ্ছেদন তাঁর করিয়া তখন
কহিলা আবেগ ভরে, "ওরে নরাধম,
কত চেষ্টা করিয়াছ মোদের নিধনে,
আজ তার প্রতিফল ভোগ কর রণে,
'গরু' বলি হাসিয়াছ কত সভামাঝ,
প্রাণ দিয়া প্রায়শ্চিত্ত কর তার আজ।
পশু দুর্য্যোধনে আর করিয়া নিধন,
পদাঘাতে ঘুচাইব মনের বেদন।"
"ভীষণ রাক্ষস এই, নহে কভু নর"
এই বলি কুরু সেনা পালায় সত্বর।
অগ্রসর ধার্ত্তরাষ্ট্র হয় দশ জন,
তাহাদের নিলা ভীম শমন সদন
ভয়ঙ্কর সিংহনাদ শুনি পরে তাঁর,
পালায় কৌরবসেনা কথা নাই আর ;
নিজে কর্ণ ভয়ে হয় ভীত অতিশয়,
মুখে কথা নাহি সরে, স্তব্ধ হ'য়ে রয় ;

শল্য কহে, "ধিক্ তব হেন আচরণ,
এখনি কর্ত্তব্য তব প্রাণপণে রণ।"
বৃষসেন এ সময় শর বরিষণে
কৃষ্ণ আর ভীমার্জ্জুন বিঁধে তিনজনে ;
অর্জ্জুন তাহার সনে তাই করে রণ,
কহে পার্থ, "এরে এই করিব নিধন,
বধিয়াছ অভিমন্যু সকলে মিলিয়া,
রক্ষা কর বৃষসেনে এখন আসিয়া।"
এই বলি চারি ক্ষুরে নাশে তার প্রাণ,
কর্ণের হৃদয়ে বাজে শেলের সমান।
কর্ণার্জ্জুনে তাই বাজে ভয়ঙ্কর রণ
অশ্বত্থামা দুর্য্যোধনে কহিলা তখন,
"মহারাজ, ক্ষান্ত হন রণে এইবার,
নতুবা পা'বেন নাশ নিঃসন্দেহ তার।"
বন্ধুর এ উপদেশ না করি গ্রহণ,
কহে তাঁরে দুর্য্যোধন, "চিন্তা অকারণ,
হয়েছে অর্জ্জুন ক্লান্ত রণে অতিশয়,
বিনাশিবে কর্ণ তারে, আর কিবা ভয় ?"
কর্ণার্জ্জুনে বাজে রণ অদ্ভুত কেমন,
বিমানে দেখিতে আসে যত দেবগণ।
পরস্পর বাণ মারে কাটে পরস্পর,
কেহ কারে নাহি পারে উভয়ে সোসর।
আগ্নেয়াস্ত্র ছুড়িলেন অর্জ্জুন তখন,
চারিদিকে উঠে জ্বলি অনল ভীষণ ;
বারুণাস্ত্র ছুড়ি কর্ণ বৃষ্টি বরিষণে
প্রচণ্ড আগুন সেই নিবায় তখনে।

অর্জ্জুন বায়ব্য অস্ত্রে বহাইল ঝড়,
তারপরে ছুড়ে অস্ত্র অতি ভয়ঙ্কর ;—
ইন্দ্রদত্ত সেই অস্ত্র ইন্দ্রজাল প্রায়,
অগণিত নানা অস্ত্র বাহিরিল তায় ;—
দেখিয়া লোকের মনে লাগে চমৎকার,
বধি কর্ণে বুঝি সব করে ছারখার।
ভার্গবাস্ত্রে কর্ণ সব অমনি তাড়ায়,
বাণে বাণে কৃষ্ণার্জ্জুনে ব্যস্ত করে হায়!
ক্রোধভরে কহে ভীম অর্জ্জুনের প্রতি,
"মন দিয়া যুঝ, শত্রু ভয়ঙ্কর অতি।"
কৃষ্ণ কহে, "পার্থ তব উৎসাহ কোথায়?
কর্ণ সনে আজ রণে দেখা নাহি যায়।"
ব্রহ্মাস্ত্র অর্জ্জুন ছুড়ে রাগে অতিশয়,
কাটি তাহা কর্ণ করে তেজ তার লয় ;
আরো এক ব্রহ্ম অস্ত্র ছুড়ে তারপরে,
অগণন সেনা মারা পড়ে সেই শরে।
আঠারটি বাণ আরো অর্জ্জুন ছুড়িল,
একে ধ্বজ কাটি, চারি শল্যেরে বিঁধিল,
কর্ণের শরীরে বিঁধে তিনটি তাহার,
সভাপতি মাথা কাটে বাকি দশে আর।
পার্থ-শর শ্রাবণের বারিধারা প্রায়,
অসংখ্য পদাতি হাতী রথ কাটে তায় ;—
কর্ণ প্রায় অবসন্ন কি হয়, কি হয়!
অর্জ্জুনের ধনুর্গুণ ছিড়ে সে সময় ;
সে সুযোগে কর্ণ ছুড়ে সংখ্যাতীত শর,
বিঁধি কৃষ্ণভীমার্জ্জুনে করে জর জর।

পাণ্ডবের বহু সেনা বিঁধে শরে আর,
কৌরব সেনার তাহে আনন্দ অপার।
তখন অর্জ্জুন পুনঃ গুণ পরাইয়া
বাণ ছুড়ে নব তেজে গাণ্ডীবে জুড়িয়া।
কর্ণ তেজোহীন খেয়ে অর্জ্জুনের শর,
রুধিরে হইল লাল তাঁর কলেবর।
কর্ণ তবু পার্থ প্রতি ছুড়ে তিন শর,
পাঁচ শরে শ্রীকৃষ্ণের বিঁধে কলেবর,
সেই পাঁচ বাণ হয় সর্প বিভীষণ,
কৃষ্ণে বিঁধি পুনরায় ফিরিল যখন,
অমনি অর্জ্জুন তাহা কাটে মধ্য পথে,
তারপর তীক্ষ্ণ শরে কাটে কর্ণ-রথে।
অর্জ্জুনের বাণে সব হয় ছারখার,
রক্ষক কর্ণের পাশে না রহিল আর।
ভয়ে কৌরবের সেনা করে পলায়ন,
কর্ণ তবু ভয়হীন, একা করে রণ।
চন্দনের চূর্ণে ভরি এক সর্প বাণ
বহু দিন পূজে কর্ণ হ'য়ে সাবধান,
অনুপায়ে সেই শর কর্ণ তুলি নিতে,
অশ্বসেন আসি মিশে তাহার সহিতে ;
অশ্বসেন ছিল রেগে খাণ্ডব দহনে,
প্রতিশোধ নিতে তার এসেছে এখনে।
উভয়েই ধরে এক সর্পের আকার,
কর্ণ তাই অশ্বসেনে না চিনিল আর,
সে দারুণ বাণ ছুড়ে অর্জ্জুন উপরে,
উল্কা বৃষ্টিপাত হয় অমনি সে শরে।

বাধা দিতে সেই বাণ শক্তি নাহি হায়,
অর্জ্জুনের আজ বুঝি প্রাণ রাখা দায়!
কৃষ্ণ তাই পায়ে চাপি রথে দিয়া ভর,
বসাইয়া দিলা রথ মাটির ভিতর,
তাই সেই শর পার্থ-গায় নাহি পড়ে,
ইন্দ্রদত্ত মুকুটেরে সুধু চূর্ণ করে।
প্রাণে রক্ষা পেয়ে তাই অর্জ্জুন তখনে,
উষ্ণীষ পরিল মাথে ধবল বসনে।
অশ্বসেন ফিরি গিয়া কর্ণবীরে কয়,
"ধনঞ্জয়ে বধ আমি করিব নিশ্চয়,
না দেখিয়া ছুড়িয়াছ মোরে এইবার,
তাই হয় নাই তাঁর জীবন-সংহার;
দেখি মোরে ছুড়ে দেখ, হয় কিবা ফল।"
অতিশয় অহঙ্কারী কর্ণ মহাবল,
অপরের সহায়তা কভু নাহি চায়,
নিরাশ করিয়া তারে দিলেন বিদায়;
ফিরিয়া যাইতে পথে অর্জ্জুনের বাণে,
অশ্বসেন খণ্ড খণ্ড হ'য়ে মরে প্রাণে।
তখন উঠায় রথ কৃষ্ণ পুনরায়,
আবার তুমুল যুদ্ধ বাজে দু'জনায়।
বিঁধিলেন কৃষ্ণে কর্ণ মেরে বারো তীর,
বিঁধিল নবতি বাণে অর্জ্জুন-শরীর,
হইল তাঁহার মনে আনন্দ অপার,
অর্জ্জুন অমনি দিলা যোগ্য শাস্তি তার;—
উড়িল মুকুট তাঁর, উড়িল কুণ্ডল,
বর্ম্ম ছিন্ন হ'য়ে রক্ত বহে অবিরল,
বুকে বিঁধি শর কর্ণে করে অচেতন,
অর্জ্জুন তখন আর না করিলা রণ।
কৃষ্ণ তাই করিলেন পার্থে তিরস্কার,
চেতনা পাইয়া কর্ণ উঠে আরবার;
অসীম সাহসে রণ করে পুনরায়,
দিব্য অস্ত্র মনে তাঁর নাহি পড়ে হায়!
পড়িল রথের চাকা গর্ত্তের মাঝারে,
ফলিল পাপের ফল বুঝি এইবারে।
করিছে আক্ষেপ হাত ছুড়ি বারম্বার,
বিপদে ও তেজ লোপ পায় নাই তাঁর,
কর্ণ তবু করে তাই প্রাণপণে রণ,
কৃষ্ণার্জ্জুন প্রতি করে বাণ বরিষণ;
অর্জ্জুনের বাণ খেয়ে ব্রহ্ম-অস্ত্র ছাড়ে,
ঐন্দ্রাস্ত্র মারিয়া পার্থ নিবারি তাঁরে।
পরে কর্ণ করে পার্থে জর জর তীরে,
ধনুকের গুণ তাঁর কাটিল অচিরে,
ধনুকে নূতন গুণ অর্জ্জুন পরায়,
"বড় বড় অস্ত্র মার" কহে কৃষ্ণ তায়,
রথচক্র গর্ত্তে আরো ডুবিল তখন,
উঠাইতে টানে কর্ণ করি প্রাণপণ,
চারিটি আঙ্গুল উচ্চ ধরা হয় তায়,
রথের সে চাকা আর উঠান না যায়;
অশ্রু জলে ভিজি কর্ণ কহিলা তখন,
"অর্জ্জুন ধার্ম্মিক তুমি, ক্ষান্ত দাও রণ,
কিঞ্চিৎ অপেক্ষা কর, চাকা তুলি নিয়া
সমরে তোমার সাধ মিটাব আসিয়া।"

কৃষ্ণ কহে, "বড় ভাগ্য হে সূত-নন্দন,
ধর্ম্মের কাহিনী মনে পড়েছে এখন,
নির্য্যাতন আজীবন পাণ্ডবে করিলে,
ধর্ম্মের কথা কি কিছু তখন ভাবিলে ?
বিষ দিলা ভীমে, জতুগৃহে অত্যাচার,
পাশাখেলা ছলনায় পাণ্ডবের হার,
দ্রৌপদীর অপমানে, অভিমন্যুবধে,
ধর্ম্মের দোহাই বুঝি আজ এ বিপদে ?
ফাটায়ে গগন কেন না কর চীৎকার,
ধর্ম্মের কথায় আজ রক্ষা নাই আর।"
লজ্জায় কর্ণের মাথা হেঁট হয় তায়,
তবু কর্ণ ছুড়ে তীর ভয় নাহি পায়,
তীক্ষ্ণ তীরে পার্থবীরে করি অচেতন,
নামিল ভূমিতে চাকা তুলিতে তখন ;
ভাবিলেন চাকা তুলি এই অবসরে,
আবার ভেটিব পার্থে ভীষণ সমরে।
কিন্তু তাঁর চাকা আর উঠিলনা হায় !
পার্থে কহে কৃষ্ণ, "বৃথা সময় না যায়,
বধ কর্ণে, রথে আর না উঠিতে বীর,"
অর্জ্জুন ছুড়িল তাই 'অঞ্জলীক' তীর,
গভীর গর্জ্জন করি ছুটি তাহা আসে
কাটিয়া কর্ণের মাথা ফেলে অনায়াসে ;
অবাক্ হইয়া সবে দেখিল চাহিয়া,
দেহ হ'তে জ্যোতি তাঁর সূর্য্যে মিশে গিয়া।
পাণ্ডবের হ'ল আজ আনন্দ অপার,
শঙ্খধ্বনি, সিংহনাদ করে বারম্বার,
নৃত্য করে মহোল্লাসে পাণ্ডবেরা সব ;
শোকেতে বিহ্বল কাঁদে সমস্ত কৌরব ;
পলাইতে পথ আর তাঁরা নাহি পায়,
হইল তখন সন্ধ্যা, যুদ্ধ হ'ল সায়।
'হা কর্ণ' 'হা কর্ণ' বলি করিয়া রোদন,
ফিরিলা শিবির পানে রাজা দুর্য্যোধন।
সঞ্জয়ের মুখে আজি শুনি এ বারতা,
অজ্ঞান হইয়া পড়ে অন্ধরাজ তথা,
ভীষ্ম দ্রোণ বধে এত কষ্ট নাহি পায়,
এমনি হইল ক্লেশ বলা নাহি যায়।

শল্যপর্ব্ব।

নিহত হইল কর্ণ তবু দুর্য্যোধন
সন্ধি করিবারে নাহি করিলা মনন।
বীরগণ তাঁর পক্ষে বেঁচে ছিল যাঁরা,
রণের উৎসাহ তবু নাহি ছাড়ে তাঁরা ;
অতএব সেনাপতি পদে শল্যে বরি,
সাজিল সকলে রণে আয়োজন করি।
সেই রাত্রে রহে তাঁরা শিবির বাহিরে
ক্রোশ দুই দূরে নদী সরস্বতী তীরে,
হিমালয় প্রস্থ নামে আছে একস্থান,
রাত্রি কাটাইলা তথা করি অবস্থান।
পরদিন মদ্ররাজ নব সেনাপতি
আরম্ভ করিলা রণ পরাক্রমে অতি।
নিয়ম হইল এই সকলে মিলিয়া
একযোগে পাণ্ডবেরে আক্রমিবে গিয়া ;
ভিন্ন ভিন্ন ভাবে আর এক এক জনে
না করিবে রণ আর পাণ্ডবের সনে।
এইরূপে কতক্ষণ যদি হয় রণ,
বধিল নকুল কর্ণ-পুত্র তিন জন,—
সুষেণ ও চিত্রসেন, সত্যসেন আর ;
সহদেব শল্য-পুত্রে করিল সংহার।

গদাযুদ্ধ ভীমে শল্যে বাজিল তখন,
গদাঘাতে দু'জনেই হন অচেতন।
কৃপাচার্য্য শল্যে তাই রথে তুলি নিয়া
রণক্ষেত্র হ'তে দূরে গেল পলাইয়া।
জ্ঞান পেয়ে গদা ভীম নিলা আরবার,
যুদ্ধ করিবারে শল্যে ডাকে বারম্বার।
সৈন্য নিয়া অশ্বত্থামা পার্থ প্রতি ধায় ;
দুর্য্যোধন ধৃষ্টদ্যুম্ন যুঝে দু'জনায়।
মহাবীর শল্য যুধিষ্ঠির দুইজন
সেই দিন বারম্বার করে মহারণ।
পাণ্ডবগণের যত সৈন্য সমুদয়
এক যোগে যুঝে, শল্য তথাপি নির্ভয়।
কিছুক্ষণ পরে পাণ্ডবের সৈন্যগণ
অস্থির হইলা সবে হেরি ঘোর রণ ;
না মানি ভীমের বাণী অমনি পালায়,
অর্জ্জুনের পানে কেহ ফিরিয়া না চায়।
শল্য-বাণে জর্জ্জরিত হ'য়ে যুধিষ্ঠির,
রুধিরাক্ত সৈন্যগণে হেরিয়া অস্থির,
পলাইতে দেখি সবে, করে এই পণ
"বিনাশিব শল্যে নয় ত্যজিব জীবন।"

তারপর অগ্রভাগে ভীমসেনে নিয়া,
অর্জ্জুনেরে আপনার পিছনে রাখিয়া,
দুই পাশে ধৃষ্টদ্যুম্ন সাত্যকিরে আর
লইয়া প্রবেশ করে যুদ্ধের মাঝার ;
শল্য সনে আরম্ভিল হেন ঘোর রণ
আতঙ্কে পূরিল যত কৌরবের মন।
বাণে শল্য যুধিষ্ঠিরে করে জর জর,
তবু যুঝে যুধিষ্ঠির নির্ভয় অন্তর।
যুদ্ধকরি শল্যবীরে করিলা মূর্চ্ছিত,
চৈতন্য পাইয়া শল্য উঠিল ত্বরিত।
ভেদকরে যুধিষ্ঠির কবচ তাঁহার,
শল্য ভেদে যুধিষ্ঠির-ভীম দু'জনার।
বাণে শল্য যুধিষ্ঠির-ধনুক কাটিল,
সারথির মাথা তাঁ'র ক্ষুপ উড়াইল ;
রথের চারিটি ঘোড়া শল্য বধে আর,
তাহাতে ভীমের হয় ক্রোধের সঞ্চার ;
শল্যের ধনুক আর সারথি ও ঘোড়া
চূর্ণ করে ভীম তাই করি গুড়া গুড়া।
মুহূর্ত্তে শল্যের আরো বর্ম্ম কাটা যায়,
অসি চর্ম্ম হাতে শল্য নামিল ধরায়,
যুধিষ্ঠির প্রতি বেগে ধায় ক্রোধ ভরে,
খড়গমুষ্টি তাঁর ভীম কাটে তীক্ষ্ণ শরে ;
তথাপি ছুটিছে শল্য সিংহসম বেগে,
জ্বলন্ত শকতি ধরে যুধিষ্ঠির রেগে ;
স্বর্ণময় সেই শক্তি মণ্ডিত রতনে,
অতিশয় ভয়ঙ্কর করাল বদনে ;
তুলিয়া বিশাল হস্ত অতি রোষভরে
ছুড়ে শক্তি যুধিষ্ঠির শল্যে লক্ষ্য করে ;
প্রাণপণ চেষ্টা করি নিবারিতে তায়
বিফল হইল শল্য,—প্রাণ রাখা দায়।
দেখিতে দেখিতে শক্তি ভীষণ আকার,
বেগে বিদারণ বক্ষ করিল তাঁহার ;
তারপর ধরাতলে করিল প্রবেশ,
তখন তাহার বেগ হইল নিঃশেষ।
নিহত হইলে শল্য আসে ভ্রাতা তাঁ'র,
শীঘ্র তা'রে যুধিষ্ঠির করিলা সংহার।
মদ্রদেশবাসী ছিল সেনাদল যত
পাণ্ডবগণের হাতে হইল নিহত।
কৌরবগণের কোন আশা নাই আর
বুঝিল সকলে এই,—পলায়ন সার।
বহুকষ্টে পুনরায় রাজা দুর্য্যোধন
ফিরাইলা সৈন্যগণে করি প্রাণপণ।
আরম্ভিলা রণ পুনঃ পাণ্ডবের সনে
আবার মাতিল বীরগণ মহারণে।
ম্লেচ্ছরাজ শাল্ব আসে হাতীতে চড়িয়া,
ভীষণ সে হাতী ধায় সৈন্য তাড়াইয়া।
ভীম আদি বড় বড় বীর ব্যস্ত তায়,
ভয়ে তার পাণ্ডবের সেনানী পলায়!
ধৃষ্টদ্যুম্ন ছাড়ে রথ সে হাতীর ডরে,
রথ সহ সারথিরে হাতী গুড়া করে।
গদাঘাত ধৃষ্টদ্যুম্ন করি তারপর
নাশিয়া হাতীর প্রাণ ফেলে ধরা'পর।

সাত্যকি শাল্বের মাথা ভল্লে কাটে আর,
এইরূপে সে বিপদ কাটিল সবার।
তারপরে যুদ্ধ হয় অতীব ভীষণ,
অসীম বীরত্ব দেখাইলা দুর্য্যোধন।
হাজার দশেক নিয়া অশ্বারোহীদল
মাতুল শকুনি আজ পশে রণস্থল।
দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্রে, সহদেবে আর
আক্রমে শকুনি রণে করি 'মার, মার'।
হাজার চারিটি সেই অশ্বারোহীগণ
অচিরে পাণ্ডবগণ করিল নিধন।
তখন শকুনি হায় বুঝে মনে মনে,
পলাইয়া প্রাণ রাখা সঙ্গত এখনে।
ফিরিয়া শকুনি রণ করে আরবার,
মরি অশ্বারোহী রহে সাত শত তার।
তখন শকুনি যেয়ে কহে দুর্য্যোধনে,
"করিয়াছি জয় আমি অশ্বারোহীগণে,
রথীগণে তুমি এবে কর পরাজয়
তাহাতেই কার্য্যশেষ হইবে নিশ্চয়।"

হায়! দুর্য্যোধন, তাঁর ছিল শত ভাই
তেরো জন সুধু আছে, আর কেহ নাই;
বারো জন ভীম হাতে হত হ'ল তাঁর,
দুর্য্যোধন সুধু প্রাণে বাঁচিল এবার।
সুশর্ম্মা ত্যজিল প্রাণ অর্জ্জুনের বাণে,
উলূকেরে সহদেব বধিলেন প্রাণে;
উলূক শকুনি-পুত্র, তাই সে শকুনি
ধেয়ে আসে সহদেবে আক্রমিতে পুনঃ,
সহদেব অনায়াসে ধনু কাটে তাঁ'র
অসি, গদা, শক্তি সব করে চূরমার।
শকুনি তখন আর থাকিতে না পারি,
পলায়ন করি ধায় রণস্থল ছাড়ি।
সহদেব পিছু পিছু তাড়া তাঁ'রে করে,
জর জর দেহ তাঁর করে তীক্ষ্ণ শরে।
আক্রমিতে সহদেবে শকুনি তখন,
হাতে নিলা 'প্রাস' অস্ত্র করি প্রাণপণ।
সহদেব হাত সহ 'প্রাস' কাটে তাঁ'র,
সিংহনাদ করি তাঁরে 'ভল্ল' ছুড়ে আর,
মাথা কাটি প্রাণ তায় করিল বাহির;
এইরূপে দফা রফা হ'ল শকুনির।

একাদশ অক্ষৌহিণী কৌরবগণের,
একে একে প্রাণনাশ হ'ল সকলের;
দুর্য্যোধন, অশ্বত্থামা, কৃপাচার্য্য আর,
কৃতবর্ম্মা চারিজন অবশিষ্ট তার।
এদিকে পাণ্ডব পক্ষে যে যে সেনা আছে,
হাজার দুইটি রথী হ'বে তার মাঝে,
সহস্র পাঁচেক হ'বে অশ্বারোহী আর,
গজারোহী সাত শত তাহার মাঝার,
হাজার দশেক হ'বে পদাতিকগণ,
এরূপে পাণ্ডব সৈন্য দেখে অগণন।
ধৃষ্টদ্যুম্ন নিয়া এই যোদ্ধৃবল দলে.
নির্ভয়ে বিরাজ করে সেই রণস্থলে।
চারিদিক শূন্যময় হেরি দুর্য্যোধন,
অদূরে নির্জ্জন ভাবি হ্রদ দ্বৈপায়ন,

তাড়াতাড়ি পলাইয়া চলিলা তথায়
লুকাইতে জলে তার প্রাণের মায়ায় ;
হায়, হায়, মনে তাঁ'র পড়িল তখন,
আগেই বিদুর বলেছিল এ বচন।
সাত্যকির পাশ দিয়া চলিছে সঞ্জয়
দেখি ধৃষ্টদ্যুম্ন তাই সাত্যকিরে কয়,
"ওহে বীর, কর এই সঞ্জয়ে নিধন,
উহার জীবন-দানে কিবা প্রয়োজন ?"
সাত্যকি ধারাল খড়্গ হাতে তুলি নিলা
হেনকালে ব্যাসঋষি সেখানে আসিলা।
'অবধ্য দূতেরা তাই' ব্যাসের বচনে,
ছাড়ি দিলা দূত বলি সঞ্জয়ে তখনে।
প্রাণ পেয়ে তাড়াতাড়ি ধাইল সঞ্জয়,
পথে তা'র দুর্য্যোধন সাথে দেখা হয়,
রণক্ষেত্র হ'তে তাহা ক্রোশ দূর প্রায়,
লুকাইয়া দুর্য্যোধন আছেন তথায় ;
জলে চোখ ভরা তাঁ'র, কিছু নাহি হেরে,
চিনিলেন কণ্ঠস্বর শুনি সঞ্জয়েরে,
কহিলা সঞ্জয়ে "বলো, পিতা মহাশয়ে
লুকাইয়া এই হ্রদে আছি প্রাণ ভয়ে।"
এই বলি গদাহাতে হ্রদের মাঝার,
সুকৌশলে লুকাইলা, বুঝে সাধ্যকার।
সঞ্জয়ের মুখে তাই এসংবাদ পেয়ে
অশ্বত্থামা কৃতবর্ম্মা কৃপ আসে ধেয়ে ;
হ্রদতীরে দাঁড়াইয়া কহে দুর্য্যোধনে,
"উঠি এস মহারাজ, যুঝিব এখনে,
পাণ্ডবের সনে মোরা করিব যে রণ,
পরাজিত হ'বে ওরা নিশ্চয় এখন।"
কহিলেন দুর্য্যোধন, "একি ভাগ্য হায়,
আপনারা প্রাণে বেঁচে আছেন ধরায়।
অস্ত্রাঘাতে হায় আমি এবে জর্জ্জরিত ;
বহু সৈন্য পাণ্ডবের এখনো জীবিত ;
আজ রাত্রে বিশ্রামের মম প্রয়োজন,
নিশ্চয় করিব কাল সবে মিলি রণ।"
কহে অশ্বত্থামা তবে, "ওহে মহাবীর,
উঠি এস ত্বরা করি ছাড়ি হ্রদ-তীর,
করিতেছি আমি এই প্রতিজ্ঞা এখন
এ রাত্রেই বিনাশিব তব শত্রুগণ।"
কতিপয় ব্যাধ তথা ছিল সে সময়,
গুপ্ত থাকি শুনে এই কথা সমুদয়,
জানিত তাহারা, পাণ্ডবেরা দুর্য্যোধনে
খুঁজিতেছে বৃথা হায়, কত প্রাণপণে,
বিবাদের মূল যেই তাঁরে না পাইলে,
বিবাদ রহিয়া যাবে এ যুদ্ধ জিনিলে,
পাণ্ডবেরা খুঁজিয়াছে তাহাদেরো কাছে,
'কোথাও কি দুর্য্যোধনে তারা দেখিয়াছে ?'
পুরস্কার পাবে তা'রা তাই মনে গণি,
ভীমসেনে এ সংবাদ জানায় অমনি।
তুষিলা তাদেরে ভীম পুরস্কার দিয়া,
যুধিষ্ঠিরে এ সংবাদ কহিলেন গিয়া।
ঘোর কোলাহল করি পাণ্ডবের দল
অবিলম্বে হ্রদতীরে আসিল সকল।

তুমুল নিনাদ সেই শুনিয়া শ্রবণে
অশ্বত্থামা কৃপ কৃত কহে দুর্য্যোধনে,
"এই বুঝি আসিতেছে পাণ্ডব হেথায়
লুকাও হে মহারাজ, যাচিহে বিদায়।"
বিদায় তাঁদের দিয়া রাজা দুর্য্যোধন
হ্রদ-জলে মায়া করি লুকায় তখন।
চিন্তাকরে পাণ্ডবেরা আসিয়া তথায়,
'কি উপায়ে দুর্য্যোধনে বের করা যায়।'
অভিমানী ছিল জানি রাজা দুর্য্যোধন,
কহে তাঁরে যুধিষ্ঠির কর্কশ বচন,
"পাঠাইয়া সকলেরে যমের আলয়ে,
সঙ্গত কি লুকাইয়া থাকা প্রাণভয়ে?
এস বীর, ত্বরা উঠ, ত্যজি জলাশয়,
ভোগ কর রাজ্য, এই যুদ্ধ করি জয়।"
কহিলেন দুর্য্যোধন, "প্রাণ ভয়ে নয়,
বিশ্রামের তরে হেথা নিয়াছি আশ্রয়,
তোমরা ও ক্লান্ত, কর বিশ্রাম এখন,
বিশ্রামের পর দাও করিবারে রণ।"
কহিলেন যুধিষ্ঠির, "বিশ্রামের আর
নাহি কোন প্রয়োজন আমা সবাকার,
অতএব হ্রদ হ'তে উঠি কর রণ,
জয় করি রণ, রাজ্য করহ গ্রহণ;—
অথবা ত্যজিয়া প্রাণ সেই রণস্থলে
অনায়াসে বীরোচিত ধামে যাও চলে।"
কহিলেন দুর্য্যোধন, "মম ভ্রাতৃগণে
সকল বান্ধবসহ বধিয়াছ রণে,
যদিও তোমারে পারি করিবারে জয়,
তবু রাজ্য ভোগে আর বাঞ্ছা নাহি হয়;
ধন-জন-হীন রাজ্য ভোগ কর তুমি,
মৃগ চর্ম্ম পরি আমি যাব বনভূমি।"
কহে যুধিষ্ঠির, "এই মায়া কান্না দিয়া
গলাইতে না পারিবে আমার এ হিয়া;
রাজ্য দিতে তব আর কিবা অধিকার,
রণ জয় করি, রাজ্য নিব আপনার;
করিয়াছ আমাদের কত নির্য্যাতন,
যুদ্ধই তোমার পক্ষে কর্ত্তব্য এখন।"
হেন তিরস্কার বাণী শুনিয়া শ্রবণে,
জল হ'তে দুর্য্যোধন উঠিলা তখনে,
কহিলা, "আমার কোন অস্ত্র শস্ত্র নাই,
বর্ম্ম হীন আমি এবে একা এই ঠাঁই;
তোমাদের আছে সব, সকলে মিলিয়া
বধিতে আমারে পার সহজে ঘিরিয়া।
একে একে আস যদি ক্ষত্রিয়ের মত,
বুঝিব কাহার গায়ে শক্তি আছে কত?"
কহে যুধিষ্ঠির, "তব ইচ্ছা অনুসারে
বর্ম্ম, অস্ত্র নিয়া সাজ যুদ্ধ করিবারে;
যুদ্ধ কর আমাদের এক ভাই সনে,
তা'রে জিনিলেই রাজ্য পাইবে এখনে।"
দুর্য্যোধন বর্ম্ম তবে করে পরিধান,
মাথায় পরিল স্বর্ণময় শিরস্ত্রাণ,
চুল বাঁধি গদা হাতে কহিলা তখন,
"যার ইচ্ছা হয় কর মোর সনে রণ;—

গদাযুদ্ধ।

কুরুক্ষেত্র আসি সবে, স্থান করি স্থির,
দুই মত্ত হাতী যেন যুঝে দুই বীর।

পৃষ্ঠা ১৮১।

ন্যায়মতে যুদ্ধ করি তোমাদের কেহ
না পারিবে মোর সনে নাহিক সন্দেহ।”
যুধিষ্ঠিরে কৃষ্ণ তবে কহিলা তখন,
“কি সাহসে কহিলেন এরূপ বচন?
দুর্য্যোধন আপনার কথা অনুসারে
যুঝিতে ডাকিত যদি ভীম ছাড়া কা'রে,
আপনারা অন্য চারি ভাই তা'র সনে
না পারিলে, হ'ত কিবা দুর্দ্দশা তখনে?
এদিকে যদিও ভীম মহাবলবান,
গদাযুদ্ধে কৃতী নয় তাহার সমান;
যুদ্ধে সুধু বলশালী জিনিতে না পারে,
কৃতী জন অনায়াসে হারায় তাহারে।
বুঝি বিধি পাণ্ডবের অদৃষ্টে এবার
রাজ্য ভোগ লিখে নাই—বনবাস সার।”
গদা হাতে ভীম ধায় দুর্য্যোধন পানে
কঠোর বচন কহে যেন বাজে প্রাণে,
“নরাধম, করিয়াছ কত অত্যাচার,
আজ প্রতিশোধ তার লইব এবার;
তুই সুধু বাকি আজ, এই গদা মারি
দুরাচার প্রাণ তোর নিব আমি কাড়ি।”
কহিলেন দুর্য্যোধন, “বড়ায়ে কি কাজ?
যুদ্ধের মিটাব সাধ, এস যুদ্ধে আজ,
ন্যায়মতে গদাযুদ্ধে নিজে পুরন্দর
না পারে জিনিতে মোরে, তোর মোরে ডর?”
গদাযুদ্ধ আরম্ভ হইল দু'জনায়,
হেনকালে বলরাম আসিলা তথায়;
বহুতীর্থ পর্য্যটন করি তথা আসে,
উভয় শিষ্যের যুদ্ধ দেখিবার আশে।
দুর্য্যোধন আর ভীম এই দুইজনে
শিখাইলা বলরাম গদা সযতনে।
দরশন পেয়ে তাঁ'র দুর্য্যোধন আর
যুধিষ্ঠির উভয়ের আনন্দ অপার।
কহিলেন বলরাম, “কুরুক্ষেত্র ধাম
প্রাচীন, পবিত্র অতি, শ্রেষ্ঠ তীর্থস্থান,
তথায় মরিলে হ'বে স্বর্গলাভ, তাই
হউক তথায় যুদ্ধ, চল তথা যাই।”
কুরুক্ষেত্রে আসি সবে, স্থান করি স্থির,
দুই মত্ত হাতী যেন যুঝে দুই বীর।
ভয়ঙ্কর গদাযুদ্ধ বর্ণন না যায়,
স্তব্ধভাবে বসি সবে চেয়ে দেখে তায়।
দেবতা দানব আর গন্ধর্ব্ব সকল
বুঝিতে না পারে কিবা হ'বে শেষ ফল;
অদ্ভুত কৌশল করি গদাযুদ্ধ করে,
কতরূপ গতি তার না বুঝে অপরে;
অবপ্লুত, উপপ্লুত, প্রত্যাগতি, গতি,
আক্ষেপ, বিগ্রহ, অস্ত্র, উপন্যস্তগতি,
বিচিত্র, মণ্ডল, পরিবারণ, বঞ্চন,
প্রহার, অভিদ্রাবণ আর সাবর্ত্তন,
এইরূপ কত গতি দু'য়ে দেখাইলা,
নিপুণতা দুর্য্যোধন বেশী প্রকাশিলা,
করিলা ভীমের বক্ষে এমন প্রহার
নড়িতে অশক্ত ভীম হয় বেগে তা'র।

ভীম তারপরে করে আঘাত এমন
অচেতন হ'য়ে তায় পড়ে দুর্য্যোধন।
জ্ঞান লাভ দুর্য্যোধন করি তারপরে,
কপালে আঘাত করে ভীমে বেগভরে ;
দর দর ধারে রক্ত ছুটে সেই ঘায়,
অসামান্য বলে ভীম সহ্য করে তায়।
তারপর ভীমসেন করিলে আঘাত
ঘুরিয়া ঘুরিয়া পড়ে কৌরবের নাথ।
আঘাতিলে দুর্য্যোধন ভীম ঘুরে পড়ে,
কেহ না বুঝিতে পারে কি ঘটিবে পরে।
ঘোরনাদে গদাঘাত করে কুরুরায়,
ভীমের কঠিন বর্ম্ম ভেদ করে তায় ;
তাহে ধরাতলে হ'ল ভীমের পতন ;
আকাশে তুমুল রব উঠিল তখন।
মহাভয়ে ভীত হয় সকল পাণ্ডব,
বুঝে কৃষ্ণ ন্যায় যুদ্ধে জয় অসম্ভব।
ধনঞ্জয়ে কৃষ্ণ তবে দেন উপদেশ,
"অবৈধ উপায়ে কর দুর্য্যোধনে শেষ ;—
গিয়াছে সকল ওর প্রাণে নাই ভয়
ভয়ঙ্কর শত্রু হ'বে যদি বেঁচে রয়.
হেন শত্রু জনে বধ করিবে নিশ্চিত,
তুচ্ছ করা এরে কভু না হয় বিহিত।"
জানুতে আঘাত তাই করিলা অর্জ্জুন,
ইঙ্গিত বুঝিয়া নিলা ভীম সুনিপুণ
জানুতে আঘাত গদাযুদ্ধে বিধি নয়,
পণে ঠেকি বিধিভঙ্গে ভীম বাধ্য হয়।
আরবার যুদ্ধ হয় মহা ভয়ঙ্কর
কেহ কারে নাহি পারে উভয়ে সোসর ;
ক্লান্ত হ'য়ে কিছুকাল করিয়া বিশ্রাম
পুনরায় আরম্ভিল বিষম সংগ্রাম।
ভীম এক ফন্দি মনে করিয়া তখন
রণস্থলে কতক্ষণ রহে আনমন ;
সে সুযোগে দুর্য্যোধন আক্রমিলে তাঁরে,
দুর্য্যোধন প্রতি ভীম গদা ছুড়ে মারে ;
তড়িতের গতি ধেয়ে সে গদা এড়ায়,
ভীষণ আঘাত ভীমে করে পুনরায়।
আশ্চর্য্য হইয়া লোকে দেখিল চাহিয়া,
সে আঘাত সহে ভীম বেগ না পাইয়া ;
দেখি তাঁ'র হেন শান্ত ভাব দুর্য্যোধন
কি তাহার অভিসন্ধি ভাবে মনে মন ;
না করি আঘাত তাই তাঁরে পুনরায়
ফিরিলেন দুর্য্যোধন তখন ত্বরায়।
বিশ্রাম করিয়া ভীম, কিছু পরে তার
রোষে ছুটে দুর্য্যোধন প্রতি আরবার ;
এড়াইতে সে আঘাত দুর্য্যোধন বীর
লম্ফ দিয়া শূন্যে উঠে হইয়া অস্থির,
অমনি ভীমের সেই দারুণ আঘাত
দুই জানু ভাঙ্গি তাঁ'রে করে ভূমে পাত।
প্রতিশোধ নিতে ভীম তখনি ধাইলা,
বাম পদে দুর্য্যোধন-মাথে লাথি দিলা।
উচ্চৈঃস্বরে এই তাঁ'রে কহিলা তখন,
"বিদ্রূপ কতই করিয়াছ নরাধম,

সভামাঝে 'গরু, গরু' বলিয়াছ কত,
অপমান দ্রৌপদীর করিয়াছ যত ;
এখন অভাগা শাস্তি ভোগ কর তার।"
বলি পদাঘাত মাথে করে পুনর্ব্বার।
দুঃখিত হইয়া কহে যুধিষ্ঠির তাই,
"কি কর, কি কর, এবে ক্ষান্ত দাও ভাই,
রেখেছ প্রতিজ্ঞা তব ঠেকি যেন দায়ে,
না ভাবিয়া ভাল মন্দ যে কোন উপায়ে,
পদাঘাত করি এবে উপরে মাথার
সে পাপের ভার ভারী করিও না আর।
এ দশা দেখিয়া ওর বড় দুঃখ পাই,
এওতো মোদের ভাই, সন্দেহতো নাই।
ধার্ম্মিক তুমিও নিজে তবে কেন হায়,
পদাঘাত কর আর ইহার মাথায় ?"
দুর্য্যোধনে সম্বোধন করি পরে কয়,
"না করিও দুঃখ ভাই, এই দুঃসময়,
ভেবে দেখ দোষে তব ঘটেছে এ রণ,
স্বর্গে চলি তবু তুমি যাইবে এখন ;
কি আর অধিক কব, মোরা চিরকাল
বন্ধুশোকে মহাদুঃখে কাটাইব কাল ;"
বলিতে বলিতে নিজে ভাসে অশ্রুজলে ;
ভীমের অন্যায় রণে দুঃখিত সকলে।
বলরাম রাগে অন্ধ হইয়া তখন
তুলিল লাঙ্গল ভীমে করিতে নিধন।
প্রাণপণ চেষ্টা করি কৃষ্ণ তারপরে,
বলরাম-হাত হ'তে ভীমে ত্রাণ করে।
কিছুতেই রাগ তাঁ'র দূর নাহি হয়,
সম্বোধন করি কৃষ্ণে অবশেষে কয়,
"যত চেষ্টা কর কৃষ্ণ, ভীমের অন্যায়
মন হ'তে কোনমতে ঘুচিবেনা হায়।"
এইবলি বলরাম করিলা প্রস্থান,
আনন্দে ভীমের সবে করে জয়গান ;
"রণে আজ বধ করি দুষ্ট দুর্য্যোধনে
যে আনন্দ দিলে ভীম কহিব কেমনে ?
এ অতি মহৎ কাজ, কি কহিব আর
আনন্দের আমাদের নাহি পারাপার।"
তাহাদের সম্বোধিয়া কৃষ্ণ কহে এই,
"কি ফল বলিয়া মন্দ মৃতপ্রায় যেই ;
উহার এমন দশা হয়েছে এখন,
শত্রু কি মিত্রের মাঝে না যায় গণন।
লোভে যবে ন্যায্য রাজ্য না চাহিল দিতে,
তখনি উহারে মৃত ভাবিয়াছি চিতে ;
ভাগ্যে এতদিনে হ'ল দুষ্টের নিধন ;
চল যাই, এই স্থান ছাড়িয়া এখন।"
তবে দুই হাতে ভর দিয়া দুর্য্যোধন
মাথা তুলি কহে কৃষ্ণে কর্কশ বচন
"কংসের দাসের পুত্র, তব ছলনায়
যত বীর মোর পক্ষে মারা গেল হায় !
তোমারি কৌশলে আজ আমি মারা যাই,
অত্যন্ত নির্দ্দয় তুমি, লজ্জা তব নাই।"
উত্তরে কহিলা কৃষ্ণ দুষ্ট দুর্য্যোধনে,
"পাপ করিয়াছ বহু তুমি এ জীবনে,

পাপীকে পাপের ফল ভুগিতেই হয়,
তার ফল ভোগ তুমি করিছ নিশ্চয়।"
উত্তরিলা দুর্য্যোধন, "শুন কৃষ্ণ, বলি,
রাজার ঐশ্বর্য্য ভোগ করিনু সকলি,
যুদ্ধে মরি সবান্ধবে স্বর্গে আমি যাই,
শোকে মৃতপ্রায় হ'য়ে রহ এই ঠাঁই।"
তখন গন্ধর্ব্বগণ তুষ্ট দেখি রণ
আকাশ হইতে করে পুষ্প বরিষণ,
অপ্সরা বাজায় বাদ্য, গায় মধুস্বরে,
লজ্জিত পাণ্ডবগণ অন্যায় সমরে।
শিবিরে ফিরিল পরে পাণ্ডবের দল,
মহানন্দে সবে তথা করে কোলাহল।
শিবির বাহিরে করি লে নিশি যাপন,
কর্ত্তব্য করিতে হয় মঙ্গলাচরণ,
কৃষ্ণ উপদেশে তাই নিয়া সাত্যকিরে,
পাণ্ডবেরা পাঁচ ভাই রহে নদীতীরে।
অশ্বত্থামা, কৃপাচার্য্য কৃতবর্ম্মা আর
দূতমুখে পেয়ে উরুভঙ্গ সমাচার,
সত্বরে মিলিল আসি সেই রণস্থলে,
দেখিলা পড়িয়া রাজা আছেন ভূতলে;
দেখিয়া তাঁহার দশা বুক ফেটে যায়,
কত যে কাঁদিল তাঁরা কি বলিব হায়!
কহে শেষে দুর্য্যোধন তাঁহাদের ঠাঁই,
"শোক করে মোর তরে আর লাভ নাই,
প্রাণপণে আপনারা করেছেন রণ,
মোর ভাগ্যে হয় নাই শত্রুর নিধন;
নাহি দুঃখ জয়লাভ করি নাই রণে,
সবান্ধবে স্বর্গে যাব নিশ্চয় এখনে।"
এই বলি নিরবিলা রাজা দুর্য্যোধন,
অঝোরে ঝরিল অশ্রু বহি দু'নয়ন।
ক্রোধে ক্ষোভে অশ্বত্থামা কহে দুর্য্যোধনে,
"কুরুরাজ, অনুমতি দাও মোরে রণে,
প্রতিজ্ঞা করিনু আমি সাক্ষাতে তোমার,
সব শত্রুগণে আজ করিব সংহার।"
সন্তুষ্ট হইয়া তবে রাজা দুর্য্যোধন
সেনাপতি পদে তাঁ'রে করিলা বরণ।
তবে কৃপ অশ্বত্থামা কৃতবর্ম্মাবীর
ঘোর সিংহনাদ করি হইলা বাহির;
পড়িয়া রহিল একা রাজা দুর্য্যোধন
রণস্থলে ধরাতলে নিকটে মরণ।

সৌপ্তিকপর্ব্ব।

রণক্ষেত্রে পড়ে আছে রাজা দুর্য্যোধন,
তাঁ'র দুরবস্থা হায় না যায় বর্ণন।
কৃপাচার্য্য, অশ্বত্থমা কৃতবর্ম্মা আর
সুধু তিন যোদ্ধা বেঁচে আছে পক্ষে তাঁ'র;
কি করিতে পারে এই তিন জন লোকে
তাহারা ভাবিছে তাই সকাতর শোকে।
রথে চড়ি তিনজন করিছে ভ্রমণ,
মনে মনে পাণ্ডবের ভাবি পরাক্রম;
এখনো বাসনা করে শত্রুর সংহার,
খুঁজিয়া না পায় কোন উপায় তাহার।
পাণ্ডব শিবিরে তাঁ'রা চুপি চুপি যায়
সিংহনাদ শুনি তথা মহাভয় পায়,
ঘুড়িতে ঘুড়িতে গেল নিবিড় কাননে
কাতর হইয়া শ্রমে পড়ে তিনজনে;
ছাড়ি দিল ঘোড়াগুলি বিশ্রামের তরে,
সন্ধ্যা উপস্থিত দেখি সায়ং সন্ধ্যা করে।
বড় এক বট বৃক্ষ পাইয়া তথায়
বিশ্রাম করিল সবে তাহার তলায়।

অশ্বত্থমা মনোকষ্টে দুশ্চিন্তায় আর
জাগিয়া রহিল নিদ্রা নাহি হয় তাঁ'র।
কৃপ কৃতবর্ম্মা শীঘ্র ঘুমায়ে পড়িল
চারিদিকে অশ্বত্থমা চাহিতে লাগিল।
সে গাছের ডালে ডালে ছিল কাকপাখী
রাত্রে বাস করে তথা সুনিদ্রায় থাকি।
কোথা হ'তে আসি এক পেচক ভীষণ
একে একে কাকগুলি করিল নিধন,
মারিল সকলে, কারে বাকি না রাখিল,
অশ্বত্থমা ভাবে মোরে উপদেশ দিল;—
'এরূপে করিব আমি শত্রুর নিধন
নিঃসহায় যবে তা'রা ঘুমে অচেতন।'
কৃপাচার্য্য মাতুলেরে ডাকি কহে তবে,
"আমাদের কার্য্যোদ্ধার এভাবেই হ'বে।"
কৃপ আগে এ কথায় নাহি দিলা সায়,
অশ্বত্থমা ক্ষান্ত তবু না হইলা তায়,
'বধেছে পিতারে তাঁ'র আর দুর্য্যোধনে,
তা'দেরে করিবে বধ যে কোনও ক্রমে।'

অতি ক্রোধে এই কথা বলি বারম্বার,
ক্রমে আনে মাতুলেরে পথে আপনার।
কৃতবর্ম্মা অবশেষে হইলা সম্মত,
তাই তা'রা সেই পাপ কার্য্যে হয় রত।
পাণ্ডব শিবিরে সবে ঘুমে অচেতন,
হেনকালে উপনীত তথা তিনজন।
দেখে গিয়া তাঁ'রা সেই শিবিরের দ্বারে,
দাঁড়ায়ে পুরুষ এক ভীষণ আকারে;—
অনলের মত তাঁ'র দেহ সমুজ্জ্বল,
বুঝে তাঁ'রে হেন জন সংসারে বিরল।
অশ্বত্থমা তবু তায় ভয় নাহি পায়,
নানাবিধ অস্ত্র শস্ত্র ছুড়ে তাঁ'র গায়।
নিজে মহাদেব তিনি কেহ নন আর,
কি করিতে অশ্বত্থমা পারে অস্ত্রে তাঁ'র
সে পুরুষ একে একে গিলে সব তীর;
হইলা চিন্তিত তবে অশ্বত্থমা বীর।
মানুষের শক্তি হায় এখানে বিফল!
দেবতার দয়া হ'লে হ'তে পারে ফল।
মনে এই করি স্থির ভাবে মহাদেবে,
দেবের দেবতা তিনি তাঁ'রে সবে সেবে।
স্তব স্তুতি করে শিবে একমনে তায়
আগুনের কুণ্ড এক দেখিবারে পায়;
আসে ভূত অগণন দেখিতে ভীষণ
স্তবে ক্ষান্ত অশ্বত্থমা তবু নাহি হন।
শেষে তুষিবারে সেই দেব দেবতায়
আগুনে আহুতি দিলা আপনার কায়।

আশুতোষ তুষ্ট তায় তখনে হইলা
শিবিরের দ্বার ছাড়ি অনায়াসে দিলা,
খরতর খড়্গ এক দিলা তারে আর;
আপনি প্রবেশ আরো করে দেহে তার।
অশ্বত্থমা তাহে হ'ল শতগুণে বলী
দ্বারে রাখি দুইজনে মধ্যে গেলা চলি।
পলাইতে কেহ আর পথ নাহি পায়,
ধৃষ্টদ্যুম্ন গৃহ পানে প্রথমেই ধায়,
সেই বধিয়াছে হায়, পিতারে তাহার,
এমন নির্দ্দয় ভাবে কথা নাই তার!
নিদ্রা যায় ধৃষ্টদ্যুম্ন নির্ভয় হৃদয়,
অশ্বত্থমা পদাঘাতে নিদ্রাভঙ্গ হয়;
চুলে ধরি অশ্বত্থমা আছাড়িয়া তা'রে
গলা টিপি ধরি বুকে আরো লাথি মারে।
সে ভীষণ পদাঘাত অসহ কেমন
অতি কষ্টে ধৃষ্টদ্যুম্ন কহিল তখন,
"অস্ত্রাঘাতে শীঘ্র মোরে করহ সংহার।"
বৃথা হায়, পদাঘাতে নিলা প্রাণ তা'র।
ভীষণ চীৎকার শুনি ধৃষ্টদ্যুম্ন মুখে
উঠিল জাগিয়া চমকিয়া যত লোকে।
উঠে ঘোর কোলাহল, স্ত্রীলোকের রোল
ঘুম ঘোরে হয় তথা যত গণ্ডগোল,
বুঝিতে না পারে কেহ কোথা কি হইল
অসি হাতে অশ্বত্থমা সর্ব্বত্র ছুটিল;—
সাক্ষাৎ শমন যেন সে শিবিরে ধায়,
ঘুম ঘোরে নাহি বুঝে কে যুঝিবে হায়!

দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র সবে হ'ল হত,
একে একে বিনাশিলা তথা লোক যত;
কেবল রমনীগণে শুধু প্রাণে রাখে
বাদ নাহি দিলা আর অশ্বত্থমা কাকে।
আবার শিবির হ'ল নিস্তব্ধ নীরব,
রাত্রি প্রায় অবসান কার্য্য শেষ সব ;
অশ্বত্থমা এবে তাই বাহিরে আসিলা
কৃতবর্ম্মা কৃপাচার্য্যে সব জানাইলা।
দ্বারদেশে ছিল যবে তারা দুইজন
প্রাণে কেহ বাঁচে নাই করি পলায়ন।
এইরূপে নরহত্যা করি তিন বীর
কোলাহল করি নাচে উল্লাসে অধীর ;
করতালি দিয়া তা'রা প্রকাশে বাহিরে
কি কীর্ত্তি করেছে তা'রা রাত্রে এ শিবিরে।
বেঁচে আছে দুর্য্যোধন ভাবি তারপর
এ হেন সংবাদ দিতে চলিলা সত্বর।
কোথায় এখন হায় রাজা দুর্য্যোধন
রণভূমে পড়ে আছে নিকটে মরণ!
রক্ত বমি তাঁ'র মুখে হয় অবিরাম
ক্রমে ক্রমে লোপ তাঁ'র পাইতেছে জ্ঞান,
প্রাণ এই যায় যায় নাহি দেরি আর,
মাংস লোভে জন্তুগণ ঘিরি চারি ধার।
নিদারুণ যন্ত্রণায় করে ছট্ ফট্
কষ্টে তাড়াইছে জন্তু না আসে নিকট!
একাদশ অক্ষৌহিণী সেনা ছিল যাঁ'র
কার না বিদরে হিয়া দশা দেখি তাঁ'র ?

তাঁ'র মাংস লোভে আজ বন্য জন্তুগণ
চারিদিক ঘিরিয়াছে ওহো কি ভীষণ!
ভিজে তিন বীর হায় নয়নের জলে
তবু তাঁ'রে আশ্বাসিতে অশ্বত্থমা বলে,
"কুরুরাজ, জীবিত কি আছেন এখন,
জ্ঞান যদি থাকে করি এই নিবেদন,
আনন্দের এ সংবাদ শুনুন শ্রবণে
বধিয়াছি পাণ্ডবের বংশধরগণে,
বধিয়াছি সকলেরে পাণ্ডব শিবিরে,
সাতজন আছে মাত্র জীবিত শরীরে,
শ্রীকৃষ্ণ, সাত্যকি আর পাঁচটি পাণ্ডব
এ ভিন্ন নিহত আমি করিয়াছি সব ;
তাহাদের শিবিরেতে পশি রাত্রে আজ
তুষিবারে আপনারে করেছি এ কাজ।"
চক্ষু মেলি অতি কষ্টে কহে দুর্য্যোধন,
"ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ যাহা পারেনি কখন,
আজ বীর তুমি তাহা সহজে সাধিলে,
ইন্দ্রের সমান সুখী আমারে করিলে ;
স্বর্গে দেখা তব সনে হ'বে পুনরায়
হউক মঙ্গল তব, এখন বিদায়।"
বলিতে বলিতে তাঁ'র দেহ ছাড়ি প্রাণ
ইহলোক ছাড়ি স্বর্গে করিল প্রয়াণ।
কাঁদিয়া সঞ্জয় তবে গেলা হস্তিনায়
নিদারুণ এ সংবাদ দিতে হ'বে হায়!
সে দিন বলিতে কথা অস্থির হইলা,
ধৃতরাষ্ট্র-কক্ষে যেই প্রবেশ করিলা

দুই হাত তুলি বলি, 'হায় মহারাজ'
বিলাপ ধ্বনিতে বাড়ী পূর্ণ করে আজ।
তা'র মুখে শুনি সেই দারুণ সংবাদ,
সকল লোকের মনে হ'ল যে বিষাদ,
পিতা ধৃতরাষ্ট্র মাতা গান্ধারী আর
অবস্থা বর্ণিতে পারে শকতি কাহার?
কেহ মূর্চ্ছা গেল হায় পড়ি ধরাতলে,
হতবুদ্ধি হ'য়ে কেহ রহে সেই স্থলে,
কেহ কেহ হায় যেন হইল পাগল,
ছুটাছুটি চারিদিকে করিছে কেবল,
ঘোর ক্রন্দনের রোল উঠিল এমন,
পাষাণও গলিয়া যায় করিলে শ্রবণ।

শুনিয়া রাত্রির সেই ভীষণ ব্যাপার,
শোকে পাণ্ডবেরা সবে করে হাহাকার।
বিষণ্ণ নকুল হায়, পাঞ্চালেতে যায়,
দ্রৌপদীরে সঙ্গে করি আনিতে তথায়।
দ্রৌপদী আসিলে হায়, বহু বহুক্ষণ
কি শোকে কাটিল তাহা না যায় বর্ণন;—
কাঁদিতে কাঁদিতে ক্রোধে হইয়া অস্থির
কহিলা দ্রৌপদী, "ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির,
যে পামর পুত্রগণে বধেছে আমার,
আজ যদি সে পামরে না কর সংহার,
অনাহারে প্রাণ আমি ত্যজিব নিশ্চয়,
এ যাতনা প্রতিশোধ বিনা নাহি সয়।"
চেষ্টাকরে যুধিষ্ঠির শান্ত করিবারে,
কিছুতেই শান্ত তা'রে করিতে না পারে,
দ্রৌপদী কহিল পুনঃ, "শুন ধর্ম্মরাজ,
শুনিয়াছি মণি এক করিছে বিরাজ
মাথার উপরে তাঁ'র জনম অবধি,
আনিতে হইবে সেই মণি তাঁ'রে বধি
সে মণি পরায়ে আমি তোমার গলায়
কিঞ্চিৎ হইব শান্ত, কহিনু তোমায়।"
ভীমে সম্বোধন করি আরো কহে তবে,
"বধি অশ্বত্থমা, মণি আনিতেই হ'বে।"
দ্রৌপদীর কথা শুনি শোকে ভীম বীর
নকুলে সারথি করি হইলা বাহির,
খুঁজিবারে সে পামরে চলিলা অমনি
আনিতে তাঁহার সেই মস্তকের মণি!
যেই পথে অশ্বত্থমা চালিয়েছে রথ,
দেখিয়া চাকার দাগ চিনিল সে পথ।
চিন্তিত হইলা কৃষ্ণ ভীমের লাগিয়া,
অশ্বত্থমা বীরে ভীম যদি ভেটে গিয়া,
অশ্বত্থমা 'ব্রহ্মশিরা' যদি মারে তায়,
কি হইবে তবে হায়, ভীমের উপায়!
ব্রহ্মশিরা অস্ত্র দ্রোণ দিয়াছেন তাঁ'রে
হেন ভয়ঙ্কর অস্ত্র নাহি এ সংসারে;—
অশ্বত্থমা করেছিল সাহস এমন,
দিয়া 'ব্রহ্মশিরা' তাঁ'র নিতে 'সুদর্শন'।
যুধিষ্ঠির অর্জ্জুনেরে তাই কৃষ্ণ নিয়া,
ভীমের পশ্চাতে রথে গেলেন চলিয়া;
যদিও ভীমের সনে হ'ল দরশন,
ভীম কিন্তু কিছুতেই না মানে বারণ,

ছুটিয়া চলিয়া ভীম গঙ্গাতীরে যায়,
ব্যাসের নিকটে তাঁ'রে দেখিবারে পায়,
চীৎকার করিয়া তাই ডাকিলা অমনি,
"দাঁড়াও বামুন, তোরে দেখিব এখনি।"
গণিলেন অশ্বত্থমা বিষম বিপদ,
ভীম একা নহে হায়, একিরে আপদ ;
সঙ্গে আসিয়াছে কৃষ্ণ নিয়া অর্জ্জুনেরে,
আরো রাজা যুধিষ্ঠিরে, এ বিষম ফেরে
উপায় না দেখি আর, করি তাড়াতাড়ি
প্রাণ ভয়ে ব্রহ্মশিরা অস্ত্র দিল ছাড়ি,—
"পাণ্ডবের বংশনাশ হউক এবার"
উচ্চারিয়া এই বাণী ভীত কণ্ঠে তাঁ'র।
সর্ব্বনাশ হয় দেখি শ্রীকৃষ্ণ তখন
ছাড়িবারে দ্রোণ-দত্ত অস্ত্র পার্থে কন।
পার্থ তাই তাঁ'র সেই অস্ত্র দিল ছাড়ি
নিবারিতে অশ্বত্থমা-অস্ত্র তাড়াতাড়ি।
তেজোময় অস্ত্রদ্বয় অতীব উজ্জ্বল
একত্র জ্বলিল যেন প্রলয় অনল ;—
উল্কা, বজ্রপাত হয় হাজার হাজার
আকাশে ভীষণ রব উঠে বারম্বার,
মুহুর্মুহু ঘন ঘন ভূমিকম্প হয়,
আতঙ্ক হইল বুঝি সৃষ্টি হ'বে লয়।
নারদ ও ব্যাসদেব সৃষ্টিরক্ষা তরে,
দাঁড়াইলা আসি দুই অস্ত্রের ভিতরে ;
শান্তকরি উভয়েরে কহিলা তখন,
করিবারে উভয়ের অস্ত্র নিবারণ।

কহিলা অর্জ্জুন, "অস্ত্র করিনু ক্ষেপণ
অশ্বত্থমা-অস্ত্র আমি করিতে বারণ,
এখন আমার অস্ত্র যদ্যপি থামাই,
ওঁর অস্ত্রানলে মোরা পুড়ে হ'ব ছাই
অতএব সব দিক যাতে রক্ষা পায়
কৃপা করি করি দিন তাহার উপায়।"
এই বলি অনায়াসে থামাইয়া বাণ,
নিজের সাধুতা পার্থ করিল প্রমাণ ;
সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয় না হয় যে জন,
হেন অস্ত্র যদি সেই করে নিবারণ,
তখনই সেই অস্ত্রে কাটে মাথা তা'র
ইহাতেই পরিচয় সাধুতার তাঁ'র।
অক্ষম হইয়া নিজ অস্ত্র নিবারণে,
অশ্বত্থমা মুনিগণে কহিল তখনে,
"না পারিনু অস্ত্র আমি নিবারিতে হায়,
ছাড়িনু ভীমের ভয়ে, এখন উপায় ;
করেছি অন্যায় কাজ রেগে অতিশয়
করিবে পাণ্ডবে নাশ এ অস্ত্র নিশ্চয়।"
কহে বেদব্যাস তায়, "এ বড় অন্যায়,
অনায়াসে তা'র অস্ত্র অর্জ্জুন থামায়,
কেন ইচ্ছা কর তুমি পাণ্ডবে অহিত,
তোমার তা'দের হিত করাই উচিত ;
করিবে তা'দের রক্ষা, দিবে তব মণি
ইহাই কর্ত্তব্য তব, দেখ মনে গণি।"
অশ্বত্থমা কহে, "দেব, মম এই মণি,
কৌরবের ধন রত্ন যাহে তুচ্ছ গণি,

ছাড়িতে না পারি কভু, তবু আপনার
কথায় উপেক্ষা করা অসাধ্য আমার,
অস্ত্রে মম উত্তরার ছেলে পাবে নাশ
মণি রাখিবার আর নাহি করি আশ।”
কহিলেন কৃষ্ণ, “তব এ কঠোর বাণী
ফলিবেনা, কি যে হ'বে তাহা আমি জানি
জনমিলে মৃতছেলে বধূ উত্তরার
করিব তাহার পুনঃ জীবন-সঞ্চার ;
রাজত্ব করিবে সেই ষাট সংবৎসর,
রাজা যুধিষ্ঠির রাজ্য ছাড়ি গেলে পর।
সত্য আর তপস্যায় কি অপূর্ব্ব ফল
লাভ করে মানবেরা এই ধরাতল,
এই দেখাইনু আমি তোমারে এবার,
তোমার অন্যায়ে নষ্ট সদ্‌গতি তোমার।
বালকে করিতে বধ নহ সঙ্কুচিত,
চিরকাল রবে তুমি ব্যাধিতে পীড়িত
লোকালয়ে বাস তব হ'বে না কখন
ঘোর বনে চিরদিন করিবে ভ্রমণ।”
ব্যাসদেব একথায় নিজে দিলা সায়,
হইলেন অশ্বত্থমা মর্ম্মাহত তায়।
মণি দিয়া মণিহীন ফণীর মতন,
ক্ষুণ্ণ মনে অশ্বত্থমা চলি গেলা বন।

ক্লেশে উপবাসে আছে দ্রৌপদী যথায়
মণি নিয়া সবে মিলি চলিলা তথায়
তোষে তা'রে ভীমসেন দিয়া সেই মণি
যুধিষ্ঠিরে দিলা কৃষ্ণা সে মণি অমনি
গুরুপুত্র-মণি বলি মাথে দিয়া তাঁ'র
কিছু শান্তি পায় কৃষ্ণা সে দুঃখ মাঝার।

স্ত্রীপর্ব্ব।

কুরুক্ষেত্র রণ
হ'ল দিন অষ্টাদশ, অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী
সেনা গেল শমন-ভবন,
শোকের সাগরে ভাসে যত জনগণ।

সব দেশ ভরি
পতি পুত্র হীনা নারী হারাইয়া বন্ধু কেহ
শোকে আর্ত্তনাদ করে মরি
হেন দশা হইয়াছে হায় হরি! হরি!

পুত্রশোক হায়,
কি ভীষণ নিদারুণ, তাহে শত পুত্র শোক,
ধৃতরাষ্ট্র কিযে কষ্ট পায়,
বলিতে শকতি কারো নাহি এ ধরায়।

বুঝাইলা ব্যাস
ছিল তব পুত্রগণ অতিশয় দুরাচার
তাহাতে ঘটেছে সর্ব্বনাশ
পাণ্ডবে দিওনা দোষ, ছাড় এ প্রয়াস।

ব্যাস ও বিদুর
কত বুঝাইলা তা'রে সব হায় অনর্থক,
কে করিতে পারে শোক দূর?
পাষাণ হৃদয় শোকে ভেঙ্গে করে চূর।

তবু মাঝে তার,
যত কাজ এ সংসারে করিতে হতেছে সব,
এমনি বিধান বিধাতার
হায় বিধি চমৎকার বিধান তোমার!

বিদুর সঞ্জয়
বুঝাইলা ধৃতরাষ্ট্রে হইলেও কষ্ট হায়,
বাধা যেন কর্ত্তব্যে না হয়
কিছু শান্ত ক্রমে তাই ধৃতরাষ্ট্র হয়।

শ্রাদ্ধ ও তর্পণ
করিতে হইবে এবে, শোকে ভাসিয়াও তাই
করিলা তাহার আয়োজন
ধৃতরাষ্ট্র কোন মতে স্থির করি মন।

রণক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে শ্রাদ্ধের কারণ
কাঁদি চলে অন্ধরাজ নিয়া পরিজন ;
বিধবার বেশে কুলবধূগণে হায়
দেখি শোকাকুল সবে কাঁদিল ধরায়।
পাণ্ডবেরা চলিলেন কৃষ্ণে সঙ্গে নিয়া
ধৃতরাষ্ট্র সাথে পথে দেখা হ'ল গিয়া।
পাণ্ডবে দেখিয়া শোক বাড়িল ভীষণ
অঝোরে কাঁদিল তাই কুরুবধূগণ।
একে একে পাণ্ডবেরা ধৃতরাষ্ট্র পায়
প্রণমিয়া দিতেছিল পরিচয় তাঁয়।
যুধিষ্ঠিরে ধৃতরাষ্ট্র করি আলিঙ্গন
ক্ষুণ্ন মনে কহি স্বধু দু'এক বচন,
"ভীম কোথা" জিজ্ঞাসিলা এইরূপ ভাবে,
সকলে তাঁহার মন বুঝি নিলা ভাবে।
পূর্ব্বেই তা' বুঝেছিলা কৃষ্ণ মহামতি,
ভীমে পেলে ছাড়িবেনা অন্ধ নরপতি।
তাই লোহা দিয়া এক ভীম গড়াইয়া
আসিয়াছিলেন সেই ভীমে সঙ্গে নিয়া ;
অন্ধ নরপতি যেই ভীমেরে খুজিলা
লোহার ভীমেরে কৃষ্ণ আনি তাঁ'রে দিলা।
আলিঙ্গন ছলে তা'রে অন্ধ নরমণি
চূর্ণ করি ফেলিলেন শকতি এমনি !
লক্ষ হাতী সম বল দেহে আছে তাঁ'র
লৌহ ভীম চূর্ণ করা তাঁ'র কাছে ছার !
আসল ভীমেরে পেলে কিযে হ'ত হায়,
অনুমানে বুঝ তাহা, বলা নাহি যায় !
এত পরিশ্রমে তবু হইলা দুর্ব্বল
বমন করিলা রক্ত পড়ি ধরাতল।
ভীম মারাগেছে ভাবি রাগ গেল চলি,
কাঁদিলেন অন্ধ রাজ 'হা ভীম' এ বলি।
কৃষ্ণ কহিলেন তবে, "বৃদ্ধ মহারাজ,
শোক করিবার আর নাহি কোন কাজ ;
লোহার ভীমটি হেথা চূর্ণ হইয়াছে,
আসল যে ভীম সে তো বাঁচিয়াই আছে।
তবু বলি এ কথাটি দেখ ভাবি মনে
কতই করিনু চেষ্টা কত প্রাণপণে
বারণ করিতে রণ, হ'লনা বারণ
কিছুতেই আপনার যত পুত্রগণ।
মৃত্যু তার ফলে এবে ঘটেছে সবার
ভীমের তাহাতে কোথা দোষ আছে আর !
বৃথা সেই ভীমে নাশ করা কি উচিত ?
আপনার এই চেষ্টা কভু কি বিহিত ?
ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন কৃষ্ণের কথায়,
"সত্য তব কথা কৃষ্ণ নাহি ভুল তায়,
অতি শোকে বুদ্ধি মোর পাইয়াছে নাশ
তাই করিয়াছি আমি এহেন প্রয়াস।"
এই বলি ধৃতরাষ্ট্র করি আলিঙ্গন
কহিলা পাণ্ডবগণে আশীষ বচন।
ছিলেন গান্ধারী ধর্ম্মশীলা অতিশয়,
তাঁ'র তরে পাণ্ডবের ছিল বেশী ভয় ;
জীবনে গান্ধারী কোন পাপ নাহি করে
অধর্ম্মের কথা তাঁ'র মুখে নাহি সরে।

স্বামী অন্ধ বলি, তিনি বিবাহের পর,
রাখিলেন চক্ষু বাঁধি এ জীবন ভর,
আশীর্ব্বাদ দুর্য্যোধন যাচিলা যখনে
জননীর কাছে, যেতে কুরুক্ষেত্র রণে,
তখনো গান্ধারী দেবী হইয়া জননী
পুত্রের হউক জয় বলেনা কখনি,
কহিলা গান্ধারী, 'হোক ধরমের জয়'
হেন ধর্ম্মশীলা বলি পাণ্ডবের ভয়।
শত পুত্র শোকে তাঁ'র মন ক্রোধে জ্বলে,
শাপ দিতে পারে তাই পাণ্ডব সকলে;
এই ভয়ে বেদব্যাস কহিলেন তা'রে,
"এ সময়ে কোন্ কথা বলি মা তোমারে
তুমিই বলেছ হোক ধরমের জয়,
সত্য তব বাণী, তাই ঘটেছে নিশ্চয়,
যেই ক্ষমা আছে তব হৃদে অতুলন
তা' যে ধর্ম্ম নিজে তুমি জান বিলক্ষণ
যে ক্রোধ বিরাজে আজ অন্তরে তোমার
তাহা যে অধর্ম্ম ইহা জেন মাগো সার
কি বুঝাব, তোমাকে কি বুঝাইতে হয়?
অধর্ম্ম ধর্ম্মেরে যেন নাহি করে জয়।"
গান্ধারী কহিলা তবে, "ওহে ভগবন্,
পাণ্ডবের নাশ আমি না চাহি কখন,
তাহাদের প্রতি মোর কোন ক্রোধ নাই,
মেরেছে অন্যায় যুদ্ধে দুর্য্যোধনে, তাই
সহিতে না পারি আমি ভীমের একাজ,
ধৈর্য্যহীন তাই হায় এ হৃদয় আজ।"

ভীম আসি পড়িলেন গান্ধারীর পায়,
সবিনয়ে ভয়ে ভয়ে কহিলেন তাঁয়,
"অপরাধ হইয়াছে জননি, আমার,
ক্ষমা কর মোরে, ভাবি দেখ একবার,
অনিষ্ট মোদের তব পুত্রেরা করিল,
সেই হেতু তা'রা সবে এ ভাবে মজিল।"
গান্ধারী কহিলা, "মোরা অন্ধ দুইজন,
একটিও পুত্র নাই অন্ধের নয়ন,
অল্প দোষে দোষী দেখি হেন কোন জনে,
না বধিয়া যদি তা'রে রাখিতে জীবনে,
শত পুত্র মাঝে হ'ত সে নয়ন-মণি
এখন তুমিই বাপ, অন্ধের বাছনি!"
কাছে আসি যুধিষ্ঠির কহে যোড়করে,
"ঘটিয়াছে এ অনর্থ দেবি মোর তরে,
সকল দুঃখের তব মূলে আমি হায়,
নরাধম আমি, শাপ দাও মা, আমায়।"
গান্ধারী নীরবে রহে করিয়া শ্রবণ
দীর্ঘশ্বাসে প্রকাশিলা মনের বেদন।
প্রণমিলা যুধিষ্ঠির গান্ধারীর পায়,
গান্ধারী বাঁধন ফাঁকে নখ দেখে তায়,
দৃষ্টিমাত্র নখগুলি মরিল অমনি
কুনখী হইলা তায় ধর্ম্মনরমণি।
অর্জ্জুন, নকুল আর সহদেব তায়
গান্ধারীর কাছে ভয়ে যেতে নাহি চায়।
ডাকিলা গান্ধারী তবে তাহাদেরে কাছে
স্নেহের সহিত কথা কহিলেন পাছে।

গান্ধারীর অনুমতি লইয়া পাণ্ডবগণ
মাতার নিকটে তবে যায়,
অস্ত্রাঘাতে জড় জড় তাঁদের শরীর দেখি
মহাদুঃখ কুন্তীদেবী পায়,
দ্রৌপদীরে পুত্রহীনা দেখিয়া নিতান্ত দীনা
মনে আরো কষ্ট উপজিল
তথাপি রোদন ছাড়ি পুত্র বধূ দ্রৌপদীরে
নানা মতে শান্ত্বনা করিল।

রণস্থলে চলি সবে গেলা তারপর,
যত মৃতদেহ দেখি কাঁদিল বিস্তর;
গান্ধারী বিলাপ করি কৃষ্ণে কহে কত,
"তব উপেক্ষায় হ'ল কৌরবেরা হত,
হ'বে তব বংশ নাশ, দিনু এই শাপ।"
কৃষ্ণ প্রবোধিলা সবে শাপে নাহি তাপ।
তবে বহুমূল্য কাষ্ঠ, ঘৃত ও চন্দনে
চিতা করি সাজাইলা যত শবগণে,
আগুনে পোড়ায়ে দেহ যতনে সবার
সকলে গঙ্গায় গেলা স্নান করিবার;
স্নান করি সবে মিলি দেয় জলাঞ্জলি,
পুরুষের সঙ্গে যত রমণীমণ্ডলী।

গঙ্গার প্রশস্ত ঘাটে শোভে নারী নর,
মলিন সবার মুখ, বিষণ্ণ অন্তর।
শোকে বুক ফাটি যায়, তবু সর্ব্বজন
মৃতের কল্যাণে করে বিহিত তর্পণ।
কাঁদি কুন্তী কহে তবে পুত্রগণ ঠাঁই,
"জল দিও কর্ণে, তোমাদের জ্যেষ্ঠ ভাই।"
নিদারুণ হেন বাণী শুনি যুধিষ্ঠির
না পারে করিতে আর নিজ চিত্ত স্থির,
দীর্ঘশ্বাস ফেলি কহে জননীর ঠাঁই,
"এ কথা গোপন করি ভাল কর নাই,
না জানিয়া বধিয়াছি জ্যেষ্ঠ সহোদরে,
এখন ভাবিয়া হায় পরাণ বিদরে
করিনু শত্রুতা এত কাল যাঁ'র সনে,
বধিনু যাঁহারে হায় ঘোরতর রণে,
যদি আগে জানিতাম তিনি জ্যেষ্ঠ ভাই,
যুদ্ধ করি কুলক্ষয়ে তবে কি গো যাই!"
পাণ্ডবেরা তারপর বিষাদিত মনে,
কর্ণের ভার্য্যায় তথা আনে সযতনে,
বিধি মতে তাঁ'র তরে জলাঞ্জলি দিলা,
সবে মিলি ভাগীরথী হইতে উঠিলা।

শান্তিপর্ব্ব।

যদবধি যুধিষ্ঠির শুনে সমাচার,
কর্ণ আর কেহ নয় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা তা'র
তাঁহারে করেছে বধ রাজ্যের কারণে,
হইলেন অনুতাপে দগ্ধ মনে মনে।
যে রাজ্যের লোভে লোকে করে হেন কাজ,
জনমিল ঘৃণা তায়, নাহি তাহে কাজ,
কহিলা ডাকিয়া তিনি যত ভ্রাতাগণে,
"রাজ্যে মোর কাজ নাই যাব আমি বনে,
করিব কঠোর তপ তপোবনে গিয়া,
সত্বর যাইব ভাই, এ রাজ্য ছাড়িয়া।"
শুনিয়া এ কথা সবে করে হায় হায়,
আকাশ ভাঙ্গিয়া যেন পড়িল মাথায়!
যে রাজ্যের তরে হায় এত রক্তপাত,
যার জন্য এত ক্লেশ, এত প্রাণপাত,
সে রাজ্য পাইয়া হাতে কে ঠেলিতে চায়,
এত অবহেলা তায়, একি হল দায়!
তপোবনে বাস যদি ছিলই মনন,
এত কাণ্ডে তবে কিবা ছিল প্রয়োজন ?
কি প্রশংসা হ'বে এবে এ রাজ্য ছাড়িলে,
করা যায় ধর্ম্ম কর্ম্ম রাজত্ব করিলে,
ইচ্ছামত যজ্ঞদান করহ এখন,
এত ক্লেশ করি রাজ্য ছাড়ে কোন জন ?
ভ্রাতাগণ সবে মিলি দ্রৌপদী সুন্দরী
বুঝাইলা ধর্ম্মরাজে কতমত করি,
কিছুতেই যুধিষ্ঠির শান্ত নাহি হন,
ব্যাসদেবে সবিনয়ে শেষে তিনি কন,
"ভগবন্, কহ মোরে করিয়া বিস্তার,
শুনিতে ধর্ম্মের কথা বাসনা আমার,
রাজ্য আর ধর্ম্ম এই উভয় বিষয়
একত্র পালন করা সম্ভব কি হয় ?
ধর্ম্মের প্রকৃত তত্ত্ব না পারি বুঝিতে,
ব্যাকুল হয়েছি আমি চাই তা' বুঝিতে।"
ব্যাস কহিলেন তাঁ'রে, "শুন, বাছাধন.
ধর্ম্ম-তত্ত্ব যদি তব শুনিতে মনন,
কুরুকুল পিতামহ ভীষ্মদেব আছে
ত্বরায় চলিয়া বাছা, যাও তাঁ'র কাছে,
ধর্ম্মবিদ তাঁ'র তুল্য আর নাহি কেহ,
যাও শীঘ্র, ত্যাগ তিনি না করিতে দেহ,
কহিবেন ধর্ম্ম-তত্ত্ব তিনি সুমধুর,
সকল সন্দেহ তব হ'য়ে যা'বে দূর।"
কৃষ্ণ কহে, "ব্যাসের এ উপদেশ মানি
অতি শোক নাহি করে তব সম জ্ঞানী।"
ব্যাস উপদেশে আর কৃষ্ণের কথায়,
ভীষ্ম-মুখে ধর্ম্ম-তত্ত্ব শুনিবে আশায়,
কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত তবে হ'য়ে যুধিষ্ঠির
হস্তিনা নগরে যেতে করিলেন স্থির।
আনি শ্বেতবর্ণ রথ অতি মনোহর,
যোজি ষোল শ্বেত বৃষ সজ্জিত সুন্দর

যুধিষ্ঠিরে বসাইলা তাহার উপরে
অর্জ্জুন উপরে তাঁ'র শ্বেত ছত্র ধরে,
নকুল ও সহদেব নিয়া কুতূহলে
ঢুলায় সুন্দর শুভ্র চামর যুগলে,
সারথি হইল ভীম বল্গা ধরি তার
চলিল হস্তিনাপুরে আনন্দে অপার।
শ্বেত রথে চড়ি কৃষ্ণ চলিলেন সাথে
আর সব কেহ রথে কেহ শিবিকাতে ;
উপযুক্ত যানে চড়ি সঙ্গে চলে সব
উঠিল হস্তিনাপুরে জয় জয় রব।
নগরবাসীর হ'ল আনন্দ অপার
সাজাইল রাজ পথ আলয় সবার
তোরণ সাজায় পথে করি কোলাহল,
জয়গীতে বাদ্য রবে পূরিল সকল।
শঙ্খরব উলুধ্বনি মুহুর্মুহু হয় ;
আশীর্ব্বাদ করে যত দ্বিজ সমুদয়।
এমন আনন্দ হ'ল কি বলিব তার
তুলনা কি দিব নাহি তুলনা তাহার।
এমন সময় হায় ভিক্ষুকের বেশে
চার্ব্বাক রাক্ষস এক সেই স্থানে এসে
কহে যুধিষ্ঠিরে সেই দ্বিজবেশ ধরি,
"জ্ঞাতি বধ করিয়াছ রাজ্যলোভে পড়ি,
'তুমি অতি দুরাশয়' কহে দ্বিজগণ
তোমার কর্ত্তব্য নয় জীবন ধারণ।"
ছদ্মবেশী রক্ষঃ এই কহে উচ্চৈঃস্বরে,
ব্রাহ্মণগণের রোষে কথা নাহি সরে।
অকস্মাৎ কহিলেন তবে যুধিষ্ঠির,
"জীবন ত্যজিব আমি করিয়াছি স্থির
মন্দ বলিবার আর নাহি প্রয়োজন
যথার্থ এ কথা যাহা বলিল ব্রাহ্মণ।"
তখন হইয়া ব্যস্ত যত দ্বিজগণ
কহিলা, "কল্যাণ তব হউক রাজন্,
এই দ্বিজ ছদ্মবেশী প্রকৃত রাক্ষস
কৌরবের বন্ধু ছিল, তাই এসাহস
আপনারে গালাগালি দিল দুষ্ট বলি,
আশীর্ব্বাদ ছাড়া মোরা কিছুই না বলি।
নাহি ভয় আপনার, আশীর্ব্বাদ আজ
চিরজীবী হও তুমি ওহে ধর্ম্মরাজ।"
এই বলি ক্রোধে চাহে রাক্ষসের পানে
দুরাত্মা অমনি হায় মারা গেল প্রাণে।
যথাবিধি অভিষেক হ'ল পরে তাঁ'র
বাঁটি দিলা রাজ কাজ উপযুক্তে ভার ;
যুবরাজ পদে ভীম হ'ল নিয়োজিত,
মন্ত্রী পদে বিদুরেরে করে মনোনীত,
অর্জ্জুনের হাতে দুষ্ট শত্রুর শাসন,
ধৌম্যের উপর ভার দেবতা সেবন,
নকুলের প্রতি সৈন্য দর্শনের ভার,
দেব রক্ষা সহদেব করিবেন আর।
সকলে আদেশ এই দিলা ধর্ম্মরাজ,
"ধৃতরাষ্ট্র আজ্ঞামত করিবেক কাজ।"
তারপরে ধর্ম্মতত্ত্ব শুনিবার তরে
চলিলা সকলে মিলি ভীষ্মের গোচরে।

শর-শয্যা ভীষ্মদেব করিলে আশ্রয়
'ইচ্ছা-মৃত্যু' বলি তাঁ'র মৃত্যু নাহি হয়।
উত্তরে যখন সূর্য্য করিবে গমন
তখন হইবে শুভদিন শুভক্ষণ।
সে সময়ে দেহ ত্যাগ করিবে ভাবিয়া
শর-শয্যা 'পরে আছে যোগে মন দিয়া।
যুধিষ্ঠির চলে রথে করি আরোহণ,
অনুজেরা সাথে সবে চলিল তখন ;
চলে কৃষ্ণ সাত্যকিরে সঙ্গে নিয়া তাঁ'র,
চলিল সঞ্জয়, বৃদ্ধ কৃপাচার্য্য আর
সাথে সাথে চলে আরো পুরবাসিগণ,
কুরুক্ষেত্রে উপনীত হয় সর্ব্বজন,
অবাক্ হইয়া সবে দেখিলা চাহিয়া
মুনি ঋষিগণ আছে ভীষ্মেরে ঘিরিয়া।
শর-শয্যা স্থান দেখে অতি মনোরম,
অপূর্ব্ব তাহার শোভা না যায় বর্ণন।
দূরে রথ রাখি নামি পদব্রজে চলে
ভীষ্মের নিকটে গেলা তখন সকলে।
বিনয়ে কহেন কৃষ্ণ ভীষ্ম সন্নিধান,
"জগতে মহৎ নাহি তোমার সমান;
কুরুকুল পিতামহ তুমি মহাশয়,
ধর্ম্মতত্ত্ব জান তুমি নাহিক সংশয়।
শোকে রাজা যুধিষ্ঠির নিতান্ত কাতর
দয়া করি উপদেশ দাও সুধীবর।
তাহাতে তাঁহার শান্তি হইবেক চিতে
তব ঠাঁই আসিয়াছে উপদেশ নিতে।"
লজ্জা হেতু যুধিষ্ঠির সম্মুখে না যায়,
সুমিষ্ট বচনে ভীষ্ম শান্ত করে তায়,
"লজ্জার তোমার কোন না দেখি কারণ
ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম তুমি করেছ পালন।"
যুধিষ্ঠির তবে ভীষ্ম চরণে পড়িলা
ভক্তিভাবে পদধূলি মাথে তুলি দিলা।
মস্তক আঘ্রাণ ভীষ্ম করিল তাঁহার,
তারপরে এই তাঁ'রে কহে পুনর্ব্বার,
"মন খুলি কহ কথা নাহি কোন ভয়
উত্তরে ঘুচাব আমি তোমার সংশয়।"
তখন শ্রীকৃষ্ণ ভীষ্মে করি বরদান,
জ্বালা ও যন্ত্রণা তাঁ'র করে অবসান।
কৃষ্ণের কৃপায় কোন ক্লেশ না রহিল।
যুধিষ্ঠিরে বহুদিন উপদেশ দিল,
অমূল্য সে উপদেশ অতি সুবিস্তার,
জানিলে হইবে তত্ত্ব-জ্ঞানের সঞ্চার।
ভীষ্মের সমান লোক নাই পৃথিবীতে,
আর কার সাধ্য হেন উপদেশ দিতে।
নারদ বলিয়াছিলা যুধিষ্ঠিরে তাই,
ভীষ্মের মতন ধর্ম্মবিদ্ কেহ নাই।
যত দিন ধরাধামে ভীষ্মদেব আছে
শুনি লও ধর্ম্ম-তত্ত্ব যত তাঁ'র কাছে।

অনুশাসনপর্ব্ব।

অপূর্ব্ব ধর্ম্মের তত্ত্ব বহুদিন ধরি,
শুনাইলা যুধিষ্ঠিরে ভীষ্ম কৃপা করি।
তবে যুধিষ্ঠির কহে ভীষ্মের গোচরে,
"অজ্ঞান হইয়া যদি পাপ কেহ করে
বুদ্ধিমান শোক নাহি কভু করে তায়
জ্ঞানী যদি পাপ করে তাঁ'র কি উপায়?
কি উপায়ে শান্তিলাভ করিতে সে পারে
কহ পিতামহ, তাহা বুঝায়ে আমারে।"
তাই ভীষ্ম করে পুন উপদেশ দান
কহিলেন নানা তথ্য নানা উপাখ্যান,
'ধর্ম্মশাস্ত্র' 'দান বিধি' আদি সমুদয়
কহি দূর করে তাঁ'র সকল সংশয়।
মহামতি ভীষ্ম শেষে হইলে নীরব,
ছবির মতন স্তব্ধ হ'য়ে রহে সব।
তারপর পায় তাঁ'র লইয়া বিদায়
হস্তিনায় মহারাজ যুধিষ্ঠির যায়।
সূর্য্য করিবেন যবে উত্তরে গমন
ভীষ্ম কহিলেন তাঁ'রে আসিতে তখন।

মাঘমাসে শুক্লপক্ষ হইলে উদয়,
যুধিষ্ঠির ভাবিলেন 'এইতো সময়।'
নিয়া সঙ্গে পুরোহিত আর পুরজন
গন্ধদ্রব্য ঘৃত আর রতন কাঞ্চন,
লইয়া চন্দন সঙ্গে পট্টবস্ত্র আর
কুরুক্ষেত্রে যাত্রা করি গেলা পুনর্ব্বার।
তথা গিয়া শর-শয্যা দেখিলা সকলে
নারদাদি ঋষি তথা বসি কুতূহলে,
নানা রাজগণ আছে ঘিরি চারিধারে;
ভীষ্মের চরণে পড়ি প্রণমিলা তাঁ'রে।
যুধিষ্ঠিরে হেরি ভীষ্ম আনন্দে তখন
কহে, "বাছা, শেষকাল আমার এখন,
কাটাইনু এ শয্যায় দুই মাস প্রায়,
এবে মাঘ শুক্লপক্ষ শুভকাল হায়।"
কহিলেন ধৃতরাষ্ট্রে করি সম্বোধন,
"জান তুমি ধর্ম্ম-তত্ত্ব, শোক অকারণ,
না করিও শোক তাই, এখন তোমার
বহিতে হইবে এই পাণ্ডবের ভার।"
শ্রীকৃষ্ণে কহিলা ভীষ্ম করিয়া বিনয়,
"দেহত্যাগ করি যেন স্বর্গ লাভ হয়।"
শেষে কহিলেন তিনি সকলের ঠাঁই,
"সত্যের মতন বল পৃথিবীতে নাই,

তোমাদের বুদ্ধি যেন থাকে সত্য ধরে,
হেন সত্য পরিত্যাগ কখনো না করে।
অনুমতি এইবার কর সর্ব্বজন,
এই দেহ ত্যাগ আমি করিব এখন।"
যোগে তাই মৌনী হয় দেহত্যাগ তরে,
শরীর হইতে তাঁ'র শর গেল সরে,
ক্রমে ক্রমে সব শর হইল বাহির,
ক্ষত শুকাইল হ'ল অক্ষত শরীর।
তখন উজ্জ্বল আত্মা মাথা হ'তে তাঁ'র
উঠিল স্বর্গের দিকে অপূর্ব্ব ব্যাপার!
দেবতারা করে সবে পুষ্প বরিষণ,
দুন্দুভির বাদ্যে পূর্ণ করিল গগন।

বহুমূল্য পট্টবস্ত্র পরাইয়া তাঁ'য়
সুন্দর উষ্ণীষ দিল পরায়ে মাথায়,
ধরিল উত্তম ছাতা উপরে তাঁহার,
চামর দোলায় সব পাণ্ডবেরা আর।
চারিদিকে দাঁড়াইয়া পুরনারীগণ,
তাল বৃন্ত করে লয়ে করিল ব্যজন।

সুমধুর সামগান করি পরে তার,
চন্দনের কাষ্ঠে চিতা সাজাইয়া আর,
আগুনে পোড়ায়ে দেহ দিয়া জলাঞ্জলি
হস্তিনাপুরীতে সবে ফিরি গেলা চলি।

আশ্বমেধিকপর্ব্ব।

যদিও করিলা রাজ্য লাভ যুধিষ্ঠির,
শোকে তবু চিত্ত তাঁ'র না হইল স্থির।
কিছুতে না হ'ল যদি শোক নিবারণ,
সবে পরামর্শ দিল যজ্ঞের কারণ।
অশ্বমেধ যজ্ঞে হয় পাপের বিনাশ,
হইবে এহেন পুণ্য নাহি যার নাশ।
অশ্বমেধ যজ্ঞ যেন মহামহোৎসব
বিরাট ব্যাপার তাহা লিখা অসম্ভব;
বহুধন প্রয়োজন সে যজ্ঞ সাধিতে,
অল্প ধনে তাহে নাহি পারে হাত দিতে।
ধনরত্ন যুদ্ধে সব হয়েছে নিঃশেষ;
হেন কাজে ভয় তাই পাইলা বিশেষ।
মনের বাসনা যজ্ঞ করে যুধিষ্ঠির,
কোথা পা'বে ধন, ভাবি নাহি পায় স্থির।
ধর্ম্মরাজে ব্যতিব্যস্ত দেখি ভাবনায়,
ব্যাসঋষি উপদেশ আসি দিয়া তায়
কহিলেন, "বৎস, তার কোন চিন্তা নাই
অনায়াসে পা'বে ধন, শুন বলি তাই,
মরুত্ত ভূপতি পূর্ব্বে যজ্ঞ করেছিল,
সেই যজ্ঞে ব্রাহ্মনেরে বহু সোনা দিল।
দূরে হিমালয়ে যজ্ঞ করে নরপতি।
ধন বহিবারে দ্বিজে না হ'ল শকতি।
তাই তাঁ'রা সোনা ফেলি আসিল তথায়,
রয়েছে সে সোনা তথা আজও পড়ি হায়!
আনিতে পারিলে বৎস, তুমি সেই ধন
অনায়াসে যজ্ঞ তব হ'বে সম্পাদন।"
তুষ্ট হ'য়ে যুধিষ্ঠির ডাকি মন্ত্রীগণে
পরামর্শ করে ধন আনিবে কেমনে।
অনুজেরা সকলেই হ'য়ে এক মন
ব্যাসের এ উপদেশ করিলা গ্রহণ।
মন্ত্রীগণ দিলা তায় সবে মিলি সায়,
উত্তম এ উপদেশ কথা নাহি তায়।
হিমালয়ে গেলা সবে করি আয়োজন,
করিল তথায় যেয়ে দেবতা পূজন।
পরিশ্রম করি তথা শত শত বীর
সোনার সন্ধান করি করিল বাহির।
তারপর খনকেরা খাটে দলে দলে
সোনা যত রাশিকৃত করে কুতুহলে।
সেই সোনা বহিবারে লক্ষ রথ লাগে
লক্ষ হাতী, কোটি ঘোড়া বহি আনে আগে,
উষ্ট্র কত বহিল তা' সংখ্যা নাহি তার
হস্তিনায় হ'ল যেন সোনার পাহাড়,
এত ভারী প্রতি বোঝা বহন করিতে
দিনে দুই ক্রোশ বেশী না পারে চলিতে।

যজ্ঞ করে ধর্ম্মরাজ সমাচার পায়,
দ্বারকা হইতে কৃষ্ণ আসিলা তথায়।
উত্তরার মৃতপুত্র জন্মিল তখন,
পরীক্ষিত নাম পরে পায় সে নন্দন।
অশ্বত্থামা ব্রহ্মঅস্ত্র পাণ্ডবেরে ছুড়ে,
বংশধর তাঁহাদের তাহে মরে পুড়ে;
মৃত পুত্রে প্রাণ দিলা কৃষ্ণ দয়া করি,
আনন্দে ভাসিল পুনঃ হস্তিনা নগরী।
হিমালয় হ'তে তার একমাস পরে,
সোনা নিয়া ফিরে সবে হস্তিনা নগরে।

এইরূপে হস্তগত হইলে সে ধন,
বিধিমতে হ'ল সেই যজ্ঞ-আয়োজন।
ভীম ও নকুলে দিয়া রাজকার্য্য ভার,
আত্মীয়ের ভার দিয়া সহদেবে আর,
ব্যাসের আদেশ মতে নিশ্চিন্ত অন্তরে,
রাজা যুধিষ্ঠির যজ্ঞে ব্রতী হয় পরে।
শুভদিনে ধর্ম্মরাজ সংকল্প করিয়া,
অর্জ্জুনের সনে ঘোড়া দিলেন ছাড়িয়া।
একটি বৎসর সেই ঘোড়া সুলক্ষণ,
চারি দিকে যত দেশ করিবে ভ্রমণ।
বাদ সাধি ঘোড়া বাঁধি যদি কেহ রাখে,
উদ্ধার করিতে হ'বে যুদ্ধ করি তাকে।
যাত্রাকালে ধনঞ্জয়ে কহে যুধিষ্ঠির,
"যজ্ঞের ঘোড়ার পিছু যাও তুমি বীর,
প্রাণ ত্যজিয়াছে যাঁরা কুরুক্ষেত্র রণে,
বধিওনা তাঁহাদের বংশধরগণে।"
দাদার আদেশ এই করিতে পালন,
পদে পদে সহে পার্থ ক্লেশ বিলক্ষণ।
কুরুক্ষেত্রে কত রাজা হারায়েছে প্রাণ,
ঘোড়া ধরে অনায়াসে তাঁদের সন্তান;
তথায় অর্জ্জুন হায় প্রমাদে পড়িলা,
উভয় শঙ্কটে বিধি তাঁহারে ফেলিলা।
তাই রণে নাহি মন, শেষে বাধ্য হ'য়ে
রণ আরম্ভিলে, তাঁ'রা আসে বাধ্য হ'য়ে।
ত্রিগর্ত্ত দেশের রাজা সুশর্ম্মা-নন্দন
ধৃতবর্ম্মা সনে হ'ল এরূপ ঘটন।
প্রাগ্‌জ্যোতিষে ভগদত্ত-পুত্র বজ্রদত্ত
প্রথমে হইয়াছিল এইরূপ মত্ত,
অর্জ্জুনের সনে শেষে সন্ধি করে গিয়া,
তুষ্ট করি তাঁ'রে নানা উপহার দিয়া।

সিন্ধুদেশে জয়দ্রথ-অনুচরগণ
না বুঝে আরম্ভ করে ঘোরতর রণ,
অর্জ্জুন যখন কাটে তাহাদের মাথা;—
আসিলা দুঃশলা নিজে সুরথের মাতা;
ধৃতরাষ্ট্র কন্যা তিনি, অর্জ্জুন-ভগিনী
সুরথের মাতা, জয়দ্রথের গৃহিণী।
জয়দ্রথ হ'লে হত কুরুক্ষেত্র রণে,
শেল সম বাজে তাহা সুরথের মনে,
অর্জ্জুন আসিয়া পুনঃ হেথা করে রণ,
শুনিয়া সুরথ করে প্রাণ বিসর্জ্জন।
সাথে আনে সুরথের শিশু পুত্রে আর,
জানাইলা পার্থে এই শোক-সমাচার।

শিশু পৌত্রে অর্জ্জুনের রাখি পদতলে,
দুঃশলা নয়নজলে ভিজি পার্থে বলে,
"সুরথের পুত্র এই দেখ দাদা, হায়,
যাহা ইচ্ছা কর কোন বাধা নাহি তায়।"
দুঃশলার কথা শুনি ভাসি অশ্রুজলে,
"ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্মে ধিক্" পার্থবীর বলে,
"বধিলাম বন্ধুগণে, এ ধর্ম্ম পালনে,
সুখশান্তি নাহি আর এ ছাড় জীবনে।"
মধুর বচনে শান্ত করি দুঃশলায়
অর্জ্জুন তাঁহার কাছে লইলা বিদায়।

ঘোড়া মণিপুর দেশে আসিল যখন,
সে দেশে ভূপতি বভ্রুবাহন তখন;—
মাতা তাঁর চিত্রাঙ্গদা, অর্জ্জুন-রমণী,
রাজা তাই চলে বাপে ভেটিতে আপনি।
পাত্র মিত্র নিয়া সঙ্গে রাজা যদি আসে,
অর্জ্জুন আদর নাহি করে মিষ্ট ভাষে,
কহিলা তাঁহারে, "আমি এসেছি হেথায়,
ক্ষত্রিয়ের মত, কাপুরুষে কেবা চায়?
ধিক্ তব এ জীবনে নাহি প্রয়োজন,
ক্ষত্রিয় হইয়া যদি ভয় কর রণ।"
পিতার কথায় রাজা হেঁট করে মাথা,
তখন আসিল তাঁর উলূপী বিমাতা,
নাগকন্যা হন তিনি অর্জ্জুন-গৃহিণী,
আসি বভ্রুবাহনেরে বলিলেন তিনি,
"আসিয়াছে পিতা তব যোদ্ধবেশ ধরি,
সন্তুষ্ট করহ তাঁ'রে তাই যুদ্ধ করি।"
ডাকি সৈন্যগণ বভ্রুবাহন তখন,
বিপুল যুদ্ধের তরে করে আয়োজন;
আদেশ করিতে ঘোড়া বাঁধি নিল তা'রা,
আরম্ভিল ঘোর রণ পড়ে গেল সাড়া;
অর্জ্জুন হইলা খুসী হেন আচরণে,
পুত্রের সহিত পিতা মেতে গেল রণে।
ক্ষণেকে পুত্রের বাণে হইয়া কাতর,
স্তব্ধ হ'য়ে কিছুকাল রহে বীরবর।
জ্ঞান পেয়ে তুষ্ট হ'য়ে কহে পার্থ বীর;
"এবে আমি মারি বাণ, থাক তুমি স্থির।"
অসংখ্য নারাচ মারে অর্জ্জুন ছুড়িয়া,
বভ্রু সব ফেলিলেন অমনি কাটিয়া।
তারপর করি পার্থ বাণ বরিষণ,
কাটিল বভ্রুর রথ আর অশ্বগণ;
রথ হ'তে নামি বভ্রু ঘোর রণ করে,
অর্জ্জুন হইলা সুখী তাহাতে অন্তরে।
তখন ছুড়িল বভ্রু হেন এক তীর,
ভূমে পড়ি গড়াগড়ি যায় পার্থবীর।
পিতার এ হেন দশা দেখিয়া অমনি,
অজ্ঞান হইয়া বভ্রু পড়িল ধরণী।

চিত্রাঙ্গদা দেবী এই বিষম শঙ্কটে,
কাঁদিয়া কহিলা আসি উলূপী নিকটে,
"তব দোষে এ বিপদ ঘটিল এবার,
এ বিপদ হ'তে কি গো পাব আর পার?"
জ্ঞান লাভ করি বভ্রু কহে বিমাতায়,
"বধেছি পিতায়, প্রাণ ত্যজিব ত্বরায়,

আশা বুঝি হ'বে পূর্ণ, তুষ্ট হ'বে আর,
কাজ নাই ছার প্রাণে, বাঁচা মোর ভার।"
উভয়ে সান্ত্বনা করি উলূপী অমনি,
নাগলোক হ'তে আনে সঞ্জীবনী মণি,
কি আশ্চর্য্য গুণ তার দেখহ চাহিয়া,
অর্জ্জুন লভিলা জ্ঞান, উঠিলা বসিয়া।
তারপর হ'ল তথা আনন্দ অপার,
উলূপী খুলিয়া বলে অভিপ্রায় তাঁ'র,
শিখণ্ডী সহায়ে পার্থ ভীষ্মে বধ করি,
গঙ্গাদেবী বসুগণে করে নিজ অরি ;
শাপ দিত তাঁ'রা তাঁ'রে মহাশোক ভরে,
উলূপী তখন ছিল তাঁদের গোচরে,
পিতাকে লইয়া গিয়া উভয়ে মিলিয়া,
প্রসন্ন করিলা সবে মিনতি করিয়া ;
সন্তুষ্ট হইয়া তাঁ'রা কহে তারপরে,
'বভ্রু যদি অর্জ্জুনেরে রণে বধ করে,
তবে তাঁহাদের শাপ না লাগিবে আর,'
উলূপী করিল তাই হেন ব্যবহার ;
মৃত-সঞ্জীবনী মণি আছে তাঁ'র ঘরে;
তাই আর সে বিপদে শোক নাহি করে।
উলূপী উপরে সবে তুষ্ট হয় তায়,
কিছুকাল মণিপুরে উৎসবে কাটায়।
যজ্ঞে তথা সকলের করি নিমন্ত্রণ
অর্জ্জুন ঘোড়ার পিছু করিলা গমন।

মগধের রাজা জরাসন্ধ-বংশধর,
নাতি তাঁ'র মেঘসন্ধি যুঝে ঘোরতর ;
মনে করি ধনঞ্জয়ে হীন তা'র চেয়ে,
উপহাস করি তাঁরে যুদ্ধে আসে ধেয়ে।
জ্যেষ্ঠের আদেশ মনে করিয়া তখন,
রণে নাহি দিলা মন অর্জ্জুন তেমন।
প্রাণপণে মেঘসন্ধি ঘোর রণ করে,
সারথির মাথা তাঁ'র পার্থ কাটে শরে।
গদা কাটা যায় তাঁ'র শূন্য হয় তূণ,
তখন সুমিষ্ট ভাষে কহিলা অর্জ্জুন,
"বেশ যুঝিয়াছ, এবে যাও নিজ ঘর।"
মেঘসন্ধি কহে তবে করি যোড়কর,
"আপনার কাছে আমি মানি পরাজয়,
আদেশ করিয়া দান করুন অভয়।"
অশ্বমেধ যজ্ঞে তা'রে করি নিমন্ত্রণ,
ঘোড়া নিয়া চলি গেলা অর্জ্জুন তখন।

গান্ধারে শকুনি-পুত্র এই ভাবে যুঝে,
শেষে অর্জ্জুনের তেজ সহজেই বুঝে।
বাণ মারি শিরস্ত্রাণ উড়াইল তা'র,
দয়া করি প্রাণে তা'রে না করে সংহার,
ইহা ভাবি যুদ্ধ হ'তে করে পলায়ন,
পিছু পিছু পলায়ন করে সৈন্যগণ।
অর্জ্জুনের ভল্লে মাথা কাটা গেল কা'র,
গাণ্ডীবের বাণে বহু বাহু ছিন্ন আর ;
তখন শকুনি-পত্নী, পার্থ-মাতুলানী
নিবারিয়া পুত্রে, পার্থে ভেটে অর্ঘ্য আনি।
পূজা করিলেন তাঁ'রে বীর ধনঞ্জয়,
উপদেশ দিলা ভায়ে হইয়া সদয়,

যজ্ঞে করি নিমন্ত্রণ চলিলা সত্বর,
ফিরিলা ঘোড়ার সনে হস্তিনা নগর।
চৈত্রমাসে পূর্ণিমায় শুভ দিনে ক্ষণে
সেই অশ্বমাংসে যজ্ঞ করে মুনিগণে।
আরম্ভ হইল যজ্ঞ বহু দিন আগে,
যজ্ঞ ভূমি মোড়াইতে কত সোনা লাগে।
কত রাজা, কত লোক আসিল তথায়,
কি কব তাঁহার সংখ্যা গণা নাহি যায়;—
সহজে বলিতে পারি সকলের ঠাঁই,
আসে নাই তথা, হেন লোক কোথা নাই,
নাই হেন রাজা, নাই হেন ঋষি, মুনি,
নাই হেন প্রজা, নাই হেন লোক গুণী,
সেই যজ্ঞে নিমন্ত্রণ না হইল যাঁ'র,
না আসিল সে যজ্ঞের শোভা দেখিবার।
আসে যত বন্ধুগণ পেয়ে নিমন্ত্রণ,
পেয়ে বভ্রুবাহনেরে সবে সুখী হন।
ভোজনের কথা আর কি বলিতে পারি,
অন্নের পর্ব্বতে হ'ল এই ধরা ভারী;
দধি ও ঘৃতের নদী হাজারে হাজারে;
শোভিল মিঠাই মণ্ডা কাতারে কাতারে।
হাজার হাজার লোক গলে স্বর্ণ মালা,
মণি ও কুণ্ডল পরা, হাতে লয়ে থালা,
সুমধুর খাদ্য সবে করে বিতরণ,
কোটি কোটি লোক দিন করিত ভোজন;
গরীব, ভিক্ষুক আদি যত লোক যায়,
সমান আদরে সবে ভোজন করায়;
এক লক্ষ ব্রাহ্মণের হইলে আহার,
দুন্দুভি বাজিয়া উঠে এক এক বার;
এইরূপে যতদিন সেই যজ্ঞ হয়,
দুন্দুভি বাজিল কত সংখ্যা নাহি রয়।
যজ্ঞের দক্ষিণা দিতে করে সোনা দান,
ব্রাহ্মণাদি সব জাতি সেই সোনা পান;
দরিদ্র হইল ধনী সে সোনা পাইয়া,
গাইল রাজার জয় দু'হাত তুলিয়া।
সংক্ষেপে বলিতে পারি একথা নিশ্চয়,
তদবধি হেন যজ্ঞ আর নাহি হয়।
এইরূপ সমারোহে যজ্ঞ হয় শেষ,
তারপর গেল সবে যে যাঁহার দেশ।
অদ্ভুত ঘটনা এক যজ্ঞ শেষে হয়,
ধর্ম্মরাজ কাছে যবে সবে বসি রয়,
প্রশংসা করিছে সবে রাজা যুধিষ্ঠিরে,
নেউল তথায় এক আসে ধীরে ধীরে,
চক্ষু দুটি নীল, রূপ অপরূপ তা'র,
অর্দ্ধেক শরীর আর মাথাটি সোনার।
চমকিয়া সবে যবে তা'র দিকে চায়,
কহিল সে সকলেরে মানুষ-ভাষায়,
'যে যজ্ঞের এ প্রশংসা করিছেন সবে,
গরীবের ছাতু-দান তুল্য নাহি হ'বে।"
শুনি তা'র কথা, মনে করি অহঙ্কার,
সকলে শুনিতে চায় সমাচার তা'র।
নেউল তখন কহে, "উঞ্ছবৃত্তি নামে
ব্রাহ্মণ করিত বাস কুরুক্ষেত্র ধামে,

জায়া, পুত্র, পুত্রবধূ সবে চারি জন
উঞ্ছবৃত্তি করি করে জীবন ধারণ ;—
চাষারা কাটিয়া নিলে শস্য সমুদয়,
ক্ষেত্র মাঝে বাকি যাহা কিছু পড়ি র ,
তাহাদের ছিল তাহা জীবন-উপায়,
উঞ্ছবৃত্তি নাম তায় সে ব্রাহ্মণ পায়।
দুরভিক্ষ দেশে দেখা দিল একবার,
ক্ষেত্রে নাহি শস্য, কষ্ট তাদের অপার ;
অতি কষ্টে কোন দিন কিছু খাদ্য পায়,
কোন কোন দিন হায়, উপোসে কাটায়।
এ সময়ে একদিন, ঘুরি সারাদিন,
ব্রাহ্মণ পাইল কিছু যব দৈবাধীন,
আহ্লাদিত হ'য়ে সবে ছাতু করে তার,
স্নান ও আহ্নিক শেষে করিতে আহার।
ক্ষুধায় কাতর এক ব্রাহ্মণ তখনে
অতিথি হইল আসি ব্রাহ্মণ-ভবনে।
সমাদর উঞ্ছবৃত্তি তাঁহারে করিলা,
নিজের ভাগের ছাতু তাঁ'রে খেতে দিলা।
সেই ভাগ ছাতু খায় অতিথি তখন,
না হইল তাহে তাঁর ক্ষুধা নিবারণ ;—
তৃপ্তি তাঁর না দেখিয়া ব্রাহ্মণীর ভাগ
দিলেন ব্রাহ্মণী তাঁরে করি অনুরাগ।
তাহাতেও তৃপ্তি যদি তাঁ'র না হইল,
পুত্র নিজ ভাগ আনি তবে তাঁ'রে দিল।
তথাপি তাঁহার তৃপ্তি না হইল যবে,
পুত্রবধূ নিজ ভাগ আনি দিলা তবে।
সন্তুষ্ট হইয়া তায় অতিথি তখন
কহিলেন, "স্বর্গে সবে করহ গমন,
পরম ধার্ম্মিক তুমি বুঝিনু এবার,
আকাশে দেবতা স্তব করিছে তোমার,
পুষ্প বৃষ্টি হইতেছে দেখহ চাহিয়া।"
স্বর্গে গেল তাঁ'রা সবে রথে আরোহিয়া।
নিজে ধর্ম্ম সে অতিথি কেহ নন আর,
স্বর্গে গতি হ'ল তাই কথায় তাঁহার।
আমি থাকিতাম সেই ব্রাহ্মণের বাড়ী,
গর্ত্ত হ'তে উঠিলাম তাই তাড়াতাড়ি ;
গড়াগড়ি দিনু আমি পাতে পড়ি তাঁ'র,
তাহে এই স্বর্ণময় শরীর আমার।
বাকি অর্দ্ধ শরীরেরে স্বর্ণ করিবারে,
তদবধি ঘুরিতেছি আমি এ সংসারে ;
গড়াগড়ি দেই তথা, যথা যজ্ঞ হয়,
কোথাও বাসনা মোর পূর্ণ নাহি হয়।
এ যজ্ঞের হায় শুনি বড় নাম ডাক,
হেথা আসিলাম, এসে হইনু অবাক্ ;
শরীর হ'লনা সোনা, বৃথা এনু ধেয়ে,
তুচ্ছ তাই এই যজ্ঞ ছাতু-দান চেয়ে।"
এই বলি চলি গেল নকুল তখন,
হইল সকলে তথা বিস্ময়ে মগন।

আশ্রমবাসিকপর্ব্ব।

রাজা হ'য়ে যুধিষ্ঠির মিষ্ট আচরণে
গান্ধারীও ধৃতরাষ্ট্রে তুষিলা যতনে।
আদরে তাঁহার দুঃখ ভুলে দুই জন,
বুঝিলা কেমন দুষ্ট ছিল পুত্রগণ।
ভীম ছাড়া সকলেই তাঁহাদের প্রতি
ব্যবহারে দেখাইলা একান্ত ভকতি।
নিজ পুত্রগণ হ'তে তাঁ'রা দুইজন
এমন ভকতি হায় পায়নি কখন।
পাণ্ডবেরে ধৃতরাষ্ট্র যে যন্ত্রণা দিলা,
দুঃখে তাঁর আজ সবে সে সব ভুলিলা;
ভীম কিন্তু সে সকল না পারে ভুলিতে,
ধৃতরাষ্ট্রে তাই ভক্তি না পারে করিতে।
পোনের বৎসর গত হ'ল এই মত,
ভীমের মনের ভাব বাড়ে ক্রমাগত।
ক্রমে ভীম অসাক্ষাতে যখন তখন
নিন্দা করি ধৃতরাষ্ট্রে কহিত বচন;
একদিন গান্ধারীও অন্ধরাজ দোঁহে
শুনাইয়া ভীমসেন বন্ধুগণে কহে,
"এই হাতে আজ যাতে মেখেছি চন্দন,
বধিয়াছি আমি ধৃতরাষ্ট্র-পুত্রগণ।"
গান্ধারী করিলা চুপ সে কথা শুনিয়া,
কহিলেন ধৃতরাষ্ট্র বন্ধু ডাকাইয়া,
"কুরুকুল বিনাশের আমি সুধু মূল,
সকলি তোমরা জান, নাহি তাহে ভুল,
হিতবাণী তোমাদের শুনিনি তখন,
শাস্তি তার ভোগ করি আমরা এখন;
মৃগচর্ম্ম পরিধান আমা দু'জনার,
বেলা অবসানে করি সামান্য আহার,
এখন কাটাই কাল অনুতাপ করি,
জগদীশ্বরের নাম দিবা নিশি স্মরি।
যুধিষ্ঠির যদি জানে দুঃখ পাবে মনে,
তাই এই কথা সদা রেখেছি গোপনে।"
কহে পরে যুধিষ্ঠিরে কাছে আনি তাঁ'র,
"আশীর্ব্বাদ করি হোক কল্যাণ তোমার,
সুখে কাটাইনু কাল যত্নে তব ঠাঁই,
পরকালে কি হইবে এবে দেখা চাই,
গান্ধারীরে নিয়া বনে যাব তপস্যায়,
তুষ্ট হ'য়ে দাও বৎস, বিদায় আমায়।"
কহিলেন যুধিষ্ঠির বিষাদিত মনে,
"মম সম নরাধম নাহি এ ভুবনে,
কাটাইলে কাল হেথা জেঠা মহাশয়,
অনাহারে, ভূশয্যায়, প্রাণে নাহি সয়,
আমরা নিশ্চিন্ত আছি সংবাদ না নিয়া,
কি কাজ আমার হ'বে এ রাজ্য লইয়া;
সুযোধন পুত্র তব আছিল যেমন,
আমাদের মনে তাত, ভাবিও তেমন,
আপনারা বনে গেলে জেঠা মহাশয়,
এ রাজ্যে আমার নাহি হ'বে সুখোদয়।

স্থির কর মন, চাহি আমাদের পানে,
হইব কৃতার্থ মোরা সেবা পূজা দানে।”
কহিলেন ধৃতরাষ্ট্র, “শুন বাছাধন,
বৃদ্ধকালে যাবে বনে তপস্যা কারণ,
আমাদের কুলধর্ম্ম চিরকাল জানি,
বারণ করনা মোরে, পালিব তা’ আমি।”
অনাহারে ধৃতরাষ্ট্র বলহীন ছিলা,
বলিতে বলিতে এই অজ্ঞান হইলা,
যুধিষ্ঠির পেয়ে মনে দুঃখ অতিশয়,
ফিরাইতে মত তাঁ’র করে অনুনয়।
হইল বিফল তাঁ’র সকল প্রয়াস;
তখন আসিলা তথা ঋষি বেদব্যাস।
যুধিষ্ঠিরে বলি তিনি সম্মত করিলা,
তপস্যায় যেতে বনে তাই মত দিলা।

অন্ধরাজ ধৃতরাষ্ট্র যত প্রজাগণে
বিদায় লইলা মাগি বিনীত বচনে;
মৃত পুত্র আত্মীয়ের স্বর্গলাভ তরে,
বহু ধনরত্ন দান করে তারপরে।
পবিত্র কার্ত্তিক মাসে পূর্ণিমা তিথিতে
ছাড়ি গেলা রাজধানী বনে প্রবেশিতে,
বহুমূল্য আভরণ, বসন সকল
ছাড়ি, পরে মৃগচর্ম্ম গাছের বাকল;
অন্ধরাজ ধৃতরাষ্ট্র গান্ধারী উভয়ে
চলিলা বিদুর, কুন্তী লইয়া সঞ্জয়ে;—
কাঁদিয়া চলিল পিছে নরনারীগণ,
অবিরল ঝরে জল বহিয়া নয়ন।
চলে যুধিষ্ঠির আদি সকল পাণ্ডব,
দ্রৌপদী, সুভদ্রা আর পুরনারী সব;
সকলে চলিল, সব চোখে ঝরে জল,
এ করুণ দৃশ্যে, কেবা থাকিবে অটল।
পুরের বাহির সবে হইল যখন,
ধৃতরাষ্ট্র ফিরে যেতে সকলেরে কন।
সঞ্জয়, বিদুর আর দেবী কুন্তীরাণী
ফিরিলনা, আর সবে ফিরে রাজধানী।
ভিজিল পাণ্ডবগণ নয়নের জলে,
জননী কুন্তীর ধরি চরণ-কমলে;
কিছুতেই ফিরিল না সঙ্কল্প তাঁহার,
অগত্যা ফিরিল তাঁ’রা মুছি অশ্রুধার।

গান্ধারী ও ধৃতরাষ্ট্র সঞ্জয় সহিত
চলিল বিদুর, কুন্তী হ’য়ে সমাহিত;
বহু পথ চলি শেষে গঙ্গাতীরে আসে,
কুরুক্ষেত্রে তপস্বীর আশ্রমের পাশে।
তথায় আশ্রম আছে কত অগণন,
অসংখ্য তপস্বী করে তপঃ আচরণ।
পরিধানে মৃগচর্ম্ম, গাছের বাকল,
কঠোর তপস্যা করে রহি সেই স্থল।

হস্তিনা নগরে ফিরি রাজা যুধিষ্ঠির
না হেরিয়া গুরুজনে হইলা অস্থির।
কোন মতে ধৈর্য্য আর নাহি ধরে মন,
করিতে না পারে রাজকার্য্য সম্পাদন,
একদিন তাই তিনি সবে সঙ্গে করে,
বনে গেলা তাঁহাদের দেখিবার তরে।

আশ্রমের কাছে আসিয়া, জানিলা
গেছে তাঁ'রা যমুনায়,
যমুনার পথে যেয়ে কত দূরে
তাঁহাদের দেখা পায়।
স্নান করি তাঁ'রা আসিছে ফিরিয়া
জলের কলসী হাতে,
কুন্তীরে হেরিয়া কাঁদে সহদেব
করাঘাত করি মাথে।
কাঁদিয়া সকলে অন্ধরাজে নমি
লইলা চরণ ধুলি,
গান্ধারী কুন্তীরে প্রণাম করিয়া
কলস লইলা তুলি।
আশ্রমে সকলে ফিরিয়া আসিলা,
দুঃখ যেন হ'ল দূর,
অন্ধ মহারাজ করিলেন মনে
এ যেন হস্তিনাপুর।
কোথায় বিদুর, না দেখিয়া তাঁ'রে
কহিলেন যুধিষ্ঠির,
"কোথা আছে কাকা, জেঠা মহাশয়,
কহি, কর মন স্থির।"
কহে ধৃতরাষ্ট্র, "আহার ছাড়িয়া
সে ঘোর তপস্যা করে,
তপস্বীরা সুধু মাঝে মাঝে তা'র
দরশন লাভ করে।"
এমন সময় আশ্রমের পাশে
বিদুরেরে দেখা যায়,
মাথে জটাভার বেশ-ভূষা-হীন,
অস্থি চর্ম্ম সার তায়;
আশ্রমের দিকে তাকাইয়া সুধু,
গেলা বনে পুনরায়;
দেখি যুধিষ্ঠির অমনি তাঁহার
পিছুপানে ধেয়ে যায়।
কহে যুধিষ্ঠির, "তোমারে দেখিতে
আসিয়াছি মহাশয়,"
কথা না বলিয়া গাছে দিয়া ভর,
বিদুর দাঁড়ায়ে রয়।
বিদুরের দেহ হইল নিশ্চল,
আত্মা তাঁ'র গেল চলি,
যুধিষ্ঠির দেহে প্রবেশি তাঁহারে
করিল অধিক বলী।
হৈল দৈববাণী, "বিদুরের দেহ
দাহন কর না আর,
তাঁর তরে কেহ না করিও শোক,
স্বর্গে হ'বে গতি তাঁ'র।
লভিবে বিদুর অপূর্ব্ব সম্মান
আসিয়া স্বরগ ধামে।"
আশ্রমে ফিরিয়া যুধিষ্ঠির সব
কহে সকলের স্থানে।

পরদিন ব্যাস ঋষি সে আশ্রমে আসি
বিদুরের বিবরণ কহিলা প্রকাশি ;—
"মাণ্ডব্য মুনির শাপে নিজে ধর্ম্মরাজ
বিদুরের রূপে আসে মানব-সমাজ ;

এখন হয়েছে তাঁর স্বরগে গমন,
তাঁ'র তরে শোক দুঃখে নাহি প্রয়োজন।
সে আশ্রমে ব্যাসদেব হইয়া সদয়
সান্ত্বনা করিলা সবে নাশি শোকভয়।
কুরুক্ষেত্র রণে যাঁরা হারায়েছে প্রাণ,
পরলোকে যাঁরা সবে করেছে প্রয়াণ,
যোগবলে ব্যাসদেব তাঁদেরে আনিলা,
দেখাইয়া সে আশ্রমে সবে প্রবোধিলা।
ধৃতরাষ্ট্র পেয়ে চক্ষু ব্যাসের কৃপায়,
প্রাণভরি পুত্রমুখ দেখিবারে পায়।
একমাস পরে সেই আশ্রম হইতে
ফিরিল পাণ্ডবগণ হস্তিনা পুরীতে।
তারপরে দুইবর্ষ হইলে অতীত,
দেবর্ষি নারদ তথা হ'ন উপনীত।
আশ্রম হইতে তিনি এসেছেন বলি,
জানিতে তাঁ'দের বার্ত্তা চাহিলা সকলি।
দেবর্ষি নারদ কহে, "তোমরা ফিরিলে,
কঠোর তপস্যা তাঁরা করে সবে মিলে।
গান্ধারী ও ধৃতরাষ্ট্র করে জলপান,
এক মাস পরে কিছু কুন্তীদেবী খা'ন,
পাঁচ দিন পরে কিছু খাইত সঞ্জয়,
এরূপে করিল তাঁ'রা তপ অতিশয়।
গান্ধারী কুন্তীরে নিয়া করিতে ভ্রমণ,
একদিন অন্ধরাজ গিয়াছিলা বন।
দাবানল জ্বলি উঠে সহসা তথায়,
পলাইতে শক্তি নাই তাঁহাদের হায়।
সঞ্জয়েরে তাই কহে ধৃতরাষ্ট্র ডাকি,
'পলাইয়া প্রাণ রাখ, মোরা হেথা থাকি।'
পূর্ব্ব মুখে বসি তথা তাঁরা তিনজনে
ধ্যান করে ভগবানে এক প্রাণ মনে।
অচিরে হইল ভস্ম দেহ সবাকার,
সঞ্জয় তাহাতে পায় অতি কষ্টে পার।
সে কহে তাপসগণে একথা যখন,
তথায় থাকিয়া আমি করিনু শ্রবণ।
হিমালয়ে তারপর গিয়াছে সঞ্জয়,
কহিলাম এই আমি বার্ত্তা সমুদয়।
তাঁহাদের দেহ-ভস্ম দেখিয়াছি আমি,
স্বেচ্ছায় দিয়াছে প্রাণ হ'বে স্বর্গগামী।
তাঁহাদের তরে শোক সমুচিত নয়,
শাস্ত্রের বিহিত কার্য্য কর সমুদয়।"

এ সংবাদে হাহাকার উঠে হস্তিনায়,
পাণ্ডবেরা সবে মিলি কয়ে হায় হায়!
বীরত্ব মোদের বৃথা, বৃথা রাজ্য আর,
বৃথা ধর্ম্ম আমাদের বুঝিনু এবার;—
পুড়িয়া মরিল যবে যত গুরুজন,
বৃথা করি মোরা সবে জীবন ধারণ!

করিলে সান্ত্বনা পরে নারদ তখন,
গঙ্গাতীরে যেয়ে সবে করিলা তর্পণ।
যথাবিধি শ্রাদ্ধ-ক্রিয়া করিলা তৎপর;
আশ্রমে কাটিল সবে তিনটি বৎসর।

মৌসলপর্ব্ব।

রাজ্য করে যুধিষ্ঠির ছত্রিশ বৎসর,
অদ্ভুত ঘটনা বহু ঘটে তারপর।
বিপদের ভয় তাই হয় মনে তাঁর,
যাদবে বিপদ সত্য ঘটিল এবার।
আগেই জানেন কৃষ্ণ ঘটিবে এমন,
নিশ্চয় ঘটিবে বুঝি বিপদ তখন,
না হইলা ব্যস্ত তিনি তার তরে আর,
না ভাবিলা না করিলা প্রতিকার তার।

যদুকুলে কয় ছেলে অতি অর্ব্বাচীন,
লৌহের মুসল এক নিয়া দৈবাধীন
বিশ্বামিত্র, কণ্ব আর দেবর্ষি নারদে
উপহাস করে হায়, মত্ত মোহমদে।
রোষ ভরে কহে তাই সেই ঋষিগণ,
"এই মুসলেই হ'বে অঘট ঘটন,
কৃষ্ণ আর বলরাম পাইবে উদ্ধার,
নাশিবে মুসলে প্রাণ আর সবাকার।"
সে লৌহ মুসলে চূর্ণ করি তারপর
ফেলে রাজপুরুষেরা সমুদ্র উপর;
মদপানে পাছে লোক অনিষ্ট ঘটায়,
নিষেধ করিয়া দিল মদ্যপান তায়

একদা প্রভাসে গেলা যদুবংশগণ,
তীর্থযাত্রা করিবারে করিয়া মনন;
তথায় যাইয়া সবে প্রমত্ত হইয়া,
করিলা অন্যায় কাজ শিষ্টতা ভুলিয়া;
মদ খেয়ে হতজ্ঞান যুবকের দল
পরস্পরে গালাগালি করিছে কেবল।

সাত্যকি কহিল আসি কৃতবর্ম্মা ঠাঁই,
"নির্দ্দয় তোমার মত ভবে কেহ নাই,
অচেতন সবে যবে নিদ্রায় মগন,
নাশিতে তাদের প্রাণ করিলে গমন।"
কহিলেন সাত্যকিরে কৃতবর্ম্মা বীর,
"কি নির্দ্দয় তুমি, কাট ভূরিশ্রবা-শির।"
এইরূপে বাদ হয় কথায় কথায়,
ঘটিল বিপদ বড় এরূপে তথায়;

সাত্যকি কাটিয়া ফেলে কৃতবর্ম্মা বীরে,
তাহার পক্ষের লোক ঘিরে সাত্যকিরে।
প্রদ্যুম্ন, কৃষ্ণের পুত্র আসিল তথায়,
সাত্যকির সহায়তা করিবে আশায়;
তখন তথায় হয় ভয়ঙ্কর রণ,
সাত্যকি, প্রদ্যুম্ন দুই হারায় জীবন।
কৃষ্ণ তাই এক মুষ্টি শর নিলা করে,
ভীষণ মুদ্গররূপ শরমুষ্টি ধরে;
তাহাতে বিপক্ষ নাশ করে যদুবর;
এদিকে সকলে মিলি যুঝে পরস্পর;

ঋষির শাপের হায় প্রভাব এমন,
শরগাছ ধরে শক্তি বজ্রের মতন ;
পরস্পরে শরগাছ করিয়া প্রহার
নাশিলা বান্ধবগণে না করি বিচার।
শরাঘাতে মারা গেলে কৃষ্ণের স্বজন,
বাকি সকলেরে কৃষ্ণ করিলা নিধন।
বভ্রু ও দারুকে নিয়া সঙ্গে তারপরে
বলরামে খুঁজে কৃষ্ণ দুঃখিত অন্তরে ;
দেখিলেন তাঁরে এক গাছের তলায়
নিরজনে যোগে মগ্ন গভীর চিন্তায়।
হস্তিনায় দারুকেরে পাঠায় তখন,
অর্জ্জুনেরে দিতে এই শোক-বিবরণ ;
কুলনারীগণে রক্ষা করিবার তরে,
বভ্রুকে পাঠায় কৃষ্ণ দ্বারকা নগরে।
দ্বারকার দিকে বভ্রু করিল প্রস্থান,
ব্যাধের মুদ্গরে পথে হারাইল প্রাণ।
বলরামে তাই কৃষ্ণ রাখিয়া তথায়,
রাখিতে রমণীগণে গেলা দ্বারকায় ;
পিতা বসুদেব ছিলা জীবিত তখন,
তাঁর পদে কহে কৃষ্ণ যত বিবরণ।
রোদনের রোল উঠে প্রতি ঘরে ঘরে,
কার সাধ্য হেন শোক নিবারণ করে।
'বিধির বিধান কেবা করিবে খণ্ডন,'
পিতারে বুঝায়ে কৃষ্ণ পরিশেষে কন,
"অর্জ্জুন ত্রই শীপিতঃ, আসিবে হেথায়,
করিবে সবার সেই রক্ষার উপায়।
ততক্ষণ নারীগণে করুন রক্ষণ,
আমার হেথায় আর নাহি প্রয়োজন ;
দাদা বলরাম আর আমি দুইজনে
করিব কঠোর তপ করিয়াছি মনে।"
এইরূপে তাঁর প্রতি এই ভার দিয়া,
বলরামে ভেটে কৃষ্ণ পুনর্ব্বার গিয়া ;
দেখিলা তখন হায় মুখ হ'তে তাঁর,
বাহিরিছে সাপ এক ভীষণ আকার,
হাজার লোহিত ফণা শোভিছে মাথায়,
সমুদ্রের দিকে ধায় শ্বেতবর্ণ কায়।
সমুদ্র বরুণ আর যত নাগগণ
পূজা করি নিল তাঁরে আপন ভবন।
যোগে সর্পরূপে রাম করিলে প্রয়াণ,
জড় দেহ পড়ি তাঁর রহে সেই স্থান।
শ্রীকৃষ্ণ বুঝিলা, 'রাম ছাড়িয়াছে কায়',
অতি দুঃখে বনে বনে ঘুরে তাই হায়।
শেষে যোগাশ্রয় করি করিলা শয়ন,
জরা নামে ব্যাধ তাঁরে বিঁধিল তখন ;
মৃগ মনে করি ব্যাধ বিঁধে তাঁর পায়
কৃষ্ণ-পদে বাণ দেখি করে হায় হায়।
লুটাইয়া পড়ে ব্যাধ কৃষ্ণ-পদতলে,
শান্ত করি তা'রে কৃষ্ণ স্বর্গে গেলা চলে।
দারুকের কাছে পার্থ জানি বিবরণ,
দ্বারকা যাইয়া দেখে শ্মশান যেমন।
শোকাকুল বসুদেব ধনঞ্জয়ে কয়,
"কৃষ্ণের হেলায় ধ্বংশ যদুবংশ হয়।

গান্ধারীর শাপ হায় ফলিল এবার",
এই বলি বসুদেব ফেলে অশ্রুধার।
পরদিন ছাড়িলেন বসুদেব কায়,
শোক করিবার আর সময় কোথায়?
প্রভাসে মরিল যারা বসুদেবে আর
বিধিমতে ধনঞ্জয় করিলা সৎকার।
শ্রীকৃষ্ণের পৌত্র বজ্রে আর নারীগণে
সঙ্গে নিয়া ইন্দ্রপ্রস্থে চলিলা তখনে।
দ্বারকার যে যে স্থান ছাড়িলা পাণ্ডব,
গর্জ্জিয়া সমুদ্র জলে তল করে সব।
আসিবার পথে ঘটে আশ্চর্য্য ব্যাপার,
দস্যুদল আক্রমিল অর্জ্জুনে এবার;
গাণ্ডীব তুলিতে তাই করিলা যতন,
দেখিলা শরীরে শক্তি নাহিক তেমন;
অতি কষ্টে গুণ হায় পরাইলা তায়,
অক্ষয় তূণীর শূন্য দেখিবারে পায়;
দিব্য অস্ত্র কিছু আর না পড়িল মনে,
অক্ষম হইলা পার্থ দস্যুর দমনে!
কুলনারীগণে হরি নিল দস্যুগণ;
ইন্দ্রপ্রস্থে গেলা অতি বিষাদিত মন।
শ্রীকৃষ্ণের পৌত্র বজ্রে রাজা তথা করি,
অস্থির হইলা বীর যত কথা স্মরি;
ব্যাসের নিকট গেলা অশান্ত-হৃদয়,
দেখিয়া মলিন মুখ ব্যাস তারে কয়,
"বদন বিষণ্ণ কেন অর্জ্জুন, তোমার,
এতই চিন্তিত কেন দেখি তোমা আর?"
উত্তরে অর্জ্জুন এই ব্যাসদেবে কয়,
"প্রভাসে যাদবগণ হইয়াছে ক্ষয়,
কৃষ্ণের বিরহ-শোক অসহ কেমন,
ভার বোধ হয় মোর এ ছার জীবন!
আনিতে দ্বারকা হ'তে কুলনারীগণে,
পথে দস্যুদের সাথে হারিলাম রণে;—
গাণ্ডীবে জুড়িতে গুণ অতি কষ্ট হয়,
তীর-শূন্য হয় মোর তূণীর অক্ষয়;—
দিব্য অস্ত্র কিছু আর না পড়িল মনে,
হরি নিল দস্যুগণ কুলনারীগণে।
ভাবিয়া অস্থির বড় হয়েছি এবার,
উপদেশ দাও প্রভু, কর্ত্তব্য আমার।"
শুনি সব কহিলেন ব্যাস মুনিবর,
"তোমাদের কার্য্য শেষ পৃথিবী ভিতর,
তাই দিব্য অস্ত্র মনে নাহি পড়ে আর,
নরধাম ত্যাগ সবে কর এইবার,
তোমাদের কাল এই স্বর্গ–আরোহণে,
কর যত্ন তার তরে সকলে এখনে।"

মহাপ্রস্থানিকপর্ব্ব।

সমূলে নির্ম্মূল আজ যদুকুল হায়,
স্বর্গে গিয়াছেন কৃষ্ণ ছাড়ি এ ধরায় ;
শুনি যুধিষ্ঠির আর স্থির নাহি চিতে,
থাকিতে না চাহে আর এই পৃথিবীতে,
'জীবনের মায়া তাই করি বিসর্জ্জন,
করিতে হইবে মহাপ্রস্থান এখন,
এই স্থির করি মনে পার্থে যদি কয়,
অমনি সম্মত তাহে হয় ধনঞ্জয়,
দ্রৌপদী সহিত অন্য পাণ্ডবেরা আর
সকলেই হইলেন তাহাতে স্বীকার।
পরীক্ষিতে রাজা করি হস্তিনা নগরে
বসাইলা সিংহাসনে আশীর্ব্বাদ করে,
স্নেহভরে সুভদ্রায় ধর্ম্মরাজ কন,
"দু'জনে দু'স্থানে রাখি চলিনু এখন,
ইন্দ্রপ্রস্থে শ্রীকৃষ্ণের নাতি বজ্র আছে,
তব পৌত্র পরীক্ষিত র'ল তব কাছে,
দু'জনার ভার দিনু তোমার উপরে,
যতনে দেখিবে তুমি দুই বংশধরে।"
তারপর দ্রৌপদী ও সকল পাণ্ডব
মহাপ্রস্থানের করে আয়োজন সব।
প্রজাগণ নিবারণ করিল কাতরে
সম্মত হ'লনা আর মর্ত্ত্যে বাস তরে।
যথাবিধি যজ্ঞ আদি করি সমাপন,
ত্যজিলা সকলে মূল্যবান আভরণ,
বল্কল পরিয়া অঙ্গে, হস্তিনা ছাড়িয়া
চলিলেন সকলেরে শোকে ভাসাইয়া ;
নতশিরে চলে প্রজা ভাসি অশ্রুজলে,
একটি কুকুর আরো পিছু পিছু চলে।
ফিরিতে বলিতে নাই এ হেন সময়,
নীরবে চলিল তাই প্রজা সমুদয় ;
বহুদূর সঙ্গে গিয়া প্রজারা ফিরিল,
কুকুরটি কিন্তু আর ফিরে না আসিল।
পূর্ব্বদিকে পাণ্ডবেরা চলে অবিরত,
অতিক্রম করিলেন গিরি, নদী কত,
লোহিত সাগর তীরে আসিলা যখন,
ভেটিল পুরুষ এক আকারে ভীষণ ;—
পথরোধ করি সেই পাণ্ডবে কহিল,
"আগে চক্র ছাড়ি কৃষ্ণ পৃথিবী ছাড়িল,
অর্জ্জুন গাণ্ডীব আর রাখিতে না পারে,
দিতে হ'বে বরুণেরে তাহা এই বারে ;

আমি অগ্নি কহি তাই, অর্জ্জুনের আর
তূণ ধনু রাখিবার নাহি অধিকার।”
গাণ্ডীব ধনুক আর অক্ষয় তূণীর,
অগ্নির আদেশে জলে ফেলে পার্থবীর।
তবে অগ্নি চলি গেলা স্থানে আপনার,
দক্ষিণে পাণ্ডবগণ হন আগুসার।

লবণ সমুদ্র তীরে হ'য়ে উপনীত,
দক্ষিণ পশ্চিমে যায় হ'য়ে সমাহিত।
তার পরে বহু দিন পশ্চিমে চলিলা,
দ্বারকার মঠ-চূড়া জলে নিরখিলা।
উত্তরে চলিয়া তার পরে ক্রমাগত,
হিমালয় পাদদেশে হন সমাগত।
আরোহণ করিলেন সেই গিরি'পরে,
দ্রৌপদী অবশ হ'য়ে সেই স্থানে পড়ে।
জিজ্ঞাসিলা ভীমসেন তাই ধর্ম্মরাজে,
“কিহেতু দ্রৌপদী পড়ে এই গিরিমাঝে?”
ভীমে সম্বোধন করি কন যুধিষ্ঠির,
“অর্জ্জুনে অধিক টান ছিল দ্রৌপদীর,
সেই পাপে হেথা হয় পতন তাহার।”
পিছনে ফিরিয়া নাহি চাহে একবার।
ভগবানে চিন্তা করে এক প্রাণ মনে,
পথ চলে যুধিষ্ঠির অন্য নাহি মনে।
কিছু কাল পরে তার পাহাড় উপরে
অবশ হইয়া গেল সহদেব পড়ে।
জ্যেষ্ঠ সহোদরে ভীম জিজ্ঞাসিলা এবে,
“সহদেব আমাদের চিরকাল সেবে,
সুশীল তাহার মত ভবে কেহ নাই,
তবে কেন পড়ি গেল কহ মোর ঠাঁই?”
উত্তরিলা যুধিষ্ঠির, “শুন সমাচার,
তার মনে বরাবর ছিল অহঙ্কার,
বিদ্বান তাহার মত ভবে কেহ নাই,
তাহাতে পতন তার হ'ল এই ঠাঁই।”
ভগবানে একমনে ভাবি সর্ব্বদায়,
পথ চলে যুধিষ্ঠির ফিরিয়া না চায়।
দ্রৌপদী ও ভ্রাতৃশোকে কিছুকাল পরে,
নকুল অবশ হ'য়ে সে পাহাড়ে পড়ে,
ভীম কহে যুধিষ্ঠিরে, “কহ ধর্ম্মরাজ,
নকুল ধার্ম্মিক ছিল, কেন পড়ে আজ?”
কহে যুধিষ্ঠির, “এই বিশাল ধরায়
‘সুন্দর আমার মত কেহ নাহি হায়,’
কেবল নকুল তাই সদাই ভাবিত,
সেই পাপে সে হইল হেথায় পতিত।
পিছু তাকাবার আর নাহি প্রয়োজন,
আগে চল যাই ভাই, ছাড়ি অন্য মন।”
কিছু কাল পরে তার ইহাদের শোকে,
অর্জ্জুন পড়িয়া গেল পাহাড়ের বুকে।
জিজ্ঞাসিলা তবে ভীম, “পরিহাস ছলে
অর্জ্জুন অসত্য কথা কভু নাহি বলে,
তবে কেন আজ সেই হইল কাতর,
কেন বা পড়িয়া গেল পাহাড় উপর?”
উত্তরিলা যুধিষ্ঠির, “অন্য বীরগণে
অর্জ্জুন করিত তুচ্ছ সদা মনে মনে,

বলেছিল আরো এই করি অহঙ্কার
একদিনে শত্রুগণে করিবে সংহার,
এই কথা রাখিবারে হ'লনা শকতি
তাই পড়ে গিরি'পরে এই মহামতি।"
স্থির চিত্তে যুধিষ্ঠির এ কথার পর,
ভীম ও কুকুর সহ হন অগ্রসর।
অবশ হইলা ভীম কিছুকাল পরে,
জিজ্ঞাসে ধরায় পড়ি জ্যেষ্ঠ সহোদরে,
"ধর্ম্মরাজ, তব অতি প্রিয় পাত্র আমি
কোন্ পাপে পড়িলাম কিছুই না জানি।"
উত্তরিলা যুধিষ্ঠির, "শুন, শুন, ভাই,
তব সম বলশালী আর কেহ নাই,
সতত করিতে তুমি এই অহঙ্কার,
অন্যেরে না দিয়া অতি করিতে আহার,
এই অপরাধে হয় তোমার পতন
কহিলাম এই আমি সব বিবরণ।"
পিছু পানে না চাহেন রাজা যুধিষ্ঠির,
চলিতে লাগিলা পথ, চিত্ত করি স্থির;—
চড়িয়া উজ্জ্বল রথে এমন সময়
ইন্দ্রদেব তাঁ'র কাছে উপনীত হয়।
কহিলেন দেবরাজ সম্বোধিয়া তায়,
"রথে চড়, স্বর্গে নিয়া যাইব তোমায়।"
কহে যুধিষ্ঠির, "মম প্রিয় ভ্রাতৃগণ
দ্রৌপদীর সাথে পথে রয়েছে এখন,
তাহাদের ছাড়ি স্বর্গে যেতে নাহি চাই,
আদেশ পালিতে তব না পারিব তাই।"

শুনি কহে দেবরাজ, "উহারা তোমার
আগেই গিয়াছে স্বর্গে চিন্তা নাহি তার,
তুমি নিজে যাবে তথা এ শরীর নিয়া,
স্বর্গে তাহাদের পাবে দেখিবারে গিয়া।"
কহে তবে যুধিষ্ঠির "ওহে দেবরাজ,
এ কুকুর সুধু মম সাথী আছে আজ,
আসিয়াছে সাথে মোর চলি এতদূর,
সাথে মোর নিতে হ'বে সাথী এ কুকুর।"
ইন্দ্র কহিলেন তবে, "তুমি স্বর্গে যাবে,
স্বর্গে গিয়া দেবোচিত সুখ আজ পাবে,
এখনও ভাবিছ তুচ্ছ কুকুরের কথা,
ছাড়ি ওটা, শীঘ্র এস কর না অন্যথা।"
কহিলেন যুধিষ্ঠির, "স্বর্গ-সুখ লাভে,
ছাড়িতে কুকুরে যদি হয় এই ভাবে,
সে সুখের প্রয়োজন মোর কিছু নাই,
আমার সাথীরে আমি ছাড়িতে না চাই
কহে ইন্দ্র, "যেই জন কুকুরের সনে
বাস করে, স্বর্গ তা'র না হয় কখনে,
অতএব তুমি তুচ্ছ এ কুকুর ছাড়ি,
স্বর্গে চল রথে চড়ি, যাই তাড়াতাড়ি।"
কহিলেন যুধিষ্ঠির "এ কুকুর হায়,
ভালবাসি মোর সাথে এসেছে হেথায়,
নিজের সুখের তরে এরে না ছাড়িব,
আমার ইহাই কথা,—কি আর বলিব।"
কহে ইন্দ্র "আচরণ তোমার কেমন,
ছাড়িলে আপন পত্নী আর ভ্রাতৃগণ,

তবু কুকুরের মায়া না পার ছাড়িতে,
এ কেমন বুঝ তব না পারি বুঝিতে!"
কহিলেন যুধিষ্ঠির, "পত্নী ভ্রাতৃগণে
আমি কভু ছাড়ি নাই তা'দের জীবনে,
এখন মরিয়া তা'রা ছাড়া হইয়াছে,
ইহাতে আমার আর হাত কোথা আছে?"
এই কথা যুধিষ্ঠির কহিলা যখন,
কুকুর পশুর বেশ ছাড়ে ততক্ষণ,
সাক্ষাৎ ধর্ম্মের রূপে দেখা তাঁরে দিলা,
স্নেহভরে যুধিষ্ঠিরে কহিতে লাগিলা,
"পরীক্ষার তরে বৎস, আমিই তোমার,
কুকুরের বেশে সঙ্গে আসিনু এবার,
স্বর্গও ছাড়িতে চাহ কুকুরের তরে,
এমন ধার্ম্মিক নাই স্বরগ উপরে;—
তব এই দেহ হয় অতি পুণ্যময়,
এ দেহেই স্বর্গলাভ করিবে নিশ্চয়।"

মহানন্দে দেবগণ দিব্য রথে আরোহণ
যুধিষ্ঠিরে করাইলা সবে,
স্বর্গধামে তাঁ'রে নিয়া উপনীত হৈল গিয়া;
নারদ কহিল উচ্চরবে,
"ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির বিনা কেহ পৃথিবীর
সশরীরে স্বর্গে নাহি আসে,
ধার্ম্মিকের শ্রেষ্ঠ ইনি, পেয়ে হেন গুণমণি
স্বর্গ আজি মহানন্দে ভাসে।"

নারদের কথা শেষে যুধিষ্ঠির কয়,
"যেখানে আমার নিজ ভ্রাতৃগণ রয়,
সে স্থান হউক ভাল কিবা মন্দ আর,
ছাড়িতে সে স্থান নাহি বাসনা আমার।"
শুনি কহে দেবরাজ, "নিজ পুণ্যবলে
এখানে এসেছ তুমি, থাক এই স্থলে,
উহারা করেনি পুণ্য তোমার সমান,
কেমনে উহারা আসিবেন এই স্থান?"
তবু কহে যুধিষ্ঠির, "যেথা মোর ভাই
দ্রৌপদী সহিত সবে আছে যেই ঠাঁই,
সেই স্থান ছাড়ি অন্য কোন স্থানে আর
বাস করি, নাহি মনে বাসনা আমার।"

স্বর্গারোহণপর্ব্ব।

স্বর্গে যেয়ে যুধিষ্ঠির করিলা দর্শন
পরম আনন্দে তথা আছে দুর্য্যোধন ;
ভীমার্জ্জুন আদি কেহ নাহিক তথায়,
দুঃখিত হইলা তিনি অতিশয় তায়।
নারদ বুঝায়ে তবে কন ধর্ম্মরাজে,
দুর্য্যোধন স্থান কেন পায় স্বর্গ মাঝে,
"ধর্ম্মযুদ্ধে করিয়াছে প্রাণ বিসর্জ্জন,
ঘোর বিপদেও ভীত হয়নি কখন,
দুর্য্যোধন এই পুণ্যে স্বর্গলাভ করে ;"
কহে তবে যুধিষ্ঠির দেবের গোচরে,
"এখানে দেখিনা কেন কর্ণ মহামতি,
প্রাণ দিলা মোর তরে যে সব ভূপতি,
তাঁহাদের স্থান যদি নাহি স্বর্গলোকে,
আমিও রবনা হেথা যাব সেই লোকে ;
প্রাণে বড় দুঃখ পাই কর্ণের কারণ,
কোথায় দ্রুপদ-কন্যা আর ভ্রাতৃগণ ?
তাঁহাদের ছাড়ি থাকি মনে নাহি করি,
যেখানে তাঁহারা তাই স্বর্গ মনে করি।"
দেবগণ তবে তাঁরে কহিলা তখন,
"দেখিতে তোমার ইচ্ছা যদি বন্ধুগণ,
পাঠাইব তোমা তথা নাহিক সংশয়,
ইন্দ্রের আদেশ, তব ইচ্ছা পূর্ণ হয়।"
এই বলি দেবদূতে করিলা আদেশ,
"ধর্ম্মরাজে নিয়া তুমি যাও সেই দেশ,
যে স্থানে ইঁহার আছে আত্মীয় স্বজন,
দেখায়ে ইঁহার কর দুঃখ নিবারণ।"
দেবদূত তাঁরে নিয়া চলিলা ত্বরায়,
বড়ই দুর্গম পথ চলা নাহি যায়,
মশা, মাছি, কীট তথা করে বিচরণ,
নানাবিধ হিংস্র জন্তু চরে অনুক্ষণ ;
অস্থি-রক্ত-মাংসপূর্ণ, পূতিগন্ধময়,
অন্ধকারময় দেশ, আলো নাহি রয়,
চারিদিকে জ্বলে তায় ভীষণ অনল,
লৌহ-চঞ্চু কাক উড়ে গৃধিনীর দল,
নানাবিধ ভূতগণ ছুটাছুটি করে,
দেহ পাহাড়ের মত, সূচি-মুখ ধরে,
হস্তপদ কাটা কারো দেখিতে ভীষণ,
নাড়ি ভুঁড়ি ঝুলিতেছে বাহিরে কেমন!
সেখানে নদীর জল অনলের প্রায়,
ক্ষুরের মতন ধার গাছের পাতায় ;

ফুটন্ত তেলের মাঝে পড়ি প্রাণিগণ
করিতেছে তথা সদা চীৎকার ভীষণ।
যুধিষ্ঠির দেখি সেই স্থান ভয়ঙ্কর,
জিজ্ঞাসিলা দেবদূতে, "হে দেব-কিঙ্কর,
কত দূর যেতে হ'বে এইরূপ পথে,
এ স্থানে থাকিতে নাহি পারি কোনমতে।"
কহে দূত, "আপনার বাঞ্ছা যাহা হয়,
পূরাইতে কহে তাহা দেব সমুদয়,
ইচ্ছা যদি আপনার ফিরি এইবার,
বৃথা কষ্ট আপনারে দিতে নারি আর।"
ফিরিলেন যুধিষ্ঠির একথা শুনিয়া,
পাপিগণ উঠে তথা চীৎকার করিয়া,
"দয়া করি ধর্ম্মরাজ, কর অবস্থান
কিছুকাল হেথা, মোরা জুড়াই পরাণ ;
তব আগমনে দেহ হইল শীতল,
সুন্দর বাতাস এই বহে অবিরল,—
বহুকাল পরে হেথা তব দরশনে
বড়ই আনন্দ আজ পাইলাম মনে।"
চারিদিকে শুনি এই সকাতর স্বর,
যুধিষ্ঠির হইলেন দয়ায় কাতর,
না বুঝিলা কোন্ লোক করে এই রব,
কহিলেন তাই, "শুন দুঃখী লোক সব,
"কে তোমরা কহ, কষ্ট পাও কি কারণ.
জানিবারে অতিশয় ব্যস্ত মোর মন।"
চারিদিকে এককালে উঠে এই বাণী,
"কর্ণ আমি," "ভীম আমি," "ধনঞ্জয় আমি,"
"নকুল" ও "সহদেব," "দ্রুপদ-কুমারী"
"পুত্রগণ, ধর্ম্মরাজ, আমরা তোমারি।"
এইরূপে দিলা সবে নিজ পরিচয়,
শুনি ধর্ম্মরাজ পায় কষ্ট অতিশয়,
ভাবিলেন যুধিষ্ঠির, হায় একি দায়,
মম প্রিয়তম যা'রা তা'রা কষ্ট পায়।
পুণ্যবান ছিল তা'রা, ছিল ধর্ম্মে মতি,
কি পাপে তাহারা ভোগে এ হেন দুর্গতি।
দুষ্টমতি দুর্য্যোধন কি পুণ্য করিল,
সবান্ধবে স্বর্গে আসি আনন্দে রহিল,
এই অতি অবিচার দেখিনু হেথায়,
পরাণে আমার শান্তি নাহি কভু হায়।"
এই ভাবি দেবদূতে কহিলা তখন,
"দেবগণে কহ দূত, আমার মনন,
থাকিব এস্থানে আমি, মম ভ্রাতৃগণ
পাইয়া আমারে সুখী হয়েছে এখন।"
দূত যেয়ে দেবরাজে একথা জানায়,
শুনি যত দেবগণ আসিলা তথায়,
অমনি দুর্গন্ধ আর অন্ধকার. ভয়,
নিমেষে হইল দূর, কিছু নাহি রয়,
হইল তখন সেই ভয়ঙ্কর স্থান
সুন্দর স্বর্গের ন্যায় নাহি তায় আন।
সম্ভাষিয়া যুধিষ্ঠিরে কন দেবরাজ,
"সন্তুষ্ট তোমার প্রতি দেবের সমাজ,
মনস্তাপ কর দূর, তব পুণ্যবলে,
লাভ করিয়াছ তুমি সর্ব্বোত্তম ফলে ;

নরক দেখিলে বলি ওহে মতিমান,
না হইবে দেবতার কাজে সন্দিহান,
পাপপুণ্য সকলেরই হয় পৃথিবীতে,
রাজাদের হয় তাই নরক দেখিতে,
যাঁ'রা করে বেশী পাপ, পুণ্য অল্প করে,
অল্প কাল স্বর্গে থাকি নরকেতে পড়ে,
অতি অল্প পাপী যাঁ'রা, মহাপুণ্যবান
নরক দেখিয়া আগে শেষে স্বর্গে যান ;
দ্রোণের সহিত রণে অসত্য কহিলে,
সেই হেতু তুমি আগে নরক দেখিলে,
দ্রুপদ-নন্দিনী আর তব যত ভাই
অল্প অল্প পাপে তা'রা পাপী ছিল, তাই
করিল এ কষ্ট ভোগ প্রথমে আসিয়া,
সকলে গিয়াছে স্বর্গে দেখহ চাহিয়া ;
আছিল তোমার পক্ষে যত রাজগণ,
সকলেই স্বর্গে দেখ করেছে গমন,
শোক পরিহার এবে কর পুণ্যবান,
অবগাহি মন্দাকিনী-জলে কর স্নান,
এই মন্দাকিনী নদী বাইছে বহিয়া,
স্নান কর, মন যা'বে বিশুদ্ধ হইয়া ;
শোক, তাপ, হিংসা আদি সব হ'বে দূর,
হৃদয় পবিত্র হ'বে সুন্দর, মধুর।"

ধর্ম্ম আসি কহিলেন সকলের শেষে,
"তব সম ধর্ম্ম-প্রাণ নাহি কোন দেশে,
করিনু পরীক্ষা আমি তোমা বারম্বার,
কেহই সমান নাই জগতে তোমার,
তুচ্ছ মনে কর স্বর্গ ভ্রাতৃগণে ছাড়ি,
ইহাতে মহত্ত্ব আরো দেখিনু তোমারি ;
কর স্নান সুপবিত্র মন্দাকিনী-জলে,
তোমার চরিত্রে সুখী দেবতা সকলে।"

মন্দাকিনী-জলে স্নান করি যুধিষ্ঠির
লভিল অপূর্ব্ব, দিব্য, উজ্জ্বল শরীর,
পত্নী ভ্রাতৃগণ সহ কৃষ্ণ সখা আর
মিলিল সবার সনে আনন্দে অপার ;
পিতা মাতা সমুদয় বন্ধুগণ সহ
স্বর্গের অতুল সুখ ভুঞ্জে অহরহ।

গ্রন্থকার প্রণীত অন্যান্য পুস্তক—

ঠাকুর সর্ব্বানন্দ—মেহারের সিদ্ধপুরুষ সর্ব্বানন্দ ঠাকুরের সচিত্র জীবন-কাহিনী। ভূমিকায় দেশের প্রাচীন ঐতিহাসিক ও নানাবিধ ধর্ম্মতত্ত্বের ও ঠাকুরের অলৌকিক জীবনের সূক্ষ্ম ও নিগূঢ় সমালোচন, মূল গ্রন্থে সরল প্রাঞ্জল কচি শিশুর উপযোগী মনোহারী ভাষায় ঠাকুরের জীবনী ও উপদেশ বর্ণিত হইয়াছে।

সর্ব্বানন্দ ঠাকুরের বর্ত্তমান বংশধর ৺কাশীধাম নিবাসী অসাধারণ শাস্ত্রবিদ্ মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত অন্নদা চরণ তর্কচূড়ামণি মহাশয় বলেন,—"আপনার পরিশ্রম সার্থক হইয়াছে।"—বঙ্গবাসী, বেঙ্গলী, নব্যভারত প্রভৃতি দেশের প্রধান প্রধান পত্রে উচ্চ প্রশংসিত। অথচ মূল্য সুলভ ।৵০ আনা মাত্র। প্রকাশক—ষ্টুডেণ্টস লাইব্রেরী, কলিকাতা ও ঢাকা।

বিশ্ববিপ্রি—কয়েকটী সারগর্ভ নানা সাময়িক পত্রে প্রকাশিত সুচিন্তিত প্রবন্ধের সমষ্টি। মূল্য ॥০ আনা।

মধুসূদনের মেঘনাদ বধ—সাময়িক পত্রে প্রকাশিত নূতন ধরণের অপূর্ব্ব সমালোচন—প্রথম প্রস্তাব। মূল্য ।০ আনা।